

Presented by: BANGLA HADITH
WEB: <http://www.hadithbd.com>

মুসলিম
শাখা

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মুসলিম শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৪১

ইফা প্রকাশনা : ১৮৫৯/১

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় প্রকাশ

মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০১০

আষাঢ় ১৪১৭

জমাদিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোহাম্মদ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৩৫.০০ (দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

MUSLIM SHARIF (4th Part) Arabic Hadith Compilation by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.

June 2010

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : WWW. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 235.00; US Dollar : 7.75

বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

Web: <http://www.hadithbd.com>

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এই সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলেমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করেন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, শরীয়তের অপরিহার্য উৎস। ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। হাসীস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মানব জীবনে কুরআনের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। এক কথায় বলা যেতে পারে, কুরআন হচ্ছে প্রদীপ আর হাদীস হচ্ছে তার বিচ্ছুরিত আলো।

কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ বা হাদীস। বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘মুসলিম শরীফে’র স্থান অনন্য। মুসলিম শরীফের সংকলক ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাচাই করে পুনরাবৃত্তি ছাড়া চার হাজার হাদীস ‘মুসলিম শরীফে’ সংকলন করেন। এই কিতাবের বিন্যাস ও সংকলনে তিনি অপরিসীম সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এই অমূল্য কিতাব সংকলনকালে স্থির করেন যে, তিনি শুধু সেই সমস্ত হাদীসই মুসলিম শরীফে অন্তর্ভুক্ত করবেন যেগুলো দু’জন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ দু’জন নির্ভরযোগ্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম শরীফ সমগ্র বিশ্বে একটি অত্যন্ত উচ্চমানের নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে এই অমূল্য কিতাবখানা মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে সমৃদ্ধ হতে পারেন, এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের বিশিষ্ট অনুবাদক দ্বারা অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই এর সকল খণ্ড নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়, ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল খণ্ড পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত সকল খণ্ডের কলেবরের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে এটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে পুনঃবিন্যাস করে প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণকালে সবগুলো খণ্ডই পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে।

আশা করি, এ সংস্করণটি আগের চেয়ে মানসম্পন্ন ও পাঠকমহলে আরো অধিক সমাদৃত হবে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জানার ও সে অনুযায়ী আমল করে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম	সদস্য
মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনায় হাফেজ মাওলানা ইসমাইল

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন
২. মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী



সূচিপত্র

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল	১৭
পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল	১৯
হাবালুল হাবালা বিক্রয় হারাম	১৯
কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তার দামের চাইতে বেশি দাম বলা, কেউ কোন বস্তু কেনার জন্য দরাদরি করছে তার উপরে দরাদরি করা, খরিদ করার ইচ্ছা ছাড়াই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা এবং বেশি দেখানোর জন্যে ওলানে দুধ জমা করা হারাম	২০
পণ্ড্রব্য (বাজারে পৌঁছার পূর্বে) এগিয়ে গিয়ে খরিদ করা হারাম	২২
শহরবাসী লোকের জন্যে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করা হারাম	২৩
দুধ আবদ্ধ করে ওলান ফুলিয়ে দুধের পণ্ড বিক্রির হুকুম	২৫
ক্রয় করা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল হবে	২৬
পরিমাণ না জানা স্তূপীকৃত খুরমা নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম	৩০
ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে থিয়ারে মজলিস থাকবে	৩০
ক্রয়-বিক্রয়ে সত্যবাদিতা ও বর্ণনা করে দেয়া	৩২
কেনা-বেচায় ধোঁকা খাওয়া	৩৩
ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ	৩৪
শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু আয়ারা হারাম নয়	৩৬
ফলযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা	৪৩
মুহাকাল্লা, মুযাবানা, মুখাবারা, খাবার উপযোগী হওয়ার আগেই ফল বিক্রি ও মু'আওমা	
অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ	৪৪
জমি বর্গা দেওয়া	৪৭
খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া	৫৪

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত	৬২
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছেড়ে দেওয়া	৬৫
ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করা মুস্তাহাব	৬৬
বিক্রিত মাল দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাওয়া গেলে বিক্রেতা	
তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে	৬৮
গরীবকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং ধনী ও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন	৭০

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া বৈধ এবং কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব	৭৩
মাঠে অবস্থিত পানি যা চারণ ভূমির কাজে লাগে এ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা অবৈধ এবং তা ব্যবহারে বাধা দেওয়া অন্যায়। আর ষাড় দ্বারা পাল দিয়ে মজুরী গ্রহণ করা হারাম কুকুরের মূল্য, গণকের গণনা কাজের মজুরী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ	৭৪ ৭৫
কুকুর হত্যার আদেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা এবং শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা বা জীবজন্তু পাহারা ও এ জাতীয়	
কোন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা	৭৬
শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল	৮২
মদ বিক্রি করা হারাম	৮৩
মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম	৮৫
সুদ	৮৭
সুদখোর ও সুদদাতার প্রতি অভিসম্পাদ	১০১
হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক সবকিছু বর্জন করা	১০১
উট বিক্রি করা ও (বিক্রেতা) তাতে আরোহণের শর্ত করা	১০৩
জীবজন্তু ধার লওয়া বৈধ এবং তার কাছে প্রাপ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট (জন্তু) দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব একই শ্রেণীর পশু কম-বেশি করে বিনিময় (বিক্রয়) করা বৈধ	১০৭ ১০৯
বন্ধক রাখা এবং প্রবাসের ন্যায় আবাসেও তার বৈধ	১০৯
আগাম (সালাম) ক্রয় প্রসঙ্গে	১০৯
খাদদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম	১১০
বেচাকেনায় কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	১১১
শুফ'আ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)	১১২
প্রতিবেশীর প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা	১১৩
যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম	১১৪
রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়	১১৬

অধ্যায় : ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান)

অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ তাদের দিয়ে দাও, তারপর যা থাকবে তা নিকটতম পুরুষদের	১১৭
কালালার উত্তরাধিকার	১১৮
কালালা সম্পর্কিত আয়াতই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত	১২১
যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য	১২২

পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : হিবা

কাউকে কিছু দান করার পর তার থেকে সেই বস্তু ক্রয় করা মাকরুহ	১২৪
দান দখলে চলে যাওয়ার পর ফিরিয়ে আনা হারাম। কিন্তু আপন সন্তান সন্ততিকে দিলে তা ফিরিয়ে নেওয়া হারাম নয়	১২৬
দানে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ	১২৭
‘উমরা অর্থাৎ জীবনকালের জন্য দান করা	১৩১

✱ অধ্যায় : ওসিয়াত

এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত	১৩৭
সাদাকার সাওয়াব মৃতব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে	১৪১
মানুষের মৃত্যুর পর যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে	১৪২
ওয়াক্ফ	১৪২
যার কাছে ওসিয়াতযোগ্য কিছু নেই তার ওসিয়াত না করা	১৪৪

অধ্যায় : মানত

মানত পূর্ণ করার আদেশ	১৪৮
মানতের নিষেধাজ্ঞা আর তা কিছুইত ফিরে দেয় না	১৪৯
আল্লাহর নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং বান্দাহ যার মালিক নয়	
তাতেও (মানত সাব্যস্ত হবে না)	১৫০
যিনি হেঁটে কা'বায় যাবেন বলে মানত করেন	১৫২
মানতের কাফ্ফারা	১৫৪

অধ্যায় : কসম

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ	১৫৫
যে ব্যক্তি লা'ত ও উয্য়া এর নামে কসম করে তাকে (অবশ্যই তদস্থলে) ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛ বলে	১৫৭
যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে পরে এর বিপরীত বিষয়কে তারচেয়ে উত্তম মনে করে তবে তার জন্য উত্তমটিই করে তবে তার কসমের কাফ্ফারা দেওয়া মুস্তাহাব	১৫৮
কসম হবে কসম গ্রহণকারীর নিয়্যাত অনুযায়ী	১৬৬
কসম ও অন্যান্য ব্যাপারে 'ইন্শা আল্লাহ' বলা	১৬৬
আল্লাহর নামে এমন শপথের ব্যাপারে অনমনীয়তা নিষিদ্ধ, যাতে শপথকারীর পরিবার কষ্ট	
পায় অথচ (বাস্তবে) তা হারাম নয়	১৬৮
ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থায় মানতের ব্যাপারে করণীয়	১৬৯

মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—২

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ক্রীতদাসদের সাথে সন্মতবহার করা এবং দাসকে চপোটাঘাতের কাফফারা	১৭১
দাসীর প্রতি যিনার অপবাদদাতার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী	১৭৫
নিজে যা খাবে ও পরবে দাস-দাসীকেও তা খেতে ও পরতে দেয়া এবং তাদের সাধ্যাতিত কাজের ভার না দেয়া	১৭৬
আন্তরিকতার সাথে মনিবের সেবা ও উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতকারী দাস-দাসীর সাওয়াব	১৭৮
শরীকী গোলাম আযাদ করা	১৮০
মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা বৈধ	১৮৪

অধ্যায় : কাসামা, মুহারিবীন, কিসাস এবং দিয়াত

কাসামা-খুনের ব্যাপারে হলফ করা	১৮৬
শত্রু সৈন্য এবং মুরতাদদের বিচার	১৯২
পাথর ও অন্যান্য ধারাল ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার দায়ে 'কিসাস' সাব্যস্ত হওয়া এবং নারীর বিনিময়ে (হত্যাকারী) পুরুষকে হত্যার বিধান প্রসঙ্গে	১৯৫
কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবন অথবা অঙ্গের উপর আক্রমণ করলে তখন যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তা প্রতিহত করে এবং প্রতিহত করার সময় যদি আক্রমণকারীর জীবন অথবা অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে, তবে এর জন্য তাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না	১৯৭
দাঁত এবং এর অনুরূপ ব্যাপারে কিসাস আরোপ করা	১৯৯
মুসলামনের হত্যা কি কারণে বৈধ হয়	২০০
যে ব্যক্তি (সর্বপ্রথম) খুনের প্রচলন ঘটাল, তার গুনাহর বর্ণনা	২০১
আখিরাতে খুনের শাস্তি, কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে	২০২
রক্ত (জীবন) মান সম্বল এবং মালের হক বিনষ্ট করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী	২০২
হত্যার স্বীকারোক্তি করা এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাসের দাবী করার অবকাশ বৈধ।	
হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট ক্ষমার আবেদন করা মুস্তাহাব	২০৫
গর্ভের সন্তানের 'দিয়াত' এবং ভুলবশত হত্যা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (রক্তপণ), অপরাধীর 'আকিলা' (আত্মীয়-স্বজনের) উপর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে	২০৭

অধ্যায় : হুদূদ— নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় দণ্ডবিধি

চুরির 'নেসাব' (শাস্তি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ) ও তার নির্ধারিত দণ্ড	২১১
অভিজাত চোর এবং অন্যান্যদের হাত কাটা এবং 'হুদূদ' (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি)-এর ব্যাপারে সুপারিশ নিষিদ্ধ	২১৪
ব্যভিচারের শাস্তি	২১৬
ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতকে রজম করা	২১৭

[এগারো]

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে	২১৮
প্রসূতিদের 'হদ্দ' বিলম্বিত করা	২৩২
মদ্যপানের শাস্তি	২৩৩
তায়ীর এর অপরাধে বেত্রাঘাতের পরিমাণ	২৩৬
'হদ্দ' শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি, অপরাধীর জন্য 'কাফফারা' পাপ ক্ষমা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	২৩৬
কোন পশুর আঘাতে কেউ আহত বা নিহত হলে, কিংবা খনি বা কূপে নিপতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে এতে কোন 'দিয়াত' বা ক্ষতিপূরণ অত্যাৱশ্যকীয় হবে না	২৩৮

অধ্যায় : বিচার-বিধান

শপথ বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য	২৪০
হিন্দা (রা)-এর ঘটনা	২৪০
বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না-হক কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ	২৪৪
বিচারকের প্রতিদান, প্রচেষ্টার পর সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুক বা ভুল করুক	২৪৫
ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা নিষিদ্ধ	২৪৬
বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদআতী কার্যকলাপ উচ্ছেদ	২৪৭
উত্তম সাক্ষীগণ	২৪৮
মুজাহিদগণের মতভেদ সম্পর্কে	২৪৮
বিচারক কর্তৃক বিবদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়া উত্তম	২৪৯

অধ্যায় : হারানো বস্তু প্রাপ্তি

হারানো বস্তু পেলে কি করতে হবে	২৫০
হাজিগণের হারানো বস্তু প্রাপ্তি	২৫৫
মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন পশুর দুধ দোহন করা হারাম	২৫৫
মেহমানদারী ও অনুরূপ বিষয়	২৫৬
নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা অন্যের সহায়তা করা মুসতাহাব	২৫৮
যখন খাদ্য সামগ্রী (পাথেয়) অল্প থাকে তখন সমস্ত পাথেয় একত্রে মিলিয়ে ফেলা এবং তদ্বারা পরস্পর সহমর্মিতা করা মুস্তাহাব	২৫৮

✓ অধ্যায় : জিহাদ ও এর নীতিমালা

যে সকল বিধর্মীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা বৈধ

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন ও যুদ্ধের আচরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের উপদেশ	২৬১
সহজ পন্থা অবলম্বন ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করার নির্দেশ	২৬৩
চুক্তিভঙ্গ করা হারাম	২৬৪
যুদ্ধে শত্রুকে প্রতারণার শিকার করা বৈধ	২৬৬
দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা মাকরুহ; আর সম্মুখীন হয়ে গেলে সবরের নির্দেশ	২৬৭
শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার সময় আল্লাহ্র কাছে বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা মুস্তাহাব	২৬৮
যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম	২৬৯
রাতের অতর্কিত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই	২৬৯
(যুদ্ধ পরিস্থিতিতে) কাফিরদের বৃক্ষাদি কাটা ও জ্বালান বৈধ	২৭০
‘বিশেষভাবে এই উম্মাত’ এর জন্য মালে গনীমত হালাল	২৭১
গনীমতের মাল	২৭২
নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সম্পদ (‘সালাব’) হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য	২৭৫
‘নফল’ (বিশেষ পুরস্কার ও অনুদান) হিসাবে কিছু দেওয়া এবং বন্দীদের বিনিময়ে	
(আটকে পড়া) মুসলমানদের মুক্ত করা	২৭৯
‘ফায়’-এর হুকুম	২৮০
নবী (সা)-এর বাণী : আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টন হয় না, আমরা যা কিছু রেখে	
যাব সবই সাদাকা	২৮৪
উপস্থিত মুজাহিদের মাঝে গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) সম্পদের বণ্টন পদ্ধতি	২৮৯
বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা এবং গনীমত বৈধ হওয়া	২৮৯
যুদ্ধবন্দীকে বেঁধে রাখা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া বৈধ	২৯২
ইয়াহুদীদেরকে হিজায় অঞ্চল থেকে বহিস্কার করা	২৯৪
ইয়াহুদী ও নাসারাদের আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিস্কার	২৯৫
যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়া এবং দূর্গের অধিবাসীদের	
কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারকের ফায়সালার উপরে আত্মসমর্পণ বৈধ	২৯৬
যুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতা এবং দু’টি বিরোধপূর্ণ কাজের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণটিকে	
অগ্রাধিকার দেয়া	২৯৯
মুহাজিরগণ বিজয় সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়ায় আনসারদের দেয়া গাছপালা ও ফলের বাগানসমূহ	
তাদেরকে ফেরত প্রদান	২৯৯
‘দারুল হারবে’ (বিধর্মী শত্রু রাজ্য) প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ (আহার) করা	৩০১
বাদশাহ্ হিরাক্ল (হিরোক্লেয়াস)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নবী (সা)-এর পত্র	৩০২
মহামহিম আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিধর্মী শাসকদের নিকট নবী (সা)-এর পত্রাবলী	৩০৬
হুনায়েনের যুদ্ধ	৩০৭
তায়েফের যুদ্ধ	৩১২
বদর যুদ্ধ	৩১২
মক্কা বিজয়	৩১৪



বাংলা হাদিস

[তেরো]

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
কা'বার চারপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ	৩১৮
বিজয়ের পর কুরায়শদের গ্রেফতার করে হত্যা করা হবে না	৩১৯
হৃদয়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে	৩১৯
ওয়াদা পূর্ণ করা	৩২৪
আহযাবের (খন্দক ও পরিখার) যুদ্ধ	৩২৫
উহুদ যুদ্ধ	৩২৬
রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ	৩২৮
মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে নবী (সা)-এর দুঃখ কষ্ট ভোগ	৩২৯
মুনাফিকদের অত্যাচারে আল্লাহর নিকট নবী (সা)-এর দু'আ ও ধৈর্যধারণ	৩৩৪
আবু জাহলের নিধন	৩৩৬
ইয়াহুদী দুর্ধর্ষ নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফের নিধন	৩৩৭
খায়বর যুদ্ধ	৩৩৮
খন্দকের যুদ্ধ	৩৪৩
যু-কারদ ও অন্যান্য যুদ্ধ	৩৪৫
মহান আল্লাহর বাণী : তিনি সেই সত্তা, যিনি তাদের হাতকে তোমাদের উপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রেখেছেন	৩৫৫
পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী লোকের যুদ্ধযাত্রা	৩৫৬
জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অনুদান রূপে কিছু দেয়া যাবে। তাদের জন্য গনীমতের নির্ধারিত অংশ নেই। শত্রুপক্ষের (অযোদ্ধা) শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ	৩৫৭
নবী (সা)-এর যুদ্ধসমূহের সংখ্যা	৩৬১
যাতুর-রিকা যুদ্ধ অভিযান	৩৬৩
যুদ্ধ অভিযানে কোন কাফিরের সাহায্য গ্রহণ মাকরুহ	৩৬৪

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

জনগণ কুরায়শ-এর অনুগামী এবং খিলাফত কুরায়শ-এর জন্য	৩৬৫
খলীফা মনোনয়ন করা এবং না করা	৩৬৮
নেতৃত্ব প্রার্থনা ও ক্ষমতার প্রতি লোভে নিষেধাজ্ঞা	৩৭০
বিনা প্রয়োজন ক্ষমতা গ্রহণ করা অনভিপ্রেত	৩৭২
ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফযীলত ও যালিম শাসকের শাস্তি। শাসিতদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা বর্জন	৩৭৩
গনীমতের মাল আত্মসাৎ হারাম হওয়ার কঠোরতা	৩৭৭
কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম	৩৭৯
পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। পাপের কাজে আনুগত্য হারাম	৩৮২

[চৌদ্দ]

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
শাসক যখন আল্লাহ্ ভীতি ও ন্যায়ের আদেশ দেন তখন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে	৩৮৯
বায়আত গ্রহণকৃত খলীফা পরম্পরায় তাদের বায়আতের (আনুগত্যের) শপথ অবশ্য পালনীয়	৩৮৯
শাসকের অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সময় ধৈর্যধারণ	৩৯২
প্রাপ্য অধিকার না দিলেও শাসকদের অনুগত থাকা	৩৯৩
ফিৎনাকালে (দাংগা ও দুর্য্যক অবস্থায়) মুসলমানদের জামাআত আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য।	
আনুগত্য প্রত্যাখান করা ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ	৩৯৪
মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী সম্পর্কে বিধান	৩৯৮
দুই খলীফার বায়আত গ্রহণ করা হলে	৩৯৯
শরীয়ত গর্হিত কাজে আমীরের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব, তবে যতক্ষণ তারা সালাত	
আদায়কারী থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না (ও অনুরূপ প্রসঙ্গ)	৪০০
উত্তম শাসক ও অধম শাসক	৪০১
ইমাম কর্তৃক যুদ্ধের অভিপ্রায়কালে সেনাদলের বায়আত গ্রহণ উত্তম এবং (বাবলা) বৃক্ষতলে	
বায়আতে (হৃদয়বিয়ার) রিয়ওয়ান প্রসঙ্গ	৪০৩
মুহাজিরের জন্য স্বদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিরে আসা হারাম	৪০৭
মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত এবং বিজয়ের	
পর হিজরত নেই কথাটির মর্ম	৪০৭
মহিলাদের বায়আত গ্রহণ পদ্ধতি	৪০৯
সাধ্যানুসারে আনুগত্য করার শর্তে বায়আত	৪১০
বালিগ হওয়ার বয়স	৪১১
কাফির জনপদে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, যদি তা তাদের	
হাতে পড়ার (এবং অমর্যাদা হওয়ার) আশংকা থাকে	৪১১
ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়াকে (প্রশিক্ষণ দিয়ে) প্রস্তুত করা	৪১২
ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত	৪১৩
কোন ধরনের ঘোড়া অপসন্দনীয়	৪১৬
জিহাদে ও আল্লাহ্র রাহে বের হওয়ার ফযীলত	৪১৭
আল্লাহ্র পথে শাহাদতের ফযীলত	৪২০
আল্লাহ্র রাস্তায় সকাল সন্ধ্যায় বের হওয়া	৪২২
জান্নাতে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ যে মর্যাদার স্তর রেখেছেন	৪২৩
ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল গুনাহ্ মাফ	৪২৪
শহীদদের রুহ জান্নাতে আর তাঁরা জীবিত, তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হন	৪২৫
জিহাদ ও রিবাত এর (শত্রুর মুকাবিলায় বিন্দ্রতা ও সীমান্ত প্রহরী)-এর ফযীলত	৪২৬
হত্যাকারী ও নিহত দু'ব্যক্তি (এক সাথে) জান্নাতে প্রবেশ	৪২৮
যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, তারপর সে নিজে সঠিক পথে চলেছে	৪২৯
আল্লাহ্র রাহে দানের ফযীলত ও তা ক্রমবর্ধিত হওয়া	৪৩০

[পনেরো]

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহর রাহের মুজাহিদগণকে বাহন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গকে দেখা-শুনা করার ফযীলত	৪৩০
মুজাহিদদের পরিবারের মর্যাদা এবং তাদের ব্যাপারে খিয়ানতকারীদের গুনাহ	৪৩৩
ওযরখাস্ত ব্যক্তিদের জন্য জিহাদের ফরয রহিত	৪৩৫
শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার প্রমাণ	৪৩৫
যে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহর রাহে (-র) যোদ্ধা	৪৩৮
লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়	৪৪০
যুদ্ধ করে যারা গনীমত লাভ করেছেন আর যারা গনীমত লাভ করেননি তাঁদের সওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে	৪৪১
নিয়্যাত অনুসারে আমলের সাওয়াব, জিহাদ প্রভৃতি আমলও এর অন্তর্ভুক্ত	৪৪২
আল্লাহর রাহে শাহাদাত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব	৪৪৩
আল্লাহর রাহে জিহাদ না করে, এমন কি মনের মধ্যে জিহাদের বাসনাও পোষণ না করে যে মারা যায় তার পরিণাম অশুভ	৪৪৩
অসুখ-বিসুখ ও ওজরের জন্যে যে জিহাদে যেতে পারলো না, তার সাওয়াব	৪৪৪
সাগরের বুকে জিহাদের (নৌযুদ্ধের) ফযীলত	৪৪৪
আল্লাহর রাহে প্রহরায় থাকার ফযীলত	৪৪৬
শহীদের বর্ণনা	৪৪৭
তীরন্দাযীর ফযীলত এবং এতে উৎসাহ প্রদান এবং তা শিক্ষা করে ভুলে যাওয়ার নিন্দা	৪৪৯
নবী (সা)-এর বাণী : আমার উম্মতের একদল লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের বিরোধীরা তাঁদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না	৪৫০
ভ্রমণকালে বাহনের সুবিধাদির প্রতি খেয়াল রাখা এবং রাস্তার উপর রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ হওয়া	৪৫৩
সফর ক্রেশের অংশ বিশেষ প্রয়োজন সেরে মুসাফিরের তাড়াতাড়ি পরিজনদের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব	৪৫৪
ব্র থেকে রাতে অতর্কিতে ঘরে ফেরা মাকরুহ	৪৫৪

অধ্যায় : শিকার ও যবেহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার	৪৫৭
হারিয়ে যাওয়া শিকার পাওয়া গেলে	৪৬২
হিংস্র পশু ও নখরওয়ালা পাখি খাওয়া হারাম	৪৬২
সাগরের মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল	৪৬৫
গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম	৪৬৮
ঘোড়ার গোশত আহার করা	৪৭২

[ষোল]

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
গুঁই সাপ (শগা) হালাল	৪৭৩
টিড্ডি খাওয়ার বৈধতা	৪৮০
খরগোশ খাওয়া বৈধতা	৪৮১
যা দ্বারা শিকার করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সহায়তা লাভ করা যায় তার বৈধতা এবং কংকর (ও ঢেলা) নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া	৪৮১
যবাহ্ ও হত্যা উত্তম পন্থায় করা ও ছুরি ধার করার নির্দেশ	৪৮৩
কোন প্রাণী বেঁধে তাকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা	৪৮৩

✕ অধ্যায় : কুরবানী

কুরবানীর নির্ধারিত সময়	৪৮৬
কুরবানীর পশুর বয়স	৪৯২
কুরবানীর পসন্দনীয় পশু, অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই যবাহ্ করা এবং 'বিস্মিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা মুস্তাহাব	৪৯৩
যা রক্ত ঝরায় তা দিয়েই যবাহ্ করা বৈধ। তবে দাঁত ও সকল হাড়-এর বহির্ভূত	৪৯৪
ইসলামের সূচনালগ্নে তিনদিনের পরে কুরবানীর গোশত খাওয়া সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল তার বর্ণনা এবং তা রহিত হওয়া ও যতদিন ইচ্ছা ততদিন পর্যন্ত খাওয়া বৈধ হওয়ার বর্ণনা	৪৯৬
ফারা' ও আতীরা	৫০২
যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে প্রবেশ করলো এবং কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করলো তার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ.	৫০২
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু নামে যবাহ্ করা হারাম। যে এরূপ করে তার প্রতি লা'নত	৫০৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْبُيُوعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

১- بَابُ إِطْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

১. পরিচ্ছেদ : মুলামাসা ও মুনাবাযা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

২৬৫৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

৩৬৫৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা (শ্রেণীর) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

২৬৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬০. আবু কুরায়ব ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৬৬১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৬১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৬৬২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৬৬২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِثْنَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَإِنَّ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمُلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

৩৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুলামাসা ও মুনাবাযা এ দু'প্রকার কেনা-বেচা নিষেধ করা হয়েছে। 'মুলামাসা' মানে চিন্তা ভাবনা না করেই (ক্রেতা ও বিক্রেতা) দু'জনের প্রত্যেক অপরের কাপড় স্পর্শ করা। আর 'মুনাবাযা' মানে (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে একে অন্যের প্রতি কাপড় ছুঁড়ে দেওয়া এবং কারো নিক্ষিপ্ত কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা।

২৬৬৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لِمَسِّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ -

৩৬৬৪. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>পাকিস্তানি
আলাহুডি
উম্মাহাদ</sup> আমাদের দু'ধরনের কেনা-বেচা করতে ও দু'ধরনের কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন। কেনা-বেচার মধ্যে তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হল। (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) একজন অপরজনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা রাতে হোক কিংবা দিনে হোক। এরূপ করা ছাড়া (মাল) উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখা হয় না। আর 'মুনাবাযা' হল, পরস্পর একজনের প্রতি অপরজনের কাপড় ছুঁড়ে মারা এবং এরূপ করলেই ভালরূপে দেখে শুনে রাখা হওয়া ছাড়াই উভয়ের মধ্যে কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়ে যেত।

২৬৬৫- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৬৬৫. আমর আন্ নাকিদ (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে একই সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

২- بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

২. পরিচ্ছেদ : পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল

২৬৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ -

৩৬৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল-হাদিহ ওয়াস-সাদাহ পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

৩- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : হাবালুল হাবালা বিক্রয় হারাম

২৬৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ -

৩৬৬৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল-হাদিহ ওয়াস-সাদাহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি “হাবালুল হাবালা” পদ্ধতির কেনা-বেচা নিষেধ করেছেন।

২৬৬৮- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَحَبْلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ -

৩৬৬৮. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা ‘হাবালুল হাবালা’ পন্থায় উটের গোশত কেনা-বেচা করত। “হাবালুল হাবালা” হল (এ শর্তে খরিদ করা) যে, উটনীর বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চা গর্ভধারণ করলে মূল্য পরিশোধ করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল-হাদিহ ওয়াস-সাদাহ এ ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

৪- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيفِ -

৪. পরিচ্ছেদ : কোন ভাইয়ের ক্রয়ের সময় তার দামের উপরে (বেশি) দাম বলা, কেউ কোন বস্তু কেনার জন্য দরাদরি করছে তার উপরে দরাদরি করা, খরিদ করার ইচ্ছা ছাড়াই মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম বলা এবং বেশি দেখানোর জন্যে ওলানে দুধ জমা করা হারাম

২৬৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ -

৩৬৬৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাধাচারে} বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের দামের উপর দাম চড়িয়ে কোন বস্তু ক্রয় না করে।

২৬৭০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ -

৩৬৭০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ^{সাধাচারে} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক যেন তার অপর ভাইয়ের খরিদ করার সময় বেশি দাম বলে ক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপরে তার অনুমতি ছাড়া প্রস্তাব না পাঠায়।

২৬৭১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -

৩৬৭১. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাধাচারে} বলেছেন : “কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমানের দামের উপর দাম না বলে।”

২৬৭২- وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَفِي رِوَاةٍ الدَّوْرَقِيُّ عَلَى سِيَمَةِ أَخِيهِ -

৩৬৭২. আহমাদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ভাইয়ের দরদাম করার সময় কেউ যেন দরদাম না করে। দাওরাকীর রিওয়াযাতে **عَلَى سَيْمَةِ أَخِيهِ** এর স্থলে **عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ** বলা হয়েছে।

২৬৭২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتِاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৭৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাতি} বলেছেন : কেনার উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে সাক্ষাৎ করা যাবে না।^১ তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্যে ছাড়া মালের দাম বলে বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীবাসীর জন্য বিক্রয় না করে। আর উট ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করে রেখ না। এ অবস্থায় কেউ তা খরিদ করলে তার জন্য দোহন করার পর দুই অধিকারের মধ্যে উত্তমটি গ্রহণের সুযোগ থাকবে। পসন্দ হলে সে তা রেখে দিবে, অসম্মত হলে সে তা ফেরৎ দিবে এক সা' খেজুরসহ।^২

২৬৭৪. حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنَّ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنَّ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيفِ وَأَنَّ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -

৩৬৭৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আম্বারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাতি} নিষেধ করেছেন— পণ্য দ্রব্য নিয়ে আগমনকারীদের (আমদানীকারকদের) সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে খরিদ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে, শহরে লোকদেরকে বা গ্রামা লোকের বিক্রয় করতে, কোন নারীর তার বোনের তালাক দাবী করতে, মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে, বিক্রয়ের পূর্বে দোহন না করে ওলানে দুধ জমা করে রাখতে এবং অপর ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম করতে।

২৬৭৫. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نَهَى وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ -

১. গ্রামের উৎপাদনকারীরা মালামাল নিয়ে যখন শহরের দিকে যাত্রা করে সে মাল সরাসরি শহরে পৌঁছলে দাম কমে যাবে এই আশংকায় শহর থেকে গিয়ে ঐ মাল কিনে নেওয়া। এতে সরবরাহ কমে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়— এজন্য এ ধরনের ক্রয় নিষেধ করা হয়েছে।

২. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু ত্রেতা ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত উক্ত জন্তুর দুধ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এ বিষয়টিতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

৩৬৭৫. আবু বকর ইবন না'ফি, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র) সকলে শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে গুনদুর ও ওয়াহব এর হাদীসে আছে, “নিষেধ করা হয়েছে”। আর আবদুস সামাদ (র)-এর হাদীসে আছে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেমনটি আছে শু'বা থেকে মু'আয বর্ণিত হাদীসে।

৩৬৭৬. ৩৬৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ -

৩৬৭৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। খরিদ করার ইচ্ছা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

৫- بَابُ تَحْرِيمِ تَلْقَى الْجَلْبِ

৫. পরিচ্ছেদ : পণ্যদ্রব্য (বাজারে পৌঁছার পূর্বে) এগিয়ে গিয়ে খরিদ করা হারাম

৩৬৭৭. ৩৬৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلْقَى السِّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الْأَخْرَاقُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلْقَى -

৩৬৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইবন নুমায়র (রা) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে ক্রয়ের জন্যে যেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এ হল ইবন নুমায়রের বর্ণনা। আর অপর দু'জন বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৭৮. ৩৬৭৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -

৩৬৭৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উবায়দুল্লাহ (র) হতে ইবন নুমায়র (র.)-এর বর্ণনার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬৭৯. ৩৬৭৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ -

৩৬৭৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি পণ্যদ্রব্য আসার পথে এগিয়ে গিয়ে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।

১. অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে নেপথ্য দালালী করতে।

৩৬৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتْلَقَى الْجَلْبُ -

৩৬৮০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পণ্য বহনকারীদের সাথে অগ্রগামী হয়ে সাক্ষাৎ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৩৬৮১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৮১. ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ো না। যদি কেউ এরূপ অনুগামী হয়ে সাক্ষাত করে এবং তার থেকে (কোন বস্তু) খরিদ করে তবে মালিক (বিক্রেতা) বাজারে পৌঁছার পর (বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে) তার ইখতিয়ার থাকবে।

৬. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي -

৬. পরিচ্ছেদ : শহরবাসী লোকের জন্যে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করা হারাম^১

৩৬৮২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৩৬৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহরে লোক যেন পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে। যুহায়র বর্ণনা (র) করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরে লোককে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬৮৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتْلَقَى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارٌ -

১. কেননা এরূপ বিক্রয়ে দ্ব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে জায়েয বলেছেন, কেউ মাকরুহ বলেছেন, কেউ এ হাদীস মানসূখ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৬৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পারমিতাঃ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়ে পণ্যবহনকারী কাফিলার সাথে মিলিত হতে এবং শহরবাসীকে পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বললেন, সে তার দালাল হবে না।

২৬৮৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى يَرْزُقُ -

৩৬৮৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী ও আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পারমিতাঃ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহরের লোক গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় করতে পারবে না। লোকেদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিয়কের যে সুবিধা আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন সে ব্যবস্থা চালু থাকতে দাও। তবে ইয়াহইয়ার রিওয়াযাতে يَرْزُقُ স্থলে يَرْزُقُ আছে।

২৬৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬৮৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী পারমিতাঃ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৬৮৬. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ -

৩৬৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (রা) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে শহরের লোকের বিক্রয় থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে, সে তার ভাই হোক বা তার পিতা।

২৬৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهَيْنَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

৩৬৮৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, শহরের লোক যেন গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে।

৭. بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصْرَاةِ

৭. পরিচ্ছেদ : দুধ আবদ্ধ করে ওলান ফুলিয়ে দুধের পশু বিক্রির হুকুম

৩৬৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৮৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি অদোহিত ফুলান ওলান বিশিষ্ট বকরী খরিদ করে, তবে বাড়ি নিয়ে দোহনের পরে সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারে। ফেরত দিলে এক সা' খেজুর ও সাথে দিবে।

৩৬৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْنَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুধ আটকিয়ে ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারে। যদি ফেরত দেয় তবে সে সাথে এক সা' খেজুরও দিবে।

৩৬৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ -

৩৬৯০. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুধ আটকিয়ে ওলান ফুলান বকরী ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। সে যদি উক্ত বকরী ফেরত দেয় তবে তার সাথে এক সা' খাদ্য বস্তুও দিবে। (এজন্য) উৎকৃষ্ট গম (দেওয়া জরুরী) নয়।

৩৬৯১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ -

৩৬৯১. ইব্ন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওলানে দুধ ফুলান বকরী কিনবে তার জন্য দুই অবকাশের উত্তমটি থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয় বহাল রাখবে আর ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরৎ দিবে- (এজন্য) উৎকৃষ্ট গম (দেওয়া জরুরী) নয়।

৩৬৯২. وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ -

৩৬৯২. ইবন আবু উমর (র) উপরে উল্লিখিত হাদীসটি আবদুল ওয়াহ্ব থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। অবশ্য আবদুল ওয়াহ্বের বর্ণনায় شاة এর স্থলে غنم আছে।

৩৬৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصْرَاءً أَوْ شَاةً مُصْرَاءً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ -

৩৬৯৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (হাম্মাম) (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কয়েকটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি দুধে ওলান ফুলান উষ্ট্রী বা বকরী খরিদ করে তবে দুধ দোহনের পরে তার দু' অবকাশের উত্তমটি থাকবে। হয় তা রেখে দিবে অথবা এক সা' খুরমাসহ ফরত দিবে।

৪. بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمُبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

৮. পরিচ্ছেদ : ক্রয় করা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল হবে

৩৬৯৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ -

৩৬৯৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবুর রাবী আতাকী ও কুতায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মনে করি সকল বস্তুর বেলায় এই একই হুকুম।

৩৬৯৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৬৯৫. ইবন আবু উমর, আহমাদ ইবন আবদা, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আমর ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৬৯৬. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ -

৩৬৯৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণা, খাদ্য দ্রব্যের যে নির্দেশ, অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ও এই একই নির্দেশ।

২৬৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأٌ -

৩৬৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুয়ায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে, সে তা পরিমাপ করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী তাউস (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাসের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, লোকজন স্বর্ণ দ্বারা খাদ্য দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করে? আবু কুয়ায়ব 'বাকী' শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

২৬৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ -

৩৬৯৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কা'নাবী ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} বলেছেন : কেউ খাদ্য দ্রব্য খরিদ করলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে।

২৬৯৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُهُ عَلَيْنَا مِنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ -

৩৬৯৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর যুগে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতাম। তখন তিনি এই মর্মে আদেশ দিয়ে আমাদের কাছে লোক পাঠাতেন যে, এ মাল বিক্রি করার পূর্বেই যেন ক্রয়ের স্থান হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

২৭.০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَفَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ -

৩৭০০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে সে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা কাফিলা থেকে পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করতাম। এরপর তা স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাদের নিষেধ করেছেন।

২৭.১. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ -

৩৭০১. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারবে না, যতক্ষণ না তা পূর্ণ উসূল করে ও হস্তগত করে।

২৭.২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ -

৩৭০২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আলী ইব্ন হুজর (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে লোক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে সে তা হস্তগত করার আগে বিক্রি করবে না।

২৭.৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحْوِلُوهُ -

৩৭০৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সময়ে পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করার পরে তা স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করলে লোকদের শাস্তি দেওয়া হত।

৩৭.৪- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ -

৩৭০৪. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আমলে লোকেরা পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করত এবং নিজেদের স্থানে (বাড়িতে ব্যবসা কেন্দ্রে) না নিয়েই ক্রয় স্থলে তা বিক্রি করে দিত। এ কারণে তাদের শক্তি দেওয়া হত। ইবন শিহাব (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা পরিমাণ অনুমান করে খাদ্য বস্তু ক্রয় করার পর তা বাড়ি নিয়ে আসতেন।

৩৭.৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنِ ابْتِاعَ -

৩৭০৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে সে তা পরিমাপ করার আগে বিক্রি করতে পারবে না। আবু বকরের বর্ণনায় -এর স্থলে - مَنْ ابْتِاعَ -

৩৭.৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرُوانَ أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الرَّبِّاءِ فَقَالَ مَرُوانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرُوانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ -

৩৭০৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বললেন, আপনি তো সুদী কেনাবেচা বৈধ করে দিয়েছেন। মারওয়ান বললেন : না, আমি তা করি নি। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি তো 'চেক' (সরকারী ভাতা রূপে জারীকৃত) রেশন কার্ড বিক্রি বৈধ করে দিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ রূপে বুকে পাওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর মারওয়ান এক বক্তৃতায় তা বিক্রি করতে লোকদের নিষেধ করে দেন। রাবী সুলায়মান (র) বলেন : আমি দেখলাম যে, মানুষের কাছ থেকে সরকারী কর্মচারিগণ রেশন কার্ড ফিরিয়ে নিচ্ছে।

২৭.৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ابْتِغَتْ طَعَامًا فَلَاتَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ -

৩৭০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন জুরায়জ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তুমি যখন কোন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবে, তখন তা পুরোপুরি বুঝে পাওয়ার আগে বিক্রি করবে না।

৯- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صَبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ -

৯. পরিচ্ছেদ : পরিমাণ না জানা স্তূপীকৃত খুরমা নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা হারাম

২৭.৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ -

৩৭০৮. আবু তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন স্তূপীকৃত খুরমা যার পরিমাপ তার জানা নাই।

২৭.৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ -

৩৭০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন- অনুরূপ হাদীস। তবে বর্ণনাকারী রাওহ (র) হাদীসের শেষ অংশের **التَّمْرِ** উল্লেখ করেন নি।

১০- بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعِينَ -

১০. পরিচ্ছেদ : ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে থিয়ারে মজলিস থাকবে

২৭১০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ -

৩৭১০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই অপরের উপর (ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে ইখতিয়ারের শর্তে (অথবা ইখতিয়ার না থাকার শর্তে) ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

২৭১১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৩৭১১. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে, যুহায়র ইবন হারব ও আলী ইবন হুজর এবং আবুর রাবী ও আবু কামিল (র) ইবন উমর (রা) থেকে, ইবনুল মুসান্না ও ইবন আবু উমর এবং ইবন রাফি' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরে উল্লিখিত নافع' (র) থেকে মালিক (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণন করেন।

২৭১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ -

৩৭১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনাবেচা করলে যতক্ষণ তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয় বরং একত্রিত থাকে, ততক্ষণ তাদের প্রত্যেকেরই কেনাবেচা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে যদি একজন অপরজনকে ইখতিয়ার প্রদান করে সুতরাং যদি একজন অপরজনকে ইখতিয়ার সমর্পণ করে এবং এরূপ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তবে এ ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং উভয়ের কেউ-ই ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান না করে থাকে তবে বিক্রয় বহাল থাকবে।

২৭১২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى نَافِعٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا

عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجِبَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ -

৩৭১৩. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করে তখন তাদের প্রত্যেকেরই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অবকাশ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অন্যের থেকে আলাদা না হয়ে যায়। অথবা যদি ক্রয় বিক্রয় খিয়ার সমর্পণের শর্তে হয়। সুতরাং যদি তাদের ক্রয়-বিক্রয় খিয়ার সমর্পণের শর্তে হয়ে থাকে তখনও তা কার্যকর হবে।

ইবন আবু উমর (র)-এর রিওয়াতে আরো আছে, নাসি' (র) বলেন, এ কারণে তিনি (ইবন উমর) কারো সংগে বেচা-কেনা করলে এবং ক্রয় ভংগ করার ইচ্ছা না থাকলে তিনি উঠে যেতেন এবং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ফিরে আসতেন।

২৭১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ -

৩৭১৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আযুয, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কেনা-বেচা চূড়ান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে; (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও খিয়ার বহাল থাকবে)।

১১- بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

১১. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে সত্যবাদিতা ও বর্ণনা করে দেয়া

২৭১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا -

৩৭১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আমর ইবন আলী (র) হাকীম ইবন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে পরস্পর আলাদা হবার পূর্ব পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে।

২৭১৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَلِدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً -

৩৭১৬. আমর ইবন আলী (র) হাকীম ইবন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (র) বলেন, হাকীম ইবন হিয়াম (রা) কা'বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন ও একশ' বিশ বছর জীবিত থাকেন।

১২. بَابُ مَنْ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

১২. পরিচ্ছেদ : কেনা-বেচায় ধোঁকা খাওয়া

২৭১৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ -

৩৭১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানাল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রতারণা করে। তখন তিনি বললেন : তুমি যার সাথে কেনা-বেচা করবে তাকে বলে দিও, 'কোন প্রকার ধোঁকা থাকবে না।' এরপর থেকে যখনই সে কিছু খরিদ করত, তখনই বলে দিত কোন প্রকার ধোঁকা থাকবে না।^১

২৭১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ -

৩৭১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এদের বর্ণিত হাদীসে শেষাংশ অর্থাৎ সে বেচা-কেনার সময় لَا خِلَابَةَ বলত এ কথাটি নেই।

১. এ ব্যক্তি জিহাদে সমস্যা (তোতলামী) থাকার কারণে لَا خِلَابَةَ স্থলে لَا خِيَابَةَ বলত।

১৩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

১৩. পরিচ্ছেদ : ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ

৩৭১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ -

৩৭১৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে।

৩৭২০- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৭২০. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭২১- وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ -

৩৭২১. আলী ইবন হুজর সা'দী ও যুহায়র ইবন হারব (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে এবং সাদা হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত হওয়ার পূর্বে ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে।

৩৭২২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوُ صِلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصَفْرَتُهُ -

৩৭২২. যুহায়র ইবন হারব (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপযোগী হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উপযোগী হওয়ার অর্থ লাল বর্ণ ও হলুদে ধারণ করা।

৩৭২৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৭২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন আবু উমর (র) ইয়াহইয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন, যতক্ষণ না তা উপযোগী হয়। এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

৩৭২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ -

৩৭২৪. ইবন রাফি' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল ওয়াহ্‌হাব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭২৫. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ -

৩৭২৫. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক ও উবায়দুল্লাহ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -

৩৭২৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করো না।

৩৭২৭. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لَابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ -

৩৭২৭. যুহায়র ইবন হারব (র) সুফিয়ান (র)-এর সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না (র) শু'বা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য শু'বার বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে যে, ইবন উমর (রা)-এর কাছে উপযোগী হওয়ার অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যাওয়া।

৩৭২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ -

৩৭২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আহমাদ ইবন ইউনুস (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন অথবা তিনি বলেন, আমাদের নিষেধ করেছেন ফল পরিপক্বতা লাভের পূর্বে তা বিক্রি করতে।

৩৭২৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ -

৩৭২৯. আহমাদ ইবন উসমান নাওফালী ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফল উপযোগী হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৩৭৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْعَ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ -

৩৭৩০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট (গাছের) খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (গাছের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তা থেকে খেতে পারে বা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ওজন করা যায়। রাবী বলেন, আমি (ইবন আব্বাস (রা)-কে) জিজ্ঞাসা করলাম ওজন করা যায় অর্থ কি? তখন তার পাশেই অবস্থানকারী জনৈক ব্যক্তি বলল, - পরিমাপ অনুমান করবে।

৩৭৩১. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا -

৩৭৩১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল উপযোগী হওয়ার আগে তোমরা খরিদ করো না।

১৪. بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالثَّمَرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

১৪. পরিচ্ছেদ : শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা হারাম কিন্তু 'আরায়া' হারাম নয়

৩৭৩২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ تَبَاعَ -

৩৭৩২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র) ...। ভিন্ন সনদে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে

তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরায়া' ধরনের কেনা-বেচার অনুমতি দান করেছেন। ইব্ন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় **أَنْ تَبَاعَ** শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

২৭৩৩- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً -

২৭৩৩. আবু তাহির ও হারমালা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা উপযোগী হওয়ার আগে ফল খরিদ করো না এবং খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করো না। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি সম্পূর্ণ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৩৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ أَنْ يَبَاعَ تَمْرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبَاعَ الزَّرْعُ بِالقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يَرْخِصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ -

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা' ও 'মুহাকাল' নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হল, গাছের খেজুর (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মুহাকাল হল, ক্ষেতের শস্য অনুমান করে (ঘরে বিদ্যমান) গমের (শস্যের) বিনিময়ে বিক্রি করা এবং প্রস্তুত করা গমের পরিবর্তে জমি বর্ণা দেওয়া। ইব্ন শিহাব (র) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফল উপযোগী হওয়ার আগে ক্রয় করো না। আর খুরমার বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করো না।

সালিম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর 'আরায়া' শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাজা অথবা শুকনা খেজুরের ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ ছাড়া অন্য কিছু ব্যাপারে তিনি অনুমতি দেন নি।

২৭২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ -

৩৭৩৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়া' মালিককে এ অনুমতি দিয়েছেন যে, সে আরাযাকৃত গাছের তাজা খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে।

২৭২৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا -

৩৭৩৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়া' পদ্ধতির অনুমতি প্রদান করেছেন। বাড়ির মালিক তাজা (রসযুক্ত) খেজুর খাওয়ার জন্যে 'আরায়া' (রূপে দানকৃত গাছের খেজুর) অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে রাখতে পারে।

২৭২৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) নারিফ (র) থেকে একই সূত্রে উক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৭২৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৩৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে একই সূত্রে উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (কিছু অতিরিক্ত) বলেছেন যে, খেজুর গাছের 'আরায়া' হল- কিছু খেজুর গাছ কোন কাওমকে দান করা। এরপর তারা ঐ গাছগুলোর খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

২৭২৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلَاتِ لِبَطْنِ أَهْلِهِ رُطْبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৩৯. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র) যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়া' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইয়াহুইয়া বলেন, ‘আরায়া’ হল কারো পরিবারবর্গকে তাজা (রসাল) খেজুর খাওয়াবার জন্যে গাছে বিদ্যমান খেজুর অনুমান দ্বারা পরিমাণ করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করা।

২৭৪০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

৩৭৪০. ইবন নুমায়র (র) যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দানকৃত খেজুর অনুমানে পরিমাপ করে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

২৭৪১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُوْخَذَ بِخَرْصِهَا.

৩৭৪১. ইবনুল মুসান্না (র) উবায়দুল্লাহর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, তা অনুমান করে গ্রহণ করা।

২৭৪২. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

৩৭৪২. আবুর রাবী, আবু কামিল ও আলী ইবন হুজর (র) নাফি' (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, অনুমানের ভিত্তিতে ‘আরায়া’ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেছেন।

২৭৪৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرَّبَا تِلْكَ الْمُرَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا.

৩৭৪৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কা'নাবী (র) সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটাই সুদ, এটাই ‘মুযাবানা’। অবশ্য তিনি ‘আরায়া’কৃত বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ একটি, দু'টি (বা অধিক) খেজুর গাছ (‘আরায়া’ রূপে দান করার পরে) বাড়ির মালিক এর পরিমাণ অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে রেখে দিবে এবং তাজা খেজুর থাকবে।

৩৭৪৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

৩৭৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ্ (র) বুশায়র ইবন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়াকৃত' খেজুর গাছের ফল অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

৩৭৪৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى فَذَاكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ اسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرَّبَا الزَّبْنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّبَا -

৩৭৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... বুশায়র ইবন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে তার মহল্লায় বসবাসকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন- রাবী সাকারী (র) সুলায়মান ইবন বিলাল (র) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইসহাক ও ইবন মুসান্না 'সুদ' এর স্থলে 'মুযাবানা' (الْمُزَبَنُ) বলেছেন। আর ইবন আবু উমর 'সুদ' (الرِّبَا) বলেছেন।

৩৭৪৬- وَحَدَّثَنَا عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৭৪৬. আমরু আন-নাকিদ ও ইবন নুমায়র (র) সাহল ইবন আবু হাছমার সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ -

৩৭৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হাসান হুলওয়ানী (র) রাফি' ইবন খাদীজ ও সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' অর্থাৎ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরায়ার' মালিকগণ ব্যতীত। কেননা তাদেরকে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।

৩৭৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنِبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بَخْرُصِهَا فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمْسَةِ يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ خُمْسَةُ أَوْ دُونَ خُمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ.

৩৭৪৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরায়া' শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ে ফলের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে পাঁচ ওয়াসকের কম বা পাঁচ ওয়াসকের মধ্যে করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। রাবী ইয়াহইয়া বলেন, দাউদের এ ব্যাপারে সন্দেহ যে, কথা এভাবে বলেছেন- পাঁচ বা পাঁচের কম? তখন মালিক বললেন, হ্যাঁ।

৩৭৪৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

৩৭৪৯. ইয়াহইয়া ইবন তামীমী (র) ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। 'মুযাবানা' হল গাছের তাজা খেজুর পরিমাপকৃত (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং গাছের তাজা আগুর পরিমাপকৃত (ঘরের) কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

৩৭৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ 'মুযাবানা' করতে নিষেধ করেছেন। (আর মুযাবানা হল) গাছের (তাজা) খেজুর (অনুমান করে) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা ও তাজা আগুর অনুমান করে পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং ক্ষেতের গম অনুমানে পরিমাপকৃত ঘরে বিদ্যমান গমের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৫১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৩৭৫১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৭৫২. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخُرُصِهِ.

৩৭৫২. ইয়াহইয়া ইব্ন মাদীন, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হুসায়ন ইব্ন ইসা (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল গাছের খেজুর (অনুমানের ভিত্তিতে) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা এবং তাজা আপুর (অনুমানের ভিত্তিতে) পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর যে কোন ফল অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

২৭৫২- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَافِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِتَمَرٍ بِكَيلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلَيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى -

৩৭৫৩. আলী ইব্ন হুজর ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল গাছের মাথায় যে খেজুর আছে তার পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারিত পরিমাণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা- এই শর্তে যে, যদি বেশী হয় তবে তা আমার থাকবে। আর যদি কম হয় তবে সে ক্ষতি আমার উপরই বর্তাবে।

২৭৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৭৫৪. আবুর রাবী ও আবু কামিল (র) আয়্যুব (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

২৭৫৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرٌ حَائِطُهُ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمَرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ كَانَ زَرْعًا -

৩৭৫৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুযাবানা' নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে (তার কাঁচা খেজুর) পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি আপুর হয় তবে তা পরিমাপকৃত কিশমিশের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি তা ক্ষেতের ফসল হয় তবে তা পরিমাপকৃত গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা- এ সব থেকে তিনি নিষেধ করেছেন।

২৭৫৬- حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ ح وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৭৫৬. আবু তাহির, ইবন রাফি' ও সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে নাফি' (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি অন্যান্যের অনুরূপ (অর্থযুক্ত রূপে) বর্ণনা করেন।

১৫. بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهِ تَمْرٌ

১৫. পরিচ্ছেদ : ফলযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা

৩৭৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৫৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সহীহ আল-বুখারী} বলেছেন : কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করান (মাদী) খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার। অবশ্য ক্রেতা যদি (খেজুরসহ ক্রয়ের শর্ত করে তবে তা তার হবে)।

৩৭৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمًا نَخْلٍ اشْتَرَى أَصُولُهَا وَقَدْ أُبْرِتْ فَإِنْ تَمَرَّهَا لِلَّذِي أُبْرَاهَا إِلَّا يَشْتَرِطُ الَّذِي اشْتَرَاهَا -

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন নুমায়র ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সহীহ আল-বুখারী} বলেছেন : কোন তা'বীরকৃত^১ খেজুর গাছ যদি মূলসহ ক্রয় করা হয় তবে তার ফল তা'বীরকারীরই প্রাপ্য, তবে যদি বিক্রেতার শর্ত করে।

৩৭৫৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيْمًا امْرِيٍّ أُبْرِيَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أُبْرِيَ التَّمَرُ النَّخْلُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{সহীহ আল-বুখারী} বলেছেন : কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তা'বীর করার পর মূল গাছটি বিক্রি করে দিলে ঐ গাছের খেজুর তা'বীরকারী পাবে, তবে যদি ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত করে থাকে।

৩৭৬০. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهِمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

১. অধিক ফলনের জন্য পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে মাখিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে 'তা'বীর' (التأبير) বলে।

৩৭৬০. আবুর রাবী, আবু কামিল ও যুহায়র ইবন হারব (র) নাফি'র সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত রূপ (অর্থযুক্ত) হাদীস বর্ণনা করেন।

২৭৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَتَمَرَّتْهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتِاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

৩৭৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তা'বীরকৃত খেজুর গাছ খরিদ করবে, তবে ঐ গাছের ফল বিক্রেতার প্রাপ্য তবে যদি উক্ত গাছের ফল পাওয়ার শর্ত করে থাকে এবং কেউ যদি গোলাম খরিদ করে তবে তার মাল বিক্রেতারই প্রাপ্য তবে যদি গোলামের মাল পাওয়ার শর্ত করে থাকে।

২৭৬২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৭৬২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এই হাদীস অনুরূপ (অর্থযুক্ত রূপে বর্ণনা করেন।

২৭৬৩. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩৭৬৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে বলতে শুনেছি ... অনুরূপ (শব্দের) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السَّنِينِ -

১৬. পরিচ্ছেদ : মুহাকলা, মুযাবানা, মুখাবারা, উপযোগী হওয়ার আগেই ফল বিক্রি ও মু'আওমা অর্থাৎ কয়েক বছরের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

২৭৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ وَلَا يَبَاعُ إِلَّا بِالْدينَارِ وَالدرهمِ إِلَّا الْعَرَايَا -

৩৭৬৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকাল্লা, মুযাবানা, মুখাবারা ও উপযোগী হওয়ার আগে ফল ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। আর দীনারও দিরহামের বিনিময় ব্যতীত ফল বিক্রি করা যাবে না। তবে আরায়া-(র হুকুম ভিন্ন)।

৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৭৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৩৭৬৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানজালী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা, মুহাকাল্লা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ছাড়া ফল বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু আরায়া'(র বিনিময়ে যাবে)।

আতা (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ ধরনগুলো সম্পর্কে জাবির (রা) আমাদেরকে ব্যাখ্যা দান করেছেন; মুখাবারা হল- এক ব্যক্তিকে শস্যহীন শূন্য ক্ষেত প্রদান করে। এরপর সে তাতে ব্যয় করে (ফসল উৎপন্ন করে) এবং উৎপন্ন ফসলে অংশগ্রহণ করে। আর মুযাবানা হল- গাছের উপরিস্থিত তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ কৃত (ঘরের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকাল্লা ফসলের মধ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে অর্থাৎ- ক্ষেতে বিদ্যমান শস্যকে অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ কৃত (ঘরের) শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।

৩৭৬৭. আবু ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানজালী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা, মুহাকাল্লা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ছাড়া ফল বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু আরায়া'(র বিনিময়ে যাবে)।

৩৭৬৮. আবু ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানজালী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা, মুহাকাল্লা, মুযাবানা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর দিরহাম ও দীনারের বিনিময় ছাড়া ফল বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু আরায়া'(র বিনিময়ে যাবে)।

النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ أَسْمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ -

৩৭৬৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবু খালফ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মুহাকাল্লা, মুযাবানা, মুখাবারা এবং খেজুর লাল বা মেটে লাল অথবা খাদ্যোপযোগী হওয়ার পূর্বে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। মুহাকাল্লা হল-ক্ষেতের শস্য নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। মুযাবান হচ্ছে- গাছের খেজুর কয়েক ওয়াসক খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। মুখাবারা বলা হয়- এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা এইরূপ নির্দিষ্ট কোন অংশকে।

যায়দ (র) বলেন, আমি আতা ইব্ন আবু রাবাহকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে এইরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৭৬৮. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقِّحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا -

৩৭৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মুযাবানা, মুহাকাল্লা, মুখাবারা এবং ফল পাকার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম পাকার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল বর্ণ বা মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা এবং তা থেকে খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

২৭৬৯. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنِ الثَّنِيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا -

৩৭৬৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মুহাকাল্লা, মুযাবানা, মু'আওমা ও মুখাবারা ধরনের লেনদেন নিষেধ করেছেন। তাদের একজনে বলেন, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করা হল মু'আওমা এবং (তিনি নিষেধ করেছেন) কিছু অংশ (নির্ধারিত পরিমাণ) বাদ দেওয়া হতে আর অনুমতি দিয়েছেন 'আরায়া' করতে।

২৭৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعَ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ -

৩৭৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করা হল মু'আওমা'-এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

১৭. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

১৭. পরিচ্ছেদ : জমি বর্গা দেওয়া

২৭৭১. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السَّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ -

৩৭৭১. ইসহাক ইবন মানসুর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে, কয়েক বছরের জন্যে বিক্রি করতে এবং ফল পরিপক্বতা লাভ করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২৭৭২. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ -

৩৭৭২. আবু কামিল জাহদারী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন।

২৭৭৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقْبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ -

৩৭৭৩. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা (নিজে) চাষাবাদ করে। যদি সে (নিজে) চাষাবাদ না করে তবে যেন তার কোন (মুসলমান) ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়।

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের মর্মে জমি বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ বুঝা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক গৃহীত খায়বারের ভূমি ব্যবস্থা দ্বারা বর্গা দেওয়া জায়েজ প্রমাণিত। জমির মালিক জমি চাষাবাদ না করলে তা কৃষককে আল্লাহর ওয়াস্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া উত্তম বিধায়, বর্গা দেওয়া মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিষেধ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ নিষেধাজ্ঞা প্রথম পর্যায়ে ছিল, তবে এই নিষেধ মানে মাকরুহ তানজিহ। আর বর্গা দেওয়াও বৈধ। তবে এই পরিমাণ ফসল দিতে হবে বা এই অংশের ফসল দিতে হবে – এরূপ শর্ত করে বর্গা দেওয়া না জায়েয।

৩৭৭৪. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشْلُ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولٌ أَرْضِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

৩৭৭৪. হাকাম ইবন মুসা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর কতিপয় সাহাবীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি ছিল। রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বললেন : যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার (মুসলমান) ভাইকে দান করে (অর্থাৎ চাষাবাদ করতে) দেয়। আর যদি সে তা অস্বীকার করে তাহলে তার জমি সে আটকিয়ে রাখুক।

৩৭৭৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ -

৩৭৭৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} জমির জন্য বিনিময় বা ফসলের অংশ গ্রহণ (করে বর্গা প্রদান) করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭৬. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤْجِرْهَا إِيَّاهُ -

৩৭৭৬. ইবন নুমায়র (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে। যদি সে চাষাবাদ করতে না পারে এবং তাতে অক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (চাষাবাদ করতে) দেয়। কিন্তু বর্গা দিবে না।

৩৭৭৭. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهَهَا قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৭. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইবন মুসা (র) আতা-কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নিকট জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) কি এ কথা (হাদীস) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : 'যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে চাষ করার জন্যে প্রদান করে তা বর্গা দিবে না।' তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ -

৩৭৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'মুখাবারা' থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৭৭৯. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ مِثْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكَرَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৭৭৯. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার নিকট অতিরিক্ত জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা আবাদ করার জন্যে তার ভাইকে দেয়। তোমরা তা বিক্রি করো না। (রাবী বলেন) আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিক্রি করো না, এ কথার অর্থ কি বর্গা দেয়া? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৭৮০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَالْأُخْرَى فَلْيَدَعْهَا -

৩৭৮০. আহমাদ ইবন ইউনুস (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জমি বর্গায় নিতাম এবং প্রাপ্য হিসেবে শস্য মাড়াই করার পর ছড়ায় যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা এবং এ ধরনের নগণ্য কিছু ভাগ পেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার জমি আছে সে তা নিজে চাষাবাদ করবে অথবা তার অপর ভাইকে দিয়ে আবাদ করাবে অন্যথায় তা (চাষবিহীন) রেখে দিবে।

৩৭৮১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ بِالْمَازِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا -

৩৭৮১. আবু তাহির (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে আমরা তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে (এবং) নালার পাশের ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গা নিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, যার জমি আছে সে (নিজেই) তা চাষ করবে। আর যদি সে চাষ না করে তবে যেন তার ভাইকে আবাদ করতে দেয়। যদি তার ভাইকে তা না দেয়, তবে সে যেন তা আটকিয়ে রাখে।

২৭৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعْرِهَا -

৩৭৮২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- যার জমি আছে সে যেন তা দান (হিবা) করে অথবা সে যেন তা ধার (স্বরূপ চাষ করতে) দেয়।

২৭৮৩- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا -

৩৭৮৩. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন যে, সে যেন তা চাষ করে অথবা অন্য লোককে চাষ করতে দেয়।

২৭৮৪- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نَكْرِى أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -

৩৭৮৪. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। বুকায়র (র) নাকি'র সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি বর্গায় দিতাম। এরপর রাফি' ইবন খাদীজের হাদীস শুনে তা পরিত্যাগ করি।

২৭৮৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৩৭৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি জমি দুই বা তিন বছরের জন্যে বিক্রি করতে (বর্গা দিতে) নিষেধ করেছেন।

২৭৮৬- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بُنٍ مَنصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السَّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سَنَيْنٍ -

৩৭৮৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারবন (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} কয়েক বছরের জন্য জমি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আবু শায়বার বর্ণনায় আছে— কয়েক বছরের জন্যে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৮৭. হাসান হুলায়নী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে তা আবাদ করতে দেয়। এতে যদি সে অসম্মত হয়, তা হলে তার জমি যেন সে আটকিয়ে রাখে।

৩৭৮৮. হাসান হুলায়নী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} -কে মুযাবানা ও হুকুল নিষেধ করতে শুনেছেন। তখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুযাবানা হল তাজা খেজুর খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর হুকুল হল জমি বর্গা দেওয়া।

৩৭৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুহাকাল্লা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

৩৭৯০. আবু তাহির (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুযাবানা ও মুহাকাল্লা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকাল্লা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

৩৭৯১. আবু তাহির (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুযাবানা ও মুহাকাল্লা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকাল্লা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

৩৭৯২. আবু তাহির (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুযাবানা ও মুহাকাল্লা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকাল্লা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

৩৭৯৩. আবু তাহির (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুযাবানা ও মুহাকাল্লা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকাল্লা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

৩৭৯৪. আবু তাহির (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আলাহু} ^{ওয়াসালাম} মুযাবানা ও মুহাকাল্লা নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল খেজুর গাছের মাথার বুলন্ত ফল খরিদ করা, আর মুহাকাল্লা হল জমি ইজারা (বর্গা) দেওয়া।

৩৭৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلِ فَرَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ -

৩৭৯১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবরু রাবী আতাকী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘মুখাবারা’ করায় (বর্গাচাষে) কোন দোষ মনে করতাম না। এভাবে যখন প্রথম বছর গত হল, তখন রাফি’ (রা) বললেন, নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন।

৩৭৯২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَرَكَاهُ مِنْ أَجْلِهِ -

৩৭৯২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আলী ইবন হুজর, ইব্রাহীম ইবন দীনার ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আমার ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইবন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসে বেশি আছে যে- (এরপর) এ কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করি।

৩৭৯৩. وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا -

৩৭৯৩. আলী ইবন হুজর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফি’ (র) আমাদেরকে আমাদের ভূমির লাভে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

৩৭৯৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا -

৩৭৯৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) নাফি’ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) তাঁর জমি ইজারা (বর্গা) দিতেন নবী ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর, উমর, উসমান ও মু‘আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালের প্রথম যুগ পর্যন্ত। এরপর মু‘আবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর কাছে এ সংবাদ গেল যে, রাফি’ ইবন খাদীজ (রা) নবী

থেকে এ সংক্রান্ত নিষেধসূচক হাদীস বর্ণনা করছেন। ইবন উমর (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি ইজারা (বর্গা) দিতে নিষেধ করতেন। এরপরে ইবন উমর (রা) তা ত্যাগ করেন। এরপর হতে যখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি বলতেন- ইবন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন।

৩৭৯৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا -

৩৭৯৫. আবুর রাবী, আবু কামিল ও আলী ইবন হুজর (র) আযুব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবন উলায়্যার বর্ণনায় আযুব (র) বেশি বলেছেন যে, এরপর ইবন উমর (রা) তা পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও জমি ইজারা দেন নি।

৩৭৯৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَّاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ -

৩৭৯৬. ইবন নুমায়র (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইবন উমর (রা)-এর সাথে রাফি' ইবন খাদীজ (রা)-এর নিকট গেলাম। বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফসলী জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৭৯৭- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৭. ইবন আবু খালফ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার রাফি'র নিকট আসেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীস উল্লেখ করেন।

৩৭৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ حَسَنٍ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ قَالَ فَتَنَّبَى حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ -

৩৭৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) জমি বর্গা দিতেন। নাফি' বলেন, এরপর রাফি' বর্ণিত একটি হাদীস তাকে জানান হল। রাবী বলেন, তিনি আমাকে সাথে নিয়ে তাঁর নিকট

গেলেন। তিনি তাঁর জনৈক চাচার সূত্রে নবী ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন। এ মর্মে যে, তিনি ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, এরপর থেকে ইবন উমর (রা)-এ কাজ ত্যাগ করেন এবং আর কখনও তা বর্গা দেন নি।

৩৭৭৭- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৭৯৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আওন থেকে উক্ত সনদে ...। রাবী বলেন, তিনি তার চাচার সূত্রে নবী ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} থেকে হাদীস বলে শোনান।

৩৮০০- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمِّي (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ -

৩৮০০. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স ইবন সা'দ (র) সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর জমি বর্গা দিতেন। পরে তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, রাফি' ইবন খাদীজ (রা) আনসারী জমি বর্গা দিতে নিষেধ করে থাকেন। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে ইবন খাদীজ! জমি বর্গার ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন? রাফি' ইবন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, আমি আমার দুইজন চাচার নিকট শুনেছি- যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা পরিবারবর্গের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম}-এর সময়ে আমি তো জানতাম যে, জমি বর্গা দেওয়া যায়। এরপর আবদুল্লাহ শংকিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবী} ^{আলাহি} ^{ওয়াসাল্লাম} হয়ত কোন নতুন বিধান দিয়েছেন, যা তিনি জানতে পারেন নি। সুতরাং তিনি জমি বর্গা দেওয়া ত্যাগ করেন।

১৮. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ -

১৮. পরিচ্ছেদ : খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

৩৮০১- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ

الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ -

৩৮০১. আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) রাফি' খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে জমির মুহাকলা করতাম এবং (মূল অর্থাৎ) এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের (গমের) বিনিময়ে ইজারা (বর্গা) দিতাম। এরপর একদিন আমার এক চাচা আমাদের নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি বিষয় নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করা আমাদের জন্যে অধিক লাভজনক। তিনি আমাদেরকে জমি মুহাকলা করতে এবং তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নিজে চাষ করতে বা অপরের দ্বারা চাষ করাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইজারা (বর্গা) ইত্যাদি অপসন্দ করেছেন।

২৮.২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةٍ -

৩৮০২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জমির মুহাকলা করতাম এবং এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের উপর ইজারা (বর্গা) দিতাম। এরপর ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮.২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮০৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব, আমর ইব্ন আলী ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইয়া'লা ইব্ন হাকীম (রা)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮.৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ -

৩৮০৪. আবু তাহির (র) রাফি' সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাতে তার জনৈক চাচা হতে কথাটি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন নি।

২৮.৫- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ (وَهُوَ عَمُّهُ) قَالَ
اتَّانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بَيْنَا رَافِعًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى
الرَّبِيعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا -

৩৮০৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুহায়র ইব্ন রাফি' (র) যিনি তাঁর চাচা হন; রাফি' বলেন, যুহায়র আমার নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। আমি বললাম, তা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তাই তো সঠিক। তিনি বললেন, আমার নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে তোমরা তোমাদের ক্ষেত খামার কিরূপে কি কর? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা নালার পাশের জমির ফসলের শর্তে কিংবা খুরমা বা যবের কয়েক ওয়াসক প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, আর এরূপ করো না। তোমরা নিজেরা চাষ কর অথবা অপরকে দিয়ে চাষ করাও, তা না হলে ফেলে রাখ।

২৮.৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ -

৩৮০৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) রাফি' (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। কিন্তু এতে তার চাচা যুহায় (র)-এর নাম উল্লেখ নেই।

১৯- بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ

১৯. পরিচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

২৮.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ
قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ
فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَبَّاسٌ بِهِ -

৩৮০৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) হানযালা ইব্ন কায়স (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও (কি নিষেধ)? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে কোন দোষ নাই।

২৮.৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَوَالِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كَرَاءُ إِلَّا هَذَا فَلِذَاكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ -

৩৮০৮. ইসহাক (রা) হানযালা ইব্ন কায়স আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফি' ইব্ন খাদীজকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে লোকেরা পানির ধারার পার্শ্ববর্তী অংশ, খালের অগ্রভাগের সিক্ত অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধার শর্তে জমি বর্গা দিত। এতে কখনও এ অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর অংশ ভাল থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভাল থাকত আর অপর অংশ বিনষ্ট হত। আর এ ধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হত না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।

২৮.৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩৮০৯. আমর আন-নাকিদ (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ জমির মালিক ছিলাম। এই শর্তে আমরা জমির ইজারা (বর্গা) দিতাম যে, এই অংশ (এর ফসল) আমাদের আর ঐ অংশ তাদের। এরপর অনেক সময় এই অংশে ফসল উৎপন্ন হত আর ঐ অংশে কিছুই হত না। এরপর নবী ﷺ এ কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেন। আর রৌপ্যের বিনিময়ে (ইজারা দিতে) তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেন নি।

২৮১০- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَجْوَهُ -

৩৮১০. আবুর রাবী' ও ইবনুল মুসান্না (র) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

২৮১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ -

৩৮১১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিলের নিকট মুযারা'আ (বর্গাচাষ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, সাবিত ইব্ন যাহহাক (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারা'আ থেকে নিষেধ করেছেন।

ইব্ন আবু শায়বার বর্ণনায় কথাটি এরূপ আছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন- আমি ইব্ন মা'কিলের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন নি।

২৮১২- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا -

৩৮১২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) আবদুল্লাহ ইব্ন সাইব (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিলের নিকট উপস্থিত হই এবং মুযারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানান, সাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযারা'আ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইজারা দিতে আদেশ করেছেন আর বলেছেন- এতে কোন দোষ নেই।

২৮১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَجَاهِدٍ قَالَ لَطَاؤُسٍ انْطَلَقَ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا -

৩৮১৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, মুজাহিদ তাউসকে বললেন : আপনি আমাদের সাথে ইব্ন রাফি' ইব্ন খাদীজের নিকট চলুন এবং তাঁর পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসটি শ্রবণ করুন। রাবী আমর (রা) বলেন, তখন রাবী তাউস (র) মুজাহিদকে তিরস্কার করেন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন- তবে আমি তা করতাম না। কিন্তু তাঁদের (সাহাবীদের) মধ্যে যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির পক্ষে তার কোন জমি অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে (বিনিময় ব্যতীত) দেয়া তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

২৮১৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمَرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمَرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا -

৩৮১৪. ইব্ন আবু উমর (রা) তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুখাবারা করতেন। আমার বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি যদি এই মুখাবারা করা ছেড়ে দিতেন (তবে তা উত্তম হত)। কেননা লোকেরা বলে থাকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, হে আমার! তাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা), তিনি আমাকে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, তোমাদের কোন ভাইকে জমি চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।

৩৮১৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৩৮১৫. ইব্ন আবু উমর, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও আলী ইব্ন হুজর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮১৬. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذًا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ -

৩৮১৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কারো জমি তার অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের চুক্তিতে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন : একেই বলা হয় 'হাক্ল' আর আনসারীদের পরিভাষায় বলা হয় 'মুহাকলা'।

৩৮১৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ -

৩৮১৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার জমি আছে সে যদি তা অপর ভাইকে চাষাবাদ করতে অনুদান রূপে দেয় তবে তা তার জন্যে উত্তম।

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

(বাগান ও ফসলী জমির বর্গাচাষ)

২৮১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ -

৩৮১৮. আহমাদ ইবন হাম্বল ও যুহায়র ইবন হারব.(র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পাক্কা হাদিস উৎপাদিত ফসল বা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খায়বরবাসীদের সংগে বর্গা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

২৮১৯- وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجُهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقَى ثَمَانِينَ وَسَقَا مِنْ ثَمَرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقَا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقُ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ -

৩৮১৯. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাক্কা হাদিস খায়বারের জমি উৎপন্ন ফল বা শস্যের অর্ধেকের শর্তে প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর বিবিদেরকে প্রতি বছর একশ' ওয়াসক প্রদান করতেন। আশি ওয়াসক খুরমা আর বিশ ওয়াসক যব। উমর (রা) যখন খলীফা হন তখন খায়বারের জমি তিনি বণ্টন করে দেন। তিনি নবী সহধর্মিণীদেরকে ইখতিয়ার দেন যে, তাঁদের ভূমি ও পানি(র হিসসা) বন্দোবস্ত রূপে দিবেন। (অর্থাৎ নিজেদের দায়িত্বে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবেন) অথবা উমর (রা) বার্ষিক হারে তাদের ওয়াসাক

প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাঁরা এ ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ভূমি ও পানি নিলেন আর কেউ বার্ষিক হারে ওয়াসাক গ্রহণ করলেন। আয়েশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও পানি নিয়েছিলেন।

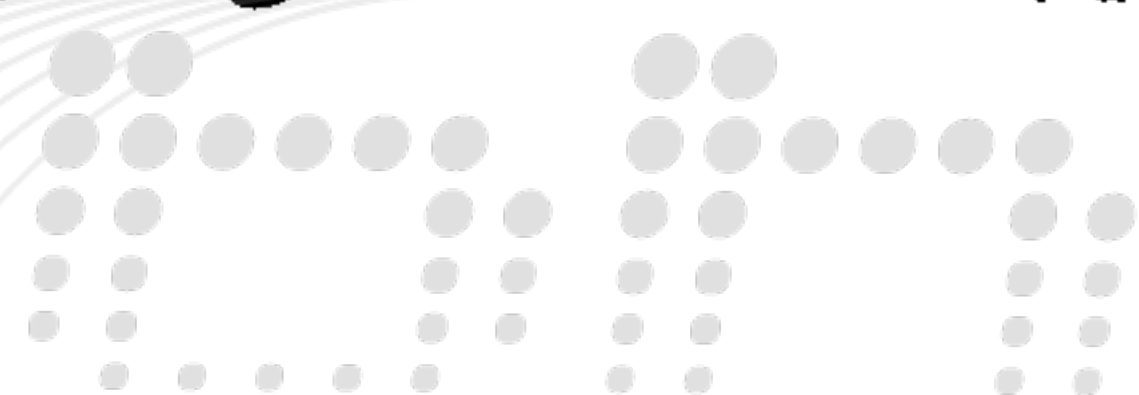
২৮২০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ.

৩৮২০. ইব্ন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বারের জমি) খায়বরবাসীদের উৎপাদিত শস্য ও ফলের অর্ধেকের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। এরপর হাদীসটি আলী ইব্ন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে এ কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি যে, আয়েশা ও হাফসা (রা) ভূমি ও পানি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, উমর (রা) নবী সহধর্মিনীদের ইখতিয়ার দেন জমি নিতে, তবে এ হাদীসে তিনি পানির উল্লেখ করেন নি।

২৮২১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَتْ خَيْبَرُ سَأَلْتُ يَهُودَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُمْسَ.

৩৮২১. আবু তাহির (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে তাদেরকে তথায় থাকতে দেওয়ার জন্যে আবেদন জানায় এই শর্তে যে, উৎপন্ন ফসল ও ফলের অর্ধেক তারা পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপরোক্ত শর্তে যতদিন আমরা চাই ততদিনের জন্যে থাকার অনুমতি দিলাম। এরপরে আবদুল্লাহ থেকে ইব্ন নুমায়র ও ইব্ন মুসহিরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে এতটুকু বেশি আছে যে, খায়বারের প্রাপ্ত ফল (যোদ্ধাদের) প্রাপ্য অংশ অনুসারে অর্ধেক খায়বারের উৎপন্ন ফল কয়েক ভাগে ভাগ করা হত। আর তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন।

২৮২২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.



৩৮২২. ইবন রুমহ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত যে, খায়বারের খেজুর বাগান ও যমীন খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে প্রদান করেন যে, তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে আর রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার ফলের অর্ধেক পাবেন।

২৮২২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقَرَكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَآرِيحَاءَ -

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে হিজাজের মাটি থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন খায়বার জয় করেন তখন তিনি তাদের সেখান হতে বহিস্কার করতে চেয়েছিলেন। খায়বার যখন বিজয় হয় তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাই তিনি সেখান থেকে ইয়াহুদীদের বিতাড়িত করার ইচ্ছা করেন। পরে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর নিকট তাদের সেখানে থাকতে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করে এই শর্তে যে, তারা শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক পাবে। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যতদিন আমাদের ইচ্ছা এই শর্তে থাকার অনুমতি দিলাম। এরপর তারা তথায় রয়ে গেল। পরে উমর (রা) তাদেরকে 'তায়মা' ও 'আরীহায়' নির্বাসিত করেন।

১- بَابُ فَضْلِ الْغَرَسِ وَالزَّرْعِ

১. পরিচ্ছেদ : বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর ফযীলত

২৮২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৪. ইবন নুমায়র (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : যে কোন মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগাবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে তা তার জন্যে দান (সাদাকা) স্বরূপ, যা কিছু চুরি হবে তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খাবে তাও দান স্বরূপ। পাখি যা খাবে তাও দান স্বরূপ। আর কেউ যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ।

২৮২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسِلِمُ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرَسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

৩৮২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{পাকিস্তানি আল-হাদিথ ওয়া-সাহাবাহ} উম্মু মুবাশশির (রা) নামী জনৈকা আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তানি আল-হাদিথ ওয়া-সাহাবাহ} তাকে বললেন, এই খেজুর গাছ কি কোন মুসলমান লাগিয়েছেন; না কোন কাফির? সে বলল দিল মুসলমান। তিনি বললেন, “যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা জীব জন্তু অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে তা তার পক্ষে দান স্বরূপ।”

২৮২৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرَسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعُ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ كَذَا -

৩৮২৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইবন আবু খালাফ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তানি আল-হাদিথ ওয়া-সাহাবাহ} -কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় করে বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে কোন হিংস্র জন্তু কিংবা পাখি অথবা অন্য কিছুতে খায় তবে এর জন্যে সে সাওয়াব পাবে। ইবন আবু খালাফ (র) বলেছেন- পাখি, এমন কিছু।

২৮২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبِدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبِدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسِلِمُ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرَسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৮২৭. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন ইবরাহীম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তানি আল-হাদিথ ওয়া-সাহাবাহ} উম্মু মা'বাদ (রা)-এর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি বললেন হে উম্মু মা'বাদ! এ গাছ কে লাগিয়েছে? কোন মুসলমান না কোন কাফির? সে বলল, মুসলমান। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা পাখি ভক্ষণ করে, তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তা তার জন্যে দান স্বরূপ থাকবে।

২৮২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَا عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَيْلٍ عَنْ امْرَأَةٍ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَفِي رِوَايَةِ اسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رَبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَبَّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ -

৩৮২৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়র, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আমররু আন-নাকিদ (র) হাফস ইবন গিয়াস (র) থেকে, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) একত্রে আবু মু'আবিয়া (রা) থেকে, আমরু আন-নাকিদ (র) আম্মার ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন ফুযায়ল (র) থেকে এবং এরা প্রত্যেকেই আ'মাশ-এর সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তবে আম্মার (র) থেকে আমরের বর্ণনায় ও মু'আবিয়ার থেকে আবু বকরের বর্ণনায় উম্মু মুবাশ্শির (রা)-এর নাম (অতিরিক্ত) এসেছে। আর ইবন ফুযায়লের বর্ণনায় যায়িদ ইবন হারিসার স্ত্রী থেকে বলা হয়েছে। আর মু'আবিয়া থেকে ইসহাকের যে বর্ণনা তাতে তিনি কখনও উম্মু মুবাশ্শির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবার কখনোও তার নাম ছাড়াই বর্ণনা করেন। আর এরা সকলেই নবী ﷺ থেকে ঐ রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে রূপ বর্ণনা করেছেন 'আতা' (র), আবু যুযায়র ও আমর ইবন দীনার (র)।

২৮২৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا وَيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৩৮২৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন উবায়দ গুবারী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ হবে।

২৮৩০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لَأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بَنَحُو حَدِيثَهُمْ -

৩৮৩০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ^{পাকিস্তান} ^{আল-আজহা} একদা উম্মু মুবাশ্শির নামি এক আনসারী মহিলার খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তান} ^{আল-আজহা} বললেন এ খেজুর গাছ কে লাগিয়েছে, কোন মুসলমান না কোন কাফির? তারা বলল, একজন মুসলমান। এরপর উপরে উল্লিখিত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২- بَابُ وَضْعِ الْجَوَانِحِ

২. পরিচ্ছেদ : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূল্য ছাড় দেয়া

২৮২১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ-

৩৮৩১. আবু তাহির ও মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তান} ^{আল-আজহা} বলেছেন : তুমি যদি তোমার ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে বৈধ নয়। তোমার ভাইয়ের অর্থ বিনা অধিকারে (অন্যায়ভাবে) কিভাবে গ্রহণ করবে?

২৮২২- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৩২. হাসান হুলওয়ানী (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮২৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالِ أَخِيكَ -

৩৮৩৩. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খেজুরের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নবী ^{পাকিস্তান} ^{আল-আজহা} নিষেধ করেছেন। আমরা আনাস (রা)-কে বললাম, রং পরিবর্তন হওয়া (زهو) বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, লাল রং বা হলদে রং ধারণ করা। বল তো দেখি, আল্লাহ যদি ফল নষ্ট করে দেন তবে কি সূত্রে তোমার ভাইয়ের মাল তুমি হালাল মনে করবে?

২৮২৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ قَالُوا وَمَا تَزْهُي قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمِ تَسْبِيحِلُّ مَالِ أَخِيكَ -

৩৮৩৪. আবু তাহির (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফলের রং পরিবর্তন হওয়ার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তারা বলল, রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল রং ধারণ করা। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ যদি ফল বিনষ্ট করে দেন তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ হালাল সাব্যস্ত করবে?

২৮৩৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ لَمْ يُمْرَهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ -

৩৮৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যদি তাতে ফল উৎপাদন না করেন তাহলে কিভাবে তোমাদের একজন অপর ভাইয়ের অর্থ বৈধ করবে?

২৮৩৬- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبِشْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا -

৩৮৩৬. বিশ্র ইবনুল হাকাম, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার ও আবদুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফলের মূলে ছাড় প্রদান করতে আদেশ দিয়েছেন। ইব্রাহীম (র) সুফিয়ানের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدِّينِ

৩. পরিচ্ছেদ : ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করা মুস্তাহাব

২৮৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفِرَامَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ -

৩৮৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তির খরিদকৃত ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক ঋণী হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সাহায্য কর। লোকজন তাকে সাহায্য করল, কিন্তু ধার পরিশোধের পরিমাণ হল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন, যা তোমরা পেয়েছ তা গ্রহণ কর; এর বেশি তোমরা আর পাবে না।

২৮২৮- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৩৮. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র) বুকাযর ইবনুল আশাজ্জ (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮২৯- وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَهُ أَصَوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوِضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ آيْنَ الْمُتَالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَهُ أَى ذَلِكَ أَحَبُّ -

৩৮৩৯. আমাদের একাধিক সাথী আমার নিকট ইসমাইল ইবন আবু উয়ায়স (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দরজার নিকটে প্রতিপক্ষদের উচ্চ কণ্ঠে ঝগড়া শুনতে পান। তাদের একজন অন্যজনের নিকট কোন এক বিষয়ে কমিয়ে দেওয়ার ও অনুগ্রহ করার আবেদন করল। আর অপরজন বলছি যে, আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের কাছে বৈধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, পুণ্যের কাজ না করার জন্যে আল্লাহর নামে শপথকারী কোথায়? যে একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। (ঠিক আছে) সে যা পসন্দ করে তার জন্য তা-ই (হবে)।

২৮৪০- حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ -

৩৮৪০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে একদিন মসজিদের মধ্যে ইবন আবু হাদরাদ (রা)-এর নিকট তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন।

উভয়ের আওয়ায উচ্চ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তার ঘরে থেকে শুনতে পান এবং ঘরের পর্দা উঠিয়ে বাইরে তাদের নিকট চলে আসেন। তিনি কা'বকে ডাক দিলেন, হে কা'ব! তিনি বললেন, লাঝায়িক ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমি উপস্থিত আছি।) তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতের ইশারায় তাকে তার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ক্ষমা করে দিতে

বললেন। কা'ব (রা) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করলাম। রাসূলুল্লাহ তাকে পাওয়া হওয়া তাকে (অন্য জনকে) তাকে বললেন, যাও (তার অবশিষ্ট পাওনা) পরিশোধ কর।

২৮৪১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَذْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّبَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا -

৩৮৪১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন আলী ইবন আবু হাদরাদ (রা)-এর নিকট তার প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করেন। এরপর তিনি ইবন ওয়াহবে'র বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, লায়স ইবন সা'দ (র) কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবু হাদরাদ আসলামীর নিকট কিছু মাল পেতেন। তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সংগে (অবিরাম) লেখে থাকেন। তারা পরস্পর কথাবার্তা বলেন এবং এক পর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু। রাসূলুল্লাহ পাওয়া হওয়া অঙ্কের কাছে এলেন এবং কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বললেন, অর্ধেক। সুতরাং কা'ব (রা) (ঋণের) অর্ধেক গ্রহণ করেন এবং অর্ধেক পরিত্যাগ করেন।

৪- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مَبَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

৪. পরিচ্ছেদ : বিক্রিত মাল দেউলিয়া ঘোষিত ক্রেতার নিকট পাওয়া গেলে বিক্রেতা তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে

২৮৪২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

৩৮৪২. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাওয়া হওয়া বলেছেন অথবা (তিনি বলেছেন) আমি রাসূলুল্লাহ পাওয়া হওয়া-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত কোন লোকের কাছে কিংবা (বলেছেন) কোন মানুষের নিকট পায় যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে তার মাল অবিকলভাবে পায় তবে সে তার মাল ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার।

৩৮৪৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيْمًا امْرِيٌّ فَلَسَ -

৩৮৪৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ আবু রাবী ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে যুহায়র বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাদের মধ্যে কেবল ইবন রুমহ (র) তার বর্ণনায় বলেছেন- যে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে।

৩৮৪৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وَجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَفْرِقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ -

৩৮৪৪. ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, দেউলিয়া লোকের নিকট যদি কোন বস্তু পাওয়া যায় যা সে স্থানান্তরিত করেনি তবে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর প্রাপক।

৩৮৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بَعَيْنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

৩৮৪৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন লোকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় আর কোন ব্যক্তি তার সম্পদ অবিকলভাবে তার কাছে পায়, তবে সে ব্যক্তিই তার অধিক দাবীদার।

৩৮৪৬. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ -

৩৮৪৬. যুহায়র ইবন হারব (র) দুই সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য এ বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে সে ব্যক্তিই অন্যান্য সকল পাওনাদারদের চেয়ে বেশি হকদার।

৩৮৪৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خَيْثَمِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا -

৩৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খাল্ফ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন লোক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, আর তার নিকট কোন ব্যক্তি তার পণ্য (বিক্রিত মাল) অপরিবর্তিত অবস্থায় পায় তখন সে-ই তার অধিক দাবীদার।

৫. بَابُ فَضْلِ انْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الْاِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُؤْسِرِ وَالْمُعْسِرِ

৫. পরিচ্ছেদ : গরীবকে সময় দেওয়ার ফযীলত এবং ধনীও গরীব দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন

৩৮৪৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرُ قَالَ كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُؤْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ -

৩৮৪৮. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির রুহের সাথে ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করে (অর্থাৎ তার মৃত্যুকালে) জিজ্ঞাসা করলেন, (বিশেষ) কোন সৎকাজ তুমি করেছ কি? সে বলল, না। তারা বললেন, স্মরণ করে দেখ। সে বলল, আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম। তারপর অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা বললেন : “তাকে দায়যুক্ত করে দাও।”

৩৮৪৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتُ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ

أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَآتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -

৩৮৪৯. আলী ইব্ন হুজর ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হুযায়ফা (রা) ও আবু মাসউদ (রা) একত্রে মিলিত হন। হুযায়ফা (রা) বললেন, এক ব্যক্তি তার পালন কর্তার (আল্লাহর) সাথে মিলিত হয়। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কি সৎকাজ করেছ? সে বলল, আমি তেমন কোন সৎকাজ করিনি; তবে আমি একজন ধনী লোক ছিলাম। আমি মানুষের সাথে লেন-দেন করতাম। আমি সচ্ছলদের আপত্তি গ্রহণ করতাম। আর গরীবদেরকে মাফ করে দিতাম। এরপর আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন : আমার বান্দাকে মাফ করে দাও। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই বলতে শুনেছি।

৩৮৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فِيمَا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَآتَجَوِّزُ فِي السَّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) হুযায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কোন ধরনের আমল করত? রাবী বলেন, এরপর সে স্বরণ করে বা তাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সে বলল, আমি মানুষের সাথে কেনা-বেচা করতাম। দরিদ্র লোকদেরকে আমি সময় দিতাম এবং মুদ্রা বা অর্থ মাফ করে দিতাম। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

এরপর আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এটি শুনেছি।

৩৮৫১. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ اتَيْتَنِي مَالًا فَكُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُؤَسِّرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৮৫১. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? রাবী বলেন, আল্লাহর নিকট তারা কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ আমাকে দান করেছিলেন। আমি মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছল ব্যক্তির

সহিত আমি সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম আর গরীবকে সময় দিতাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন : এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিকযোগ্য। তোমরা আমার বান্দাকে মা'ফ করে দাও।

উকবা ইবন আমির জুহানী ও আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এরূপই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছি।

২৮৫২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُسْبُ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ -

৩৮৫২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হল, তখন তার মধ্যে কোন প্রকার ভাল আমল পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। সে দরিদ্র লোকদের মাফ করে দেওয়ার জন্যে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বললেন : এ ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে অধিকযোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।

২৮৫৩- حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ مَنصُورُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩৮৫৩. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন যিয়াদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক লোক মানুষের সাথে লেন-দেন করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) যাবে তখন তাকে (কিছু) ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ আমাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হল। আর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

২৮৫৪- حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৭৩

৩৮৫৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৩৮৫৫. আবুল হায়ছাম খালিদ ইব্ন খিদাশ ইব্ন আজলান (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু কাতাদা (রা) একবার তার এক পাওনাদারকে খোঁজ করেন। সে আত্মগোপন করল। পরে তিনি তাকে পেয়ে যান। সে বলল, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! সে বলল, আল্লাহর শপথ। তিনি বললেন, তাহলে যেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন সে যেন (ঋণগ্রস্ত) অসচ্ছল লোকের সহজ ব্যবস্থা করে কিংবা ঋণ মওকুফ করে দেয়।

৬. পরিচ্ছেদ : সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা হারাম। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অন্যের উপর দেওয়া (হাওয়ালা করা) বৈধ এবং কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব

৩৮৫৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা অত্যাচারের শামিল। তোমাদের কাউকে (ঋণ পরিশোধের) ব্যাপারে কোন সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা গ্রহণ করে।

৩৮৫৭. আবু তাহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৫৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৮৫৯. আবু তহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৬০. আবু তহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৬১. আবু তহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৬২. আবু তহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৬৩. আবু তহির (র) আয়্যুব (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭. -بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَاءِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

৭. পরিচ্ছেদ : মাঠে অবস্থিত পানি যা চারণ ভূমির কাজে লাগে এ পানির প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা অবৈধ এবং তা ব্যবহারে বাধা দেওয়া অন্যায়। আর ষাড় দ্বারা পালা দিয়ে মজুরী গ্রহণ করা হারাম

২৮৫৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ -

৩৮৫৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহায্যে} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসালাম} প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২৮৬০. وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ -

৩৮৬০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহায্যে} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসালাম} নিষেধ করেছেন; উট দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে এবং চাষের জন্য জমির (ইজারা প্রদান) পানি বিক্রি করতে। এগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ ^{সাহায্যে} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসালাম} নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

২৮৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ -

৩৮৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাহায্যে} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না, যার উদ্দেশ্য যার (মূল) উদ্দেশ্য (পশুকে চারণভূমির) ঘাস খেতে বাধা দেয়া।

২৮৬২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَاءُ -

৩৮৬২. আবু তাহির ও হারমলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহায্যে} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : তোমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে বাধা দিবে না, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঘাস খেতে বাধা সৃষ্টি করা।

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৭৫

২৮৬৩- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هَلَالَ بْنَ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ.

৩৮৬৩. আহমাদ ইবন উসমান নাওফলী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আত্মজন্ম) ঘাস বিক্রির (অবৈধ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না।

৪- بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ السِّنُّورِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য, গণকের গণনা কাজের মজুরী ও ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম এবং বিড়াল বিক্রি করা নিষেধ

২৮৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

৩৮৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২৮৬৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ -

৩৮৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) লায়স ইবন সা'দ (র) থেকে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) থেকে এবং তাঁরা উভয়ে যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে লায়স (র) থেকে ... ইবন রুমহের বর্ণনায় আবু মাসউদ (রা) থেকে প্রত্যক্ষ শ্রবণের উল্লেখ আছে।

২৮৬৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ -

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, নিকৃষ্ট উপার্জন বেশ্যা বৃত্তির উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য আর রক্ত (শিংগা দ্বারা) মোক্ষণকারীর আয়।^১

১. এর মধ্যে প্রথম দু'টির আয় হারাম এবং শেষোক্তটির আয় মাকরুহ।

২৮৬৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَمَنُّ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ -

৩৮৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের আয় নিকৃষ্ট এবং রক্ত মোক্ষণকারীর উপার্জন নিকৃষ্ট।

২৮৬৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৮৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইয়াহইয়া ইব্ন কাসীর (র) সূত্রে এ সনদে এই হাদীস উক্ত রূপে বর্ণনা করেন।

২৮৬৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮৭০- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ تَمَنُّ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ -

৩৮৭০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) -এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।

৯- بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لَصِيدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

৯. পরিচ্ছেদ : কুকুর হত্যার আদেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা এবং শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা বা জীবজন্তু পাহারা ও এ জাতীয় কোন কাজের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা

২৮৭১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ -

৩৮৭১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ করেছেন।

২৮৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ -

৩৮৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি মদীনার চারপাশে লোক প্রেরণ করলেন যে, কুকুর হত্যা করা হোক।

২৮৭২- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أُمِّيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَتَتَّبَعْتُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدْعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ الْبَادِيَةِ يَتَّبِعُهَا -

৩৮৭৩. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে হুকুম দিতেন। অতঃপর আমি মদীনার অভ্যন্তরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করতাম। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না। এমন কি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত তাও আমরা হত্যা করতাম।

২৮৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةً فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زُرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زُرْعًا -

৩৮৭৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন। তবে শিকারী কুকুর, বকরী (পাহারা দানের কুকুর) অথবা অন্য জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত। এখন ইবন উমর (রা)-কে বলা হল যে, আবু হুরায়রা (রা) তো ক্ষেত পাহারার কুকুরের কথাও বলে থাকেন। ইবন উমর (রা) বললেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর ক্ষেত আছে।

২৮৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حِرَاقٍ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْهَمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ -

৩৮৭৫. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালাফ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর

কোন বেদুঈন নারী কুকুরসহ আগমণ করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবী ﷺ তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, চোখের উপর সাদা দুই টিকা বিশিষ্ট ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কুকুর তোমরা হত্যা কর, কেননা তা হল শয়তান।

২৮৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَوَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ -

৩৮৭৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ইবন মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন, এদের এবং কুকুরের কি অবস্থা হল! অতঃপর শিকারী কুকুর ও বকরীর (পাল পাহারার) ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেন।

২৮৭৭. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ -

৩৮৭৭. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব, মুহাম্মদ ইবন হাতিম, মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) শু'বা (র) থেকে উক্তরূপে বর্ণনা করেন এবং ইবন হাতিম ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলেন, “এবং তিনি অনুমতি দিয়েছেন বকরী (র পাল পাহারার), শিকারী এবং ক্ষেত্রে পাহারার কুকুরের ক্ষেত্রে।”

২৮৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৭৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রা) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা গৃহপালিত জীব জন্তু পাহারা দানের জন্যেও নয় কিংবা শিকার করার জন্যেও নয় তাহলে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত কমতে থাকবে।

২৮৭৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৭৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন নুমায়র (র) সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে। নবী
 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশুর পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য
 কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে।

٣٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ﷻ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৮০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া ইব্ন আয্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কম হতে থাকবে।

٣٨٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْحَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ -

৩৮৮১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া আয্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (রা)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, “কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর”।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيٍّ أَوْ مَاشِيَةً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ -

৩৮৮২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) সালিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহ} থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত পশু পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। সালিম (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলতেন-“কিংবা ক্ষেত পাহারার কুকুর ”। আর তিনি ছিলেন ক্ষেতের মালিক।

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلَبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

৩৮৮৩. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ পাঠানো আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে ঘরের মালিক জীবজন্তু পাহারার কুকুর বা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে প্রতিদিন তার আমল থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে।

২৮৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ -

৩৮৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন উমর (রা) নবী পাঠানো আল্লাহর রাসূল থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেত কিংবা বকরীর পাল পাহারার কুকুর অথবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর রাখবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে এক কিরাত করে কমতে থাকবে।

২৮৮৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ -

৩৮৮৫. আবু তাহির ও হারমালা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ পাঠানো আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করে যা শিকারী কিংবা জীবজন্তু কিংবা জমি (ক্ষেত) পাহারার জন্যে নয়, তবে প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দু'কিরাত করে কমতে থাকবে। আর আবু তাহিরের বর্ণনায় “ক্ষেত পাহারার জন্যে” কথাটি নেই।

২৮৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرَ لِي ابْنُ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ -

৩৮৮৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাঠানো আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারার অথবা শিকারী অথবা ক্ষেত পাহারার কুকুর ভিন্ন অন্য কুকুর রাখবে, তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমে যাবে।

যুহরী (র) বলেন, ইব্ন উমরের নিকট আবু হুরায়রার কথাটি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ আবু হুরায়রার প্রতি রহমত করুন! তিনি ক্ষেত ফসলের মালিক ছিলেন।

২৮৮৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ -

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৮১

৩৮৮৭. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে কমতে থাকবে, তবে ক্ষেত পাহারার কিংবা জীবজন্তু পাহারার কুকুর ব্যতীত।

৩৮৮৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৮৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৮৯. আহমাদ ইবন মুনযির (র) ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৮৯. আহমাদ ইবন মুনযির (র) ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) এর সূত্রে উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

৩৮৯০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর রাখবে যা শিকারী অথবা বকরীর পাল পাহারা দানের জন্য নয় তা হলে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কিরাত করে কমতে থাকবে।

৩৮৯০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কুকুর রাখবে যা শিকারী অথবা বকরীর পাল পাহারা দানের জন্য নয় তা হলে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কিরাত করে কমতে থাকবে।

৩৮৯১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) সুফিয়ান ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন শানু'আহ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে যা তাঁর ক্ষেতের বা জীবজন্তুর পাহারার কাজে লাগে না, তবে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কিরাত পরিমাণ কমতে থাকে। রাবী বললেন, আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের মালিকের শপথ।

৩৮৯১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) সুফিয়ান ইবন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন শানু'আহ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পালন করবে যা তাঁর ক্ষেতের বা জীবজন্তুর পাহারার কাজে লাগে না, তবে প্রতিদিন তার আমল থেকে এক কিরাত পরিমাণ কমতে থাকে। রাবী বললেন, আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের মালিকের শপথ।

২৮৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَيْهِمْ سَفِيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَنِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮৯২. ইয়াহইয়া ইব্ন আযুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাদের নিকট একবার সুফিয়ান ইব্ন আবু যুহায়র আশ-শানানী প্রতিনিধি হয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপরের অনুরূপ।

১. -بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحَجَامَةِ-

১০. পরিচ্ছেদ : শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল

২৮৯৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ وَقَالَ إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةَ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ -

৩৮৯৩. ইয়াহইয়া ইব্ন আযুব, কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট শিঙ্গাবৃত্তির উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা (নিজ শরীরে) লাগিয়েছেন। আবু তায়বা (রা) তাকে শিঙ্গা দিয়েছেন। তিনি তাকে দুই খাদ্য বস্তু দেওয়ার আদেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে আলোচনা করলে তারা তার উপর ধার্যকৃত 'খারাজ' (দৈনিক প্রদেয় উপার্জন) কমিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন : তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিঙ্গা তার মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।

২৮৯৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةَ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صَبْيَانَكُمْ بِالْغَمَزِ -

৩৮৯৪. ইব্ন আবু উমর (র) হুমায়দ (র)- সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট শিঙ্গা বৃত্তির মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। অতঃপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও শিঙ্গা লাগানো এবং 'কুসতুল বাহরী' ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। আর তোমরা তোমাদের শিশুদের সজোরে কণ্ঠনালী দাবিয়ে দিয়ে চিকিৎসা কর না (কষ্ট দিও না)।

১. এক প্রকারের কাষ্ঠ খণ্ড, (অগির কাঠ/জেষ্ঠ মধু) যা তৎকালীন ভারতবর্ষ হতে নীত হত ও শিশুদের গলার বেদনায় উহা ব্যবহার করা হত।

২৮৯৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنُ خَرَّاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ مَدِّينَ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخَفَّفَ عَنْ ضَرِيْبَتِهِ -

৩৮৯৫. আহমাদ ইব্ন হাসান ইব্ন খিরাশ (র) হুমায়দ (র)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একজন শিংগাবৃত্তিজীবী গোলামকে ডেকে পাঠান। সে তাঁকে (শরীরে) শিংগা লাগায়। অতঃপর তিনি তাকে এক সা' অথবা এক মুদ বা বা দু' মুদ পরিমাণ মজুরী প্রদান করতে আদেশ করেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তার উপর থেকে দৈনিক প্রদেয় রূপে ধার্যকৃত পরিমাণ হ্রাস করে দেয়া হয়।

২৮৯৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ -

৩৮৯৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার মজুরী প্রদান করেছেন এবং তিনি নাকে ঔষধ (ফোঁটা) ঢেলে ব্যবহার করেছেন।

২৮৯৭. حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدُ لِبْنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৩৮৯৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু বায়াদা এর একটি গোলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শিংগা লাগায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মজুরী প্রদান করেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করেন। এত সে (মালিক) তার উপর থেকে ধার্যকৃত দৈনিক মজুরীর হার হ্রাস করে দেয়। যদি তা হারাম হতো তা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিতেন না।

১১- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : মদ বিক্রি করা হারাম

২৮৯৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْرِضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ

كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا -

৩৮৯৮. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারিরী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদীনায খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা মদের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত (নিষেধাজ্ঞার) দিচ্ছেন। হয়তো এ ব্যাপারে তিনি শীঘ্রই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবেন। সুতরাং কারো নিকট এর কিছু থাকলে সে যেন তা বিক্রি করে দেয় এবং কাজে লাগায়। রাবী বলেন, অল্প কয়েক দিন পরেই নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌঁছবে এবং তার নিকট এর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে। রাবী বলেন, তখন যাদের নিকট তা ছিল, তা নিয়ে তারা মদীনার রাস্তায় নেমে আসল এবং ঢেলে দিল।

৩৮৯৯. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَّائِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ اِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا -

৩৮৯৯. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ ও আবু তাহির (র) আবদুর রহমান ইবন ওয়ালা আস-সাবাঈ মিসরী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট আঙ্গুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক মশক শরাব (মুদ) হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন। তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল।

৩৯০০. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৯০০. আবু তাহির (র) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারাত

৮৫

২৯.১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ -

৩৯০১. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আসেন এবং তা লোকদের পড়ে শোনান। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

২৯.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৩৯০২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকে বের হয়ে আসেন এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১২- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

১২. পরিচ্ছেদ : মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম

২৯.৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ -

৩৯০৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছরে মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল! মৃতজন্তুর চর্বি সম্পর্কে নির্দেশ কি? কেননা এ দ্বারা নৌকায় প্রলেপ লাগান হয়, চামড়ায় মালিশ করা হয় এবং মানুষ ইহা দ্বারা আলো (প্রদীপ) জ্বালায়। তখন

রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম বললেন : না, তা হারাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ইয়াহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন, যখন আল্লাহ তাদের উপর (মৃত পণ্ডর) চর্বি হারাম করেন আর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

২৯.৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৩৯০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম-কে মক্কা বিজয়ের বছর লায়ছের হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

২৯.৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا -

৩৯০৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল যে, সামুরা (রা) মদ বিক্রি করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ সামুরার সর্বনাশ করুক। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ইয়াহুদী জাতির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (এ কারণে যে) তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। এরপর তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

২৯.৬- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯০৬. উমায়্যা ইবন বিস্তাম (র) আমর ইবন দীনার (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত রূপ বর্ণিত।

২৯.৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوهَا أَثْمَانَهَا -

৩৯০৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন! তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন, তারপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

২৯.৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَآكَلُوا ثَمَنَهُ -

৩৯০৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হল, তারপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে।

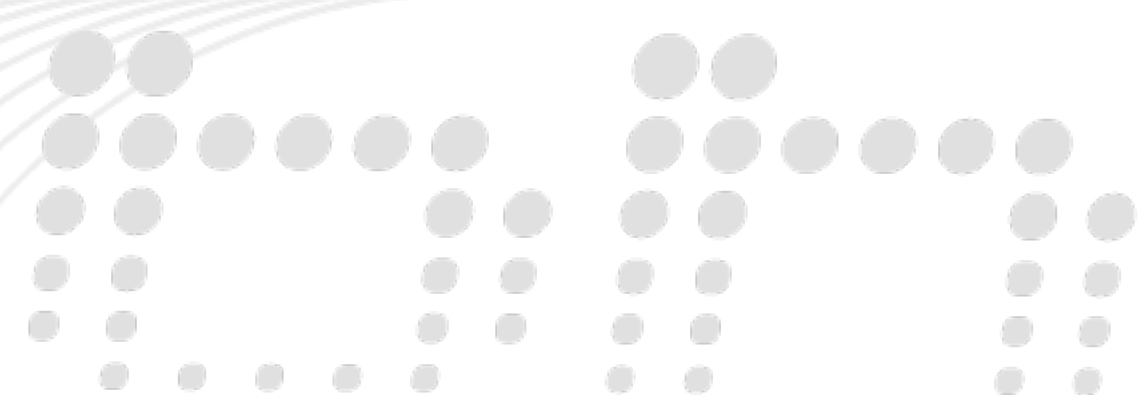
১২- بَابُ الرِّبَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সুদ

২৯.৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ -

৩৯০৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, তার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর রূপার বিনিময় রূপা সমান সমান ব্যতিরেকে বিক্রি করো না এবং তার এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা বেশি করো না। আর এ গুলোর কোনটিকেই নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

২৯১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ وَسَمِعْتُ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِرٍ إِلَّا بَيْدٍ -



বাংলা হাদিস

৩৯১০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) নাফি' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে বলল যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন : কুতায়বার বর্ণনা অনুযায়ী এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নাফি' (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আর ইব্ন রুমহ্'র বর্ণনা মতে নাফি' (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) চলে গেলেন এবং আমিও লায়সী গোত্রের লোকটি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (আবদুল্লাহ (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে পৌঁছে বললেন, এ (লায়সী) লোকটি আমাকে জানিয়েছে যে, আপনি এ হাদীস অবহিত করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার বিনিময়ে রূপা সমতার পরিমাণ ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তদ্রূপ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণের সমতা ব্যতীত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবু সাঈদ (রা) তার আঙ্গুলি দ্বারা তাঁর দুই চোখ ও দুই কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার দুই চোখ দেখেছে ও দুই কান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছে যে, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না, সমান সমান পরিমাণ ব্যতীত। আর তোমরা এর এক অংশকে অন্য অংশ অপেক্ষা বেশি করো না এবং হাতে হাতে ব্যতীত নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করো না।

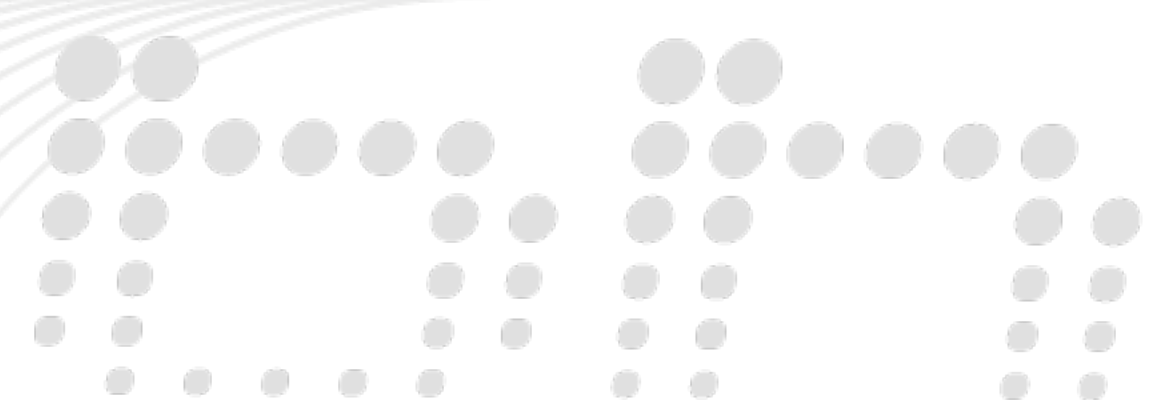
৩৯১১. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بَنِي حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৯১১. শায়বান ইব্ন ফাররুখ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে নাফি' (রা) থেকে লায়স (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৯১২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ -

৩৯১২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়ন ও পরিমাণ সমান সমান হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না।

৩৯১৩. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ -



বাংলা হাদিস

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৮৯

৩৯১৩. আবু তাহির, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন ইসা (র) উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এক দীনার দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না।

৩৯১৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدِّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرَقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ -

৩৯১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) মালিক ইবন আউস ইবন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা বলতে বলতে অগ্রসর হলাম যে, কে আছে যে দিরহাম বিনিময় (কেনা-বেচা) করতে পারে? তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) যিনি উমর ইবনুল খাতাব (রা) নিকটে ছিলেন- তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও এবং তুমি পরে এসো। আমাদের খাদিম যখন আসবে তখন তোমার রৌপ্য দিয়ে দিব। তখন উমর ইবনুল খাতাব (রা) বললেন : কখনও নয়; আল্লাহর শপথ, হয় তুমি তার দিরহাম এখনই প্রদান কর অন্যথায় তার স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দাও। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ (হাতে হাতে বিক্রি) না হলে সুদ হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে (বিক্রি) না হলে সুদ হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদই (বিক্রি) না হলে সুদে পরিণত হবে।

৩৯১৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৯১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক (র) যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে (উক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে)।

৩৯১৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ قُلْتُ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيهَا غَنِمْنَا أُنِيَّةً مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ
أَرَبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصَحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عَبْدُهُ بْنُ الصَّامِتِ
فَاعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَأَنْ
رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ -

৩৯১৬. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারিরী (র) আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, শামে
সিরিয়ায় এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তথায় মুসলিম ইবন ইয়াসার (রা)ও ছিলেন। এমন সময় আবুল আশ'আহ
আগমন করলেন। তাঁরা বলল, আবুল আশ'আহ, আমি বললাম, আবুল আশ'আহ (এসেছেন)। অতঃপর তিনি
বসলেন: আমি তাঁকে বললাম, আমাদের ভাইদের নিকট উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর হাদীসটি শোনান। তিনি
বললেন, আচ্ছা; আমরা একবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। মু'আবিয়া (রা) ছিলেন সেনাপতি। প্রচুর পরিমাণ গনীমত
আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের এই গনীমতের মধ্যে রূপার এটা পাত্রও ছিল। মু'আবিয়া (রা) সেটি লোকদের
বেতন-ভাতার বিনিময়ে বিক্রি করার জন্যে একজনকে আদেশ করেন। লোকজন এ ব্যাপারে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ
করল। উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি (ভাষণে) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup>
-কে নিষেধ করতে শুনেছি- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে
যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করতে, পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ
ব্যতিরেকে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কাজ কারবার করল। এরপর লোকজন যা কিছু
নিয়েছিল তা ফেরত দিল। মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং
বললেন, মানুষের একি আবস্থা হল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেন যা আমরা তাঁর থেকে
শুনিনি অথচ আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতাম এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতাম। এরপর উবাদা (রা) দাঁড়ালেন
এবং বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব, যদিও
মু'আবিয়া (রা) তা অপসন্দ করেন অথবা বলেছেন যে, যদিও মু'আবিয়া তাতে অপমাণিত বোধ করেন। আমি পরোয়া
করি না যে, তাঁর বাহিনীতে এক কালো রাত না থাকি। হাম্মাদ (র) বলেন, তিনি এ কথাই বলেছেন কিংবা এর
অনুরূপ কিছু।

৩৯১৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯১৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র) আয্যুব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي

قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ -

৩৯১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুআন নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবন লবনের বিনিময়ে সমান সমান সমপরিমাণ ও হাতে হাতে হত (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলো যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয় (অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তোমরা যেকোন ইচ্ছা বিক্রি করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।

৩৯১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ -

৩৯১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা সূদে পরিণত হবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে সমপর্যায়ভুক্ত হবে।

৩৯২০. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৩৯২০. আমরুআন নাকিদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান হতে হবে। অতঃপর উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯২১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ -

৩৯২১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ও লবণের বিনিময়ে লবণ সম পরিমাণ ও হাতে হাতে হতে হবে। কেউ যদি বেশি দেয় বা বেশি নেয় তবে সুদ হবে। তবে যদি এর প্রকার (পণ্য) পরিবর্তন হয়। (তবে কম বেশি জায়েয হবে)।

৩৯২২. حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ -

৩৯২২. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ফুযায়ল ইবন গাযওয়ান (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত। তবে তিনি “হাতে হাতে” কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

৩৯২৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَّا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَّا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا -

৩৯২৩. আবু কুরায়ব ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমওযনে ও সমপরিমাণে এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমওযনে ও সমপরিমাণ (সমান সমান) করতে হবে। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে, তা সুদ হবে।

৩৯২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا -

৩৯২৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কা'নাবী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার, উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশি হতে পারবে না এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশি হতে পারবে না।

৩৯২৫. حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯২৫. আবু তাহির (র) মুসা ইবন আবু তামীম (র) এর সনদে উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৯২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ

لَا يَصْلَحُ قَالَ قَدْ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ فَاتَّيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبًّا وَأَتِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَاتَّيْتُهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ -

৩৯২৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) আবুল মিনহাল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক শরীক মওসুম পর্যন্ত বা হজ্জ পর্যন্ত কিছু রূপা বাকীতে বিক্রি করে। অতঃপর সে আমার কাছে আসে এবং আমাকে জানায়। আমি বললাম, এ কাজটি ঠিক হয় নি। সে বলল, আমি তা বাজারের মধ্যে বিক্রি করেছি এবং কেউ আমাকে এ থেকে নিষেধ করে নি। এরপর আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যখন মদীনাতে আগমন করেন, তখন আমরা এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি বললেন, যদি নগদ নগদ হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই, আর যদি বাকীতে হয় তবে সুদ হবে। তুমি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর নিকট যাও, যেহেতু তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন।

৩৯২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا -

৩৯২৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আন্বারী (র) আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে সারফ (মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যায়েদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি অধিক বিজ্ঞলোক। সুতরাং আমি যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন বারা (রা) কে জিজ্ঞাসা কর। তিনি অধিক বিজ্ঞ, আর দু'জনেই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯২৮. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ -

৩৯২৮. আবুর রাবী আতাকী (র) আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ও স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ব্যতিরেকে নিষেধ করেছেন এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন, যে ভাবে (পরিমাণ কম বেশি করে) আমরা চাই এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় করতে যেভাবে আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। যে বলল, হাতে হাতে? তিনি বললেন, এরূপই আমি শুনেছি।

৩৯২৭. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৯২৯. ইসহাক ইবন মানসুর (র) আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, অতঃপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯৩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّحْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَّا بِوَزْنٍ -

৩৯৩০. আবু তাহির, আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ফাযালা ইবন উবাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরে আবস্থানকালে তাঁর নিকট গনীমতের একটা হার উপস্থিত করা হয়। তাতে পুঁতি ও স্বর্ণ লাগান ছিল। হারটি বিক্রি হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হারের সাথে লাগান স্বর্ণের ব্যাপারে আদেশ দান করেন। অতঃপর তা তুলে আলাদা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওয়নে বিক্রি করতে হবে।

৩৯৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُبَّاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ فَضَالََةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ -

৩৯৩১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ফাযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার দিবসে বার দীনার এর বিনিময়ে একটি হার ক্রয় করি। তাতে স্বর্ণ ও পুঁতি ছিল। এরপর আমি তা আলাদা করলাম এবং বার দীনারের চেয়ে অধিক পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বিষয়টি আমি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, (স্বর্ণ) আলাদা না করে বিক্রি করা যাবে না।

৩৯৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) সাঈদ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে উক্ত সনদে উক্ত রূপ বর্ণিত।

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৯৫

৩৯২৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنْشُ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقْيَةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ -

৩৯৩৩. কুতায়বা (র) ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার দিবসে রাসূলুল্লাহ -এর সংগে ছিলাম। ইয়াহুদীদের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণ দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বললেন : স্বর্ণের সম ওয়ন ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

৩৯২৪. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْفَرِيِّ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرَهُمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعْفَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةِ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرَقٌ وَجَوْهَرٌ فَارَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا بِمِثْلٍ بِمِثْلٍ -

৩৯৩৪. আবু তাহির (র) হানাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে ফাযালা ইব্ন উবায়দের সঙ্গে ছিলাম। আমার ও আমার সাথীদের অংশে একটি হার আসে যার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জাওহার (মুক্তা) খচিত ছিল। আমি তা খরিদ করে রাখতে ইচ্ছা করলাম। তাই ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এর স্বর্ণ আলাদা করে এক পাল্লায় রাখ আর তোমার স্বর্ণ অন্য পাল্লায় রাখ এবং সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন সমপরিমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ না করে।

৩৯২৫. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بَعُهُ ثُمَّ شَتْرِبَهُ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بِقُضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ -

৩৯৩৫. হারুন ইব্ন মা'রুফ ও আবু তাহির (র) মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সা'গমসহ তার গোলামকে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন যে, তা বিক্রি করে তা দিয়ে যব কিনে আন। গোলাম চলে যায়

এবং এক সা' ও সা'য়ের কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে। যখন সে মা'মার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল এবং যখন তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলো তখন মা'মার (র) তাকে বললেন, তুমি এরূপ কেন করেছ? পুনরায় যাও ও তাকে ফেরৎ দাও, সমপরিমাণ ব্যতীত কিছুতেই গ্রহণ করবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান হতে হবে। আর ঐ সময়ে যব ছিল আমাদের খাদ্য। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং তো ওটার অনুরূপ নয় (ভিন্ন পণ্য)। তিনি বললেন, অনুরূপ হওয়ার আশংকাবোধ করছি।

২৯২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَابِنِي عَدِيَّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمَرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَكُلْتُ تَمَرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيَعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ -

৩৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, আনসারদের আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে আমিল (তহশীলদার) নিযুক্ত করেন। সে উন্নত জাতের খেজুর নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সমস্ত খেজুরেই কি এই ধরনের? সে বলল, না; আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মিশ্রিত খেজুরের দুই সা'-এর বিনিময়ে-এর এক সা' খরিদ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না, বরং সমান সমানভাবে করে অথবা একটা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অন্যটা খরিদ করবে, অনুরূপভাবে ওয়নের ক্ষেত্রেও।

২৯২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمَرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْتُ تَمَرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا -

৩৯৩৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারের আমিল নিযুক্ত করেন। সে উন্নতমানের খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : খায়বারের সমস্ত খেজুর কি এই ধরনের? সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, এরূপ নয়। আমরা এই শ্রেণীর এক সা' দুই সা'র বিনিময়ে এবং দুই সা' তিন সা'র বিনিময়ে খরিদ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না। মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো। তারপর দিরহামের বিনিময়ে উন্নতমানের খরিদ করো।

৩৯৩৮. حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمَرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آيَنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمَرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ فَبِيعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمَرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِبْهُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ -

৩৯৩৮. ইসহাক ইবন মানসূর, মুহাম্মদ ইবন সাহল তামীমী ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বারনী' জাতীয় খেজুর নিয়ে বিলাল (রা) আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোথেকে এনেছ? বিলাল (রা) বলল, আমাদের নিকট নিম্ন শ্রেণীর খেজুর ছিল আমি তা থেকে দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-কে খাওয়ানোর জন্যে। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তখন বললেন : ওহো (হায় আফসোস!) এতো প্রত্যক্ষ সুদ, এরূপ করো না, বরং যখন তুমি খেজুর ক্রয় করতে চাও, তখন এটাকে বিক্রি কর, তারপর এর মূল্য দ্বারা খরিদ করো। ইবন সাহল (র) তাঁর বর্ণনায় 'عِنْدَ ذَلِكَ' 'তখন' শব্দটি উল্লেখ করেন নিই।

৩৯৩৯. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمَرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمَرُ مِنْ تَمَرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمَرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الرَّبَّاءُ فَرُدُّوهُ ثُمَّ بَيْعُوا تَمَرَنَا وَاشْتَرَوْا لَنَا مِنْ هَذَا -

৩৯৩৯. সালামা ইবন শাবীব (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর নিকট কিছু খেজুর আনা হয়। তিনি বললেন, আমাদের খেজুরে এ খেজুর কী রূপে এলো? এ খেজুর তো খুবই উত্তম। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের দু'সা' খেজুর এর এক সা' এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন : এ তো সুদ। এ ফেরৎ দাও, তারপর আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং এই জাতীয় খেজুর আমাদের জন্যে খরিদ কর।

৩৯৪. حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمَرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا صَاعِي تَمَرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَالْأَدْرَهُمْ بِدَرَهُمَيْنِ -

৩০৪০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে সাদাকা রূপে) সংগৃহীত খেজুর আমাদের দেওয়া হত আর তা হচ্ছে মিশ্রিত খেজুর। আমরা এর দু'সা' এক সা'র বিনিময়ে বিক্রি করতাম, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছল। তিনি বললেন, দু'সা' খেজুর এক সা'র বিনিময়ে, দু'সা' গম এক সা'র বিনিময়ে এবং দু' দিরহাম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নয়।

৩৯৬১. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمْوَهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتَيَّانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمَرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَانَ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمَرٍ أَرْضِينَا قَالَ كَانَ فِي تَمَرٍ أَرْضِينَا أَوْ فِي تَمَرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضَعَفْتُ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا إِذَا رَأَيْتَ مِنْ تَمَرٍ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمَرِ -

৩৯৪১. আমরু আন-নাকিদ (র) আবু নাদরা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে 'সারফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, নগদ নগদ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই। অতঃপর আমি সাঈদকে জানালাম এবং বললাম, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, নগদ নগদ? আমি বলেছি, হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, কোন অসুবিধা (অবৈধতা) নেই। অথবা এ ধরনের কিছু বলেছেন, তিনি (যায়দ রা) আমি শ্রীঘ্রই তাকে লিখে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি আর তোমাদেরকে এ ফাতওয়া দিবেন না। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কর্মচারী কিছু খেজুর নিয়ে আসে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ভিন্ন প্রকার দেখে বললেন, মনে হচ্ছে এ খেজুর আমাদের দেশের খেজুর নয়। সে বলল, আমাদের দেশের খেজুরের মধ্যে অথবা আমাদের এ বছরের খেজুরের মধ্যে কিছুটা সমস্যা ছিল। সুতরাং আমি এটা গ্রহণ করেছি এবং (বিনিময়ে) কিছু বাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, বেশি দিয়েছ তো সুদ প্রদান করেছ, এর কাছেও যেয়ো না। যখন তোমার খেজুরের মধ্যে কোন সমস্যা (খেজুর খারাপ) পরিলক্ষিত হবে তখন তা বিক্রি করে দিবে, পরে যে খেজুর পছন্দ করো তা খরিদ করবে।

৩৯৬২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرِيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رَبًّا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبٌ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمَرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمَرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنْ سِعَرَ هَذَا فِي

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত

৯৯

السُّوقِ كَذَا وَسِعَرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلَكَ أَرَبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعَ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَى تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رَبًّا أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَاتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ أَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ -

৩৯৪২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) আবু নাদরা (রা)-এ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট সারফ (মুদ্রা ও স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তারা এতে কোন দোষ মনে করেন নি। পরবর্তীকালে একবার আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার নিকট সারফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যা অতিরিক্ত হবে তা সুদ। কিন্তু তাদের দু'জনের মতের কারণে আমি এর প্রতিবাদ করলাম। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি তাই তোমার কাছে বর্ণনা করছি। একদিন তাঁর নিকট তার খেজুরের বাগানের দায়িত্বশীল এক সা' উৎকৃষ্ট খেজুর নিয়ে আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেজুর সাধারণ শ্রেণীর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ তুমি কোথায় পেলে? সে বলল, আমি দু'সা' নিয়ে (বাজারে) যাই এবং তার বিনিময়ে এই এক সা' ক্রয় করি। কেননা বাজারে এটার মূল্য এতো এবং ওটার মূল্য এতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার মন্দ কপাল!, তুমি সুদের কারবার করেছ। যখন তুমি একরূপ করতে ইচ্ছা, তখন তোমার খেজুর কোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। পরে তোমার যে পণ্যের বিনিময়ে যে প্রকার খেজুর চাও কিনে নিবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সুদ হওয়ার বিষয়টি অধিক প্রজোয্য নাকি রৌপ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত রৌপ্য সুদ হওয়ার বিষয়টি। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসেছি এবং তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন। আর আমি ইব্ন আব্বাসের কাছে যায় নি। রাবী বলেন, আবুস সাহবা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কায় এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাসের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তা অপসন্দ করেছেন।

৩৯৪৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ بِالدِّرْهِمِ مِثْلًا بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَقُلْتُ لَهُ إِنْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشْيَاءُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম সমান সমান হতে হবে। যে অধিক

দিবে বা অধিক নিবে সে সুদের লেনদেন করল। আমি তাকে বললাম, ইব্ন আব্বাস (রা) তো অন্য কিছু বলে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি এই যা বলছেন, তা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা শুনি নি এবং আল্লাহর কিতাবেও পাইনি বরং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদ হয় বাকী বিক্রয়ে।

৩৯৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুআন নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবু উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) জানিয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদ কেবল বাকীতে (বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) হয়।

৩৯৪৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُفَّانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَرَبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ -

৩৯৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও মাহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নগদ বিক্রিতে সুদ নেই।

৩৯৪৬. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِثْلٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّمَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ -

৩৯৪৬. হাকাম ইব্ন মূসা (র) আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন, 'সারফ' সম্পর্কে আপনার যে মত, তা কি এমন কিছু আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, না কি আল্লাহর কুরআনে পেয়েছেন? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, কোনটিই আমি বলছি না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তথা হাদীস) সম্পর্কে তো আপনারা অধিক অবগত এবং আল্লাহর কিতাবেও তা আমি জানি না। বরং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুদ বাকীতেই হয়।

১৪- أَبَابُ لَعْنِ أَكْلِ الرَّبَا وَمُؤْكِلِهِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : সুদখোর ও সুদদাতার প্রতি অভিসম্পাত

৩৯৪৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا -

৩৯৪৭. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর প্রতিও সুদ প্রদানকারীকে লানত করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম : এর লেখকের প্রতি ও সাক্ষীদের প্রতিও। তিনি বললেন, আমরা কেবল তাই বর্ণনা করি যা আমরা শুনেছি।

৩৯৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

৩৯৪৮. মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ, যুহায়র ইবন হারব ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতার উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষীদের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান।

১৫- بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

১৫. পরিচ্ছেদ : হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক সবকিছু বর্জন করা

৩৯৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِاصْبَغِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ -

৩৯৪৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র হামদানী (র) নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি : (অর্থাৎ তিনি বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন : এ সময় নুমান তাঁর

দুই আংগুল দ্বারা কানের দিকে ইঙ্গিত করেন, (নিশ্চয়) হালাল সুম্পষ্ট এবং হারামও সুম্পষ্ট আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখবে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত (শরকরী) চারণভূমির আশ-পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হল ‘কাল্ব’ (হৃদয়)।

২৯০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৯৫০. আবু বকর ইবন আবু শাইবা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) যাকারিয়া (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৯০১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَاءَ أَمَّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ -

৩৯৫১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও কুতায়বা (র) নু‘মান ইবন বাশীর (রা) নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য যাকারিয়া (র) বর্ণিত হাদীস তাদের হাদীস থেকে পরিপূর্ণ ও অধিক বর্ণনা সম্পন্ন।

২৯০২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِنَ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمَصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ فذكرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ -

৩৯৫২. আবদুল মালিক ইবন শু‘আয়ব ইবন লায়স ইবন সা‘দ (র) নু‘মান ইবন বাশীর ইবন সা‘দ (রা) থেকে বর্ণিত- যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী। তিনি হিম্বে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হালাল সুম্পষ্ট এবং হারামও সুম্পষ্ট। অতঃপর তিনি শা‘বী (র) থেকে যাকারিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন তার উক্তি : “উহার অভ্যন্তরে চলে যাওয়ার আশকা রয়েছে” পর্যন্ত।

১৫. بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

১৫. পরিচ্ছেদ : উট বিক্রি করা ও (বিক্রেতা) তাতে আরোহণের শর্ত করা

৩৯০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بَعْنِيهِ بِوُقْيَةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بَعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقْيَةٍ وَاسْتِثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلْتُ فِي أَثَرِي فَقَالَ أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لَأَخُذَ جَمْلَكَ خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ -

৩৯০৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার উটের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছিলেন যেটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি উটটি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন, এরপর আমার সাথে নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার জন্য দু'আ করেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। এরপর উট এমনভাবে চলতে থাকে যে, তেমন আর কখনও চলে নি। তিনি বলেন, এটি আমার নিকট এক “উকিয়ার” বিনিময়ে বিক্রি কর। আমি বললাম, না। তিনি পুনরায় বললেন, আমার নিকট এটাকে বিক্রি করে দাও। অতঃপর আমি এক উকিয়ার বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলাম এবং আমার বাড়ি পর্যন্ত তাতে আরোহণ করার শর্ত করলাম। যখন আমি (মদীনায়) পৌঁছলাম তখন তাঁর নিকট উট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করলেন। পরে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি কি তোমার উট নেওয়ার জন্য মূল্য কম বলেছিলাম? তোমার উট এবং তোমার দিরহাম নিয়ে যাও। তা তোমার জন্যই।

৩৯০৪. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৯০৪. আলী ইবন খাশরাম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে ইবন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯০৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَحَّقَ بِي وَتَحْتِي نَاصِحٌ لِي قَدْ أَغْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُونِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهْرُهُ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ

حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقَيْتَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَا مَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَفَّى وَالِدِي أَوْ سَتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ -

৩৯৫৫. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গমন করি । পথিমধ্যে তিনি আমাকে পেয়ে বললেন, আমি একটি মন্তরগতির উটের পিঠে চলছিলাম, যে চলতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল । তিনি আমাকে বললেন : তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, অসুখ হয়েছে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পশ্চাতে গেলেন এবং উটকে ধমক দিলেন ও দু'আ করলেন । এরপর তা সকল উটের অগ্রভাবে চলতে থাকে । তিনি বললেন, এখন তোমার উটের অবস্থা কি? আমি বললাম, ভালই; আপনার বরকতের পরশ লেগেছে । তিনি বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি করবে কি? আমি লজ্জিত হলাম । কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন পানি বহনকারী উট ছিল না । অবশেষে বললাম, হ্যাঁ । সুতরাং তাঁর নিকট ইহা এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত তার পিঠ আমার অধিকারে থাকবে । তিনি বললেন, এরপর আমি আরম্ভ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি সদ্য বিবাহিত । তাই আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন । সুতরাং অন্যান্য লোকের আগেই আমি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম । যখন শেষ সীমায় পৌঁছলাম তখন আমার মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । তিনি আমার কাছে উটের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন । আমি তাকে সে সব কথা জানালাম যা এ ব্যাপারে আমি করেছি । তিনি এ জন্যে আমাকে তিরস্কার করলেন । জাবির (রা) বললেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কুমারী না পূর্ব বিবাহিতা বিবাহ করেছ? বললাম, আমি পূর্ব বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি । তিনি বললেন, কেন কুমারী বিবাহ কর নাই? যার সাথে তুমি আমোদ প্রমোদ করতে আর সে ও তোমার সাথে আমোদ প্রমোদ করত । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রেখে আমার পিতা ইত্তিকাল করেন অথবা (বলেন) শাহাদাত বরণ করেন । তাই আমি অপসন্দ করি তাদের নিকট তাদেরই অনুরূপ আর একজনকে বিবাহ করে আনতে যে তাদের সুশিক্ষা দিতে ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না । এ কারণে আমি পূর্ব বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি, যাতে সে তাদের লালন পালন করে ও সুশিক্ষা দিতে পারে । জাবির (রা) বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পৌঁছলেন, আমি প্রত্যুষে উটসহ তাঁর নিকট হাযির হলাম । তিনি তার মূল্য আমাকে প্রদান করেন এবং উটও ফেরত দেন ।

৩৯৫৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَلَّ جَمَلِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِي قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا

رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا بَلَّ بِعَيْنَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَى أُوقِيَّةٍ ذَهَبٌ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقْنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ فِي كَيْسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

৩৯৫৬. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনায প্রত্যগমন করি। আমার উট অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ ঘটনাসহ তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট তোমার এ উট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা (বিনামূল্যে) আপনারই। তিনি বললেন, না বরং আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, না বরং এটা আপনারই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন না, বরং এটা আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম, তাহলে আমার কাছে এক ব্যক্তির এক উকিয়া স্বর্ণ পাওনা আছে তার বিনিময়ে এটা আপনার। তিনি বললেন, আমি এটা গ্রহণ করলাম। তুমি এতে আরোহণ করে মদীনা পর্যন্ত যেতে পারবে। জাবির (রা) বললেন, যখন আমি মদীনায পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে বললেন, একে এক উকিয়া স্বর্ণ দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দাও। অতঃপর তিনি আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ দিলেন এবং এক কীরাত অতিরিক্ত দিলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত (বরকতময়) অতিরিক্ত টুকু কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তা আমার নিকট একটি থলির মধ্যে থাকত। হাররা (দুর্যোগের) ঘটনায় সিরীয়রা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

৩৯৫৭. আবু কামিল জাহদারী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উট পিছনে থেকে যায় এবং হাদীসটি পূর্ণ বর্ণনা করেন। আর তার মধ্যে বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উটটিকে খোঁচা দিলেন। আরেজা বলেন .. সর্বদা আমাকে বাড়িয়ে দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন'।

৩৯৫৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَنَخَسَهُ فَوُشِبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبَسُ خَطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْاقٍ قَالَ قُلْتُ أَنْ

لِي ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وَقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي -

৩৯৫৮. আবুর রাবী আতাকী (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার নিকট নবী ﷺ আসলেন তখন আমার উট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, তিনি উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে সে দৌড়াতে আরম্ভ করল। পরে আমি তাঁর কথা শোনার জন্যে, তার লাগাম টেনে রাখছিলাম, কিন্তু তা আমি পেয়ে উঠছিলাম না। অবশেষে নবী ﷺ আমার সহিত মিলিত হন এবং বলেন, আমার নিকট একে বিক্রি কর। সেটি পাঁচ উকিয়ার বিনিময়ে আমি বিক্রি করি। জাবির (রা) বলেন, আমি এই শর্ত করলাম যে, মদীনা পর্যন্ত আমি এতে আরোহণ করব। তিনি বলেন, মদীনা পর্যন্ত তুমি আরোহণ করতে পারবে। জাবির (রা) বলেন, যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম তখন উটসহ আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে আরো এক উকিয়া অতিরিক্ত দেন এবং পরে উটটিও আমাকে দান করে দেন।

৩৯৫৯. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنُّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَصَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَاجَابِرُ أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ -

৩৯৫৯. উক্বা ইব্ন মুকরাম 'আম্মী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সফর সঙ্গী ছিলাম। রাবী বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি জিহাদের সফরের কথা বলেছেন এবং পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি বললেন : হে জাবির! তুমি পূর্ণ মূল্য বুঝে পেয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য তোমার, উটও তোমার; মূল্য তোমার, উটও তোমার।

৩৯৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقْرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكْلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي -

৩৯৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আন্বারী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে একটি উট দুই উকিয়া ও এক দিরহাম বা দুই দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। যখন তিনি সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবাহ করার জন্যে আদেশ করেন। সুতরাং তা যবাহ করা হল। তারা সকলেই তা খেলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছেন তখন আমাকে মসজিদে আসার ও দু'রাক'আত সালাত আদায়ের হুকুম করেন। তিনি আমাকে উটের মূল্য ওজন করে দেন এবং কিছু বেশি দেন।

৩৯৬১. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَقِيتَيْنِ وَالِدَرَّهَمَ وَالِدَرَّهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِبَقْرَةٍ فَنَحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا -

৩৯৬১. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ সম্পর্কে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। অবশ্য এতে তিনি বলেন যে, তিনি আমার থেকে একটি দামে উহা খরিদ করেন যার পরিমাণ তিনি (জাবের) উল্লেখ করেছেন তবে দুই উকিয়া ও এক দিরহাম এবং দুই দিরহামের কথা (নিদিষ্ট করে) উল্লেখ করেন নি। আর তিনি বলেন যে, গাভী যবাহর জন্যে আদেশ দেন। সুতরাং তা নহর করা হয় ও পরে তার গোশত বণ্টন করেন।

৩৯৬২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ -

৩৯৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি চার দীনারের বিনিময়ে তোমার উট নিলাম, আর এর পিঠে চড়ে তুমি মদীনাতে যেতে পারবে।

১৬. بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ

১৬. পরিচ্ছেদ : জীবজন্তু ধার লওয়া বৈধ এবং তার কাছে প্রাপ্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট (জন্তু) দ্বারা ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব

৩৯৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৩. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির থেকে একটি যুব বয়সের উট ধার নেন। এরপর তাঁর নিকট সাদাকার উট আসে। তিনি আবু রাফি'কে সে ব্যক্তির উট পরিশোধ করার আদেশ দান করেন। আবু রাফি' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানালেন যে, সাদাকার উটের মধ্যে আমি সেরূপ উট পাই না, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট (পূর্ণ যুবা বয়সের) উট আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওহীই তাকে দাও। মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে তাদের মধ্যে ধার পরিশোধে উত্তম।

৩৯৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

৩৯৬৪. আবু কুরায়ব (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবা বয়সের একটি উট ধার করেন, এরপর উক্তরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে তিনি বলেন যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে তাদের মধ্যে যে দেনা পরিশোধে উত্তম।

৩৯৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এক ব্যক্তির ঋণ ছিল। সে তাঁর সাথে রুঢ় ব্যবহার করে। এতে নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ তাকে (শাসন করতে) উদ্যত হন। নবী ﷺ বললেন : পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা তার জন্যে একটি উট খরিদ কর এবং তা তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, আমরা এমন (বয়সের) উট পাচ্ছি যা তার উটের (বয়সের) চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ বলেন : ওটা খরিদ কর ও তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মধ্য হতে (বললেন) বা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে উত্তম।

৩৯৬৬. আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি (বিশেষ বয়সের) উট ধার করে আনেন। অতঃপর এর চেয়ে বড় একটি উট তাকে দেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমভাবে ধার পরিশোধ করে।

৩৯৬৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তার পাওনা উট দাবী করতে থাকে। তিনি বললেন, তার উটের চেয়ে উৎকৃষ্ট (বয়সের) উট তাকে দাও এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে ধার পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম।

১৭- بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جَنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

১৭. পরিচ্ছেদ : একই শ্রেণীর পশু কম-বেশি করে বিনিময় (বিক্রয়) করা বৈধ

৩৭৬৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ -

৩৯৬৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী, ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) একজন গোলাম এসে নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করে। নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন নি যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর তার মুনিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আগমন করে। নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : আমার কাছে একে বিক্রি করে দাও। তারপর তিনি দু'জন কালো গোলামের বিনিময়ে একে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি গোলাম কি না? তা জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তিনি কারো বায়'আত নিতেন না।

১৮- بَابُ الرِّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

১৮. পরিচ্ছেদ : বন্ধক রাখা এবং প্রবাসের ন্যায় আবাসেও তার বৈধতা

৩৭৬৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا -

৩৯৬৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী থেকে কিছু খাদদ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেন এবং তাঁর বর্মটি তাকে বন্ধক হিসাবে প্রদান করেন।

৩৭৭০- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরাম হানযালী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করেন এবং একটি লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

৩৯৭১. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা এক ইয়াহুদী থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (বাকীতে) কিছু খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার একটি লৌহ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৩৯৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ -

৩৯৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে লৌহের কথা উল্লেখ নাই।

১৯. بَابُ السَّلَامِ

১৯. পরিচ্ছেদ : আগাম ক্রয় 'সালাম' প্রসঙ্গে

৩৯৭৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আমরু আন-নাকিদ (র) আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মদীনাতে আগমনকালে মদীনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে ফল ফলাদি দাদন দিয়ে অগ্রিম ক্রয় করত। তিনি বলেন, যে কেউ খেজুরে দাদন দিবে (খেজুর অগ্রিম ক্রয় করবে,) সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওয়নে এবং নির্ধারিত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয় করে।

৩৯৭৪. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন কালে (মদীনায়) লোকজন খেজুর অগ্রিম ক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : যে অগ্রিম ক্রয় করতে চায়, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওয়ন ব্যতীত ক্রয় না করে।

৩৯৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসমাইল ইবন সালিম (র) সকলেই ইবন উয়ায়নার সূত্রে ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে আবদুল ওয়ারিস (র)-এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইবন উয়ায়না (র) 'নির্ধারিত সময়ের' কথা উল্লেখ করেন নি।

৩৯৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ -

৩৯৭৬. আবু কুরায়ব ও ইবন আবু উমর (র) সুফিয়ান সূত্রে ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে তাদের (পূর্ববর্তীদের) সনদে ইবন উয়ায়নার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং সুফিয়ান (র) এতে নির্ধারিত সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

২. - بَابُ تَحْرِيمِ الْإِحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

২০. পরিচ্ছেদ : খাদদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম

৩৯৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ -

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (রা) মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে অপরাধী। তখন (মধ্যবর্তী রাবী) সাঈদকে বলা হল, আপনি তো গুদামজাত করেন। সাঈদ (র) বললেন যে, মা'মার (রা) যিনি এ হাদীস বর্ণনা করছেন- তিনিও গুদামজাত করতেন।^১

৩৯৭৮. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ -

৩৯৭৮. সাঈদ ইবন আমর আল আশ'আসী (র) মা'মার ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অপরাধী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত করে না।

১. ঐরা নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ গুদামজাত করতেন, যা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে না।

৩৯৭৭. قَالَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ اصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ اَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى -

৩৯৭৯. (ইবরাহীম বলেন, মুসলিম বলেছেন,) আমাদের জনৈক সাথী (মুহাদ্দিস) আমর ইবন আওনের সূত্রে আদী ইবন কা'ব গোত্রের মা'মার ইবন আবু মা'মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতঃপর ইয়াহুইয়া থেকে সুলায়মান ইবন বিলাল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

২১. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ

২১. পরিচ্ছেদ : বেচাকেনায় কসম খাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

৩৯৮০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنَفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلرِّبْحِ -

৩৯৮০. যুহায়র ইবন হার্ব, আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কসম পণদ্রব্য পরিচালনকারী বিক্রয় বর্ধিতকারী ও মুনাফা বিলোপকারী।

৩৯৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

৩৯৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা বিক্রয়ের জন্য অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, তা পণ্য বেশি বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু (বরকত) মিটিয়ে দেয়।

২২. بَابُ الشُّفْعَةِ

২২. পরিচ্ছেদ : শূফ'আ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)

৩৯৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ -

অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারাত

১১৩

৩৯৮২. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র.) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জমি অথবা, (খেজুর) বাগানে যদি কারও কোন শরীক থাকে, তবে ঐ শরীকের অনুমতি না নিয়ে সে (অংশ) বিক্রি করতে পারবে না। তার পসন্দ হলে গ্রহণ করবে আর অপসন্দ হলে ছেড়ে দিবে।

৩৯৮৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব শরিকী বিষয়ে শুফ'আর পক্ষে হুকুম দিয়েছেন যা বণ্টন করা হয়নি, জমি হোক বা বাগান। শরীককে অবগত করা ব্যতীত তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে ইচ্ছা করলে (শরীক) নিবে আর ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করায় তবে সে তাতে অগ্রাধিকারী হবে

৩৯৮৪. আবু তাহির (র.) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিটি শরিকী বিষয়ে শুফ'আর অধিকার আছে— জমি হোক বা বাড়ি অথবা বাগান। শরীকের নিকট প্রস্তাব করা ব্যতীত বিক্রি করা তার পক্ষে বৈধ হবে না। অতঃপর হয়ত সে গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি সে তাতে অস্বীকৃত হয়ে (না জানিয়ে বিক্রি করে) তবে তার শরীকই বেশি অধিকারী, যতদিন তাকে অবহিত না করা হবে।

২২. بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

২৩. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর প্রাচীরে কাঠ স্থাপন করা

৩৯৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র.) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ তার প্রাচীর গায়ে (কড়ি) কাঠ স্থাপন করতে যেন তার প্রতিবেশীকে নিষেধ না করে। এরপর আবু হুরায়রা (রা)

মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—১৫ হাদিস

বলেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে অনীহাসম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাদের ঘাড়ে ছুঁড়ে মারবো (অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দ হলেও প্রকাশ্য বর্ণনা করবে)।

২৯৮৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৯৮৬. যুহায়র ইবন হার্ব, আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৪- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

২৪. পরিচ্ছেদ : যুলুম করা ও জমি ইত্যাদি জোরপূর্বক দখল করা হারাম

২৯৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ أَيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

৩৯৮৭. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র) সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পারমিতাঃ আল্লাহুহি ওয়াসলাহু বলেছেন : যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জোর দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত স্তর যমীন হতে বেড়িরূপে পরিয়ে দেবেন।

২৯৮৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمِيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُذْرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا -

৩৯৮৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। আরওয়া (নামক এক মহিলা) বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে তার সহিত বিবাদ করে। তিনি বললেন, তোমরা ওকে ছেড়ে দাও এবং জমির দাবীও ত্যাগ কর। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ পারমিতাঃ আল্লাহুহি ওয়াসলাহু -কে বলতে শুনেছি : যে কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি জবর দখল করবে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। হে আল্লাহ! যে

(আরওয়া) যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার চোখ অন্ধ করে দিন এবং তার ঘরেই তার কবর (দাফন) করুন। রাবী বলেন, (পরবর্তীকালে) আমি তাকে (আরওয়াকে) অন্ধ অবস্থায় দেখেছি, প্রাচীর খুঁজে খুঁজে চলত। সে বলত, সাঈদ ইব্ন যায়িদেব বদ্ দু'আ আমায় লেগেছে। একদিন সে বাড়ির মধ্যে হাঁটাচলা করছিল। বাড়ির মধ্যে এক কূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাতে পড়ে যায় এবং কূপই তার কবর হয়।

২৯৮৯. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَرَوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ أَخْذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَهُ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَذِبَةً فَعَمَّ بَصَرُهَا وَأَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ -

৩৯৮৯. আবুর রাবী আতাকী (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আরওয়া বিনত উয়ায়স সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রা) -এর বিরুদ্ধে দাবী করেন যে, তিনি তার জমির কিছু অংশ জবর দখল করেছেন। সে মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট এর বিচার দাবী করে। সাঈদ বললেন : আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে ঐ কথা শোনার পরে তার জমির কিছু অংশ জবর দখল করতে পারি? তিনি বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাপ জমি জোর পূর্বক দখল করবে ঐ পরিমাণে তাকে সাত স্তর পর্যন্ত জমির বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। মারওয়ান বললেন, অতঃপর আপনার নিকট আর সাক্ষী-প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করব না। এরপর সাঈদ বললেন, হে আল্লাহ! সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার দুই চোখ অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতে তাকে মৃত্যু দান করুন। রাবী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নি। পরে তার জমিতে চলার সময় অকস্মাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়।

২৯৯০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

৩৯৯০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জোরপূর্বক এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

২৯৯১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৯৯১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আল্লাহিহি} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : কেউ যে এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে (জবর) দখল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরিয়ে দিবেন।

৩৯৯২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ -

৩৯৯২. আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তার ও তার গোত্রের মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে সে বিষয়ে জানান। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবু সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহু} ^{আল্লাহিহি} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে নিবে তাকে ঐ পরিমাণে সাত স্তর যমীনের বেড়ি পরান হবে।

৩৯৯৩. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৯৯৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর উক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

২৫. بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

২৫. পরিচ্ছেদ : রাস্তার পরিমাণ, যখন তাতে মতবিরোধ হয়

৩৯৯৪. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعَ -

৩৯৯৪. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ^{সাহাবাহু} ^{আল্লাহিহি} ^{ওয়াসালাম} বলেছেন : যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তখন তা সাত হাত প্রশস্ত সাব্যস্ত করা হবে।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায় : ফারাইয (উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান)

৩৯৯৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

৩৯৯৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

১. بَابُ الْحِقْوِ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

১. পরিচ্ছেদ : অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও, তারপর যা থাকবে তা নিকটতম পুরুষদের

৩৯৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

৩৯৯৬. আবদুল 'আলা ইব্ন হাম্মাদ নারসী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য।

৩৯৯৭. حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكْتَ الْفَرَائِضَ فَلَأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

৩৯৯৭. উমাইয়া ইব্ন বিসতাম আল-আয়শী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অংশীদারদের (ফারাইযের) অংশ প্রদান কর। ফারাইয (দেয়ার পর) যা অবশিষ্ট রাখবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য।

৩৯৯৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتَ الْفَرَائِضُ فَلَاؤُلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

৩৯৯৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্পদ অংশীদারদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বণ্টন কর। তারপর ফারাইয যা অবশিষ্ট রাখবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য।

৩৯৯৯. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ وَهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ -

৩৯৯৯. মুহাম্মদ ইব্নুল 'আলা আবু কুরায়ব হামদানী (র).....ইব্ন তাউস (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস, ওহায়ব ও রাওহ ইব্ন কাসিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২. بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

২. পরিচ্ছেদ : কালার^১ উত্তরাধিকার

৪০০০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأَغْمَى عَلَى فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ -

৪০০০. আমার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র নাকিদ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার পীড়িত হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে আসেন। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ উষু করেন এবং উষুর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিরূপে বণ্টন করবো? তিনি আমাকে কোন উত্তর দেন নি। অবশেষে মীরাস সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল—(অর্থ : লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়, বলুন, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ জানাচ্ছেন.....)।

৪০০১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ -

১. সন্তান ও পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মারা গেলে তাকে 'কালার' বলা হয়।

৪০০১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও আবু বাকর (রা) পায়ে হেঁটে বনু সালামায় আমায় দেখতে আসেন। তাঁরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনতে বলেন। এরপর তিনি উযু করেন এবং তা থেকে কিছু পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করবো? তখন নাযিল হয় : আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের সমান.....।

৪০০২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَى فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ -

৪০০২. উবায়দুল্লাহ ইবন উমার কাওয়ারীরী (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে আসেন। আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। তাঁর সংগে ছিলেন আবু বাকর (রা)। তাঁরা দু'জন পায়ে হেঁটে আসেন। তিনি আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় দেখতে পান। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করেন এবং তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানির কিছু আমার উপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করবো? আমাকে তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। পরে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়।

৪০০৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّأَ عَلَى مَنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قَالَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ -

৪০০৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আগমন করেন। আমি তখন রোগে বেহুঁশ ছিলাম। তিনি উযু করেন। তাঁর উযুর পানির কিছু অংশ লোকেরা আমার উপর ছিটিয়ে দেয়। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'কালারা' আমার মীরাস পাবে। এরপর মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি মুহাম্মদ ইবন মুনকাদিরকে বললাম, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (আয়াত)। তিনি বললেন, এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে।

৪০০৪. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقْدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لَابْنِ الْمُنْكَدِرِ-

৪০০৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) নযর ইবন শুমায়ল ও আবু আমির আকাদী (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ওয়াহ্ব ইবন জারীর (র) থেকে এবং তাঁরা সকলেই শু'বা (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ওয়াহ্ব ইবন জারীর এর হাদীসে আছে 'ফারাইয এর আয়াত নাযিল হলো'। আর নযর ও আকাদীর বর্ণনায় আছে 'ফারয এর আয়াত নাযিল হলো'। কিন্তু তাদের কারও বর্ণনায়ই একথা নেই যে, শু'বা ইবন মুনকাদিরকে বলেছেন।

৬০০৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَأَيْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِاصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصِّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ-

৪০০৫. মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....মা'দান ইবন আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন খাত্তাব (রা) এক জুমুআর দিনে খুত্বা দেন। তিনি নবী ﷺ ও আবু বকর (রা) এর উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, আমি আমার পরে এমন কোন বিষয় রেখে যাচ্ছি না, যা আমার নিকট 'কালাদা'র চেয়ে বেশি জটিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আর কোন বিষয় নিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করিনি, যেমন 'কালাদা' সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি। আর তিনিও অন্য কোন বিষয়ে আমাকে এমন কঠোরতা দেখাননি যে রূপ কঠোরতা এ বিষয়ে দেখিয়েছেন। এমন কি তিনি তাঁর আসুল দ্বারা আমার বুকের উপর খোঁচা দেন এবং বলেন, 'হে উমর! গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার শেষের আয়াত কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?' আর আমি যদি জীবিত থাকি তবে এ ব্যাপারে এমন ফয়সালা করবো যে অনুযায়ী ফয়সালা করবে সেই ব্যক্তি যে কুরআন পড়ে আর যে কুরআন পড়ে না উভয়ে।

৬০০৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪০০৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন রাফি' (র).....কাতাদা (র)-র সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩. بَابُ آخِرُ آيَةِ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : কালারা সম্পর্কিত আয়াতই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত

৪০০৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

৪০০৭. আলী ইবন খাশরাম (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

৪০০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ بَرَاءَةً.

৪০০৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' ইবন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত কালারার আয়াত এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা বারাতাত (তাওবা)।

৪০০৯. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.

৪০০৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা, সূরা তাওবা আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 'কালারা'র আয়াত।

৪০১০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ أَدَمَ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ (وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ كَامِلَةً.

৪০১০. আবু কুরায়ব (র).....বারা' (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (তাম্মে স্থলে) কামিলে (পূর্ণাঙ্গ সূরা) বলেন।

৪০১১. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.

৪০১১. আমর নাকিদ (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত يَسْتَفْتُونَكَ

৪. بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য

৪.১২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْ لِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَفَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

৪০১২. যুহায়র ইবন হার্ব ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যদি এমন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হত যার উপর ঋণ থাকতো, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে (যা দ্বারা ঋণ পুরা হতে পারে) ? যদি বলা হতো যে, সে ঋণ পূর্ণ করার পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, তবে তিনি তার জানাযা পড়াতেন। অন্যথা বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। যখন আল্লাহ তাঁকে বিজয়সমূহ দান করেন (এবং সম্পদের প্রাচুর্যের পথ খুলে দেন), তখন তিনি বলেন যে, আমি মু'মিনদের জন্যে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য।

৪.১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ الْيَثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ.

৪০১৩. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়স, যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন নুমায়র (র).....যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪.১৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْ لِي النَّاسُ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَالْيَ الْعَصْبَةِ مَنْ كَانَ.

৪০১৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, পৃথিবীর উপর এমন কোন মু'মিন নাই, যার সবচেয়ে নিকটতম লোক আমি নই। সুতরাং যে লোক ঋণ অথবা নিঃস্ব নিঃসম্বল সন্তান রেখে যাবে, আমি হবো তার অভিভাবক। আর তোমাদের কেউ যদি সম্পদ রেখে যায় তবে সে মাল পাবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; সে যেই হোক না কেন।

৪০১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِيَّكُمْ مَاتَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَإِيَّكُمْ مَاتَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْتَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ۔

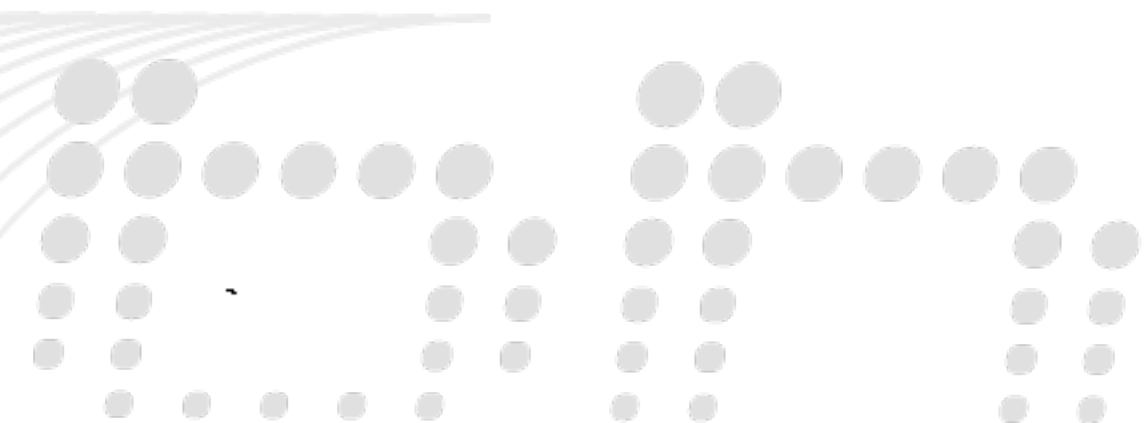
৪০১৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ্ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগুলো আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান মহীয়ান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অন্য সব লোক অপেক্ষা আমি মু'মিনদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঋণ অথবা নিঃসম্বল পরিজন রেখে যায় আমাকে ডাকবে, আমি তার অভিভাবক। আর তোমাদের মধ্যে যে সম্পদ রেখে যায়, তার সম্পদের অধিকারী হবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সে যেই হোক।

৪০১৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالْيَنَا۔

৪০১৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আশ্বারী (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে যায়, তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর যে অসহায় পরিজন রেখে যায় তারা আমাদের দায়িত্বে।

৪০১৭. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وَلَيْتَهُ۔

৪০১৭. আবু বাক্র ইব্ন নাফি' (র) এবং যুহায়র ইব্ন হারব্ (র) শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। অবশ্য গুনদুর বর্ণিত হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি অসহায় পরিজন রেখে যায়, আমি তাদের অভিভাবক হবো।



كِتَابُ الْهَبَاتِ

অধ্যায় : হিবা

১- بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : কাউকে কিছু দান করার পর তার থেকে সেই বস্তু ক্রয় করা মাকরুহ

৪০১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ-

৪০১৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র).....উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি উত্তম ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করি। কিন্তু সে ব্যক্তি ঘোড়াটির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে অক্ষম থাকে। আমার ধারণা হলো, সে তা সম্ভায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করবে না এবং তোমার দানকে ফিরিয়ে আনবে না। কেননা, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার খায়।

৪০১৯- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ-

৪০১৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র)মালিক ইবন আনাস (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতে তিনি আরো বলেছেন যে, তুমি তা খরিদ করবে না, যদি এক দিরহামের বিনিময়েও সে তোমাকে তা দিয়ে দেয়।

৪০২০- حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيَته بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ مَثْلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ-

৪০২০. উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। পরে তিনি তার মালিকের নিকট ঘোড়াটি দেখতে পান যে, সে তাকে নষ্ট (কাবু) করে ফেলেছে। সে লোকটি ছিল দরিদ্র। তাই তিনি তা কিনে নেওয়ার ইচ্ছা করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়টি তাঁকে বললেন। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করবে না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দেয়। কেননা, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার খায়।

৪০২১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحِ أَتَمُّ وَأكْثَرُ۔

৪০২১. ইব্ন আবু উমর (র).....যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-এর সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তবে মালিক ও রাওহ (র)-এর হাদীস পূর্ণাঙ্গ ও অধিক প্রসিদ্ধ।

৪০২২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَاغُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ۔

৪০২২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, ‘উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেন। পরে তিনি তা বিক্রি হতে দেখেন। তখন তিনি তা খরিদ করতে চাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা খরিদ করো না এবং তোমার দান ফিরিয়ে নিও না।

৪০২৩. حَدَّثَنَا هُثَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ رُمَحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ۔

৪০২৩. কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ (র) লায়স ইব্ন সা'দ (র) থেকে এবং মুকাদ্দামী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন নুমায়র, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উভয়ে বর্ণনা করেন নাফি' সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪০২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ۔

৪০২৪. ইব্ন আবু উমর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। এরপর তিনি তাকে বিক্রি হতে দেখেন। তখন তিনি তা খরিদ করার ইচ্ছা করেন এবং নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তোমার দান ফিরিয়ে নিও না।

২. بَابُ تَحْرِيمِ الرِّجْوَعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهَبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

২. পরিচ্ছেদ : দান (গ্রহীতার) দখলে চলে যাওয়ার পর ফিরিয়ে আনা হারাম। কিন্তু নিজের সন্তান সন্তানকে দিলে তা ভিন্ন বিষয়।

৪০২৫. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَأِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ۔

৪০২৫. ইবরাহীম ইব্ন মুসা রাযী ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এবং পুনরায় তার বমি খেয়ে ফেলে।

৪০২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

৪০২৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্নুল 'আলা (র)..... আওয়াঈ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন (র)-কে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

৪০২৭. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ۔

৪০২৭. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)..... আবদুর রাহমান ইব্ন আমর (র) এর সূত্রে বর্ণিত যে, মুহাম্মদ ইব্ন ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সনদে হাদীসটি তাঁদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০২৮. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ) عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ۔

৪০২৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী এবং আহমাদ ইব্ন ঈসা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে দান করে তা ফিরিয়ে আনে ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, সেই কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পরে তার বমি খেয়ে ফেলে।

৪০২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ۔

৪০২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিজের দান প্রত্যাহারকারী নিজের বমি পুনরায় ভক্ষণকারীর ন্যায়।

৪০৩০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৪০৩০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....কাতাদা (র)-এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

৪০৩১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ۔

৪০৩১ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিজের দান প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে ও পরে সে তার বমি পুনরায় ভক্ষণ করে।

৩. بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الْوَلَدِ فِي الْهَبَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : দানে সন্তানদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ

৪০৩২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْجِعْهُ۔

৪০৩২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন। তারপর বলেন যে, আমি আমার এ পুত্রকে আমার একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সকল সন্তানকে কি এভাবে দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

৪০৩৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلُ بَنِيكَ نَحَلْتُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ۔

৪০৩৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তিনি বললেন, তোমার সকল পুত্রকে দান করেছ কী? তিনি বললেন, না। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

৪০৩৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَكُلُ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَكُلُ وَلَدِكَ وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ۔

৪০৩৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমার (র) ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে এবং কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ, (র) লায়স ইব্ন সা'দ (র) থেকে, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইউনুস (র) থেকে, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) মা'মার (র) থেকে, তাঁরা সকলেই যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস ও মা'মার (র)-এর বর্ণনায় "أَكُلُ بَنِيكَ" (তোমার সকল পুত্রকে) এবং লায়স ও ইব্ন উয়ায়না (র)-এর বর্ণনায় "أَكُلُ وَلَدِكَ" (তোমার সকল সন্তানকে) এবং মুহাম্মদ ইব্ন নু'মান ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান থেকে লায়স এর বর্ণনায় 'বাশীর নু'মানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন' বলা হয়েছে।

৪০৩৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلْ إِخْوَتَهُ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ۔

৪০৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে তাঁর পিতা একটি গোলাম দান করেছিলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ গোলামটি কিসের? তিনি বললেন, এটি আমার পিতা আমাকে দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন, তাঁর সকল ভাইদেরকে তুমি দান করেছ কী, যেভাবে একে দান করেছ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

৪০৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

৪০৩৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তার সম্পদ থেকে কিছু দান করেন। আমার মা আমরা বিন্ত রাওয়াহা (র) বললেন, আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, যতক্ষণ না আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী রাখেন। এরপর আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসেন, আমার দানের ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষী রাখার জন্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এরূপ কাজ কি তুমি তোমার অন্য সন্তানদের সঙ্গে করেছ? তিনি বললেন, না। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন।

৪০৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانٍ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَّاهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتُ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَشِيرُ أَلَاكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا فَانِي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

৪০৩৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর মা বিন্ত রাওয়াহা (রা) তাঁর পিতার নিকট তার পুত্রের জন্যে তাঁর সম্পদ থেকে কিছু দান করার আবদার করলেন। এক বছর যাবত তিনি বিষয়টি মুলতবী করে রাখেন। পরে তার ইচ্ছা হলো। বিন্ত রাওয়াহা (রা) বললেন, আমার পুত্রকে যা দান করলাম সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলেন। সে সময় আমি বালক ছিলাম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর মা বিন্ত রাওয়াহার আগ্রহ হয়েছে যে, আমি তাঁর পুত্রকে যা দান করেছি আপনাকে তার সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বাশীর! এ ছাড়া তোমার কি আর কোন সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের সকলকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না।

৪০৩৮. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَيْسَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعْطِيَتْ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ-

৪০৩৮. ইবন নুমায়র (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ছাড়া কি তোমার আরও পুত্র আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাদের সবাইকে কি এভাবে দান করেছ? বললেন, না। তিনি বললেন : তা হলে আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হবো না।

৪০৩৯. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تُشْهَدْنِي عَلَى جَوْرِ-

৪০৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিতাকে বললেন, আমাকে জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী রেখো না।

৪০৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذًا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلْ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سِوَاءَ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا -

৪০৪০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে (কোলে) তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নু'মানকে আমার সম্পদ থেকে অমুক অমুক বস্তু দান করেছি। তিনি বললেন, তোমার সকল পুত্রকেও কি তুমি তা দান করেছ, যে রূপ নু'মানকে দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো। তারপর বললেন, তুমি কি চাও যে, তারা সবাই তোমার প্রতি সমান সদাচরণ করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এরূপ করো না।

৪০৪১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلْنِي أَبِي نَحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيشْهدهُ فَقَالَ أَكُلْ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تُحَدِّثُنَا أَنَّهُ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ-

৪০৪১. আহমাদ ইবন উসমান নাওফালী (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কোন কিছু দান করেন। পরে তিনি আমাকে সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করেন,

তাঁকে সাক্ষী করার জন্যে। তিনি বললেন, তোমার সকল সন্তানকে কি এভাবে দান করেছ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের থেকে সদ্যবহার আশা করো না, যেমন আশা করো এর থেকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমি সাক্ষী হবো না। ইব্ন আওন বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলছেন তোমরা তোমাদের পুত্রদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করো।

৪০৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ انْحَلَّ ابْنُهَا غُلَامِي وَقَالَتْ أَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَهُ إِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَكُلُّهُمْ أُعْطِيتَ مِثْلَ مَا أُعْطِيتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ -

৪০৪২. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশীরের স্ত্রী তাকে বলেন, আমার পুত্রকে আপনার গোলামটি দান করে দিন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার জন্য সাক্ষী রাখুন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, অমুকের কন্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে আবদার করেছে, যেন আমি তার পুত্রকে আমার গোলামটি দান করে দেই। আর সে বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার জন্য সাক্ষী করুন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি আরও ভাই আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, যে রূপ ওকে দান করেছ, তাদের সকলকে সে রূপ কি দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এটি ঠিক হবে না। আর ন্যায়ের উপর ব্যতীত আমি সাক্ষী হই না।

৪. - بَابُ الْعُمْرِ

৪. পরিচ্ছেদ : ‘উমরা’ অর্থাৎ ‘জীবনকালের জন্য’ দান করা

৪০৪৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعْ إِلَى الَّذِي أُعْطِيَهَا لَأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ -

৪০৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে এবং তার উত্তরসূরীদেরকে কিছু দান করা হলো, তবে তাকে যা দান করা হয়েছে তা তারই হয়ে যাবে। এরপরে যে দান করেছে তা তার কাছে ফিরে আসবে না। কেননা, সে এমন দান করেছে, যার মধ্যে মীরাস (এর অধিকার) প্রবর্তিত হয়েছে।

৪০৪৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ

أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِعَقِبِهِ غَيْرَ أَنْ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ -

৪০৪৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ও কুতায়বা (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি এবং উত্তরসূরীদেরকে জীবনকালের জন্য দান করে, তাহলে তার কথা তার মধ্যে তার অধিকার কেটে দিল এবং সে বস্তু তারই হবে যার জন্যে দান করা হয়েছে এবং তার উত্তরসূরীদের জন্যেও। অবশ্য ইয়াহুইয়া তাঁর হাদীসের প্রথম অংশে বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে জীবিতকালের জন্য দান করা হয় তবে তা তার জন্য ও উত্তরসূরীদের জন্য হয়ে যাবে।

৪০৪৫. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمَرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَتَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ -

৪০৪৫. আবদুর রাহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি কাউকে তার জীবনকালের জন্য এবং তার আওলাদদের জন্য দান করবে, একরূপ বলে যে, “আমি তোমাকে তা দিলাম এবং তোমার আওলাদদের যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে, তবে তারই হয়ে যাবে যাকে দান করা হলো। তা তার মালিকের নিকট আর ফিরে আসবে না। কারণ, সে এমন দান করেছে যার মধ্যে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হয়ে গেছে।

৪০৪৬. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ -

৪০৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে ‘জীবনকালের দান’ (উমরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কার্যকরী বলে গণ্য করেছেন, তা হলো এই যে, সে বলে, “এ তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য।” কিন্তু সে যদি বলে যে, এ তোমার জন্য, যতদিন তুমি জীবিত আছ, তবে তা তার মালিকের নিকট ফিরে আসবে। মা‘মার বলেন, যুহরী এ ফাত্বাওয়াই দিতেন।

৪০৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمَنِ عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى

لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطَى فِيهَا شَرْطٌ وَلَا تُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لَأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ -

৪০৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তির জন্য যার জীবনকালের জন্য ও তার উত্তরসূরীর জন্য দান করা হয়, ফয়সালা দিয়েছেন যে, তা তার জন্য সুনিশ্চিত (চিরস্থায়ী) হবে। তাতে দাতার পক্ষ থেকে কোন শর্ত বা ব্যতিক্রম আরোপ করা জায়েয নয়। রাবী আবু সালামা (রা) বলেন, কারণ হলো, সে এমন দান করেছে যার মধ্যে উত্তরাধিকার প্রযোজ্য হয়েছে। তাই মীরাস (বিধান) দ্বারা তার শর্তকে খণ্ডিত করেছে।

৪০৪৮. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ -

৪০৪৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার কাওয়ারীরী (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জীবিতকালের জন্য দান তারই জন্য যাকে তা দান করা হয়েছে।

৪০৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ -

৪০৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪০৫০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ -

৪০৫০. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে নষ্ট করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি চির জীবনের জন্যে দান করে তবে তা তারই হয়ে যাবে যাকে দান করা হলো, তার জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায় এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

৪০৫১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔

৪০৫১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র).....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আবু খায়সামার হাদীসের মর্মানুসারে। তবে আইউব (র)-এর বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত আছে। তিনি বলেছেন, আনসারগণ মুহাজিরদেরকে জীবৎকালের জন্য দান করতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত রাখো।

৪০৫২۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْمَرَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا تُمُوفِي وَتُوفِيَتْ بَعْدَهُ وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمِرِ بَلْ كَانَ لِابْنِنَا حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمَرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ فَأَمَضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمِرِ حَتَّى الْيَوْمِ۔

৪০৫২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও ইসহাক ইবন মানসুর (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মহিলা তার একটা বাগান তার এক পুত্রকে জীবৎকালের জন্য দান করেন। পরে পুত্র মারা যায় এবং তারপরে মহিলাও মারা যায়। পুত্র তার সন্তান রেখে যায়। আর তার ছিল কয়েকজন ভাই, যারা দানকারীণীর পুত্র। তারপর দানকারীণীর পুত্ররা বললো, বাগানটি আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আর যাকে দান করা হয়েছিল তার পুত্ররা বললো বরং এ ছিল আমার পিতার, তার জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায়। এরপর তারা উসমান (রা) এর আযাদকৃত গোলাম (শাসনকর্তা) তারিক (র) এর নিকট বিচার চাইল। তিনি জাবির (রা)-কে ডেকে আনালেন। জাবির (রা) সাক্ষ্য দেন, জীবৎকালীন দান তারই প্রাপ্য যাকে দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন। তারিক তদনুযায়ী ফয়সালা দেন। তারপর তিনি (খলীফা) আবদুল মালিককে এ ঘটনা লিখে জানান এবং জাবিরের সাক্ষ্য দান সম্পর্কেও তাঁকে অবগত করেন। আবদুল মালিক বলেন, জাবির (রা) সত্যই বলেছেন। পরে তারিক (র) এ হুকুম জারি করেন। কাজেই বাগানটি আজ পর্যন্ত দানকৃত ব্যক্তির বংশধরদের অধিকারে রয়েছে।

৪০৫৩۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمَرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔



বাংলা হাদিস

অধ্যায় : হিবা

৪০৫৩. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জাবির (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে তারিক (র) 'জীবৎকালের জন্য দান' (দানকৃত ব্যক্তির) ওয়ারিসদের জন্য হওয়ার ফয়সালা দেন।

৪০৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ۔

৪০৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, জীবৎকালের জন্য দান বৈধ (কার্যকর)।

৪০৫৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا۔

৪০৫৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র).....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' দানকৃত ব্যক্তির পরিজনের মীরাসে পরিগণিত।

৪০৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بِشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ۔

৪০৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'জীবৎকালের জন্য দান' বৈধ (কার্যকর)।

৪০৫৭. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ جَائِزَةٌ۔

৪০৫৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র).....সাইদ সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে সাইদ বলেছেন, তার পরিজনদের মীরাসে পরিগণিত অথবা বলেছেন জায়েয (কার্যকর)।

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

অধ্যায় : ওয়াসিয়াত

৪০৫৮. حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ الْأَوْصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ.

৪০৫৮. আবু খায়সামা যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তির এমন কিছু অর্থ সম্পদ রয়েছে, যার এ সম্পর্কে সে ওসিয়াত করতে চায়, সে ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয় যে, সে দু'রাত অতিবাহিত করবে অথচ তার কাছে ওসিয়াত লিখিত থাকবে না।

৪০৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا وَلَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ وَلَمْ يَقُولَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ.

৪০৫৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) উবায়দুল্লাহ থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে আছে তাঁরা বলেছেন, তার কাছে এমন কিছু আছে, যাতে সে ওসিয়াত করবে। তাঁরা এ কথা বলেননি যে, সে তাতে ওসিয়াত করতে 'চায়'।

৪০৬০. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ الْأَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ كَرَوَايَةٍ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

৪০৬০. আবু কামিল জাহদারী (র), যুহায়ের ইবন আরব (র), আবু তাহির (র), হারুন ইবন সাঈদ আয়লা (র) ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ভিন্ন ভিন্ন সনদে নাফি' (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তাঁরা সবাই (এভাবে) বলেছেন যে, তার কাছে এমন সম্পদ আছে, যাতে সে ওসিয়াত করবে। কিন্তু আইউব (র) এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সে তাতে সে ওসিয়াত করতে 'চায়' উবায়দুল্লাহ থেকে ইয়াহইয়ার বর্ণনার মতই।

৪০৬১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَاحِقٌ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي۔

৪০৬১. হারুন ইবন মা'রুফ (র)..... সালিম (র) এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে, তার কাছে এমন সম্পদ আছে যাতে সে ওসিয়াত করবে তিন রাত অতিবাহিত করবে। অথচ তার ওসিয়াত তার কাছে লিখিত থাকবে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শোনার পর আমার এক রাতও এমন অতিবাহিত হয়নি যে, আমার ওসিয়াত আমার কাছে (লিখিত) ছিল না।

৪০৬২. حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ۔

৪০৬২. আবু তাহির ও হারমালা, আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব, ইবন লায়স, ইবন আবু উমার ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) সকলেই যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে আমার ইবন হারিছ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ

১. পরিচ্ছেদ : এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত

৪০৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا نُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

تَذَرُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتُ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْفَعَكَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوفِّيَ بِمَكَّةَ -

৪০৬৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র).....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসেন; এমন রোগের সময় যাতে আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোগের কারণে আমার কি অবস্থা হয়েছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ একটি মাত্র কন্যা সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিস নাই। সুতরাং আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক মাল সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। বরং এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও বেশি। তোমার ওয়ারিসদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম, এই অবস্থা থেকে যে, তাদের তুমি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তারা মানুষের নিকট হাত পাতবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তুমি যা কিছুই খরচ কর তাতে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমন কি, সে লোকমাটির বিনিময়েও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আমার সাথীদের থেকে পিছনে রয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যখনই পিছনে থেকে (বেঁচে থেকে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করবে তখনই তার দ্বারা তোমার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। আর সম্ভবত তুমি পরবর্তীতেও থাকবে (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ করবে।) এমনকি বহু সম্প্রদায় তোমার দ্বারা লাভবান হবে এবং বহু লোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (নবীজী দু'আ করলেন।) ইয়া আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরত অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং তাদেরকে পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু সা'দ ইব্ন খাওলার জন্য আফসোস! রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ, তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৪০৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪০৬৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, আবু তাহির, হারমালা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... সহ সকলেই যুহরী (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০৬৫. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ يَعْقُوبَ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا -

৪০৬৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার রোগের খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আমার নিকট আগমন করেন। তারপর যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে সা'দ ইব্ন খাওলার প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর উক্তি উল্লেখ করেননি। তবে এতে একথা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করেছে তথায় মৃত্যুবরণ করুক, এটা তিনি নবী (সা) পসন্দ করতেন না।

৪০৬৬. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمَ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى قُلْتُ فَالْنِّصْفَ فَأَبَى قُلْتُ فَالْثُلُثَ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ قَالَ فَكَانَ بَعْدَ الثُّلُثِ جَائِزًا -

৪০৬৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার পীড়িত হয়ে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর নিকট সংবাদ পাঠাই। (তিনি আসলেন) আমি বললাম, আমার সম্পত্তি যে রূপে ইচ্ছা বণ্টন করার অনুমতি দান করুন। তিনি অসম্মতি জানানলেন। আমি বললাম, তা হলে অর্ধেক? তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? রাবী বলেন, এক-তৃতীয়াংশ বলার পর নবী ﷺ নীরব থাকেন। রাবী বলেন, এরপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ বৈধ সাব্যস্ত হয়।

৪০৬৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدَ الثُّلُثِ جَائِزًا -

৪০৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....সিমাক (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি “এরপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ বৈধ সাব্যস্ত নয়” কথাটি উল্লেখ করেননি।

৪০৬৮. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْنِّصْفَ قَالَ لَا فَقُلْتُ أِبِالْثُلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ -

৪০৬৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার অসুস্থতায় আমাকে দেখতে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং বললেন এক-তৃতীয়াংশও অনেক।

৪০৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ

مِرَارٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي بِنْتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالْثُلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ فَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ مَاتَ كُلُّ امْرَأَتِكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ (أَوْ قَالَ بَعِيشٍ) خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ -

৪০৬৯. মুহাম্মদ ইবন আবু উমার মাক্কী (র).....সা'দ (রা) এর তিন পুত্র তাঁদের পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় নবী ﷺ সা'দের অসুখ দেখার জন্যে তাঁর কাছে আসেন। সা'দ (রা) কেঁদে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি, যে স্থান থেকে হিজরত করেছি, সেথায় না আমি মারা যাই; যেমনিভাবে সা'দ ইবন খাওলা (রা) মারা গিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! সা'কে শিফা দান করুন। ইয়া আল্লাহ সা'দকে শিফা দান করুন। তিনবার বললেন, সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রচুর সম্পদ আছে। আর একমাত্র কন্যাই আমার ওয়ারিস। তবে কি আমার সমুদয় সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বললেন, না। সা'দ (রা) বললেন, তবে কি দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, না। সা'দ (রা) বললেন, তা হলে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। সা'দ বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার সম্পদ থেকে তুমি যা সাদাকা কর তা তো সাদাকা-ই। এবং তোমার পরিবারের জন্যে যা খরচ কর তাও সাদাকা আর তোমার মাল থেকে তোমার স্ত্রী যা খায় তাও সাদাকা। তোমার পরিবার-পরিজনকে যদি তুমি সম্পদশালী রেখে যাও, (অথবা বলেছেন স্বচ্ছন্দে রেখে যাও) তবে তা তাদের মানুষের নিকট হাতপাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। একথা বলার সময় তিনি তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

৪০৭০. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّدُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ -

৪০৭০. আবু রাবী' আতাকী (র).....সা'দ (র) এর তিন পুত্র থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, সা'দ (রা) মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তাঁর নিকট আসেন। পরবর্তী অংশ ছাকাফীর হাদীসের অনুরূপ।

৪০৭১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونِي بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّدُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ -

৪০৭১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সা'দ ইবন মালিকের তিন পুত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার নিকট (তার সাথীর অনুরূপ (অর্থাৎ অভিন্ন রূপে) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অসুস্থতার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তার নিকট গমন করেন। পরবর্তী অংশ আমর ইবন সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হুমায়দ হিমযারীর (র) হাদীসের অনুরূপ।

৪০৭২. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُؤُسَ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ.

৪০৭২. ইব্রাহীম ইবন মুসা রাযী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়! লোকজন যদি এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ করতো। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ ও বেশি। ওকী'র হাদীসে আছে 'বড়' বা 'বেশি'।

২. بَابُ وَصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

২. পরিচ্ছেদ : সাদাকার সাওয়াব মৃতব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে

৪০৭৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

৪০৭৩. ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু ওসিয়াত করেননি। তার পক্ষ থেকে সাদাকা করা হলে কি তার গুনাহ মাফ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৪০৭৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي أَفْتُلِتَتْ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৪০৭৪. যুহায়র ইবন হার্ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে সাদাকা করতেন। আমি যদি তাঁর পক্ষে সাদাকা করি, তবে কি আমার এ কাজের কোন বিনিময় (সাওয়াব) হবে? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হ্যাঁ।

৪০৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي أَفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৪০৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (রা).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা অকস্মাৎ মারা গেছেন এবং কোন ওসিয়্যাত করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস যে, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তবে সাদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষে সাদাকা করি, তবে কি তিনি সওয়ার পাবেন? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

৪০৭৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ سِطَّامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحُ فَفِي حَدِيثَيْهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرُ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرُ فَفِي حَدِيثَيْهِمَا أَفْلَهَا أَجْرُ كَرَوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ-

৪০৭৬. আবু কুরায়ব, হাকাম ইব্ন মুসা, উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা).....এ সকল সূত্রে হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে উসামা ও রাওহ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, ‘আমার’ কি সাওয়াব হবে? যেমন বলেছেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ। আর শুআয়ব ও জা‘ফর (রা) এর বর্ণনায় আছে, ‘তাঁর’ কি সাওয়াব হবে? যেমন রয়েছে ইব্ন বিশ্‌রের রিওয়ায়াতে।

৩. بَاب مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثُّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : মানুষের মৃত্যুর পরে যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে

৪০৭৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

৪০৭৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব ও কুতায়বা (রা).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া অথবা ২. এমন ইল্ম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা ৩. নেক্কার সন্তান যে তার জন্যে দু‘আ করতে থাকে।

৪. بَابُ الْوَقْفِ

৪. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ

৪০৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَ مُرْنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ

أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ
لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ
بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ
عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنْ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا -

৪০৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র).....ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খায়বারে একখণ্ড জমি লাভ করেন। তখন এ সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি খায়বারে এমন একখণ্ড জমি লাভ করেছি যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ আমি কখনও লাভ করিনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও, তবে তার মূল (মালিকানা) আবদ্ধ রেখে তার আয় সাদাকা করতে পার। রাবী বলেন, তারপর উমর (রা) তা সাদাকা করে দেন এই শর্তে যে, এর মূলসত্ত্বা বিক্রি করা যাবে না, খরিদ করা যাবে না, উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যাবে না এবং দান (হিবা)-ও করা যাবে না। সুতরাং উমর (রা)-এর আয় দরিদ্র, আত্মীয়, দাস মুক্তি, জিহাদ, পথিক ও মেহমানের উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দেন। অবশ্য যে ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধায়ক হবে তার জন্যে এর থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খাওয়া বা কোন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো দৃষণীয় হবে না, যদি সে এর থেকে সঞ্চয়কারী না হয়। রাবী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ (র)-এর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে যখন এ স্থানে পৌঁছি, "غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ" (যদি সে এর থেকে সঞ্চয়কারী না হয়,) তখন মুহাম্মদ (র) বললেন "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا" (সম্পদ সঞ্চয়কারী হবে না।)" ইব্ন আওন (র) বলেন, এই কিতাব যিনি পড়েছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এ স্থলে "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ" রয়েছে।

৪০৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ
السَّمَّانِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُتِبَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ
غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا
بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سَلِيمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَىٰ آخِرِهِ -

৪০৭৯. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....সূত্রে ইব্ন আওন (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন আবু যায়দ ও আযহার (র)-এর হাদীস এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে যে, "অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ায় এতে সঞ্চয়কারী না হয়ে", পরের অংশ তিনি উল্লেখ করেননি। আর ইব্ন আদী (র) এর হাদীসে তাই আছে, যা সুলায়ম (র) উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ "অতঃপর আমি এই হাদীসটি মুহাম্মদ (র) এর নিকট বর্ণনা করি.....শেষ পর্যন্ত।"

৪০৮০. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

৪০৮০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বারের এলাকায় একখণ্ড জমি লাভ করি। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলি, আমি এমন একখণ্ড জমি লাভ করেছি, আমার কাছে তার চেয়ে অধিক প্রিয় এবং উৎকৃষ্ট কোন মাল আর পাইনি। রাবী এ হাদীসের পরবর্তী অংশ অন্যান্যের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতঃপর আমি মুহাম্মদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করি এবং এর পরেরটুকু উল্লেখ করেননি।

৫. بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ

৫. পরিচ্ছেদ : যার কাছে ওসিয়াতযোগ্য কিছু নেই, তার ওসিয়াত না করা

৪০৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৪০৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র).....তালহা ইব্ন মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) কে জিজ্ঞাস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ওসিয়াত করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কেন মুসলমানদের উপর ওসিয়াত ফরয করা হলো? অথবা বললেন, কিভাবে তাদেরকে ওসিয়াতের হুকুম দেয়া হলো? তিনি বললেন, নবী ﷺ ওসিয়াত করেছেন, মহান আল্লাহর মহিয়ান কিতাব সম্পর্কে (আমল করতে)।

৪০৮২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ.

৪০৮২. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র).....মালিক ইব্ন মিজওয়াল (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ওকী' (র)-এর বর্ণনায় আছে আমি (তালহা) বললাম, “তা হলে কি করে মানুষকে ওসিয়াতের হুকুম করা হলো”? আর ইব্ন নুমায়র (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমি (তালহা) বললাম, কিভাবে মুসলমানের উপর ওসিয়াত ফরয করা হলো?

৪০৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ-

৪০৮৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দীনার, দিরহাম, বকরী বা উট রেখে যাননি এবং কোন কিছুর ওসিয়াত করেননি।

৪০৮৪. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ) جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪০৮৪. যুহায়র ইবন হার্ব, উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র).....আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০৮৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي (أَوْقَالَتُ حَجْرِي) فَدَعَا بِالطُّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَتْ فِي حَجْرِي مَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ-

৪০৮৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা আয়েশা (রা) এর কাছে উল্লেখ করেন যে, আলী (রা) তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসী ছিলেন। তিনি বললেন, কখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওসিয়াত করেছেন? আমি তো তাঁকে (নবী ﷺ-কে) আমার বুকে ভর দিয়ে রেখেছিলাম, অথবা বলেছেন, আমার কোলে তখন তিনি একটি রেকাব চাইলেন, এরপর আমার কোলে ঢলে পড়েন। আমি বুঝতেও পারিনি যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। তিনি কখন তাকে ওসিয়াত করলেন?

৩০৮৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٍ وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَأَلْذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أَوْصِيَكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجِزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُ هُمْ قَالَ

وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسَيْتُهَا قَالَ أَبُو اسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৪০৮৬. সাঈদ ইবন মানসূর, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র).....সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইবন আব্বাস (রা) বলেন, বৃহস্পতিবার দিন, হায়রে বৃহস্পতিবার দিন! এই বলে তিনি কেঁদে ফেলেন, এমনকি তার অশ্রু ধারা কংকর ভিজিয়ে দেয়। আমি বললাম, হে আবু আব্বাস! বৃহস্পতিবারের দিনের ব্যাপার কী? তিনি বললেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পীড়া বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট এসো, আমি তোমাদের এমন একটি লিপি লিখে দিই, যাতে আমার পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না। তখন তাঁরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলেন। অথচ নবী ﷺ-এর কাছে তর্কবিতর্ক করা উচিত নয়। তারা বললেন, নবী ﷺ-এর অবস্থা কী হলো? তিনিও কি অর্থহীন কথা বলেছেন? কখনও নয়। তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা (করে তাঁর কথা বুঝার চেষ্টা) কর। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে (বিতর্ক থেকে) মুক্ত থাকতে দাও। কেননা আমি যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে ওসিয়্যাত করছি, মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করবে। প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দিবে, যেমন আমি তাদেরকে উপঢৌকন দিতাম। রাবী বলেন, (ইবন আব্বাস (রা)) তৃতীয়টা থেকে নীরব থাকেন অথবা তিনি বলেছেন, কিন্তু তা আমি ভুলে গিয়েছি। আবু ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবন বিশর (র) সুফিয়ান (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০৮৭. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَالٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعَهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّوْثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالِدَوَاةِ (أَوِ اللَّوْحِ وَالِدَوَاةِ) أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ -

৪০৮৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বললেন, বৃহস্পতিবার দিন, আর কি সে বৃহস্পতিবার দিন! এরপর তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। এমন কি, আমি দেখলাম যে, তাঁর দু'গণ্ডের উপরে যেন মুক্তার লহরী। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট হাড় ও দোয়াত নিয়ে আস, অথবা বলেছেন, কাষ্ঠফলক ও দোয়াত। আমি তোমাদের এমন একটা কিতাব লিখে (পত্র) দিব যে, এরপর আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। অতঃপর তারা বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্থহীন কথা বলেছেন?

৪০৮৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا

كِتَابُ اللَّهِ فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَأَخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اكْتَرُوا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَاحَالٌ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৪০৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুশয্যায় ছিলেন এবং ঘরে বেশ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমর ইব্ন খাত্তাবও ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন এসো, আমি তোমাদের এক কিতাব (পত্র) লিখে দিই। এরপরে আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তোমাদের কাছে কুরআন বর্তমান আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন ঘরের লোকজনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয় এবং তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তোমরা (কাগজ) কাছে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের এমন এক কিতাবই লিখে দিবেন, যারপরে আর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর কেউ কেউ সে কথাই বলেন, যা উমর (রা) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন তাদের এ ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি বৃদ্ধি পায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উঠে যাও। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এরপর থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) আক্ষেপ করে বলতেন, বিপদ কত বড় বিপদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের জন্য সেই কিতাব লিখে দেওয়ার মাঝখানে তাদের মতবিরোধ ও ঝগড়া যে অন্তরায় হয়ে পড়ল।

كِتَابُ النُّذْرِ

অধ্যায় : মানত

১- بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النُّذْرِ

১. পরিচ্ছেদ : মানত পূর্ণ করার আদেশ

৪০৮৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَقَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِهِ عَنْهَا -

৪০৮৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে মানতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যা তাঁর মায়ের যিম্মায় ছিল, কিন্তু তিনি তা পূর্ণ করার আগেই মারা যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

৪০৯০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ -

৪০৯০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) বিভিন্ন সনদে সবাই যুহরী (র)-এর সূত্রে লায়স (র)-এর বর্ণিত সনদের সমর্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

২. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

২. পরিচ্ছেদ : মানতের নিষেধাজ্ঞা আর তা কিছুই ফিরিয়ে দেয় না

৪০৯১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ -

৪০৯১. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে মানত করা থেকে নিষেধ করতে লাগলেন এবং বললেন যে, তা (তাকদীরের) কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণের কাছ থেকে কিছু বের করা হয়।

৪০৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخَّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ -

৪০৯২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানত (তাকদীরের) কোন কিছুকে না এগিয়ে আনতে পারে, আর না পিছিয়ে দিতে পারে। তবে এর মাধ্যমে কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

৪০৯৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ -

৪০৯৩. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি মানত নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, তা কোন রকম কল্যাণ বয়ে আনে না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

৪০৯৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ -

৪০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা).....উক্ত সনদে জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪০৯৫. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِي) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

৪০৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মানত করো না। কারণ, মানত তাকদীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। তার মাধ্যমে কেবল কৃপণের মালই বের করা হয়।

৪০৯৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

৪০৯৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তা তাকদীরের কিছু ফিরাতে পারে না। এর মাধ্যমে কেবলমাত্র কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।

৪০৯৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عُمَرَ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرَبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدْرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ-

৪০৯৭. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মানত এমন কোন বস্তুকে মানুষের নিকটে এনে দেয় না, যা আল্লাহ তার তাকদীরে রাখেননি। কিন্তু মানত তাকদীরের অনুকূলে হয়ে এর দ্বারা কৃপণের সেই মাল বের করা হয়, যা বের করতে সে ইচ্ছুক ছিল না।

৪০৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي) وَعَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِي) كِلَاهُمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪০৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ...আমর ইবন আবু আমর (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩. بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর নাফরমানীর মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং বান্দা যার মালিক নয় তাতেও (মানত সাব্যস্ত হবে না)

৪০৯৯. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لَزْهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ

حُلْفَاءَ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَسْرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَاتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَاتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ بِمِ أَخَذْتَنِي وَبِمِ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ (اعْظَامًا لِذَلِكَ) أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلْفَائِكَ ثَقِيفٍ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ أَنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفَلَحْتَ كُلُّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَاتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ أَنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمَانٌ فَاسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فُقِدِي بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأَسْرَتْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَيِ بُيُوتِهِمْ فَأَنْفَلَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَاتَتْ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغًا فَتَنَزَّكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرُغْ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجْزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَأَنْطَلَقَتْ وَنَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرِنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَأَاهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرْتُ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرِنَّهَا فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرْتُ لِلَّهِ أَنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرِنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ -

৪০৯৯. যুহায়র ইবন হার্ব ও আলী ইবন হুজর সা'দী (র).....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্র ছিল বনু উকায়ল গোত্রের মিত্র। সাকীফ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীরা বনু উকায়ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে এবং তার সাথে আযবা (নামী উষ্ট্রী)কেও আটক করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন। তখন সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে ডাক দিল, ইয়া মুহাম্মদ! তিনি তার নিকট এলেন এবং বললেন, তোমার কী অবস্থা? সে বললো, আমাকে কী কারণে বন্দী করেছেন? আর কেনই বা হাজ্জীদের অগ্রগামী উষ্ট্রীটিকে আটক করেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (বিরাট কারণে)। তোমার মিত্র সাকীফ গোত্রের অপরাধের জন্য (তোমাকে বন্দী করেছি)। এরপর তিনি তার কাছ থেকে ফিরলেন। সে আবার তাঁকে ডেকে বললো, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বড়ই দয়ালু এবং নম্র স্বভাবের। তাই তিনি তার কাছে আবার এলেন, এবং বললেন, তোমার কী অবস্থা? সে বললো, আমি একজন মুসলমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যদি এ কথা তখন বলতে, যখন তোমার ব্যাপার তোমার অধিকারে ছিল, তবে তুমি পুরোপুরি সফল হতে। এরপর তিনি ফিরলেন। সে আবারও তাঁকে ডাক দিয়ে বললো, ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! তিনি আবার তার কাছে এলেন এবং বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বললো, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাবার দিন, এবং তৃষ্ণার্ত, আমাকে পান করান। নবী ﷺ বললেন, এটা তোমার (স্বীকার্য) প্রয়োজন? অতঃপর তাকে সেই দু'ব্যক্তির বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

রাবী বলেন, একবার এক আনসারী মহিলা বন্দী হয় এবং আযবা নামী উষ্ট্রী (তাদের হাতে) ধরা পড়ে। মহিলাটি বাঁধা অবস্থায় ছিল। গোত্রের লোকদের নিয়ম ছিল বিকালে তারা তাদের পশু তাদের বাড়ি ঘরের সামনে রাখত। এক রাতে সে মহিলা বন্ধন মুক্ত হয়ে পলায়ন করে এবং উটের কাছে আসে। সে যখনই কোন উটের

কাছে আসতো, উট আওয়ায করতো এবং তখন সে তাকে পরিত্যাগ করতো। অবশেষে সে ‘আযবার’ কাছে এসে পৌঁছে। ‘আযবা’ কোন আওয়ায করলো না। এ ছিল বড়ই বাধ্যগত উটনী। সে তার পিঠের উপর বসে এবং তাকে হাঁকা দিলে সে চলতে থাকে। তখন তারা তার পলায়ন টের পেয়ে গেল এবং তার অন্তিমেষণে ছুটল। কিন্তু ‘আযবা’ তাদেরকে ব্যর্থ করে দেয়। রাবী বলেন, মহিলাও আল্লাহর নামে মানত করে যে, আল্লাহ যদি এ উষ্ট্রীর সাহায্যে তাকে মুক্তি দেন, তবে সে অবশ্যই উষ্ট্রীকে কুরবানী করবে। যখন সে মদীনাতে পৌঁছে, তখন লোকজন তাকে দেখে বললো, এতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রী আযবা। তখন সে বলল যে, সে মানত করেছে যে, আল্লাহ যদি তাকে এ উষ্ট্রীর উপর রক্ষা করেন, তবে সে অবশ্যই তাকে কুরবানী দিবে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি তাঁকে বললো। তিনি বললেন, ‘সুবাহানাল্লাহ’ কি মন্দ প্রতিদান, যা সে তাকে দিয়েছে। সে আল্লাহর নামে মানত করেছে যে, যদি আল্লাহ তাকে এ উষ্ট্রীর উপর রক্ষা করেন তবে সে তাকেই কুরবানী করে দিবে। (জেনে রাখ) পাপের ব্যাপারে মানত করলে সে মানত পূরণ করতে নেই। আর বান্দা যার মালিক সে বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নয়। ইবন হুজর (র) এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর নাফরমানীর বিষয়ে মানত কার্যকর হয় না।

৪১০০. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَاتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذُلُولٍ مُجْرَسَةٍ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدْرَبَةٌ۔

৪১০০. আবু রাবী’ আল আতাকী, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমার (র).....আইউব (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ‘আযবা’ ছিল উকায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির এবং হাজীদের উটের মধ্যে অগ্রগামী। তার হাদীসে আরও আছে যে, মহিলাটি একটি উষ্ট্রীর নিকট আসে, যা ছিল বাধ্যগত ও সাওয়ারীতে অভ্যস্ত। আর সাকাকীর হাদীসে আছে যে, তা ছিল একটি প্রশিক্ষিত উষ্ট্রী।

৪. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

৪. পরিচ্ছেদ : যিনি হেঁটে কা’বায় যাবেন বলে মানত করেন

৪১০১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنَى وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ۔

৪১০১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী ও ইবন আবু উমার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ একবার এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দুই পুত্রের উপর ভর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এর অবস্থা কি? তারা বললো, সে হেঁটে (হজ্জে) যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বললেন, তার এ ভাবে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তাকে সাওয়ার হতে আদেশ করলেন।

Web: <http://www.hadithbd.com>

৪১০৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন মানত করে, পরবর্তী অংশ মুফাজ্জাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ হাদীসে তিনি "حافية" (নগ্ন পায়ে) শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং অতিরিক্ত বলেছেন যে, "আবুল খায়ের (র) উক্বা (রা) থেকে পৃথক হতেন না।"

৬১০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

৪১০৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইব্ন আবু খালাফ (র).....ইয়াযীদ ইব্ন আবু হাবীব (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে আবদুর রায্যাক (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫. بَابُ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

৫. পরিচ্ছেদ : মানতের কাফ্ফারা

৬১০. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ -

৪১০৭ হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও আহমাদ ইব্ন ঈসা (র).....উক্বা ইব্ন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : মানতের কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ।

كِتَابُ الْإِيمَانِ

অধ্যায় : কসম

১- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ

১০৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا أَثَرًا -

৪১০৮. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ মহিয়ান তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করছেন। উমার (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি, তখন থেকে আর কখনও সে নামে কসম করিনি, নিজের পক্ষ থেকেও নয়, আর (অপরের) উদ্ধৃতি দিয়েও নয়।

১০৯- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا أَثَرًا -

৪১০৯. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র).....যুহরী (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আমি আর সে নামে কসম করিনি যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আর ঐ নামের কসমের উচ্চারণও করিনি। তবে তিনি “নিজের পক্ষ থেকে এবং উদ্ধৃতি দিয়েও” কথাটি উল্লেখ করেননি।

১১০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ -

৪১১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....সালিম (র) তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একদা উমার (রা) কে তাঁর পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। পরবর্তী অংশ ইউনুস ও মা'মার (র)-এর বর্ণনার অনুসারে বর্ণনা করেন।

১১১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُم أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلَفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيُصْنَمَتْ -

৪১১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা এক কাফেলায় উমার ইবন খাতাব (রা) কে পেলেন। উমার (রা) তখন তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ডেকে বললেন : সাবধান! মহান আল্লাহ্ মহিয়ান তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে তোমাদের নিষেধ করছেন। সুতরাং যে কেউ কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা সে যেন চুপ থাকে।

১১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪১১২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইয়াহুইয়া, বিশর ইবন হিলাল, আবু কুরায়ব, ইবন আবু উমার, ইবন রাফি, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন রাফি (র).....তারা সকলেই ইবন উমার (র) সূত্রে অনুরূপ ঘটনা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

১১৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ لَأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ

৪১১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নাম ব্যতীত শপথ না করে। কুরায়শরা তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতো। কাজেই তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

২. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লা'ত ও উয্যা এর নামে কসম করে সে যেন لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলে

৪১১৪. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهْبٌ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَّصِدُقْ۔

৪১১৪. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কসম করে এবং সে কসম করতে গিয়ে বলে, 'লা'তের কসম', সে যেন (এর পরপরই) বলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন (এর সাথে সাথেই) কিছু সাদাকা করে দেয়।

৪১১৫. وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَّصِدُقْ بِشَيْءٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ (يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَّصِدُقْ) لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ مَنْ تَسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ۔

৪১১৫. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। আর মা'মার (র) এর হাদীস ইউনুস (র) এর হাদীসের অনুরূপ। তবে মা'মার বলেছেন, “সে যেন কোন কিছু সাদাকা করে দেয়”। আর আওয়াঈর হাদীসে আছে, ‘যে ‘লাত’ ও ‘মানাত’ এর শপথ করবে। আবুল হুসায়ন (ইমাম) মুসলিম (র) বলেন, এ কথাটি অর্থাৎ তার কথা “তুমি এসো, তোমার সাথে আমি জুয়া খেলি, তবে সে যেন সাদাকা দেয়” যুহরী ব্যতীত অন্য কেউই বর্ণনা করেনি। ইমাম মুসলিম (র) আরো বলেন, যুহরীর নিকট উক্ত সনদের প্রায় নব্বইটি হাদীস আছে, যা তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যাতে আর কেউ শরীক নেই।

১১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ-

৪১১৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দেবতার নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না।

৩. بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيَكْفُرَ عَنْ يَمِينِهِ

৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে এর বিপরীত বিষয়কে তার চেয়ে উত্তম মনে করে তবে তার জন্য উত্তমটিই করা এবং তার কসমের কাফ্যারা দেয়া মুস্তাহাব।

১১৭- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ (وَاللَّفْظُ لَخَلْفٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى بَابِلَ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ نَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا (أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ) لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَاتَوَّه فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ-

৪১১৭. খালাফ ইবন হিশাম, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) আবু মুসা আশ-আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আশআরী গোত্রের কয়েকজন লোককে নিয়ে সাওয়ারী চাওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আসি। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের সাওয়ারী করাতে পারি। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা অপেক্ষা করলাম, যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। তারপর তাঁর কাছে কিছু উট আসে। তিনি আমাদেরকে তিনটি সাদা কুঁজ বিশিষ্ট উট দেওয়ার হুকুম করেন। যখন আমরা (তা নিয়ে) চলে আসি। তখন আমরা বললাম, (রাবী বলেন অথবা বলেছেন, আমাদের একে অপরকে বলল) (এতে) আল্লাহ তা'আলা আমাদের বরকত দিবেন না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে এসেছিলাম। তখন তিনি কসম করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। এরপর সাওয়ারী আমাদের দিলেন। (অর্থাৎ তিনি আমাদের কারণে অজ্ঞাতসারে কসম ভঙ্গ করলেন। এরপর তারা নবী ﷺ-এর নিকট এসে (তাঁর কসমের কথা) অবগত করালেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি; বরং আল্লাহ তোমাদের সাওয়ারী দিয়েছেন। আর আল্লাহর কসম! ইনশা আল্লাহ আমি যখনই কোন বিষয়ের উপর কসম করি এরপর যদি এর তুলনায় (বিপরীতটিকে) উত্তম মনে করি, তবে আমি আমার কসমের কাফ্যারা দিয়ে দিব এবং যা উত্তম তাই করবো।

১১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ (وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ) فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَأَفَقْتُهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةٍ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ (لِسِتَّةِ أَبْعَرَةٍ ابْتِئَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ) فَأَنْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ (أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ اعْطَاهُ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَتَّظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدِّقٌ وَلَنْفَعَلَنَّا مَا أَحْبَبْتَ فَأَنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْعَهُ أَيَّامَهُمْ ثُمَّ اعْطَاهُمْ بَعْدَ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً-

৪১১৮. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মদ ইবন 'আলা হামদানী (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা তাদের জন্য সাওয়ারী চাইতে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠায়, যখন তারা নবী ﷺ-এর সঙ্গে 'জায়শুল উসরা' (সৎকারকালীন বাহিনী) (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে) তাঁর সঙ্গে ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সঙ্গীরা আমাকে আপনার নিকট তাদেরকে সাওয়ারী দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কোন বাহন দিব না। আর যখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন, অথচ আমি বুঝতে পারিনি। আমি চিন্তিত মনে ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসম্মতির কারণে এবং এই ভয়ে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উপর মনে মনে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট চলে আসি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, তা তাদের জানাই। অল্পক্ষণ অতিবাহিত না করতেই হঠাৎ শুনতে পাই যে, বিলাল (রা) ডাক দিচ্ছেন হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি উত্তর দিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিন। তিনি আপনাকে ডাকছেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসি, তখন তিনি বললেন : এ জোড়া নাও, এ জোড়া নাও এবং এ জোড়া নাও। ছয়টি উট সম্পর্কে বললেন, (যা তিনি তখনই সা'দ (র)-এর কাছ থেকে কিনেছিলেন) এবং এগুলো নিয়ে তোমার সাথীদের কাছে যাও আর বলো যে, আল্লাহ অথবা বলেন, আল্লাহর রাসূল তোমাদের এগুলো বাহনের জন্যে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর উপর আরোহণ করো। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি এগুলি

নিয়ে আমার সাথীদের নিকট আসি এবং বলি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ছাড়বো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার সাথে সেই ব্যক্তির নিকট না যায়, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনেছে, যখন আমি তাঁর নিকট তোমাদের জন্যে (বাহন) চেয়েছিলাম এবং তিনি প্রথমবারে নিষেধ করেন এবং পরে আমাকে তা প্রদান করেন। তোমরা ধারণা করোনা যে, আমি তোমাদের এমন কথা বলেছি যা তিনি বলেননি। তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের নিকট অবশ্যই সত্যবাদী। আর আপনি যা চাইছেন তাও আমরা অবশ্যই করবো। তারপর আবু মূসা (রা) তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঐসব লোকের নিকটে এলেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা এবং তাদের দিতে তাঁর নিষেধাজ্ঞা শুনেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর দেওয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারা তাদের কাছে হুবহু সেই বর্ণনাই দিলেন যা আবু মূসা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

১১৯- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِمَّنِي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمٌ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيئَةٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّا فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمُهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ نَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينُهُ لَا يُبَارِكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِذَا رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-

৪১১৯. আবু রাবী' আতাকী (র).....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা) এর নিকটে ছিলাম। তিনি তাঁর (খানার) দস্তুরখান নিয়ে আসতে বললেন। তাতে মুরগীর গোস্তু ছিল। ইত্যবসরে তায়মুল্লাহ গোত্রের লাল বর্ণের এক লোক উপস্থিত হয়। যে গোলাম বা নও মুসলিম সদৃশ ছিল। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, এসো। সে ইতস্তত করল। আবু মূসা (রা) বললেন, এসো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা খেতে দেখেছি। লোকটি বললো, আমি একে এমন কিছু খেতে দেখেছি যাতে আমার ঘৃণা হয়, তাই আমি কসম করেছি যে, তা আর খাবো না। আবু মূসা (রা) বললেন, এসো, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একটি হাদীস বলছি। আমি একবার আশ'আরী গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে আসি। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। আর তোমাদের দেয়ার মত সাওয়ারীও আমার কাছে নাই। তারপর যতক্ষণ আল্লাহর মরযি হয়, আমরা অপেক্ষা করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

নিকটে কিছু গনীমতের উট আসে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং সাদা কুঁজ বিশিষ্ট পাঁচটি উট আমাদের দেয়ার জন্য আদেশ দেন। যখন আমরা চললাম তখন আমাদের একে অন্যকে বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর কসম সম্বন্ধে অমনোযোগী রেখেছি, আমাদের বরকত হবে না। তখন আমরা তাঁর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাওয়ারী চাইতে এসেছিলাম। আর আপনি আমাদেরকে সাওয়ারী না দেয়ার কসম করেছিলেন এবং তারপর আপনি আমাদের সাওয়ারী দিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি কি তা ভুলে গেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! ইনশা আল্লাহ, আমি যখনই কোন কসম করি, তারপর তার বিপরীতটিকে উত্তম মনে করি, তখন আমি উত্তমটিই করব এবং কসম থেকে হালাল হয়ে যাব (অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায় করব)। সুতরাং তোমরা যাও, কেননা মহান মহীয়ান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন।

৪১২০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُّوَاحًا فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ فَذَكَرْنَاهُ -

৪১২০. ইবন আবু উমার (র).....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জারম' এর এই গোত্র এবং আশ'আরীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একবার আমরা আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তখন তাঁর সামনে খাদ্য উপস্থিত করা হলো, যার মধ্যে মুরগির গোস্তও ছিল। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪১২১. وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَاقْتَصَوْا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৪১২১. আলী ইবন হুজর সা'দী, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন নুমায়র, ইবন আবু উমার ও আবু বাকর ইবন ইসহাক (র)যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। অতঃপর সকলেই হাম্মাদ ইবন যায়দের হাদীসের মর্মানুসারে ঘটনা বর্ণনা করেন।

৪১২২. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الصَّعِقُ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ) حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زُهْدِمُ الْجَرْمِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا -

৪১২২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র).....যাহদাম জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা (র) এর নিকট গমন করি। তখন তিনি মুরগির গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি হাদীসের পরবর্তী অংশ উক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমি তা ভুলে যাইনি।

৪১২৩. وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ زُهْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثَةِ نَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَاتَيْنَهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔

৪১২৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে উপস্থিত হই। তিনি বললেন : আমার নিকট এমন কিছু নাই যা তোমাদেরকে সাওয়ারী হিসেবে দিতে পারি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ছাই বর্ণের) সাদা কুঁজ বিশিষ্ট তিনটি উট আমাদের নিকট পাঠান। আমরা আলোচনা করলাম যে, সাওয়ারী চাওয়ার জন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসেছিলাম। তখন তিনি কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। এরপর আমরা তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে কসমের কথা জানালাম। তিনি বললেন : আমি কোন বিষয়ের উপর কসম করলে তার বিপরীত কাজ যদি উত্তম দেখি, তবে অবশ্যই সে উত্তমটি করব।

৪১২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زُهْدٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَاتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ بَنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ۔

৪১২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল 'আলা তামীম (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পদাতিক ছিলাম। আমাদের কোন বাহন ছিল না। তাই আমরা নবী -এর নিকটে সাওয়ারী চাইতে এলাম। এরপর জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪১২৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَاتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَاكُلَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ۔

৪১২৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকটে গভীর রাত পর্যন্ত দেবী করে (ইশার সালাত আদায় করে)। এরপর তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে দেখে যে, বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁর স্ত্রী তার খাবার নিয়ে এলে সে সন্তানদের কারণে কসম করলো যে, সে খাবে না। পরে তার ভাবান্তর ঘটলো এবং সে খেয়ে নিল। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসে ও তাঁকে উক্ত ঘটনা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে ফেলে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয়।

৪১২৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ۔

৪১২৬ আবু তাহির (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন তার কসমের কাফফারা দেয় এবং (ঐ কাজটি) করে ফেলে।

৪১২৭. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ۔

৪১২৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন সেই উত্তম বিষয়টি সম্পাদন করে এবং তার কসমের কাফফারা আদায় করে দেয়।

৪১২৮. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ۔

৪১২৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র).....সুহায়ল (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে মালিক বর্ণিত হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে আছে, “সে যেন তার কসমের কাফফারা দেয় এবং তাই করে যা উত্তম”।

৪১২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ رَفِيعٍ) عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبْ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطَوْكَهُمَا قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتَقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَنْتُ يَمِينِي۔

৪১২৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....তামীম ইব্ন তারুফা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন সাহায্যপ্রার্থী আদী ইব্ন হাতিম (র)-এর নিকট এলো। সে একজন দাসের মূল্য কিংবা দাসের মূল্যের কিছু অংশ বাবদে সাহায্য করার প্রার্থনা জানায়। তিনি বললেন, একটা বর্ম ও লোহার টুপি ব্যতীত আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত আর কিছুই নেই। আমি আমার পরিবারকে লিখে দিচ্ছি যেন তারা এ দু'টি তোমাকে দিয়ে দেয়। রাবী বলেন, সে ব্যক্তি এতে রাযী হলো না। আদী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কিছুই দিব না। পরে লোকটি রাযী হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, জেনে রাখ, আল্লাহর কসম! আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে কসম করে, অতঃপর তা অপেক্ষা আল্লাহর অধিক ভয় সম্পন্ন বিষয় দেখে, তবে সে যেন তাকওয়াপূর্ণ বিষয়টিই করে, তাহলে আমি আমার কসম প্রত্যাহার করতাম না।

৪১৩০. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرِكْ يَمِينَهُ۔

৪১৩০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র).....আদী ইব্ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কসম করে, এরপর তার বিপরীতকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন উত্তমটিই করে, এবং কসম পরিত্যাগ (ভঙ্গ) করে।

৪১৩১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيِّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔

৪১৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইব্ন তারিফ বাজালী (র).....আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন কসম করে, এরপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তবে সে যেন তার কাফ্যারা আদায় করে এবং তা-ই যেন করে যা উত্তম।

৪১৩২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ۔

৪১৩২. মুহাম্মদ ইব্ন তারীফ (র).....আদী ইব্ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

৪১৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَاتَّاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔

৪১৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তার নিকট এক ব্যক্তি এসে একশ দিরহামের সাওয়াল করে। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট একশ দিরহাম সাওয়াল করছ! অথচ আমি হাতিম (তাই-)-এর পুত্র। আল্লাহর কসম! তোমাকে আমি দান করব না। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, যে ব্যক্তি কসম করে, পরে তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখে, তবে সে যেন সেই উত্তমটিই পালন করে।

৪১৩৪ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ زُحْدُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ

بْنَ طَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي -

৪১৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).....আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার নিকট সাওয়াল করে। এরপর উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং আরো বলেছেন যে, আমার প্রাপ্য (সরকারী) ভাতার মধ্য হতে চারশ তোমার জন্য।

৪১৩৫ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرَجَسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৪১৩৫. শায়বান ইব্ন ফারুখ (র).....আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ! তুমি শাসন ক্ষমতা চেয়ো না। কারণ, যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর চাওয়া ব্যতীত তোমাকে তা অর্পণ করা হলে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যখন তুমি কোন কাজের ব্যাপারে কসম কর; তারপর তার বিপরীত কাজকে তুমি উত্তম মনে কর, তবে তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে এবং যা উত্তম তা পালন করবে। আবু আহমাদ আল-জুলুদী.....জারীর ইব্ন হাযিম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪১৩৬ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانٍ فِي آخِرِينَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ -

৪১৩৬. আলী ইবন হুজর সা'দী, আবু কামিল জাহদারী, ওয়াবদুল্লাহ ইবন মুআয ও উক্বা ইবন মুকাররম 'আম্মী.....আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে মুতামির তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে 'শাসন ক্ষমতার' (ইমারাত) কথা উল্লেখ নেই।

৪. بَابُ يَمِينُ الْخَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ

৪. পরিচ্ছেদ : কসম হবে কসম গ্রহণকারীর নিয়্যাত অনুযায়ী

৪১৩৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ هُشَيْمٍ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ -

৪১৩৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আমর আন নাকিদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার কসম ঐ উদ্দেশ্যের ওপর ধরা হবে, যে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তোমার কসম গ্রহণকারী তোমাকে সত্য মনে করে। আমর বলেন, এ ভাবে যে, তোমার কসম গ্রহণকারী যে উদ্দেশ্য তোমাকে সত্য মনে করে।

৪১৩৮ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ -

৪১৩৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কসম কসমগ্রহীতার নিয়্যাত অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে।

৫. بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ

৫. পরিচ্ছেদ : কসম ও অন্যান্য ব্যাপারে 'ইনশা আল্লাহ' বলা

৪১৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ) قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونُ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ اسْتِثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৪১৩৯. আবু রাবী আতাকী, আবু কামিল জাহদারী ও ফুযায়েল ইবন হুসাইন (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান (আ)-এর ষাটজন স্ত্রী ছিলো। একদিন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে তাদের (সকল স্ত্রীর) কাছে গমন করবো (অর্থাৎ সহবাস করবো)। অতএব, প্রত্যেকেই গর্ভবতী হবে এবং

প্রত্যেকেই এমন সব সন্তান প্রসব করবে যারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহর পথে অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করবে। কিন্তু পরিশেষে একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হননি। এরপর তিনি অর্ধ মানবাকৃতির (অপূর্ণাঙ্গ) একটি সন্তান প্রসব করলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন, তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকেই এমন সন্তান প্রসব করতেন, যারা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতেন।

১৬৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ۔

৪১৪০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবু উমার (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদিন আল্লাহর নবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, অবশ্যই আমি আজ রাত সত্তরজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই যাব। এতে তাদের প্রত্যেকেই এমন এক একটি সন্তান প্রসব করবে যারা ভবিষ্যতে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। তখন তাঁর কোন সাথী অথবা ফেরেশতা তাঁকে বললেন যে, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন! কিন্তু তিনি ভুলে যাওয়ার কারণে তা বলেননি। অতএব, তাঁর স্ত্রীদের মধ্য হতে একজন ব্যতীত আর কেউ সন্তান প্রসব করেননি। আর তিনিও অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন, তবে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর তিনি তখন তার উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হতেন।

১৬৫. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ۔

৪১৪১. ইব্ন আবু উমার (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ শব্দের অথবা অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬৬. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً نَصَفَ إِنْسَانٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ۔

৪১৪২. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) একদিন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাব। এতে তাদের প্রত্যেকেই এমন এক একটি সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। তখন তাকে বলা হল যে, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। এরপর তিনি তাদের সাথে সহবাস করলেন। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র একজন স্ত্রীর একটি অর্ধ মানবাকৃতির (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান প্রসব করা ব্যতীত আর কোন স্ত্রী কোন সন্তান প্রসব

করেননি। রাবী বলেন যে, (এ প্রসঙ্গে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন, তবে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফলকাম হতেন।

১১৪৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَائِمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ-

৪১৪৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই যাবো। এতে তারা সকলেই অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এমন সন্তান প্রসব করবে যারা (ভবিষ্যতে) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন তাঁর 'সাথী' তাঁকে বললেন, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলেননি। এরপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাস করলেন। কিন্তু মাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোন স্ত্রী গর্ভবতী হলেন না। তিনিও অর্ধ মানবাকৃতির অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই মহান সত্তার শপথ! যার (কুদরতী) হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন, যদি তিনি তখন 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন, (তবে তারা সকলেই এমন যোগ্যতাসম্পন্ন অশ্বারোহী সৈনিক সন্তান জন্ম দিতেন) যারা সকলেই (ভবিষ্যতে) অশ্বারোহী সৈনিক হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতো।

১১৪৪- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى-

৪১৪৪ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র).....আবু যিনাদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কিছু শাব্দিক পরিবর্তন করে বলেছেন যে- প্রত্যেক স্ত্রী এমন সন্তান প্রসব করবে, যারা ভবিষ্যতে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

৬- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَنَادَى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর নামে এমন শপথের ব্যাপারে অনমনীয়তা নিষিদ্ধ; যাতে শপথকারীর পরিবার কষ্ট পায় অথচ (বাস্তবে) তা হারাম নয়।

১১৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كُفَّارَتُهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ

৪১৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র).....হাম্মান ইব্ন মুনাবিহ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে সবার মধ্যে অন্যতম—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের কারো তার পরিবারের সাথে (কোন বিষয়ে) আল্লাহর নামে কসম করে তাতে অনমনীয়তা দেখানো অধিক গুনাহের কারণ বলে বিবেচিত হবে— কসম করে আল্লাহর (ফরযকৃত) নির্ধারিত (শপথ ভঙ্গের) কাফ্যারা আদায় করার তুলনায়।^১

৭. بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا اسْلَمَ

৭. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থার মানতের ব্যাপারে করণীয়

৬১৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ-

৪১৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাক্র মুকাদামী মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)...ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি (ইসলামপূর্ব) জাহেলিয়াতের যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত 'ইতিকাক' করার মানত করেছিলাম। তখন তিনি ﷺ বললেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।

৬১৬৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَالثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِمَا اِعْتَكَا فُ لَيْلَةً وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ-

৪১৪৭. আবু সাঈদ আশাজ্জ, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আলা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা ইব্ন আবু রাওয়াদ (র).....সকলেই উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে এবং তাঁদের মধ্য হতে হাফস (রা) হযরত উমর (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু উমামা এবং সাকিফী (রা) উভয়ের বর্ণিত হাদীসে "اِعْتَكَا فُ لَيْلَةً" (এক রাতের ইতিকাকের) কথা উল্লেখ আছে। আর শু'বা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে "جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ" (তিনি তাঁর নিজের উপর একদিনের ইতিকাক করা ধার্য (মানত) করে নিয়েছিলেন)। উল্লেখিত হাফস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে 'দিন' বা 'রাত'-এর উল্লেখ নেই।

১. কসম ভঙ্গ না করলে যদি পরিবারের লোকদের কষ্ট হয় তাহলে কসমের অনমনীয় থাকা কসম ভঙ্গ করে এর কাফ্যারা দেওয়া তুলনায় অধিক গুনাহর কাজ বলে গণ্য হবে।

১৬৪৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ إِذْهَبْ فَأَعْتَكِفْ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلَّ سَبِيلَهَا -

৪১৪৮. আবু তাহির (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জিইরানা নামক স্থানে অবস্থান কালে উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অজ্ঞতার যুগে মাসজিদুল হারামে একদিন ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি বললেন : যাও এবং একদিন ইতিকাফ করে নাও। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশ থেকে একটি দাসী প্রদান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন-তখন উমর (রা) তাদের কলরব শুনতে পান। তারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। উমর (রা) (পুত্র আবদুল্লাহ) (রা)-কে বললেন, ব্যাপার কি? তখন তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আবদুল্লাহ! ঐ দাসীটির কাছে যাও এবং তাকে মুক্ত করে দাও।

১৬৪৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذْرِكَ أَنْ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ -

৪১৪৯. আব্দ ইবন হুমাইদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন-তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর জাহেলী যুগে একদিনের ইতিকাফ করার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর জারীর ইবন হাযিম (রা)-এর হাদীসের মর্মানুরূপ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

১৬৫০- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَغْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ -

৪১৫০. আহমাদ ইব্ন আবদাতুদাব্বী (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) এর নিকট জি'ইররানা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'উমরা' করার কথা উল্লেখ করা হল। তখন তিনি বললেন, সেখান থেকে তিনি উমরা করেননি। বর্ণনাকারী বলেন যে, উমর (রা) জাহেলী যুগে একরাত ইতিকার করার মানত করেছিলেন। এরপর জারীর ইব্ন হাযিম ও মা'মার সূত্রে আইউব থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৪১৫১. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا جَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ۔

৪১৫১. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী, ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ (র).....উভয়েই নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে মানত সম্পর্কে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ের বর্ণিত হাদীসে সকলেই "اعْتِكَافُ يَوْمٍ" (একদিনের ইতিকার) কথাটি বর্ণনা করেছেন।

৪. بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِكِ وَ كَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

৮. পরিচ্ছেদ : ক্রীতদাসদের সাথে সদ্‌ব্যবহার করা এবং দাসকে চপোটাঘাতের কাফফারা

৪১৫২. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ زَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَوِّي هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ۔

৪১৫২. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসাইন জাহদারী (র).....আবু উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি যে, তিনি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মাটি থেকে একটি কাঠি অথবা অন্য কোন বস্তু তুলে ধরে বললেন, তাকে আঘাত করার মধ্যে এর (কাঠির) সমতুল্য পুণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে চপোটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফফারা হল তাকে আঘাত করে দেয়া।

৪১৫৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ زَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثْرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَأَقَالَ فَإِنِّي عَتِيقُ

قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ۔

৪১৫৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....যাযান (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) তাঁর এক গোলামকে ডাকালেন। এরপর তার পিঠে (প্রহারের) দাগ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে ব্যথা দিয়েছি? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মাটি থেকে কোন বস্তু তুলে নিয়ে বললেন, তাকে আঘাত করার মধ্যে এর ওয়ন পরিমাণ পুণ্যও মেলেনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোনেছি, যে ব্যক্তি তার গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল (অথবা অপরাধের পরিমাণের চেয়ে অধিক শাস্তি দিল) কিংবা চপেটাঘাত করল, এর কাফ্ফারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া।

৪১৫৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادٍ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ.

৪১৫৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) উভয়েই সুফয়ান (র) এর সূত্রে ইবন মাহ্দী (র)-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন যে, এতে "حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ" (বিনা অপরাধে) কথাটি উল্লেখ আছে। আর ওয়াকী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে "مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ" (যে ব্যক্তি তার গোলামকে চপেটাঘাত করল) বাক্যটির উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর হাদীসে "حَدًّا" (অপরাধের শাস্তি) কথাটি উল্লেখ করেননি।

৪১৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتِثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخْلُوا سَبِيلَهَا.

৪১৫৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র).....মুআবিয়া ইবন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি পলায়ন করলাম এবং যুহরের সালাতের পূর্বক্ষণে ফিরে এলাম এবং আমার পিতার পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি তাকে এবং আমাকে ডাকালেন। গোলামকে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে মা'ফ করে দিল। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে আমরা বনী মুকাররিন গোত্র। আমাদের মাত্র একটি খাদিম (দাস) ছিল। আমাদের কোন একজন তাকে চপেটাঘাত করল এবং এ সংবাদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছল। তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে মুক্ত করে দাও। তারা বলল, সে ব্যতীত তাদের অন্য কোন খাদিম নেই। তখন তিনি বললেন : তারা তার কাছ হতে সেবা গ্রহণ করতে থাকবে, যখনই তার প্রতি তাদের প্রয়োজন থাকবে না তখনই তারা তাকে মুক্ত করে দিবে।

৪১৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجَلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدُ بْنُ مَقْرِنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مَقْرِنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرْنَا فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا -

৪১৫৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....হিলাল ইবন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধ তার দাসীকে তড়িঘড়ি করে চপোটাঘাত করল। সুওয়ায়েদ ইবন মুকাররিন (র) তাকে বললেন, আপনি (প্রহারের জন্য) তার চেহারা ব্যতীত আর কোন স্থান পেলেন না। তুমি আমাকে বনী মুকাররিন গোত্রের সাত সদস্যের সপ্তম লোক (একজন) হিসেবে দেখেছ। আমাদের একজন ব্যতীত অন্য কোন দাসী ছিল না। একদা আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাকে আযাদ করে দেয়ার আদেশ দিলেন।

৪১৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مَقْرِنٍ فَخَرَجْتُ جَارِيَةً فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُؤَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ -

৪১৫৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....হিলাল ইবন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নুমান ইবন মুকাররিন (র)-এর ভাই সুওয়াইদ ইবন মুকাররিন (র)-এর বাড়িতে (রেশমী) কাপড় বিক্রি করলাম। এমন সময় একজন দাসী বেরিয়ে এসে আমাদের একজন লোকের সাথে তর্ক করল। তখন সে তাকে চপোটাঘাত করল। এতে সুওয়াইদ (রা) রাগান্বিত হলেন। তখন তিনি ইবন ইদরীস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪১৫৮. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ أَنَّ جَارِيَةَ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ -

৪১৫৮. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র).....সুওয়াইদ ইবন মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একজন দাসী ছিল। এক ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। তখন সুওয়াইদ (রা) তাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, চেহারায় (আঘাত করা) নিষিদ্ধ? তিনি আরো বললেন, আমার নিশ্চিত রূপে মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমি ছিলাম সাত ভায়ের সপ্তম (একজন) ছিলাম। আমাদের একজন ব্যতীত আর কোন গোলাম ছিল না। একদা আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাকে চপোটাঘাত করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

১৫৯- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ -

৪১৫৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....শুবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? অতঃপর তিনি আবদুস সামাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬০- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَجْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسُّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اَعْلَمَ اَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ اَفْهَمْ الصَّوْتِ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَامَنِي اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَازَا هُوَ يَقُوْلُ اَعْلَمَ اَبَا مَسْعُودٍ اَعْلَمَ اَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَالْقَيْتُ السُّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اَعْلَمَ اَبَا مَسْعُودٍ اِنَّ اللّٰهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ اَبَدًا -

৪১৬০. আবু কামিল জাহদারী (র).....আবু মাসউদ বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক ক্রীতদাসকে বেত্রাঘাত করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে থেকে একটি আওয়ায শোনলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রেখো! রাগের কারণে আওয়ায (কার তা) স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি আমার নিকটে এলেন-হঠাৎ দেখতে পেলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। এবং তিনি বলছেন : হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো, হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি বেতটি আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো যে, এই দাসের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এরপর কখনও কোন গোলামকে আমি প্রহার করবো না।

১৬১- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ) عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السُّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ -

৪১৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সকলেই আ'মাশ (র) সূত্রে আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে "فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السُّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ" (তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে বেতটি পড়ে গেল) এই বাক্যটি রয়েছে।

১৬২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اَعْلَمَ اَبَا مَسْعُودٍ ! اللّٰهُ اَقْدَرُ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ فَازَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللّٰهِ فَقَالَ اَمَّا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتُكَ النَّارُ اَوْ لَمَسْتُكَ النَّارُ -

৪১৬২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র).....আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে একটি আওয়ায শোনলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রেখো, তুমি তার ওপর যে রূপ ক্ষমতাবান, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শোন! যদি তুমি তা না করতে-তাহলে অবশ্যই (জাহান্নামের) আগুন তোমাকে ঝলসে দিত। কিংবা (তিনি বললেন :) আগুন তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো।

৪১৬৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَعْتَقَهُ۔

৪১৬৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রা).....আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার তার গোলামকে প্রহার করছিলেন। তখন সে বলতে লাগলো- আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। বর্ণনাকারী বলেন, তখনও তিনি তাকে প্রহার করছিলেন। এরপর সে বলল, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য চাই। তখন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ! তুমি তার উপর যতটুকু ক্ষমতাবান, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার উপর তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাকে মুক্ত করেছেন।

৪১৬৪. وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

৪১৬৪. বিশ্বর ইবন খালিদ উক্ত হাদীসটি শু'বা (র) থেকে এই একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ" (আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে সাহায্য চাই) এই বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

৯. بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنَا

৯. পরিচ্ছেদ : দাসীর প্রতি যিনার অপবাদদাতার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

৪১৬৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ۔

৪১৬৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম রা বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন গোলামকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করল, কিয়ামত দিবসে তার ওপর এই মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু সে যদি সত্যই অপরাধী হয় (তবে অভিযোগকারী শাস্তি পাবে না)।

৪১৬৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ রা نَبِيَّ التَّوْبَةِ -

৪১৬৬. আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (রা).....উভয়ে ফুযায়ল ইবন গায়ওয়ান (রা) থেকে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের উভয়ের হাদীসে "سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ রা نَبِيَّ التَّوْبَةِ" (তাওবার নবী আবুল কাসিম রা-কে একথা বলতে শুনেছি) এর উল্লেখ আছে।

১০. بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَالْبَاسِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

১০. পরিচ্ছেদ : নিজে যা খাবে ও পরবে দাস-দাসীকেও তা খেতে ও পরতে দেয়া এবং তাদের সাধ্যাতীত কাজের ভার না দেয়া।

৪১৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرَتْهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ রা فَلَقِيتُ النَّبِيَّ রা فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ রা مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ -

৪১৬৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....মা'রুর ইবন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা 'রাবায়াহ' নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল এবং তাঁর গোলামের গায়েও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। তখন আমরা বললাম, হে আবু যার (রা)! যদি আপনি উভয়টি একত্রিত করতেন, তাহলে দু'জোড় (এক ধরনের দু'কাপড়) হতো। তিনি বললেন, আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের একজন (অর্থাৎ) আমার গোলামের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তার মাকে উল্লেখ করে তাকে গালি দিলাম। তখন সে আমার বিরুদ্ধে নবী রা-এর কাছে নালিশ করল। এরপর যখন আমি নবী রা-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে অজ্ঞতা (জাহিলী) যুগের স্বভাব বিদ্যমান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ রা ! যে ব্যক্তি মানুষদেরকে গালি দেয় তার প্রতি উত্তরে তারাও তার পিতা মাতাকে উল্লেখ করে গালি দেয়া স্বভাব। তখন নবী রা বললেন : হে আবু যার! তোমার মধ্যে অজ্ঞতা যুগের স্বভাব এখনও বিদ্যমান। তারা (কালিমার) তোমাদের ভাই। আল্লাহ

তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা থেকে খাওয়াবে এবং তোমরা যেমন পোশাক পরবে তাদেরকেও তা থেকে পরাবে। তোমরা তাদের উপর এমন কোন কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে (ভারী কাজ) চাপিয়ে দাও, তাহলে একাজে (তোমরাও) তাদের সাহায্যও করবে।

১৬৮- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَلْيَبِعْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَلْيَبِعْهُ وَلَا فَلْيَبِعْهُ أَنْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ۔

৪১৬৮. আহমাদ ইবন ইউনুস, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....সকলেই আ'মাশ (র)..... থেকে এই একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যুহায়র ও আবু মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে “তোমার মধ্যে অজ্ঞতা যুগের কর্মকাণ্ড বিদ্যমান” এই কথার পর কিছু অতিরিক্ত সংযোগ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা আমার এ বৃদ্ধ বয়সেও? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর আবু মুআবিয়ার বর্ণনায় আছে-হ্যাঁ, তোমার এ বৃদ্ধ বয়সেও। আর ইসা (র) এর হাদীসে আছে, যদি সে তাকে সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দেয়, যা সে করতে অক্ষম, তবে তাকে বিক্রি করে দিবে। আর যুহায়র (র) এর হাদীসে আছে “তবে সে তাকে সাহায্য করবে”। আবু মুআবিয়ার (রা) হাদীসে “সে তাকে বিক্রি করে দিবে” অথবা “সাহায্য করবে” কোন কথার উল্লেখ নেই। “তুমি তাকে এমন কাজের ভার চাপিয়ে দিও না, যা করতে সে অক্ষম” একথা পর্যন্তই হাদীস শেষ হয়েছে।

১৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَيَّرَهُ بِأَمْرِهِ قَالَ فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ۔

৪১৬৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) মা'রুর ইবন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁর গায়ে এক জোড়া (সেট) কাপড় এবং তাঁর গোলামের গায়েও অনুরূপ এক জোড়া চাদর রয়েছে। তখন আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, সে (আবু যার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিল এবং সে তার মাকে উল্লেখ করে গালি দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে ঐ ঘটনা বর্ণনা করলো। নবী করীম ﷺ (আমাকে) বললেন : নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের খাদিম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির অধীনে তার কোন ভাই (গোলাম) থাকে তার উচিত তাকে এমন খাবার খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং এমন পোষাক দেওয়া যা সে নিজে পরিধান করে। আর তোমরা তাদের উপর এমন কাজের ভার চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়। আর যদি তোমরা তাদেরকে সাধ্যতীত কাজ দাও, তবে তোমরা তাতে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতাও করো।

১৭০- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجَلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطِيقُ-

৪১৭০. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রীতদাসের অধিকার। (তার ব্যবস্থা করা মনিবের কর্তব্য।) তার সাধ্যতীত কোন কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

১৭১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لَحْدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلَّى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ يَغْنَى لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ-

৪১৭১. কা'নাবী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো গোলাম খাবার রান্না করে তার (মনিবের) কাছে নিয়ে আসে। এমন খাবার যার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করেছে, তখন তার উচিত হবে তাকে কাছে বসিয়ে তা থেকে খাবার প্রদান করা। আর যদি খাবারের পরিমাণ অতি অল্প হয়, তবে সে যেন তার হাতে অন্ততঃ একখাস অথবা দু'খাস খাবার তুলে দেয়। বর্ণনাকারী দাউদ (র)..... বলেন যে, “أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ” এর অর্থ “لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ”—এক লুকমা অথবা দু' লুকমা।

১১- بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

১১. পরিচ্ছেদ : আন্তরিকতার সাথে মনিবের সেবা ও উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতকারী দাস-দাসীর সাওয়াব।

১৭২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ-

৪১৭২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন গোলাম যখন আন্তরিকতার সাথে তার মনিবের কাজ করে (মনিবের কল্যাণ কামনা করে।) এবং আল্লাহর ইবাদতও উত্তমরূপে সমাধা করে— তখন তার জন্য পুরস্কার দুই গুণ।

৪১৭৩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَا لَكَ۔

৪১৭৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন নুমায়র, আবু বাকর আবু শায়বা ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) সকলেই ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মালিক (র)..... এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪১৭৪. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ قَالَ وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَاهُ رَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ۔

৪১৭৪. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ। যাঁর (কুদরতী) হাতে আবু হুরায়রা (রা)-এর জীবন, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করা এ সব কর্তব্য (আমার দায়িত্বে) না থাকতো তবে গোলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকেই আমি অধিক পছন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পারলাম যে, আবু হুরায়রা (রা) হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা, তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন। বর্ণনাকারী আবু তাহির তাঁর বর্ণিত হাদীসে “لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ” (সৎ গোলামের জন্যে) কথাটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু الْمَمْلُوك (ক্রীতদাস) শব্দটি তিনি উল্লেখ করেননি।

৪১৭৫. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأَمْوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَّغْنَا وَمَا بَعْدَهُ۔

৪১৭৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি “بَلَّغْنَا وَمَا بَعْدَهُ” (আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে থেকে নিয়ে এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি)।

১৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهَدٍ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪১৭৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে গোলাম আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক আদায় করল, তার জন্য দু'গুণ ছাওয়াব রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি এটি কা'ব (রা) নিকট বর্ণনা করলাম। তখন কা'ব (রা) বললেন, কিয়ামত দিবসে তার ওপর কোন হিসাব নেই এবং ঐ মু'মিনের ওপরও কোন হিসাব নেই যার সম্পদ অনেক কম। উপরোক্ত হাদীস যুহায়র ইবন হারব (র) আ'মাশ (রা) থেকে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৭৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يَحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ -

৪১৭৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার অন্যতম (হাদীস) তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ গোলামের জন্য কতইনা উত্তম (পুরস্কার রয়েছে) যে, উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করে এবং আপন মনিবের উত্তম সেবা মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য কতইনা উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

১২. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ

১২. পরিচ্ছেদ : শরীকী গোলাম আযাদ করা

১৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَفْقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

৪১৭৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কয়েক শরীকের মালিকানাধীন কোন গোলামের নিজের অংশ যে ব্যক্তি আযাদ করে দিল আর তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্য পরিমাণ হয় তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণ করে অন্যান্য অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করে দিবে এবং গোলাম (সম্পূর্ণভাবে) তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে। অন্যথা সে যে অংশ আযাদ করল, তাই (শুধু) আযাদ হবে।

৪১৭৭. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَالَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

৪১৭৮. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন গোলামের (মালিকানা হবে তার) নিজ অংশ আযাদ করে দিল, তা কর্তব্য হবে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করে দেয়া, যদি তার কাছে সম্পূর্ণ গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার সম্পদ বিদ্যমান না থাকে, তবে সে যে অংশ আযাদ করল, তাই (শুধু) আযাদ হবে।

৪১৮০. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتُهُ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

৪১৮০. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথভাবে ক্রয় করা কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করে দেয় এবং তার কাছে গোলামের সম্পূর্ণ মূল্যের পরিমাণ সম্পদও থাকে তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে গোলামও মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং সকলের পাওনা পরিশোধ করে তাকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেবে। অন্যথা সে যে অংশ আযাদ করল তাই (শুধু) আযাদ হবে।

৪১৮১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قَبْلِهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

৪১৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মদ ইবন রুম্হ, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আবু রাবী, আবু কামিল, যুহায়র ইবন হারব, ইসহাক ইবন মানসুর, মুহাম্মদ ইবন রাফি, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... সকলেই ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আয্যুব ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) ব্যতীত অন্য

সকলের তাঁদের বর্ণিত হাদীসে "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (আর যদি তার কাছে প্রচুর সম্পদ না থাকে, তবে সে যে অংশ আযাদ করল তাই (শুধু) আযাদ হবে) এইরূপ বাক্যের উল্লেখ নেই। আর তারা (দু'জন) একথাও বলেছেন যে, আমরা জানি না যে, প্রকৃতপক্ষেই এই শব্দগুলো হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, না বর্ণনাকারী নাফি' (র) নিজের পক্ষ হতেই এইগুলো বলেছেন। উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের কারো বর্ণনায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি কথটা নেই, একমাত্র লাইস ইবন সা'দ এর হাদীস ব্যতীত।

৪১৮২- وَحَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرِ قَوْمٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ لَأَوْكُسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا-

৪১৮২. আমর আন-নাকিদ ও ইবন আবী উমর (র) আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন গোলামকে আযাদ করল যার মধ্যে তার এবং অপরের অংশীদারিত্ব আছে, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে কমবেশি করা ব্যতীত তার মূল্য নিরূপণ করা হবে। এরপর তার সম্পদ হতে তাকে মুক্ত করে দেয়া উচিত, যদি সে সম্বল হয়।

৪১৮৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ-

৪১৮৩. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন গোলামের তার অংশ আযাদ করল, বাকী অংশটুকু তার সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, যদি তার এমন সম্পদ থাকে যদ্বারা গোলামের মূল্য পরিশোধ করা যায়।

৪১৮৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ-

৪১৮৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) উভয়েই আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : দু' ব্যক্তির অংশীদারিত্বে কোন গোলামের একজন মালিক যদি তার অংশ আযাদ করে দেয়, তবে সে (অপরের অংশের) যামিন হবে।

৪১৮৫- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقِيقًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ-

৪১৮৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... শু'বা (র) সূত্রে হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কোন গোলামের এক অংশ আযাদ করল, সে স্বাধীন হবে তার মাল থেকেই। (অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে স্বীয় সম্পদ দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেয়া তার কর্তব্য)।

৬১৮৬. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو وَالنَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

৪১৮৬. আমার আন-নাকিদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি (যৌথ মালিকানার) কোন গোলামের নিজ অংশ আযাদ করল, তবে তার মাল থেকেই তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া কর্তব্য, যদি তার সম্পদ থাকে। আর যদি তার সম্পদ না থাকে তবে (পূর্ণ মুক্ত হওয়ার জন্য) গোলামকে সে (তার অবশিষ্ট মূল্য পরিমাণ) শ্রম করানো হবে (এবং মূল্য পরিশোধ হলে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে), তবে তার উপর কোন কঠোরতা আরোপ করতে পারবে না।

৬১৮৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

৪১৮৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র)..... ইবন আবু আকুবা (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইসা (র)-এর বর্ণিত হাদীসে “এরপর যে অংশ আযাদ করেনি শ্রম দ্বারা সে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার উপর কোন কঠোরতা আরোপ করা যাবে না” বর্ণিত রয়েছে।

৬১৮৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّاهُمْ أَثْلَاثًا أَمَرَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَارَقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

৪১৮৮. আলী ইবন হুজর সাদী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে নিজের ছয়জন গোলামকে আযাদ করল। অথচ তারা ব্যতীত তার আর কোন সম্পদও ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডাকালেন এবং তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করলেন। তারপর তাদের মাঝে লটারী করে দু'জনকে (সম্পূর্ণভাবে) আযাদ করলেন এবং বাকী চারজনকে গোলাম বানিয়ে রাখলেন। আর তার সম্পর্কে (মৃতের প্রতি) কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলেন।

৬১৮৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرَوَايَةِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

৪১৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র).... আইউব (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইব্ন উলাইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। আর সাকাফী (র)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “আনসারী এক লোক তাঁর মৃত্যুকালে ওয়াসিয়াত করলেন এবং (সে ওয়াসিয়াতে) তাঁর ছয়জন গোলামকে আযাদ করলেন”।

১৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ وَحَمَّادٍ۔

৪১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল দারীর ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র) উভয়ে..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইব্ন উলাইয়া (র) ও হাম্মাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২. بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَدِيرِ

১৩. পরিচ্ছেদ : মুদাক্বার^১ গোলাম বিক্রি করা বৈধ

১৯১. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّيِّعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانٍ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ۔

৪১৯১. আবু রাবী ‘সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী লোক তাঁর গোলামকে এই শর্তে আযাদ করল যে, তুমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীন। সে গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। এই সংবাদ যখন নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌছল। তখন তিনি বললেন : কে আছ যে, তাকে আমার নিকট হতে ক্রয় করবে? তখন নু‘আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) আটশ’ দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। তখন নবী ﷺ ঐ অর্থ আনসারীকে দিয়ে দিলেন। আমরা (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে বলতে শোনেছি যে, সে ছিল একজন কিব্তী গোলাম, সে (আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-এর খিলাফতের) প্রথম বছর মৃত্যুবরণ করেছে।

১৯২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ دُبْرَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ۔

১. ‘মুদাক্বার’ ঐ শ্রেণীর গোলামকে বলে- যার মনিব তাকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ।

৪১৯২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী এক লোক তাঁর গোলামকে এই বলে আযাদ করল যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন। কিন্তু সে গোলাম ব্যতীত তাঁর আর কোন সম্পদ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিক্রি করলেন। জাবির (রা) বলেন যে, ইবন নাহ্‌হাম (রা) তাকে ক্রয় করলো। সে ছিল একজন কিবতী গোলাম। ইবন যুবার (রা)-এর খিলাফত কালের প্রথম বছর সে ইত্তিকাল করে।

৪১৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ-

৪১৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুম্‌হ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে “মুদাব্বার” সম্পর্কে হাম্মাদ (র) কর্তৃক আমর ইবন দীনারের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪১৯৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ-

৪১৯৪. কুতায়বা, আবদুল্লাহ ইবন হাশিম ও আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (র), সকলেই নবী করীম ﷺ থেকে হাম্মাদ (র) এবং ইবন উয়ায়না (রা) কর্তৃক আমর (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالْدِّيَّاتِ

অধ্যায় : ‘কাসামা’-(খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা),
‘মুহারিবীন’ (শত্রু সৈন্য), ‘কিসাস’ (খুনের বদলা) এবং
‘দিয়াত’ (খুনের শাস্তি স্বরূপ অর্থদণ্ড)

১. بَابُ الْقَسَامَةِ

১. পরিচ্ছেদ : ‘কাসামা’- খুনের ব্যাপারে হলফ করা

৪১৯৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ (قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرْ (الْكُبْرَ فِي السِّنِّ) فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ (أَوْ قَاتِلَكُمْ) قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ -

৪১৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) ও রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন সাহল ইবন যায়দ (রা) মুহাযিয়া ইবন মাসউদ ইবন যায়দ (রা) বাড়ি

থেকে বের হয়ে খায়বার পর্যন্ত এলেন। এরপর সেখানে উভয়েই তাদের কাজে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুহাযিয়াসা (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (র)-কে একস্থানে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাঁকে দাফন করলেন। এরপর তিনি এবং হুওয়ায়িয়াসা ইব্ন মাসউদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন সাহল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। আর তিনি ছিলেন দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আবদুর রহমান (রা) তাঁর দুই সাথীর আগে কথা বলতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে বড় কে (যে ব্যক্তি বয়সে বড়) তাকে কথা বলতে দাও। সুতরাং তিনি চুপ করে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় কথা বললেন। আর তিনিও (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাদের দুজনের সাথে কথা বললেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা)-এর নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা কি এ ব্যাপারে পঞ্চাশবার হলফ (শপথ) করতে পারবে? তা হলে তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষ অথবা হত্যাকারীর রক্তের অধিকার (কিসাস অথবা দিয়াত) দাবী করতে পারবে। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আমরা কিভাবে এ ব্যাপারে হলফ (শপথ) করবো? আমরা তো সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম না। নবী ﷺ তখন বললেন : তা'হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশবার হলফ করে তোমাদের (দাবী) থেকে দায়মুক্ত হবে। তাঁরা তখন বলল, আমরা কিভাবে কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করে নেব? (তারা তো মিথ্যা কসম করবে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ অবস্থা অবলোকন করলেন, তখন তার 'দিয়াত' দিয়ে দিলেন।

৬১৭৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بِنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكَبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بَأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ كُفَّارُ قَالَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرَجْلِهَا قَالَ حَمَّادُ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ-

৪১৯৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র)..... সাহল ইব্ন আবু হাসমা এবং রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা মুহাযিয়াসা ইব্ন মাসউদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা) খায়বারের দিকে গমন করলেন। তারা সেখানের এক খেজুর বাগানে (কাজের জন্য) পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা) তথায় নিহত হলেন। (এই খুনের জন্য) তারা ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে সন্দেহ করলেন। এরপর তাঁর ভাই আবদুর রহমান এবং দুই চাচাত ভাই হুওয়ায়িয়াসা (রা) ও মুহাযিয়াসা (রা), নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁর ভাই এর ব্যাপারে কথা শুরু করলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও। অথবা বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই কথা শুরু করা

উচিত। তখন তাঁরা দু'জন তাঁদের সাথীর ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশবার হলফ করে বলতে হবে, তাহলে তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তখন তারা বলল, ব্যাপারটি এমন যে, আমরা তথায় তখন উপস্থিত ছিলাম না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে হলফ করে বলবো? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে কেউ পঞ্চাশবার 'হলফ' করে দায়মুক্ত হবে। (তোমাদের খুনের দাবী নাকচ করে দেবে)। তাঁরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কাফির সম্প্রদায়! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর "দিয়াত" আদায় করে দিলেন। সাহল (রা) বলেন, এরপর একদা আমি তাদের উটের আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। তখন ঐ উটের মধ্য হতে একটি উটনী আমাকে তার পা দ্বারা লাথি মারল। হাস্মাদ (র) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন- অথবা এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪১৭৭. وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً.

৪১৭৭. আল-কাওয়ারিরী (র)..., সাহল ইব্ন আবু হাস্মা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি "فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ" (তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর "দিয়াত" আদায় করে দেন) এই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসে "فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً" (উটনী আমাকে লাথি মারল) একথা বলেননি।

৪১৭৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৪১৭৮. আমরা আন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).... সাহল ইব্ন আবু হাস্মা (রা) থেকে তাঁদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪১৭৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحْيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّينَ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحُ وَأَهْلُهَا يَهُودٌ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَوُجِدَ فِي شَرْبَةِ مَقْتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحْيِصَةُ وَحَوِيصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَانَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَرَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ (أَوْ صَاحِبَكُمْ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَرَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ فَتَبَرُّكُمْ يَهُودٌ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَرَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

৪১৯৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসারী বনু হারিসা গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ইব্ন যায়দ আনসালী ও মুহায়িসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে খায়বারে গমন করেন। সেখানকার অধিবাসী ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায় খায়বার তখন (ইয়াহুদী ও মুসলমানদের) আপোষ চুক্তির অধীন ছিল। কোন প্রয়োজনে তারা তখন সেখানে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা) নিহত হলেন। তাঁকে একটি হাউয়ের মধ্যে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তাঁর সাথে তাঁকে দাফন করলেন। এরপর তিনি মদীনাতে ফিরে এলেন। নিহত ব্যক্তির ভাই আবদুর রহমান ইব্ন সাহল, (এবং চাচাত ভাই) মুহায়িসা ও হুওয়ায়িসা (রা) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবদুল্লাহ (রা)-এর মৃত্যুর ঘটনা এবং যে স্থানে নিহত হলেন তা বর্ণনা করলেন।

বুশায়র (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে যাদের সাক্ষাত পেয়েছেন এমন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা এ ব্যাপারে পঞ্চাশবার হলফ করে বলবে, তাহলে তোমরা তোমাদের (ভাইয়ের) হত্যাকারীর (অথবা তোমাদের প্রতিপক্ষের শাস্তির) হকদার হবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তখন সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না এবং উপস্থিতও ছিলাম না। তিনি (বুশায়র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা পঞ্চাশবার এ ব্যাপারে 'হলফ' করে তোমাদের থেকে দায়মুক্ত (তোমাদের খুনের দাবী) নাকচ করে দেবে। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে একটি কাফির সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করতে পারি? বুশায়র (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের পক্ষ হতে তার 'দিয়াত' আদায় করে দিয়েছেন।

৪২০০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حُثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكُضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبِدِ -

৪২০০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).... বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারিসা গোত্রের এক আনসারী ব্যক্তি যাকে আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ইব্ন যায়দ নামে ডাকা হতো, সে এবং তার এক চাচাতো ভাই যাকে মুহায়িসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ নামে ডাকা হতো,... এর পরবর্তী হাদীসের অংশটুকু লাইস (র) এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসের শেষকথা "فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ" (তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হতে তার 'দিয়াত' আদায় করেছেন) পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আমার নিকট বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, "নিশ্চয় 'ফরয' হিসেবে আদায়কৃত ঐ সমস্ত 'দিয়াতের' আস্তাবলে একটি উটনী আমাকে লাগি মেরেছিল।"

৪২০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ

فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطَلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ -

৪২০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).. সাহল ইব্ন আবু হাসমা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের মধ্য হতে একদল লোক খায়বারের দিকে গমন করল। এরপর তারা সেখানে পৃথক হয়ে গেল। তারপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুনের বদলা (দিয়্যাত) বাতিল করে দেয়া অপছন্দ মনে করলেন। অতএব, তিনি সাদাকার উট থেকে একশ' উট 'দিয়্যাত' হিসেবে প্রদান করলেন।

৪২০২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَاتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حَوِصَّةٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ (يُرِيدُ السِّنَّ) فَتَكَلَّمَ حَوِصَّةٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَوِصَّةٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكُضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ -

৪২০২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্গত আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল এবং মুহায়িসা (রা) অনটনগ্রস্ত হয়ে খায়বারের দিকে গমন করলেন। এরপর মুহায়িসা (রা) এসে খবর দিলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা) নিহত হয়েছেন এবং তাঁকে একটি প্রস্রবণ অথবা পরিত্যক্ত কূপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাঁকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলেন এবং তাঁদের কাছে ঐ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরিশেষে তিনি এবং তাঁর বড় ভাই হুওয়ায়িসা ও আবদুর রহমান ইব্ন সাহল (রা) (নবীজীর কাছে) আগমন করলেন। এরপর মুহায়িসা (রা) কথা বলাতে উদ্যত হলেন, যিনি (নিহত ব্যক্তির সঙ্গে) খায়বারে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহায়িসা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বড় জন! বড় জন! (অর্থাৎ বয়স্ক ব্যক্তির কথা বলা চাই)। তখন হুওয়ায়িসা (রা) কথা বললেন, এরপর মুহায়িসা (রা)ও কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ

অধ্যায় : কাসামা (খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা)

১৯১

ﷺ বললেন : হয়ত তারা তোমাদের সাথীর খুনের বদলা (দিয়াত) আদায় করে দিবে, নতুবা যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে ঐ ব্যাপারে পত্র লিখলেন। তারা লিখল যে, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুওয়ায়িসা, মুহায়িসা এবং আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন : তোমরা কি এ ব্যাপারে হলফ করে তোমাদের প্রতিপক্ষের (খুনের) হকদার হবে? তাঁরা বলল, না। তখন তিনি বললেন : তাহলে ইয়াহুদীরা তোমাদের কাছে হলফ করবে। তাঁরা তখন বলল, তারাতো (ইয়াহুদী) মুসলমান নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তাঁর 'দিয়াত' (খুনের বদলা) আদায় করে দিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একশ' উটনী পাঠিয়ে দিলেন এবং ঐগুলো তাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়া হল। সাহল (রা) বলেন, ঐগুলোর মধ্য হতে একটি লাল রংগের উটনী আমাকে লাথি মেরেছিল।

৪২০৩. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -

৪২০৩. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন আনসারী সাহাবীর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসামা (قَسَامَة) (খুনের ব্যাপারে হলফ করে' বলা) যা জাহিলী যুগে যেকোন প্রচলিত ছিল তা (পূর্বের ন্যায়) বলবৎ রেখেছেন।

৪২০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ -

৪২০৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র), ইবন শিহাব থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ কথা অধিক বর্ণনা করেছেন যে, "وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ" (এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারা আনসারী লোকদের একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে নিষ্পত্তি করেছিলেন, (যার হত্যার) তারা ইয়াহুদীদের উপর দাবী উত্থাপন করেছিল।)

৪২০৫. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ -

৪২০৫. হাসান ইবন আলী হুলায়ানী (রা)..... কতিপয় আনসারী লোকদের সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইবন জুরাইজ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২- بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ

২. পরিচ্ছেদ : শত্রু সৈন্য এবং মুরতাদদের বিচার

৪২০৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَةِ حَتَّى مَاتُوا -

৪২০৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উরায়না' গোত্রের কিছু লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। (সেখানের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায়) তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা ইচ্ছে করলে সাদাকার উটের অবস্থান ক্ষেত্রে গমন করতে পার এবং তার দুধ পান করতে পার ও মূত্র (ব্যবহার করতে পার)। তারা তাই করল এবং এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাখালদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদেরকে হত্যা করল। পরিশেষে তারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (সরকারী) উট নিয়ে পলায়ন করল। এই সংবাদ নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছল। তখন তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তারা তাদেরকে পাকড়াও করল। এরপর (আদেশক্রমে) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেললেন এবং তাদেরকে রোদের মধ্যে ফেলে রাখলেন। এভাবে তারা মারা গেল।

৪২০৭- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ نَفْرَةَ مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْآ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرِّعَاءَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَذْرَكُوا فَجِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِنُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَأَطَرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ -

৪২০৭. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, “উক্ল” গোত্রের আটজনের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর তারা ইসলামের ওপর বায়আত গ্রহণ করল। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি আমাদের রাখালের সাথে গমন করে উটের মূত্র ব্যবহার এবং দুগ্ধ করতে পারবে? তখন তারা বলল, জী-হ্যাঁ। এরপর বের হয়ে গেল এবং তার মূত্র ব্যবহার ও দুগ্ধ পান করল। এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। অতঃপর তারা রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদের নিয়ে আসা হল। তাদের প্রতি আদেশ জারি করা হল এবং তাদের হাত-পা কর্তন করা হল এবং তপ্ত লৌহ শলাকা চোখে প্রবেশ করানো হলো। এরপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হলো। অবশেষে তারা মারা গেল। ইবন সাব্বাহ (র)..... বর্ণনা **وَطَرِدُوا الْاِبِلَ** এর স্থলে **وَسُمِّرَتْ اَعْيُنُهُمْ** রয়েছে এবং তাঁর বর্ণনায় **وَاَطَرِدُوا النِّعَمَ** উল্লেখ রয়েছে।

৪২০৮. **وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسُمِّرَتْ اَعْيُنُهُمْ وَالْقَوَا فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ -**

৪২০৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ‘উক্ল’ অথবা ‘উরায়না’ সম্প্রদায়ের একদল লোক এল। মদীনাতে (আবহাওয়া) তাদের (বসবাসের) জন্য অনুপযোগী পেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে (দুগ্ধবতী উটনীর) ব্যাপারে আদেশ দিলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ দিলেন এর মূত্র ও দুগ্ধ পান করার জন্য। এই হাদীসটি হাজ্জাজ ইবন আবু উসমানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। এতে রাবী বলেন যে, এবং তাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলা হল ও তাদের রৌদ্রে নিক্ষেপ করা হল। তারা পানি (পান করতে) চাচ্ছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হচ্ছিল না।

৪২০৯. **وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالَ أَحَدُنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عُنْبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ أَيُّ حَدِيثِ أَنَسِ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ عُنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَقُلْتُ أَتَّهَمُنِي يَا عُنْبَسَةُ قَالَ لَاهُكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا -**

৪২০৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আহ্মাদ ইব্ন উসমান নাওফিলী (র)..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রা) এর পিছনে বসাছিলাম। তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ‘কাসামাহ্’ (খুনের ব্যাপারে হলফ করা) সম্পর্কে কি বল? আশ্বাসাহ্ (র) বললেন, আমাদের কাছে আনাস ইব্ন মালিক (রা) (এ বিষয়ে) এমন এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, আনাস (রা) বিশেষ করে আমাকেও হাদীস টি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ-এর কাছে একদল লোক আগমন করল। এরপর আইউব এবং হাজ্জাজ এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু কিলাবা (র) বলেন, আমি যখন (হাদীসের বর্ণনা) শেষ করলাম, তখন আশ্বাসাহ্ (রা) সুবহান্নাল্লাহ্ বললেন। (অর্থাৎ আশ্চর্যান্বিত হলেন।) আবু কিলাবা (র) বর্ণনা করে বলেন, আমি তখন বললাম, হে আশ্বাসাহ্! আপনি কি আমাকে (মিথ্যার ব্যাপারটি) সন্দেহ করছেন? তখন তিনি বললেন, না। আমার কাছে আনাস (রা) এরূপেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। হে সিরিয়াবাসী! তোমরা সর্বদাই কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তোমাদের মাঝে এই লোক বিদ্যমান থাকবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ তিনি বলেছেন) তাঁর মত লোক তোমাদের মাঝে অবস্থান করবেন। (অর্থাৎ এ দ্বারা তিনি আবু কিলাবা (র)-এর প্রশংসা করলেন।)

৪২১০. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ (وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَانِيُّ) أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ يَنْحُو حَدِيثَهُمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَخْسِمَهُمْ -

৪২১০. হাসান ইব্ন আবু শুআযব হাররানী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট ‘উক্ল’ সম্প্রদায়ের আটজন লোক এল এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিনি শুধু “وَلَمْ يَخْسِمَهُمْ” (রক্ত বন্ধ করার জন্য) “তাদেরকে তিনি দাগ দেন নি” এই কথাটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন।

৪২১১. وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ سِمَاكٍ عَنْ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاسْلَمُوا وَيَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُؤَمُّ (وَهُوَ الْبَرَسَامُ) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُ أَثَرَهُمْ -

৪২১১. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উরায়না’ গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। এরপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করল। মদীনাতে তখন ‘মুম’ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল। (‘المؤم’ হল ব্যাধি ‘البرسام’ মস্তিষ্কের রোগ, কিংবা হাটের রোগ অথবা উদুরী রোগ।) এরপর তিনি উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনায় অধিক আছে— যে, তাঁর কাছে তখন বিশজনের মত আনসারী যুবক ছিল। তাদেরকে তিনি ওদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সঙ্গে একজন ‘কাইফ’ (পদচিহ্ন বিশারদ এমন অভিজ্ঞ লোক) প্রেরণ করলেন, যিনি তাদের পদচিহ্ন দেখে গন্তব্য স্থল নির্ণয়ে সক্ষম।

অধ্যায় : কাসামা (খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা)

১৯৫

৪২১২. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثٍ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ بَنَحُوا حَدِيثَهُمْ-

৪২১২. হাদাব ইব্ন খালিদ, ইব্ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হাম্মাম এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, উরায়না গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। আর সাঈদ (রা) এর হাদীসে 'উক্ল' এবং 'উরায়না' এর কথা উল্লেখ আছে। এরপর তিনি উল্লেখিতদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪২১৩. وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أَوْلِيكَ لَأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ-

৪২১৩. ফাযল ইব্ন সাহল আ'রাজ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এ লোকদের চোখে গরম লোহা ঢুকিয়ে দেন। কেননা তারা রাখালদের চোখে গরম লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

৩. بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدِّثَاتِ وَالْمُثْقَلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : পাথর ও অন্যান্য ধারাল ও ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করার দায়ে 'কিসাস' সাব্যস্ত হওয়া এবং নারীর বিনিময়ে (হত্যাকারী) পুরুষকে হত্যার বিধান প্রসঙ্গে।

৪২১৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ-

৪২১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে (কয়েকটি রূপার টুকরা অর্থাৎ) রূপার গহনার জন্য হত্যা করল। সে তাকে হত্যা করেছিল পাথর দ্বারা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাকে এমন অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট আনা হল যে, তখনও তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি মেরেছে? সে তখন মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না। এরপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার (আর একজন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন, তখনও সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না। আবার তিনি তাকে তৃতীয়বার (আর একজন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে হ্যাঁ বলল এবং মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইয়াহুদীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে খুন করার কথা স্বীকার করল তখন) তাকে (আদেশক্রমে) দু'পাথরের মাঝে আঘাত করে হত্যা করলেন।

৪২১৫. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ-

৪২১৫. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী ও আবু কুরায়র (র)..... শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর ইবন ইদরীসের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ" (তখন তিনি তার মাথা দু'পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দিলেন)।

৪২১৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيِّ لَهَا ثُمَّ الْقَاهَا فِي الْقَلْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ-

৪২১৬. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী ব্যক্তি কোন এক আনাসারী মেয়েকে তার গহনার জন্য হত্যা করল। এরপর তাকে একটি কূপে ফেলে দিল এবং তার মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত করল। এরপর তাকে পাকড়াও করা হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হল। তিনি আদেশ দিলেন, তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করার জন্য, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। তখন তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হল। অবশেষে সে মারা গেল।

৪২১৭. وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪২১৭. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... আইউব (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪২১৮. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وَجِدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ فَلَانُ فَلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَأَ بِه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ-

৪২১৮. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক কিশোরীকে এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তার মাথা দু'পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা (পরিবারের লোকেরা) তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তোমাকে এমন করেছে, অমুক- অমুক ব্যক্তি? এভাবে (জিজ্ঞাসা করতে করতে) তারা এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করল। তখন সে মাথা নেড়ে (হ্যাঁ-সূচক) উত্তর দিল। তখন ইয়াহুদীকে পাকড়াও করা হল। সে তা স্বীকার করল। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ করার আদেশ দিলেন।

অধ্যায় : কাসামা (খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা)

১৯৭

৪- بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ
فَاتَّلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضِمَانَ عَلَيْهِ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবন অথবা অঙ্গের উপর আক্রমণ করলে, তখন যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তা প্রতিহত করার সময় যদি আক্রমণকারীর জীবন অথবা অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে, তবে তাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৪২১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتِيهِ) فَأَخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَيْعَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادِيَةٍ لَهُ-

৪২১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্ন মুন্ইয়া অথবা ইব্ন উমাইয়া (রা) এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তখন একজন অপর জনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। সে যখন তার হাত তার মুখ থেকে সজোরে টেনে আনল তখন তার সামনের একটি দাঁত উপড়ে ফেলল। ইব্ন মুসান্না (একটি স্থলে) দুটি দাঁত বলেছেন। উভয়েই তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ করল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কেউ অন্য কাউকে এমনভাবে কামড় দেয় যেমনভাবে উট কামড়ে দেয়? যুবক এর জন্য কোন (দিয়েত) ক্ষতিপূরণ নেই।

৪২২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪২২০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন ইয়ালা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪২২১- حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسْتَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ-

৪২২১. আবু গাস্‌সান মিস্‌মাই (র)..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা). থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরল। তখন সে সজোরে তার হাত টেনে নিল। এতে সে ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। এ ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হল। তখন তিনি তা নাকচ করে দেন এবং বলেন, তুমি তার গোশত খেতে চেয়েছিলে?

৪২২২. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانِ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ.

৪২২২. আবু গাস্‌সান মিসমাই (র).... সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়া'লা ইবন মুন্‌ইয়া (রা)-এর এক শ্রমিকের হাত জনৈক ব্যক্তি কামড়ে ধরল। তখন সে সজোরে তার হাত টেনে নিল। এতে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে গেল। নবী ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের করা হল। তখন তিনি তা নাকচ করে দিলেন এবং বললেন যে, তুমি তো তার হাত এমনভাবে কামড়াতে চেয়েছিলে যেমনভাবে উট কামড়ায়।

৪২২৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَاَنْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَائِيَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعْضَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا.

৪২২৩. আহমাদ ইবন উসমান নাওফেলী (রা) ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাতে কামড়ে ধরল। সে তখন তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার একটি দাঁত অথবা ক'টি দাঁত পড়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে নালিশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি আমার কাছে কি চাও? তুমি কি চাও যে, আমি তাকে আদেশ করবো যে, তার হাত তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে, আর তুমি তা কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে। (তুমি ইচ্ছে করলে) তোমার হাত তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও, সে তখন তা কামড়াবে, এরপর তুমিও তা সজোরে টেনে নিও।

৪২২৪. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَاَنْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ (يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ) قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ.

৪২২৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... ইয়ালা ইবন মুন্‌ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকট এমন এক ব্যক্তি এলে (এসে নালিশ করল-) যে অপর এক ব্যক্তির হাত কামড়ে দিয়েছিল। সে যখন তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার দুটি দাঁত পড়ে গেল। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাঁত দ্বারা কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে গেল।) বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ তার এই অভিযোগ নাকচ করলেন এবং বললেন : তুমি তার হাত এমনভাবে কামড়াতে চেয়েছিলে যেমন উট কামড়ায়।

৪২২৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ

অধ্যায় : কাসামা (খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা)

১৯৯

الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا يَدَ الْآخَرِ (قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ) فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ فَانْتَزَعَ أَحَدِي ثَنِيَّتَيْهِ فَاتَّيَا النَّبِيَّ ﷺ فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.

৪২২৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়া'লা বলতেন, ঐ যুদ্ধ আমার নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য (পুণ্যের) কাজ ছিল। আতা (র) বলেন, সাফওয়ান (র) বলেছেন যে, ইয়া'লা (রা) বলেছেন, আমার একজন শ্রমিক ছিল সে এবং অপর এক ব্যক্তি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এতে একজন অপরজনের হাত কামড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে কে অন্যের হাতে কামড় দিয়েছিল তা সাফওয়ান (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, যে ব্যক্তির হাত কামড়ে দিয়েছিল সে ব্যক্তি কামড় দাতার মুখ থেকে তার হাত সজোরে টেনে নিল। এতে তার সামনের একটি বা দুটি দাঁত পড়ে গেল। তখন উভয়েই নবী ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ পেশ করল, তখন তিনি তার দাঁতের দাবী নাকচ করে দিলেন।

৪২২৬. وَحَدَّثَنَا عَنْ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৪২২৬. আমর ইবন যুরারা (র)..... ইবন জুরাইজ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫. بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْإِسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

৫. পরিচ্ছেদ : দাঁত এবং এর অনুরূপ ব্যাপারে 'কিসাস' আরোপ করা

৪২২৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زِلْتُ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ.

৪২২৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রুবাযিয়া' (রা)-এর ভগ্নি হারিসার মাতা জনৈক ব্যক্তিকে আহত করল। এ ব্যাপারে তারা (তার আত্মীয়েরা) নবী ﷺ-এর নিকট নালিশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্ কিসাস! আল্-কিসাস! (অর্থাৎ এতে কিসাস আরোপিত হবে।) তখন রুবাযিয়া'-এর মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের (উম্মু হারিসার) নিকট হতে কি কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহর কসম! তাঁর নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ! (অর্থাৎ তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন) হে রুবাযিয়া'-র মা! কিসাস নেয়া তো আল্লাহর কিতাবের বিধান। তিনি বললেন,

জী- না। আল্লাহর শপথ (নিয়ে আরয করছি,) তার নিকট হতে কখনও কিসাস (বদলা) নেয়া হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার একথা বলতেছিলেন। পরিশেষে আহত তারা (প্রতিপক্ষ) দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) নিতে সম্মত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমনও লোক আছেন, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে কোন কথা বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্যে পরিণত করেন।

৬. ۱- بَابُ مَا يُبَايَهُ دَمُ الْمُسْلِمِ

৬. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের হত্যা কি কারণে বৈধ হয়

৪২২৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

৪২২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন মুসলমানের রক্ত (হত্যা করা) বৈধ নয়, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তিনটি কাজের যে কোন একটি করলে (তা বৈধ)।

১. বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে; ২. জীবনের বিনিময়ে জীবন, (অর্থাৎ কাউকে খুন করলে;) ৩. এবং ধর্ম পরিত্যাগকারী, যে (মুসলমানদের) দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪২২৯. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৪২২৯. ইবন নুমায়র, ইবন আবু উমর, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৩০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرَ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةُ (شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ) وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

৪২৩০. আহমাদ ইবন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই; এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত (হত্যা করা) বৈধ নয় যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই

এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত- ১. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং মুসলমানদের দল পরিত্যাগকারী হয়। (আহমাদ (র) الجماعة المفارقة للجماعة অথবা الجماعة শব্দ বর্ণনায় সন্দেহ করেছেন;) ২. বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ৩. জীবনের বিনিময়ে জীবন। (অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ)। আ'মাশ (র) বলেন যে, আমি ইবরাহীমের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলাম, তিনিও আসওয়াদ (র) এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪২৩১. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِالسَّنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ۔

৪২৩১ হাজ্জাজ ইবন শায়র ও কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) আ'মাশ উভয় সনদে সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ" (সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) এ কথার উল্লেখ করেননি।

৭. بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (সর্বপ্রথম) খুনের প্রচলন ঘটাল- তার গুনাহর বর্ণনা

৪২৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ۔

৪২৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়, তবে সেই খুনের একাংশ (পাপ) আদম (আ) এর প্রথম পুত্র (কাবিল) এর উপর বর্তায়। কেননা, সেই সর্বপ্রথম খুনের প্রথা প্রচলন করেছিল।

৪২৩৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا السَّنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ لَأَنَّهُ سَنَ الْقَتْلَ لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ۔

৪২৩৩. উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমার (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর এবং ইসহাক (র) এর হাদীসে "لأنه سن القتل" (কেননা সে খুনের প্রথা প্রচলন করেছে) এই কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু "أَوَّلَ" 'প্রথম' কথাটির উল্লেখ নেই।

৮. بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنِّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : আখিরাতে খুনের শাস্তি কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম এরই বিচার করা হবে

৬২৩৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ-

৪২৩৪. উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।

৬২৩৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ يُقْضَى وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ-

৪২৩৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব, বিশ্র ইবন খালিদ, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাদের কেউ কেউ শু'বা (র) থেকে "يُقْضَى" (বিচার করা হবে) কথাটি বলেছেন। আর কেউ কেউ "يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ" (মানুষের মাঝে বিচার করা হবে) বলেছেন।

৯. بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

৯. পরিচ্ছেদ : রক্ত (জীবন) মান সত্ত্বম এবং মালের হক বিনষ্ট করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী

৬২৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ (وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

سُيَسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ (قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ) وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا (أَوْضَلًا) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ إِلَّا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رَوَايَتِهِ وَرَجَبٌ مُضَرٌّ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي.

৪২৩৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র)..... আবু বাকরা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সময় আবর্তিত হয়ে যথাযথ অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর হয় বার মাসে, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাস। এর তিন মাস হল ক্রমাগত- ১. যুলকাদা, ২. যুলহিজ্জাহ্ এবং ৩. মুহাররাম। আর রজব মুয়ার গোত্রের (বিশেষ) মাস (নিষিদ্ধ মাস) যা জামাদিউস্ সানী এবং শা'বানের মাঝে অবস্থিত। এরপর তিনি বললেন : এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম যে, তিনি হয়ত এই মাসের অন্য কোন নাম বারণ করবেন। এরপর তিনি বললেন : এ কি “যিলহাজ্জ” মাস নয়? আমরা বললাম, জী- হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কোন নসর। আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স) অধিক জ্ঞাত আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন : এ কি (মক্কা) নগরী নয়। আমরা বললাম, জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কোন দিন? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন : এ কি ইয়াওমুনাহারি (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যাঁ ইয়া রাসূল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমাদের জান ও মাল এবং (রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমি ধারণা করি এর সাথে তিনি) তোমাদের মান সম্ভ্রম (একথা যুক্ত করে বললেন :) এগুলো তেমন মর্যাদাপূর্ণ (ও পবিত্র) যেমন তোমাদের কাছে আজকার দিবস, এই নগর এবং এই মাস মর্যাদাপূর্ণ (ও পবিত্র)। তোমরা অতি সত্তরই তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, তোমরা আমার পরে কাফির (দের ন্যায়) হয়ে (অথবা তিনি বললেন- পথভ্রষ্ট হয়ে) একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দিয়ো না (খুনাখুনি কর না।) না। সাবধান! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার এই বাণী) পৌঁছে দিবে। সম্ভবতঃ যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছানো হবে- তাঁরা হয়ত এখানকার শ্রোতাদের চেয়ে অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে। এরপর তিনি বললেন : সাবধান! আমি কি (আল্লাহ্র নির্দেশ) পৌঁছে দেইনি?

ইবন হাবীবের বর্ণনায় “ورجب مضر” (মুয়ার (গোত্রের)-এর রজব মাস) রয়েছে। আবু বাকরা (রা)-এর অপর বর্ণনায় “فلا ترجعوا بعدي” (স্থলে) বর্ণিত হয়েছে।

৪২৩৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوًى اسْمُهُ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوًى اسْمُهُ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلَدَةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أُمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَنَا -

৪২৩৭. নাসর ইবন আলী জাহ্‌যামী (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঐদিন (ইয়াওমুনাহার) উপস্থিত হল। তখন নবী ﷺ তাঁর উটের উপর আরোহণ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি জান যে, আজ কোন্ দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) অধিক জ্ঞাত। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম রাখবেন। এরপর তিনি বললেন : (আজকের দিন কি) কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : একি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : এ কোন নগর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর প্রচলিত নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম দিবেন। এরপর তিনি বললেন, এ কি (মক্কা) নগরী নয়। আমরা বললাম, জী-হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় তোমাদের জান-মাল এবং মান-সম্মত তোমাদের (পরস্পরের উপর) উপর এরূপ মর্যাদাপূর্ণ (পবিত্র), যে রূপ তোমাদের জন্য আজকের দিন, এই মাস এবং এই নগরের পবিত্রতা ও মর্যাদা তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (আমার এ বাণী) অবশ্যই পৌঁছে দিবে। এরপর তিনি ছাই বর্ণের দু'টি দুধার প্রতি মনযোগী হলেন এবং সে দু'টি যবাহ করলেন ও ছাগলের একটি পালের দিকে (মনোযোগী হলেন) এবং সেগুলো আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

৪২৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ وَرَجُلٌ أَخَذَ بِزِمَامِهِ (أَوْ قَالَ بِخَطَامِهِ) فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ -

৪২৩৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সেই দিন (ইয়াওমুনাহারের দিন) উপস্থিত হ'ল তখন নবী ﷺ একটি উটের উপর উপবিষ্ট হলেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তার লাগাম ধরে রেখেছিল। (রাবী'র সন্দেহ "زمام" শব্দের পরিবর্তে "خطام" শব্দ বলেছেন)। এরপর তিনি ইয়াযীদ ইবন যুরায় (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪২৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَبَلَةَ وَاحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَسَأَقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذْكُرُ ثُمَّ أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ -

৪২৩৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াওমুনাহার- (অর্থাৎ ঈদুল আযহার) দিন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ভাষণে বললেন : আজ কোন দিন? এরপর বর্ণনাকারিগণ, ইবন আউনের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা "واعراضكم" (তোমাদের মানসস্ত্রম) এই শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং "ثُمَّ أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ" (অতপর তিনি দু'টি ছাগলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন) এবং এর পরবর্তী অংশটুকুও উল্লেখ করেননি। আর তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতার ন্যায়' এর পরে- "يَوْمَ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ" এর পরে- "بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ" (যেদিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। সাবধান! আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছি? তখন সকলেই বললো, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

১০. بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَإِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

১০. পরিচ্ছেদ : হত্যার স্বীকারোক্তি করা এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাসের দাবী করার অবকাশ। বৈধ হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট ক্ষমার আবেদন করা মুস্তাহাব।

৪২৪০. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْتَلْتَهُ (فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْنِي

فَاغْضَبَنِي فَضْرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَالِي مَا إِلَّا كِسَائِي وَفَأَسَى قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبِكَ فَأَنْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَتْلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ قَتْلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَأَنْتُمْ صَاحِبُكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ (لَعَلَّهُ قَالَ) بَلَى قَالَ فَإِنْ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ -

৪২৪০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আশ্বারী (র) আলকামা ইবন ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন নবী ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে হত্যা করেছ? (তখন সে বলল, যদি সে তা স্বীকার না করে, তবে আমি তার বিপক্ষে সাক্ষী দাঁড় করাব।) সে তখন বলল, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছ? সে বলল, আমি এবং সে গাছের পাতা সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দিল। এতে আমার রাগ চড়ে গেল। তখন আমি কুঠার দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার কি এমন কোন সম্পদ আছে যদ্বারা ‘দিয়্যাত’ (রক্তপণ) আদায় করতে পারবে। তখন সে বলল, আমার কাছে আমার কঞ্চল ও আমার কুঠারটি ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন : তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি তোমাকে ক্রয় করবে (মুক্ত করিয়ে নেবে)? সে বলল, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার এতখানি মর্যাদা নেই। তখন তিনি তার বন্ধনের দড়ি (নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের দিকে) নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বললেন : তোমার বিবাদীর ব্যাপারে তুমিই বুঝে নাও। সে তখন তাকে নিয়ে চলল। যখন সে যেতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে তাকে হত্যা করে—তবে সেও তার সমকক্ষ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে সে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুনলাম, আপনি বলেছেন : ‘যদি সে তাকে হত্যা করে—তবে সে তার সমকক্ষ হয়ে যাবে।’ আমি তো তাকে আপনার নির্দেশেই ধরেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি চাওনা যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের পাপের বোঝা গ্রহণ করুক। তখন সে বলল, জী-হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন : তা এমনই। রাবী বলেন, তখন সে তার বন্ধনের দড়ি ছুঁড়ে ফেলল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।

٤٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَأَنْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجْرُهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَاتَى رَجُلُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى -

অধ্যায় : কাসামা (খুনের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের হলফ করা)

২০৭

৪২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এই ব্যক্তিকে হাযির করা হল, যে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ছিল। তখন তিনি নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে তার কাছে হতে কিসাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তখন সে তাকে নিয়ে চলল এমন অবস্থায় যে, তার গলায় একটি চামড়ার রশি ছিল, যা দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হত্যাকারীও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণী শোনাল। সে তখন হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। ইসমাইল ইব্ন সালিম (র) বলেন, আমি এই ঘটনা হাবীব ইব্ন সাবিত (র)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে ইব্ন আশুওয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তাকে (ইতিপূর্বে) বলেছিলেন, কিন্তু সে তা অস্বীকার করেছিল।

১১- بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

১১. পরিচ্ছেদ : গর্ভের সন্তানের 'দিয়াত' এবং ভুলবশত হত্যা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (রক্তপণ), অপরাধীর 'আকিলা' (আত্মীয়-স্বজনের) উপর সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।

৪২৪২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -

৪২৪২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা একে অপরের প্রতি কিছু পাথর নিক্ষেপ করল তাতে তার গর্ভপাত হয়ে গেল। তখন নবী ﷺ এতে (দণ্ড স্বরূপ) একটি গোলাম অথবা একটি দাসী প্রদানের হুকুম দিলেন।

৪২৪৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا -

৪২৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু লিহইয়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভপাত ঘটিয়ে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি একটি গোলাম অথবা একটি দাসী প্রদানের ফয়সালা দেন। এরপর যে মহিলার (বিপক্ষে) গোলাম প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন, সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাসালা দিলেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত প্রদানের হুকুম তার 'আসাবা' (সম্পর্কিত আত্মীয়)-এর উপর আরোপিত হবে।

৬২৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتِ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَافَى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ-

৪২৪৪. আবু তাহির হারমালা ইবন ইয়াহুয়া তুজীবী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এতে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করল। এর দ্বারা সে ঐ মহিলা ও তার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলল। তখন নিহত মহিলার ওয়ারিসগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নালিশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিলেন যে, সন্তানের দিয়্যাত হল একটি দাস কিংবা-দাসী প্রদান করা। নিহত মহিলার দিয়্যাত হত্যাকারী মহিলার 'আকীলা' (গোত্র সম্পর্কীয় আত্মীয়)-র উপর আরোপিত হবে। আর (নিহত) মহিলার সন্তান এবং যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তাদের মীরাছের অধিকার প্রদান করলেন। হামাল ইবন নাবেগা আল-হুযালী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবো, যে পান করেনি, খায়নি, কথা বলেনি এবং শব্দও করেনি? (সে তো এল আর গেল)। এ ধরনের বিষয় অকেজো (বাতিলযোগ্য)। এমন ছন্দযুক্ত বাক্য বলার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ যেন গণকদের ভাই (দলভুক্ত)।

৬২৬৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ-

৪২৪৫. আব্দ ইবন হুমাইদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হল....এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী তাতে 'وَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ' (আর সন্তান ও তাদের সঙ্গীদের ওয়ারিছ সাব্যস্ত করলেন) এ কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি উল্লেখ করেছেন, "فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ" (তখন কোন ব্যক্তি বলল, আমরা কিভাবে এর ক্ষতিপূরণ দেব)? আর রাবী তার বর্ণনায়-হামাল ইবন মালিকের নাম উল্লেখ করেননি।

৬২৬৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٌ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا وَاحِدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٌ لِمَا

فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَائِلَةِ أَنْفَرِمُ دِيَّةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ -

৪২৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী। (আঘাতকারী মহিলা আঘাত দিয়ে) তাকে মেরে ফেলল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাদের একজন ছিল লিহ'ইয়ান গোত্রের মহিলা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারী মহিলার আসাবার ওপর নিহত মহিলার (দিয়্যাত) রক্তপণ প্রদানের আদেশ দিলেন এবং গর্ভের সন্তানের জন্য একটি দাস (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) প্রদানের হুকুম দিলেন। তখন হত্যাকারী মহিলার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, আমরা এমন শিশুর কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেব? যে খায়নি পান করেনি এবং কোন শব্দও করেনি। এ ধরনের বিষয় তো বাতিল যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে যেন বেদুঈনের মত ছন্দপূর্ণ বাক্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাদের উপর দিয়্যাত (ক্ষতিপূরণ) সাব্যস্ত করলেন।

٤٢٤٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَاتَى فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالْأَدْيَةِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ
عَصَبَتِهَا إِنْ دِيٌّ مَنْ لَا طَعْمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ سَجْعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ -

৪২৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে মেরে ফেলল। এই মুকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দায়ের করা হল। তখন তিনি হত্যাকারী মহিলার 'আকিলা (গোত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)-এর উপর দিয়্যাত প্রদানের আদেশ দিলেন। নিহত মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। অতএব, তিনি গর্ভের বাচ্চার জন্য (দিয়্যাত হিসেবে) একটি দাস প্রদানের আদেশ দিলেন। তখন তার (হত্যাকারীর) কোন 'আসাবা আত্মীয় (ছন্দ মিলিয়ে) বলল, আমরা দিয়্যাত দিব এমন সন্তানের যে খায়নি, পান করেনি এবং কোন শব্দও করেনি? এ ধরনের বিষয় বাতিলযোগ্য, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এতো বেদুঈনদের ছন্দযুক্ত কথার মত একটি কথা।

٤٢٤٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ -

৪২৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) মানসুর (র) থেকে উক্ত সনদে জারীর এবং মুফায্যাল (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٤٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَاسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَّةَ الْمَرْأَةِ -

৪২৪৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)মানসুর (র) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে এভাবে আছে এবং সে গর্ভপাত ঘটিয়েছিল। তখন এই ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করা হল। তিনি এতে একটি গোলাম (দিয়্যাত হিসেবে) প্রদানের জন্য হত্যাকারী মহিলার অভিভাবকের প্রতি আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে মহিলার দিয়্যাতের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

৬২০. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ

إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

৪২৫০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) জনগণের কাছে একবার (ملاص المرأة) মহিলার গর্ভের (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তখন মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি এ অপরাধের কারণে একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) মুগীরা (রা)-কে বললেন, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানকারী লোক নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

كِتَابُ الْحُدُودِ

অধ্যায় : হুদূদ-নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় দণ্ডবিধি

১- بَابُ حَدِّ السَّرْقَةِ وَنِصَابِهَا

১. পরিচ্ছেদ : চুরির 'নেসাব' (শাস্তি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ) ও তার নির্ধারিত দণ্ড

৪২৫১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا -

৪২৫১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমার (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং এর অধিক পরিমাণ মূল্যের মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কর্তন করতেন।

৪২৫২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৪২৫২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আব্দ ইব্ন হুমায়দ, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৫৩- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ) قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا -

৪২৫৩. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া ও ওয়ালীদ ইব্ন শুজা' (র) আয়েশা (রা) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং এর অধিক মূল্যের মাল চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা যাবে না।

৪২৫৪. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاحْمَدُ بْنُ عِيسَى (وَاللَّفْظُ لَهُوْنٌ وَاحْمَدُ) قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ -

৪২৫৪. আবু তাহির (র).... হারুন ইবন সাঈদ আইলী ও আহমাদ ইবন ইসা (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ এবং এর অধিক মূল্যের সম্পদ চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কতন করা যাবে না।

৪২৫৫. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا -

৪২৫৫. বিশ্বর ইবন হাকাম আব্দী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ এবং এর অধিক মূল্যের মাল চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কতন করা যাবে না।

৪২৫৬. وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪২৫৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)....ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাদ (র) থেকে একই সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৫৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّؤَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمَجْنَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا نُوْثَمَنٌ -

৪২৫৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে একটি (চামড়ার) ঢালের মূল্যের কম সম্পদ চুরির অপরাধে চোরের হাত কতন করা হতো না। “المجن” শব্দের অর্থ “حجفة وترس” ‘হাজাফাহ’ বা ‘তুরস’ এ দু’টিই উল্লেখযোগ্য মূল্যের বস্তু।

৪২৫৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمُئِذٍ نُوْثَمَنٌ -

৪৩৫৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ...হিশাম (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হুমাইদ রুআসী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহীম এবং আবু উসামা (র) এর হাদীসে “وهو يومئذ ذو ثمن” (তা তখনকার দিনে মূল্যবান বস্তু) বাক্যটি রয়েছে।

৪২৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ۔

৪২৫৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কতন করেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪২৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عَقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجَمْحِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ۔

৪৮৬০. কৃতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন রুমহ, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, (অপর এক সনদে) যুহায়র ইব্ন হারব, আবু রাবী' ও আবু কামিল, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী, (অপর সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবু তাহির (র).....সকলে নাফি' (র) থেকে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখিত মালিক (রা) থেকে ইয়াহইয়া এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ “قیمته” শব্দটি উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ ثمنه শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

৪২৬১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ۔

৪২৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ) قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعِشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَأِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَنَّى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنْتَ ثَوْبَتْهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجْتَ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪২৬৪. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)....রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শরা এক মহিলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, যে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে মক্কা বিজয়ের সময় চুরি করেছিল। তখন তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কথা (সুপারিশ) বলবে? তখন তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ব্যতীত আর কার হিম্মত আছে? অতএব তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল এবং উসামা ইবন যায়দ (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন। এতে (মহিলাকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও? তখন উসামা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বিকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দণ্ডায়মান হয়ে এক ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে ধ্বংস করা হয়েছে এই জন্য যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল লোক চুরি করতো, তখন তার উপর 'হদ' প্রয়োগ করতো। সেই মহান আল্লাহর কসম। যাঁর (কুদরতী) হাতে আমার জীবন! যদি মুহাম্মদ বিন্ত ফাতিমা (রা)ও চুরি করতো, তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর তিনি যে মহিলা চুরি করেছিল, তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তার হাত কেটে দেয়া হল। ইউনুস (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর সে মহিলা খাঁটিভাবে তাওবা করল এবং এরপরে তার বিয়ে হলো। আয়েশা (রা)বলেন, এই ঘটনার পর ঐ মহিলা প্রায়ই আমার কাছে আসতো। তাঁর কোন প্রয়োজন থাকলে আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তুলে ধরতাম।

৪২৬৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَمْرًا مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَحِّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ -

৪২৬৫. আব্দ আব্ন হুমায়দ (র) আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মাখযুমী মহিলা বিভিন্ন দ্রব্য ধার নিত অতঃপর সে তা অস্বীকার করতো। এতে নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এরপর সেই মহিলার পরিবারবর্গ উসামা (রা)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর তিনি লাইস ও ইউনুস (র).....এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪২৬৬. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَازَتْ بِأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ۔

৪২৬৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক মাখযুমী মহিলা চুরি করল। অতঃপর তাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হলে সে নবী ﷺ স্ত্রী উম্মু সালামার শরণাপন্ন হল। নবী ﷺ তখন বললেন : যদি ফাতিমা (রা)ও চুরি করতো, তবে আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর মহিলাটির হাত কেটে দেয়া হল।

৩. بَابُ حَدِّ الزَّانَا

৩. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের শাস্তি

৪২৬৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْثُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ۔

৪২৬৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী (র).....উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত কর এবং এ বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত বিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)।

৪২৬৮. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৪২৬৮. আমর আন-নাকিদ (র)মনসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৬৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ

ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ
وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمُ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفَى سَنَةً -

৪২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন মুখমণ্ডলে বিবর্ণতা পরিস্ফুটিত হত। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন যখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো তখন তাঁর অবস্থা ঐরূপ হল। এরপর যখন তাঁর কষ্টকর অবস্থা কেটে গেল (ওহী বন্ধ হয়ে গেল), তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছ হতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা মেয়ের (বিধান) বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ' বেত্রাঘাত, এরপর পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা করবে)। আর অবিবাহিতকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর এক বছরের জন্য নির্বাসন দেবে।

৪২৭০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ
أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً -

৪২৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).... কাতাদা (রা) থেকে ঐ সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীসে “الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ” (অবিবাহিত (পুরুষ বা মহিলা)-কে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দেয়া হবে। আর বিবাহিত (পুরুষ বা মহিলা)-কে বেত্রাঘাত করা হবে এরপর পাথর মারা হবে)। কিন্তু তারা “سَنَةً وَلَا مِائَةً” (এক বছর এবং একশ') এই কথাটি তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন নি।

৪- بَابُ رَجْمِ الثَّيْبِ فِي الزَّانَا

৪. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতকে রজম করা

৪২৭১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى
مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ
الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ
زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى) فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ
الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ
الْحَبْلُ أَوْ الْأَعْتِرَافُ -

৪২৭১. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়াহ (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্ন খাতাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিন্বারের উপর বসা অবস্থায় বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ

তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে "آيَةُ الرُّجْمِ" (ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। তা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ব্যভিচারের জন্য) রজম করার হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে আমরাও (ব্যভিচারের জন্য) রজম (এর হুকুম বাস্তবায়িত) করেছি। আমি ভয় করছি যে, দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ হয়তো একথা বলবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে (ব্যভিচারের শাস্তি) রজমের নির্দেশ পাচ্ছি না। তখন আল্লাহর নাযিলকৃত এই ফরয কাজটি পরিত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি "رجم" (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা)-এর হুকুম বাস্তব বিষয়। যখন সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, কিংবা গর্ভ প্রকাশ পায়, অথবা (সে নিজে) স্বীকার করে।

২৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪২৭২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৫- بَابُ مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার স্বীকার করে

২৭৩- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَا وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى (ذَلِكَ) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالِ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَادْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ (قَالَ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ *

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ -

৪২৭৩. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স ইব্ন সা'দ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদের মধ্যে ছিলেন। সে তখন উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে তখন তিনি যে দিকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সে দিকে গিয়ে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখনও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এইভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি করল। সে যখন চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমার মাথায় কি পাগলামী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর। ইব্ন শিহাব (রা) বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে যিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি আমার কাছে বলেন যে, জাবির (রা) বলেছেন, পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তখন তাকে ঈদগাহে পাথর নিক্ষেপ করলাম। যখন তার উপর পাথর পতিত হতে লাগল তখন সে পলাতে লাগল। তখন আমরা তাকে 'হাররা' নামক স্থানে ধরে ফেললাম। এরপর তাকে আমরা পাথর মেরে হত্যা করলাম। মুসলিম (র) বলেন যে, লায়স (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকেও একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ۔

আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) .. যুহরী (র) থেকেও এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ের বর্ণিত হাদীসে ইব্ন শিহাব (র) বলেন যে, আমাকে এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, যেমন উল্লেখ করেছেন উকায়ল (র)।

٤٢٧٤۔ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

৪২৭৪. আবু তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উকায়ল আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٧٥۔ وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حَسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتَ مَا عَزَبَنَ مَالِكٍ حِينَ جِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ لَا كَلِّمْنَا نَفَرًا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَابِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنُنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأَنْكَلَنَّهُ عَنْهُ۔

৪২৭৫. আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসাইন জাহ্দারী (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মা'ইয ইব্ন মালিক (রা) কে দেখলাম, যখন তাকে নবী ﷺ-এর নিকট আনা হল। তিনি ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর গায়ে কোন চাদর ছিল না। তিনি নিজেই চার বার স্বীকারোক্তি করলেন যে, তিনি ব্যভিচার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি হয়ত (শুধু চুম্বন করেছ অথবা স্পর্শ করেছ) তখন তিনি উত্তরে বললেন, না, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই হতভাগা ব্যভিচার করেছে। পরিশেষে তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি এক ভাষণ প্রদান করে বললেন : সাবধান! আমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করি, তখন কেউ কেউ পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার ন্যায় আওয়ায করে (অর্থাৎ পাঠা যেমন সঙ্গমের সময় বিশেষ আওয়ায করে তদ্রূপ) আর তাদেরকে সে অল্প 'দুধ' দেয়। (অর্থাৎ সঙ্গম করে, দুধের অর্থ বীর্য।) আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ আমাকে এই শ্রেণীর কোন লোকের উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব। (যেন অন্যেরা তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।)

৪২৭৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِفَرْجِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا تَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنْبُؤُ نَبِيَّبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَاهُنَّ الْكُتْبَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُمْكِنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا (أَوْ نَكَلْتُهُ) قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ۔

৪২৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হল। তিনি ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির, চুল ছিল অবিন্যস্ত এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর। তিনি ব্যভিচার করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর তার প্রতি তিনি আদেশ জারি করলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমরা যখনই আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হই, তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার ন্যায় আওয়ায করে। সে তখন কোন নারীকে অল্প দুধ প্রদান করে। (অর্থাৎ ব্যভিচার করে) নিশ্চয় আল্লাহ যদি আমাকে তাদের কারো উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে আমি তাকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীস সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি চারবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৪২৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَأَفَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا۔

৪২৭৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) উভয়েই জাবির ইবন সামুরা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে ইবন জা'ফর (রা) এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আর শাবাবা (রা)ও তাঁর উক্তি "فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ" (তিনি তার স্বীকারোক্তি দু'বার প্রত্যাখ্যান করেন) এর সাথে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। আবু আমির (রা)-এর অপর এক হাদীসে "فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا" (তিনি তাঁর স্বীকারোক্তি দু'বার অথবা তিনবার প্রত্যাখ্যান করেছেন) বর্ণিত হয়েছে।

৪২৭৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ إِبْلِيسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ -

৪২৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র).... ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মা'ইয ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে তা কি সত্য? তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কি সংবাদ পৌছেছে? তখন তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, তুমি অমুক বংশের দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছ। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপরে তিনি এ ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দিলেন (অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করলেন)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি আদেশ জারি করলেন এবং তাঁকে তখন পাথর মারা হল।

৪২৭৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمُّهُ عَلَى فَرْدِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرْنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظْمِ وَالْمَدْرِ وَالْخَرْفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجِلَامِيدِ الْحَرَّةِ (يَعْنِي الْحِجَارَةَ) حَتَّى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ أَوْ كَلَّمَا أَنْطَلَقْنَا غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنْبِيبِ التَّيْسِ عَلَى أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَّ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ -

৪২৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের মা'ইয ইবন মালিক নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললো, আমি তো এক অশ্লীল কাজ করে বসেছি। অতএব, এর জন্য আমার উপর শরীআতের বিধান প্রয়োগ করুন। নবী ﷺ তাঁর এই স্বীকারোক্তি কয়েকবার

প্রত্যাখ্যান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি ঐ ব্যক্তির গোত্রীয় লোকের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁরা বলল, আমরা তো তার সম্বন্ধে কোন খারাপ জানি না। কিন্তু হঠাৎ করেই সে এমন কিছু করে ফেলেছে যে, সে এখন ভাবছে যে, তার প্রতি 'হদ' (حد শরীআতের বিধান) প্রয়োগ ব্যতীত তার আর কোন নিষ্কৃতি নেই। বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এল। তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপের জন্য আমাদের আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তখন তাকে 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে নিয়ে (ময়দানে) গেলাম। আমরা তাকে বন্ধনযুক্ত করলাম না এবং তার জন্য গর্ত তৈরী করলাম না। এরপর আমরা তাকে হাড়, মাটির টিলা এবং পোড়া মাটির ভাংগা টুকরা মারতে শুরু করলাম। সে দৌড়ে পালাল। আমরাও তার পিছনে ছুটলাম। অবশেষে সে "হাররা" নামক স্থানের প্রান্তে উপনীত হল এবং আমাদের সামনে থেকে গেল। আমরা তাকে বারবার পাথর নিক্ষেপ করলাম। পরিশেষে সে নিশ্চল হয়ে গেল (অর্থাৎ মরে গেল)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিকেলে কিছু বলার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমরা যখনই আল্লাহর পথে কোন যুদ্ধে গমন করি তখন কোন না কোন ব্যক্তি আমাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে থেকে যায় এবং পাঠার আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে। আমার উপর কর্তব্য হ'ল যদি এমন কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে আনা হয়, - যে ঐরূপ কাজ করেছে, তবে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করেননি এবং কোনও গালি দেননি।

৪২৮০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا أَحَدَهُمْ عَنَّا لَهُ نَيْبٌ كَنْيِبٍ التَّيْسِ وَلَمْ يَقُلْ فِي عِيَالِنَا -

৪২৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (রা)..... দাউদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের মর্মার্থ বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন যে, এরপর নবী ﷺ বিকেলবেলা দণ্ডায়মান হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা শেষে বললেন, সে লোকদের কি অবস্থা? যখন আমরা যুদ্ধে গমন করি তখন তাদের কেউ কেউ আমাদের পিছনে থেকে যায় এবং পাঠার আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে। (অর্থাৎ দুষ্কর্ম করে।) কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে' কথাটি বর্ণনা করেননি।

৪২৮১. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّنى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৪২৮১. সুরাইজ ইব্ন ইউনুস ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... দাউদ (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র)-এর বর্ণিত হাদীসে "فَأَعْتَرَفَ بِالزَّنى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" (অতএব, সে তিনবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করল) একথা উল্লেখ রয়েছে।

৪২৮২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ) عَنْ غِيْلَانَ (وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَ أَطَهَّرُكَ فَقَالَ مِنَ الزِّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَاهُ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشْرَبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهَ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرِيهِ فَرَجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلُ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلُ يَقُولُ مَاتُوبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَانْرَجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَى رِضَاعِهِ يَأْتِي اللَّهَ ﷻ فَرَجَمَهَا -

৪২৮২. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা হামদানী (র)..... সুলায়মান ইব্ন বুয়ায়েদ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয ইব্ন মালিক নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দুর্ভাগা! ফিরে চলে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্পদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী ﷺ পূর্বের মতই কথা বললেন। চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বললো, ব্যভিচার হতে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার সঙ্গী সাথীদের নিকট) জিজ্ঞাসা করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে? তখন তাঁকে জানানো হল যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মদ খেয়েছে? তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং তার মুখ শুঁকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? সে বললো, জী হ্যাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। পরে এ ব্যাপারে জনগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয় সে (মা'ইয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয় তার পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মা'ইয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তাঁর হাতের উপর রাখলো। এরপর বললো, আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনাকারী বলেন যে, দু'তিন দিন পর্যন্ত মানুষ এ অবস্থায় অতিবাহিত করল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন তখন তারা (সাহাবীগণ) বসে ছিলেন। তিনি সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মা'ইয ইব্ন মালিক এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ মা'ইয ইব্ন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে এমন 'তাওবা' করেছে যে, যদি তা এক উম্মাতের লোকদের মাঝে বণ্টিত হয় তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর নিকট আযদ গোত্রের শাখা গামিদ উপগোত্রের এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, দুর্ভাগা! তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা বললো, আপনি কি ইচ্ছা করছেন যে, আমাকেও ফিরিয়ে দেবেন— যেমনিভাবে মা'ইয ইব্ন মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? মহিলা বললো, সে (আমি) তো ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী। তিনি (রাসূল ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই? সে বলল, জী- হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, গামেদী মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে 'রজম' করতে পারি না। তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। বর্ণনাকারী তখন তিনি তাকে আদেশ প্রদান করে। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করলেন।

৪২৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (وَتَقَارِبًا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَبَّاسٌ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَا اللَّهُ إِنِّي لَحَبْلِي قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدَتْهُ قَالَ أَذْهَبِي قَارِضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَأْنِيهِ اللَّهُ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ أَيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ-

৪২৮৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মা'ইয ইবন মালিক আসলামী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং ব্যভিচার করেছি। আমি চাই যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন।' তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার তাঁর কাছে আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন দ্বিতীয়বারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এ কথা বলে প্রেরণ করলেন। তার কোন কিছু আপত্তিকর মনে করছ? যে তোমরা তার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে বলে জান এবং তাকে পূর্ণ বুদ্ধিমান (ও সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির) বলেই জানি। এরপর মা'ইয তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করলো। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করলেন। তখনও তারা তাঁকে জানালো যে, আমরা তার সম্পর্কে ও তার বুদ্ধি সম্পর্কে বিরূপ কিছু জানি না। এরপর যখন চতুর্থবার তিনি আগমন করলেন, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হল এবং তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ প্রদান করলেন। তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামিদী এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী দিন আবার ঐ মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি আমাকে ঐভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেমনভাবে আপনি মাইযকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহর শপথ, 'নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী'। তখন তিনি বললেন, যদি (ফিরে যেতে না চাও), তবে (আপাততঃ এখনকার মত) চলে যাও এবং প্রসবকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর। রাবী বলেন, এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল— তখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করলো এবং বললো, এই সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও তাকে (সন্তানকে) দুধ পান করাও গিয়ে। দুধপান করানোর সময় উত্তীর্ণ হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হল তখন ঐ মহিলা শিশু সন্তানটিকে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করলো— এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বললো, হে আল্লাহর নবী! (এইতো সেই শিশু) তাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়। তখন শিশু সন্তানটিকে তিনি একজন মুসলমানকে প্রদান করলেন। এরপর তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তার বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হল এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) আদেশ দিলেন। তারা তখন তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মহিলার মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে তার মুখমণ্ডলে রক্ত ছিটকে পড়লো। তখন তিনি মহিলাকে গালি দিলেন। নবী ﷺ তার গালি দেয়া শুনে পেলেন। তিনি বললেন, ধীরে হে খালিদ! সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করেছে, যদি কোন জুলুমবাজ (চাঁদাবাজ) ব্যক্তিও এমন তাওবা করতো, তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেতো। এরপর তার জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। তিনি তার জানাযায় সালাত আদায় করলেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো।

৪২৮৪. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ)

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهِلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا

মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—২৯

فَاقِمَهُ عَلَى فِدْعَا نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتْنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى -

৪২৮৪. আবু গাস্‌সান মালিক ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ মিসমাদি (র)..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জুহায়না গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। সে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি 'হদ্দ' (শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তি) এর উপযোগী হয়েছি। অতএব আমার উপর তা কার্যকর করুন। তখন আল্লাহর নবী ﷺ তার অভিভাবককে ডাকালেন এবং বললেন, তাকে ভালভাবে সংরক্ষণ করে রেখো। পরে সে যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। সে তাই করলো। এরপর আল্লাহর নবী ﷺ তার ব্যাপারে (শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তখন মহিলার কাপড়-চোপড় শক্ত করে বাঁধা হল। এরপর তিনি তার ব্যাপারে (শাস্তি কার্যকর করার) আদেশ দিলেন। তাকে পাথর মারা হল। পরে তিনি তার উপর (সালাত) আদায় করলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তার (জানাযার) সালাত আদায় করছেন অথচ সে তো ব্যভিচার করেছে? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বণ্টিত হতো, তবে তাদের জন্য তাই যথেষ্ট হতো। তুমি কি তার চেয়ে অধিক উত্তম তাওবাকারী কখনও দেখেছো? সেতো নিজের জীবন আল্লাহর ওয়াস্তে প্রদান করেছে।

৪২৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪২৮৫. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসির (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِّنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَآغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ -

৪২৮৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)..... আবু হুরায়রা এবং য়াদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, এক পল্লীবাসী (বেদুঈন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হুকুম প্রদান করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ অপর এক ব্যক্তি যে তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল বলল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করুন এবং (এর আগে) আমাকে (কথা বলার) অনুমতি প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বলো। লোকটি বললো, আমার এক ছেলে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে কর্মচারী ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর শাস্তি আরোপিত হবে। সুতরাং আমি একশ' ছাগল ও একটি দাসী তার বিনিময়ে প্রদান করলাম। এরপর আমি এ ব্যাপারে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছর কাল নির্বাসনের হুকুম বলবৎ হবে। আর ঐ মহিলার উপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর হুকুম কার্যকর হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে দেব। সুতরাং দাসী এবং ছাগল ফেরত দেয়া হবে। আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের হুকুম কার্যকর হবে। হে উনাইস (রা) (একজন সাহাবী) তুমি আগামীকাল প্রত্যুষে ঐ মহিলার কাছে গমন করবে (এবং ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে।) যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করবে। রাবী বলেন, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মহিলার কাছে গেলেন (এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন।) সে স্বীকার করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলার ব্যাপারে (শরীআতের হুকুম কার্যকর করার) আদেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মারা হল।

৪২৮৭. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৪২৮৮. আবু তাহির, হারমালা, আমর আন-নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২৮৮. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاؤُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَآهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ-

৪২৮৮. হাকাম ইব্ন মুসা আবু সালিহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ইয়াহুদী পুরুষ এবং এক ইয়াহুদী নারীকে আনা হল, যারা ব্যভিচার করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তাওরাত কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি কি পাও? তারা বলল, আমরা উভয়ের মুখমণ্ডলে কালি লাগিয়ে দেই এবং উভয়কে বিপরীতমুখী করে উটের উপর আরোহণ করিয়ে পরিভ্রমণ করাই। (এই হল তাওরাতে বর্ণিত শাস্তি) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তোমরা তাওরাত কিতাব আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা তখন তা নিয়ে এল এবং পাঠ করতে শুরু করল। যখন "رجم" (আলোচনার)-এর নিকটবর্তী হল তখন যে যুবকটি পাঠ করছিল সে তার হাত "اية الرجم" (পাথর নিক্ষেপের আয়াত) এর উপর রেখে দিল। এবং তার সামনের ও পিছনের অংশ পাঠ করলো। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন, বললেন, আপনি তাকে আদেশ করুন- যেন সে তার হাত উঠিয়ে ফেলে। সে তার হাত উঠিয়ে নিল। দেখা গেল যে, এর নিচেই "اية الرجم" (পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনকে পাথর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। দু'জনকে পাথর মারা হল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, যারা তাদের পাথর মেরেছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, পুরুষটি নারীটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। (অর্থাৎ ভালবাসার আকর্ষণে নিজেই পাথরের আঘাত গ্রহণ করছিল)।

٤٢٨٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزَّنا يَهُودِيَيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنِيَا فَاتَتْ يَهُودٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ-

৪২৮৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবু তাহির (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন ইয়াহুদীকে এক পুরুষ এবং এক নারী ব্যভিচারের কারণে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করেন। ইয়াহুদীরা উভয়কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এল। এরপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ-

৪২৯০. আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা তাদের একজন পুরুষ ও নারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলো যারা ব্যভিচার করেছিল। অতঃপর উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে নাসি' (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৯১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هُكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجْدَهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا : تَعَالَوْا فَلَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالضَّعِيفِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ االلَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ [٥/ المائدة : ٤١] يَقُولُ : اسْتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٥/٤٤) وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥/٤٥) وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فِي الْكُفْرِ كُلِّهَا -

৪২৯১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে একজন ইয়াহুদীকে কালি মাখা এবং বেত্রাঘাতকৃত (লাঞ্ছিত) অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারের শাস্তি এরূপই পেয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাদের মধ্য হতে একজন আলিম ব্যক্তিকে ডাকালেন এবং বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যিনি মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর শাস্তি এরূপই পেয়েছ? তখন তিনি (ইয়াহুদী আলিম ব্যক্তি) বললেন, না। তিনি আরো বললেন, আপনি যদি আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে এভাবে না বলতেন তবে আমি আপনাকে জানাতাম না। আমরা তা (প্রকৃত শাস্তি) রজম (পাথর নিক্ষেপ করা)-ই পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে এর ব্যাপকতা দেখা দিলে আমরা যখন এতে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে ধরে ফেললে, তখন তাকে ছেড়ে দিতাম এবং যখন কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পাকড়াও করলে তখন তার উপর হৃদ [শরীআতের প্রকৃত শাস্তি (حد)] বাস্তবায়িত করতাম। পরিশেষে আমরা বললাম, তোমরা সকলেই এসো, আমরা সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে একটি শাস্তি নির্ধারিত করে নেই, যা অভিজাত ও দুর্বল সকলের উপরই প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমরা ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপের পরিবর্তে কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাত করাকেই স্থির করেনিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আপনার আদেশ "رجم" বাস্তবায়িত করলাম, যা তারা বিলুপ্ত করে ফেলেছিল। সুতরাং তিনি তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে ঐ ইয়াহুদীকে পাথর মারা হল। এরপর মহান আল্লাহ এই আয়াত يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ হে রাসূল! যারা কুফরী কাজে দ্রুতগামী তাদের কার্যকলাপ যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। যদি তোমরা তা প্রদত্ত হও, তবে তা ধারণ কর" পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

তারা (ইয়াহুদীরা) বলতো যে, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গমন করো, যদি তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে- কালি লাগানো এবং বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন, তবে তোমরা তা কার্যকর করবে; আর যদি তিনি রজমের নির্দেশ দেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহ তা'আলা (এই মর্মে) আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

“যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াত মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারাই হলো কাফির সম্প্রদায়।”
“আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াত অনুসারে বিচার করে না তারাই হলো অত্যাচারী দল।” “আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াত অনুযায়ী বিচার করে না তারাই হলো সীমালংঘনকারী দল।” এই সব আয়াতই কাফিরদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়।

৪২৯২. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نَزُولِ الْآيَةِ .

৪২৯২. ইবন নুমায়র ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)... আ'মাশ (র) থেকে একই সূত্রে فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ফরজিম -এর আদেশ প্রদান করলেন, এরপর (ঐ ইয়াহুদীকে) পাথর মারা হল” পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেন। এরপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ তিনি উল্লেখ করেননি।

৪২৯৩. وَحَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجْلًا مِنْ أَهْلِ يَهُودٍ وَأَمْرَأَتُهُ .

৪২৯৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একজন পুরুষ এবং একজন ইয়াহুদী পুরুষ ও তার (যিনাকৃত) নারীর ব্যাপারে (ব্যভিচারের জন্য) পাথর নিক্ষেপ করার শাস্তি কার্যকর করেন।

৪২৯৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يُوْحُ بْنُ عُبادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَمْرَأَةً .

৪২৯৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইবন জুরাইজ (রা) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি “এবং (তার নারীস্থলে) নারী” এই শব্দটি উল্লেখ করেন।

৪২৯৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي .

৪২৯৫. আবুল কামিল জাহদারী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু ইসহাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি (ব্যভিচারের জন্য) রজম (এর শাস্তি প্রদান) করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, 'সূরা নূর' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, না পরে? তখন তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

৪২৯৬. حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدَكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ-

৪২৯৬. ইসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার কার্য প্রকাশ পায় (প্রমাণিত হয়) তবে তাকে শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি হদ রূপে বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার নির্বাসন (ভৎসনা) করবে না। এরপর যদি দ্বিতীয়বার সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) হদ রূপে বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে কোন প্রকার নির্বাসন (ধমকি) দিবে না। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার কার্য প্রকাশ (স্বপ্রমাণ হয়) পায় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, চুলের দড়ি পরিমাণ মূল্যে হলেও। (অর্থাৎ অতি কম মূল্য হলেও।)

৪২৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كُلُّهُمَا عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لِيَبِغْهَا فِي الرَّابِعَةِ-

৪২৯৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আবদ ইবন হুমায়দ, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী, হান্নাদ ইবন সারী..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে দাসীর বেত্রাঘাত সম্পর্কে বর্ণিত যে, “যখন সে পরপর তিনবার ব্যভিচার করে, এরপর চতুর্থবারে তাকে বিক্রি করে দেবে”।

৪২৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بَيْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ-

৪২৯৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কানাবী ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন কোন অবিবাহিত দাসী ব্যভিচার করে এর হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা হল- তখন তিনি বললেন, যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবার যদি সে ব্যভিচার করে তবে আবারও বেত্রাঘাত করবে। এরপরও যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে এবং পরিশেষে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদি একটি দড়ির (মূল্যের) বিনিময়েও হয়। ইব্ন শিহাব (সন্দেহসূচক) বর্ণনা করেছেন যে, আমি জানি না বিক্রি করার নির্দেশটি কি তৃতীয় বারের পরে, না চতুর্থ বারের পরে।

কানাবী (র) তার বর্ণনায় বলেন যে, ইব্ন শিহাব (র) "الضفير" শব্দের অর্থ "الحبل" (দড়ি) বলেছেন।

٤٢٩٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ-

৪২৯৯. আবু তাহির (র) আবু হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ - কে দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, এ হাদীস তাদের উভয়ের সূত্রে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ। আর তিনি ইব্ন শিহাবের উক্তি "الضفير" এর অর্থ "الحبل" (দড়ি) একথা উল্লেখ করেননি।

٤٣٠٠- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ-

৪৩০০. আমর আন নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাদের উভয়ের হাদীসে দাসী বিক্রি সম্পর্কে 'তৃতীয়বারে অথবা চতুর্থবারে' একথায় সন্দেহসূচক বর্ণনা করেছেন।

٦- بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النَّفْسَاءِ

৬. পরিচ্ছেদ : প্রসূতিদের 'হদ্দ' বিলম্বিত করা

٤٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي غُبَيْرِ الرَّحْمَنِ قَالَ خُطِبَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرْقَائِكُمْ

الْحَدُّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنْتٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنَفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ -

৪৩০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাকর মুকাদ্দামী (র)..... আবু আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আলী (রা) এক ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (ব্যভিচারী) দাস-দাসীদের উপর শরীয়তের হুকুম “হৃদ কার্যকর কর, তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক দাসী ব্যভিচার করেছিল। সুতরাং তিনি তাকে বেত্রাঘাত করার জন্য আমাকে আদেশ দিলেন। সে তখন (নিফাস) সদ্য প্রসূতি অবস্থায় ছিল। আমি তখন ভয় করলাম যে, এমতাবস্থায় যদি আমি তাকে বেত্রাঘাত করি- তবে হয়ত তাকে মেরেই ফেলবো। এই ঘটনা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছো।

٤٣٠٢- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ أَتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاطِلَ -

৪৩০২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... সুদী (রা) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি “তাদের মধ্যকার বিবাহিত এবং অবিবাহিত” একথার উল্লেখ করেন নি। তাঁর বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে (বিলম্বিত করে) রেখে দাও।”

৭- بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

৭. পরিচ্ছেদ : মদ্যপানের শাস্তি

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ .

৪৩০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট একদিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো যে মদ্যপান করেছিল। তখন তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বারের মত তাকে বেত্রাঘাত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যে আবু বকর (রা) ও (তাঁর খিলাফত আমলে) তাই করেন। পরে যখন উমর (রা) খালীফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, (শরী'আতে নির্ধারিত) লঘুতম হৃদে রয়েছে (বেত্রাঘাত)। তখন উমর (রা)-এরই আদেশ দিলেন।

٤٣٠٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৪৩০৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীবুল হারিসী (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হল..... অতঃপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৩০৫. حَدَّثَنَا بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخْفِ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ -

৪৩০৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদপানে খেজুরের ডাল ও চপ্পল (জুতা) দ্বারা প্রহার করেছেন। আবু বকর (রা) (তাঁর আমলে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। উমর (রা) এর খিলাফত কালে মানুষের সমৃদ্ধি এলে তারা সবুজ শ্যামল ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করলো। (অর্থাৎ মদপানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।) তিনি তাদেরকে (সাহাবীদের) বললেন, মদপানের বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমি মনে করি যে, আপনি (শরী'আতে নির্ণীত) লঘুতর হদ্দের সমপরিমাণ নির্ধারণ করুন। তখন উমর (রা), (মদপানের দণ্ড) আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

৪৩০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَهُ .

৪৩০৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... হিশাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩০৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى -

৪৩০৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মদপানের অপরাধে জুতো এবং খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করতেন। অতঃপর উল্লিখিত হাদীস বর্ণনাকারীদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি..... “সবুজ শ্যামল বসতি” কথাটি উল্লেখ করেননি।

৪৩০৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ) عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَى بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حَمْرَانِ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَّقِيَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَّقِيَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَاعْلَى قُمْ فَأَجْلِدْهُ فَقَالَ عَلَى قُمْ يَا

حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَ عَلَى يَعْدُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زَادَ عَلَى بْنِ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ -

৪৩০৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, আলী ইবন হুজর ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) (বর্ণনার ভাষ্য), হুসাইন ইবন মুনযির আবু সাসান (র)..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদকে তাঁর কাছে আনা হল। সে ফজরের দু'রাকাত সালাত আদায় করে বলেছিল, আমি আরো অধিক রাকাত আদায় করবো? তখন দু'ব্যক্তি ওয়ালীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তাদের একজন হুমরান। সে বলল, তিনি মদ খেয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন উসমান (রা) বললেন, সে মদ খাওয়ার কারণেই বমি করেছে। অতএব তিনি বললেন, হে আলী (রা) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্রাঘাত করুন। তখন আলী (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, হে হাসান! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। হাসান (রা) বললেন, যে “ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সেই তার তিক্ততা ভোগ করতে দিন”। (এতে যেন আলী (রা) তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হলেন)। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্রাঘাত কর। তখন বললেন, থামো! নবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আর আলী (রা) তা গণনা করলেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হল- এবং আবু বকর (রা) ও (তাঁর খিলাফতকালে) চল্লিশটি মেরেছেন। আর উমর (রা) (তাঁর খিলাফতকালে) আশিটি মেরেছেন। আর এর প্রতিটিই সুন্নাত (তরীকা)। তবে এটি (চল্লিশটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আলী ইবন হুজর (র) তাঁর বর্ণনায় কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল (র) বলেন যে, আমি তা দানাজ থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু তা আমার মনে নেই।

৪৩০৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتُ فِيهِ فَاجِدُ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ حَدِّ الْخَمْرِ لَأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ -

৪৩০৯. মুহাম্মদ ইবন মিনহালুদারীর (রা)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোন অপরাধীর উপর ‘হদ্দ’ (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগে যদি সে মারা যায় তাতে আমি ব্যথিত হব না। কিন্তু মদ্যপায়ীর শাস্তি (প্রদানে আমি ভীত)। কেননা, এতে যদি সে মারা যায় তবে আমি তার ‘দিয়্যাত’ (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবো। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট রূপে স্থির করে দেননি।

৪৩১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৩১০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৮. بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

৮. পরিচ্ছেদ : তাযীর^১ এর বেত্রাঘাতের পরিমাণ

৪৩১১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

৪৩১১. আহমাদ ইবন ইসা (র)..... আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কাউকে যেন আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হদ জাতীয় অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের অধিক বেত্রাঘাত না করা হয়।

৯. بَابُ الْحُدُودِ كَفَّارَاتُ لَهَا

৯. পরিচ্ছেদ : 'হুদূদ'-শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি অপরাধীর জন্য 'কাফ্ফারা' পাপ ক্ষমা হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

৪৩১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبِلَ الْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

৪৩১২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমার কাছে এ কথার বায়আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না এবং কাউকে হত্যা করবে না যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ কিসাস হিসাবে অথবা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে তা পূর্ণ করবে, সে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তা তার জন্য কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

১. যে অপরাধ হদযোগ্য নয়- অর্থাৎ শরীআতে যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়নি। এ জাতীয় অপরাধের কারণে যে শাস্তি প্রদান করা হয় তাকে তাযীর বলা হয়।

৪৩১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ۔

৪৩১৩. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র)..... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে এটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, “অতঃপর, তিনি আমাদের কাছে নারীদের (বায়আত সংক্রান্ত) আয়াত (অর্থ) : তারা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।” (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

৪৩১৪. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقَ وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْصِيَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كُفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُ۔

৪৩১৪. ইসমাইল ইব্ন সালিম (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে অনুরূপ অঙ্গীকার (বায়আত) নিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছেন মহিলাদের থেকে যেন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করব না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ দিব না। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর তোমাদের মধ্যে এমন কোন অপরাধ করে যাতে (হদ) শরীআতের শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় হয়, অতঃপর তার উপর সেই শাস্তি কার্যকর করা হয়, তবে তা তার অপরাধের কাফ্যারা (বদলা) হয়ে যাবে। আর যাকে (যে ব্যক্তির পাপ কার্য) আল্লাহ গোপন রাখলেন, তার বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৪৩১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِيحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمَنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقَ وَلَا تَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَنْتَهَبَ وَلَا تَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

৪৩১৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি সে সব নাকীব (গোত্রের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র)-দের একজন ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ

এর নিকট বায়আত নিয়েছিলেন। আমরা শপথ নিলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবো না, ব্যভিচার করবো না, চুরি করবো না, কোন প্রাণকে হত্যা করবো না- যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে। (অর্থাৎ কিসাস- বা-‘হদ্’ এর মাধ্যমে।) এবং লুটতরাজ (ছিনতাই) করবো না ও কোন প্রকার নিষিদ্ধ কর্মও করবো না। যদি আমরা ঐরূপ করতে পারি তবে আমাদের জান্নাত মিলবে। আর যদি আমরা উল্লিখিত অপরাধের কোনটিতে লিপ্ত হই, তবে এর ফায়সালা আল্লাহ তা‘আলার কাছেই। ইবন রুমহ (তার রিওয়াযাতে) বলেন, এর ফায়সালা মহান মহিয়ান আল্লাহর কাছেই।

১০. بَابُ جَرْحِ الْعَجَمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارُ

১০. পরিচ্ছেদ : কোন পশুর আঘাতে কেউ আহত বা নিহত হলে, কিংবা খনি বা কূপে নিপতিত হয়ে আহত বা নিহত হলে এতে কোন ‘দিয়াত’ বা ক্ষতিপূরণ অত্যাৱশ্যকীয় হবে না।

৪২১৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْعَجَمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔

৪৩১৬ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : পশুর আঘাত ক্ষতিপূরণ মুক্ত কূপে (নিপতিত হয়ে হতাহত হওয়া) ক্ষতিপূরণ মুক্ত এবং খনিতে নিপতিত হয়ে হতাহত হওয়া ক্ষতিপূরণ (দায়) মুক্ত। (অর্থাৎ ঐসব কারণে যদি কেউ আহত বা নিহত হয়, তবে এতে কোন ‘দিয়াত’ বা ক্ষতিপূরণ নেই।) আর গুপ্তধন অথবা খনিজ পদার্থে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।

৪২১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى) حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ۔

৪৩১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ও মুহাম্মদ ইবন রাফি‘ (র)..... যুহরী (র) থেকে লাইস (র) এর সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪২১৮. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

৪৩১৮. আবু তাহির ও হারমালা (র).... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৩১৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جُرْحُهَا جِبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُرْحُهُ جِبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جِبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

৪৩১৭. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কূপের মধ্যে পতিত হয়ে কেউ আহত বা নিহত হলে তা ক্ষতিপূরণ মুক্ত, খনিতে আহত হলে তাও ক্ষতিপূরণ মুক্ত এবং পশুর আক্রমণে আহত হলেও তা ক্ষতিপূরণ মুক্ত। আর খনিতে অথবা গুপ্তধনে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত।

৪৩২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৩২০. আবদুর রাহমান ইবন সালাম, উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয, ইবন বাশ্শার (র)....সকলই আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

كِتَابُ الْأَقْضِيَّةِ

অধ্যায় : বিচার-বিধান

١- بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : শপথ বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য

٤٣٢١- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْبَيَّ بْنَ أَبِي قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ-

৪৩২১. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যদি লোকের দাবী অনুসারে তাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা হতো তবে যে কোন লোক অপর ব্যক্তির জানমাল দাবী করে বসতো। তাই বিবাদীর জন্য শপথ নেওয়ার বিধান রয়েছে।

٤٣٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ-

৪৩২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাদী থেকে (আল্লাহর নামে) শপথ নেওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন।

٢- بَابُ قَضِيَّةٍ مِنْدٍ

২. পরিচ্ছেদ : ‘হিন্দা (রা)-এর ঘটনা’

٤٣٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ) حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ-

৪৩২৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাদীর (কসম) শপথ গ্রহণ এবং একজন সাক্ষীর মাধ্যমে মুকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছেন।

৪৩২৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ۔

৪৩২৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুকাদ্দমা নিয়ে আমার কাছে আগমন করে থাক এবং তোমাদের একজন অপরজন অপেক্ষা যুক্তিতর্কে অধিক বাকপটু হয়ে থাকে। স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো। আমি তার কথা শুনে তার অনুকূলে রায় প্রদান করি। সুতরাং এতে যদি তার ভাইয়ের হকের কিছু তাকে প্রদান করি (বাস্তবে হয়ত এতে তার কোন অধিকারই নেই) তখন তার কর্তব্য হবে তা গ্রহণ না করা। কেননা, এতে যেন আমি তাকে জাহান্নামের এক খণ্ড আগুন প্রদান করলাম।

৪৩২৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৪৩২৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরাইব (র).... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩২৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلْبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا۔

৪৩২৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাজার দ্বার প্রান্তে বাদী বিবাদীর শোরগোল শুনে পেলেন। তখন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি তো একজন মানুষ। তবে আমার কাছে যখন কোন বাদী বিবাদী আসে তখন হয়ত একজন অপরজন থেকে অধিক বাকপটু হয়। আর আমি মনে করি যে, সেই সত্যবাদী। আমি যার পক্ষে মুসলিমদের হকের ব্যাপারে রায় দেই, তা বস্তুত জাহান্নামের একটি টুকরা। সুতরাং সে তা গ্রহণ করুক কিংবা ছেড়ে দিক (তা তার ইচ্ছা)।

৪৩২৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ لَجِبَةً خَصِمَ بِبَابٍ أُمِّ سَلَمَةَ -

৪৩২৭. আমরা আন-নাকিদ আব্দ ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... যুহরী (র) থেকে সনদে ইউনুস (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার (র) এর হাদীসে লজ্বে এর পরিবর্তে এলম্বা এর পরিবর্তে উল্লেখ রয়েছে।

৩. بَابُ قِصَّةِ هِنْدٍ

৩. পরিচ্ছেদ : 'হিন্দা (রা)-এর ঘটনা'

৪৩২৮. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ -

৪৩২৮. আলী ইব্ন হুজর সাদী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দ (রা) বিন্ত উত্বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আবু সুফিয়ান একজন কপণ ব্যক্তি। তিনি আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি প্রদান করেন না। তবে আমি তার অজ্ঞাতেই তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় খরচাদি গ্রহণ করে থাকি। এতে কি আমার কোন দোষ (পাপ) হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাঁর সম্পদ থেকে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়। এমন সংগত পরিমাণ নিতে পার।

৪৩২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৩২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর, আবু কুরাইব, ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) হিশাম (র) এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৩৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ

خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَى مَنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَاسُفِيَّانَ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ فَهَلْ عَلَى حَرْجٍ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَرْجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ -

৪৩৩০. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম, পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে, তাঁদের আল্লাহ লাঞ্চিত করুন। আর এখন পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক আকাঙ্ক্ষা নেই যে, আল্লাহ তাঁদের সম্মান প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সেই মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তা আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তিনি (হিন্দ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। তবে আমি যদি তার বিনা অনুমতিতে তার পরিবার পরিজনের জন্য তার সম্পদ থেকে খরচ করি, এতে কি আমার কোন দোষ হবে? তখন নবী ﷺ বললেন : তাদের জন্য তুমি যথাবিধি খরচ করলে কোন দোষ হবে না।

৪৩৩১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفِيَّانَ رَجُلٌ مُسَيِّكٌ فَهَلْ عَلَى حَرْجٍ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ -

৪৩৩১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ (রা) বিন্ত উত্বা ইব্ন রবীআ, এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক বাসনা ছিল না যে, তাঁরা লাঞ্চিত হোক। আর আজ পৃথিবীর মধ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে অন্য কোন পরিবার পরিজনের প্রতি আমার এত অধিক বাসনা নেই যে, তাঁরা সম্মানিত হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সেই মহান আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তারপর হিন্দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। এমতাবস্থায় আমি যদি আমাদের পরিবার পরিজনকে (যাদের খোর-পোষ তার দায়িত্বে তাদেরকে) তার সম্পদ থেকে খাবার প্রদান করি তবে কি এতে আমার কোন দোষ হবে? তিনি বললেন, (তা করবে) না, তবে যদি যথাবিধি হয়।

৪- بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعِ وَهَاتِ
وَهُوَ الْامْتِنَاعُ مِنْ آدَاءِ حَقِّ لَزْمِهِ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

৪. পরিচ্ছেদ : বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না-হক কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ।

৪২৩২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ-

৪৩৩২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হল : ১. তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে, ২. তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক করবে না এবং ৩. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন : ১. বাজে কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।

৪২৩৩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا -

৪৩৩৩. শায়বান ইবন ফাররুখ (র).....সুহাইল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন : “এবং তিনি তিনটি কাজে তোমাদের প্রতি রাগান্বিত হন”। “এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না” কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

৪২৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَمَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ-

৪৩৩৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র).....মুগীরা ইবন শু'বা সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তান জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলা এবং অন্যের হক আদায় না করা এবং না-হক কোন বস্তু প্রার্থনা করা। আর তিনটি বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন। তা হল : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।

৪২৩৫- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ -

৪৩৩৫. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... মানসুর (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের উপর হারাম করেছেন”। আর “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন” এই বাক্যটি তিনি বলেননি।

৪৩৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِشْرِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَأِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ-

৪৩৩৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর কাতিব লেখক (সচিব) আমাকে বলেছেন যে, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, এমন কিছু বিষয় আমাকে লিখে জানান। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. সম্পদ বিনষ্ট করা এবং ৩. অধিক প্রশ্ন করা।

৪৩৩৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَاقَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَادَالَيْنَاتٍ وَلَا وَهَاتٍ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

৪৩৩৭. ইবন আবু উমার (র)..... ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লেখেন : “আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় হারাম করেছেন এবং তিনটি কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি হারাম করেছেন : পিতামাতার অবাধ্যতা, জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং হক আদায় না করা ও না-হক কিছু প্রার্থনা করা। আর তিনি তিনটি কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, তা হলো : ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. মাল-সম্পদ বিনষ্ট করা।

৫- بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৫. পরিচ্ছেদ : বিচারকের প্রতিদান, প্রচেষ্টার পর সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুক বা ভুল করুক

৪৩৩৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ-

৪৩৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী (র).....আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর রায় দেন, অতঃপর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান (দ্বিগুণ সাওয়াব)। আর যদি তিনি চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রদানের সময় ভুল করেন, তবুও তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।

৪৩৩৯. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

৪৩৩৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর (র) আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে আরো উল্লেখ করেছেন, রাবী ইয়াযীদ বলেন, আমি হাদীসটি আবু বাকর ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন যে, আমাকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবু সালমা (র) এরূপ হাদীছ বলেছেন।

৪৩৪০. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيَّ) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا۔

৪৩৪০. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী.....ইয়াযিদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে হাদীসটি উভয় সূত্রে আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ (র) এর বর্ণিত রিওয়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. بَابُ كَرَامَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

৬. পরিচ্ছেদ : ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের বিচার করা নিষিদ্ধ

৪৩৪১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي (وَكُتِبَتْ لَهُ) إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ۔

৪৩৪১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা সিজিস্তানের বিচারক আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকরা (র)-কে একটি পত্র লিখলেন (তাঁর পক্ষে আমি লিখে দিলাম) যে, আমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার না করেন।

৪৩৪২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُثْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ -

৪৩৪২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, শায়বান ইব্ন ফাররুখ, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয ও আবু কুরাইব (র)..... আবু বাকরা (র) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু আওয়ানা (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭- بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدُّ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ

৭. পরিচ্ছেদ : বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদআতী কার্যকলাপ উচ্ছেদ

٤٣٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -

৪৩৪৩. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আওন হিলালী (র).....আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।

٤٣٤٤- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلْثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

৪৩৪৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার তিনটি বাসস্থান ছিল। অতঃপর, সে (মৃত্যুকালে) প্রত্যেক বাসস্থানের এক-তৃতীয়াংশ দান করার অসিয়াত করে যায়। তিনি বললেন, এ সকল অংশকে এক বাসস্থানে একত্রিত করা হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যা আমাদের নীতি ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

৮. بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

৮. পরিচ্ছেদ : উত্তম সাক্ষীগণ

৪৩৪৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا -

৪৩৪৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? উত্তম সাক্ষী হল সেই ব্যক্তি যাকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকার আগেই সে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসে।

৯. بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

৯. পরিচ্ছেদ : মুজতাহিদগণের মতভেদ সম্পর্কে

৪৩৪৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِأَبْنٍ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكَ أَنْتَ وَقَالَتِ الْآخَرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ أُتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَنْدِمًا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدِيَّةَ -

৪৩৪৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দু'জন মহিলার তাদের নিজ নিজ ছেলে ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে যায়। তখন তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো, তোমার ছেলেকে (বাঘে) নিয়েছে। আর দ্বিতীয় জন বললো, বরং তোমার ছেলেকে (বাঘে) নিয়েছে। এই নিয়ে পর দু'জন দাউদ (আ)-এর নিকট নালিশ নিয়ে গেল। তিনি বয়সে বড় মহিলার পক্ষে সন্তানের রায় দিলেন। তখন উভয়ে বেরিয়ে সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সে ঘটনা বলল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি সন্তানটিকে কেটে উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেবো। তখন ছোট মহিলাটি বললো, না, তো করবেন না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। (আমি মেনে নিলাম) ছেলেটি ঐ মহিলারই। তখন তিনি ছোট মহিলার পক্ষে ছেলে প্রদানের রায় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি "সَكِينٌ" 'ছুরি' শব্দটি সেদিন ব্যতীত আর কখনও শুনিনি। আমরা "مُدِيَّةٌ" বলতাম।

৪৩৪৭. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ (يَعْنِي مَيْسِرَةَ الصَّنْعَانِي) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرَقَاءَ.

৪৩৪৭ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ ও উমাইয়া ইবন বিস্তাম (র) আবু যিনাদ (র) থেকে এই সূত্রে ওয়ারকা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০. بَابُ إِسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

১০. পরিচ্ছেদ : বিচারক কর্তৃক বিবদমান দু'দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়া উত্তম

৪৩৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جِرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ الْكُفَا وَلَدُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا.

৪৩৪৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র).....হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) যে সকল হাদীস আমাদের বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। যে ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করেছিল সে তার কেনা সম্পত্তিতে একটি কলসী পেল। তাতে স্বর্ণ ছিল। যে সম্পত্তি ক্রয় করেছিল সে বিক্রেতাকে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে তোমার স্বর্ণ বুঝে নাও। আমি তো তোমার কাছে থেকে ভূমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। তখন যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল সে বলল, আমি তো তোমার কাছে ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি। তিনি বলেন, তারপর উভয়েই এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে এর ফয়সালা চাইল। তখন, সে বলল, তোমাদের কি কোন সন্তান আছে? তাদের একজন বলল যে, আমার একটি ছেলে আছে এবং অপর জন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলেটিকে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দাও এবং এ উপলক্ষে তোমরা তোমাদের জন্য তা খরচ কর এবং (এ থেকে) সাদাকা কর।

كِتَابُ اللَّقْطَةِ

অধ্যায় : হারানো বস্তু প্রাপ্তি

৪৩৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاعَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْأَفْشَانُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا -

৪৩৪৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন : তুমি তার থলে এবং তার বাঁধন ভাল করে চিনে রাখবে। তারপর এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দেবে। এই সময়ের মধ্যে যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দিবে।) অন্যথা তা তোমার ইখতিয়ারভুক্ত। তারপর সে হারানো ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তা তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : এ নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে তার পানির মশক (পেটের মধ্যে পানি ধারণের থলে) এবং তার জুতা (জুতোর মত পায়ের পাতা (মরুভূমিতে চলার উপযোগী))। সে নিজেই পানির ঘাটে যাবে এবং গাছের পাতা খাবে যতক্ষণ না মালিক তাকে পেয়ে যায়। ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমার মনে হয় আমি "عفاصها" পড়েছি।

৪৩৫০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وَكَاعَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ (أَوْ احْمَرَّوْجُوهُ) ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

৪৩৫০. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তুমি এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিবে এবং তুমি থলি ও বাঁধন চিনে রাখবে। তারপরে তুমি তা খরচ করতে পার। আর যদি তার প্রকৃত মালিক আসে, তবে তাকে তা আদায় করে দিবে। তারপর সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারানো বস্তু (কী হুকুম)? তিনি বললেন : তা তুমি নিয়ে রাখ। কেননা, এটি তুমি নিবে কিংবা তোমার ভাই নিবে কিংবা নেকড়ে নিয়ে যাবে। তারপর সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে হারানো উট (হয়)? বর্ণনাকারী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর উভয় গু লাল হয়ে গেল। (অথবা রাবী বলেছেন : তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল।) তারপর তিনি বললেন : তাকে নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে তার জুতো আর পানির মশক; যতক্ষণ না তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।

৪৩৫১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رِبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرُو وَفِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفَقَهَا۔

৪৩৫১. আবু তাহির (র).....রাবীআ ইব্ন আবু আবদুর রহমান (র) থেকে একই সূত্রে মালেক (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, যখন এর কোন দাবীদার না আসে তখন তা খরচ করে দেবে।

৪৩৫২. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَحْمَارُ وَجْهَهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ۔

৪৩৫২. আহমাদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম আওদী (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল.....অতঃপর তিনি ইসমাইল ইব্ন জা'ফর (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, “তখন তাঁর (পবিত্র) মুখমণ্ডল ও ললাট লাল হয়ে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন” এবং ‘আর তা এক বছর ঘোষণা করবে’-এর পরে আরো বলেছেন, যদি এর মালিক না আসে, তবে তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে।

৪৩৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَأَهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعُهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءً هَا وَسِقَاءً هَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ -

৪৩৫৩. আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র), রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সোনার অথবা রূপার হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : তুমি এর বন্ধন ও থলে চিনে রাখবে; তারপর একবছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিবে। এরপরও যদি তুমি মালিকের সন্ধান না পাও, তবে তা তুমি খরচ করতে পার। কিন্তু তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। যদি কাল প্রবাহের কোন দিন এর দাবীদার আসে তবে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন : এতে তোমার কী? তুমি তাকে ছাড়ে দাও। কেননা তার সাথে তার জুতা আছে এবং পানি সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে পারে এবং গাছপালা খেতে পারে। অবশেষে একদিন তার মনিব তাকে পেয়ে যাবে। তারপর সে বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তুমি সেটি নিয়ে যাও। কেননা, তা তুমি নিবে অথবা তোমার ভাই নিবে অথবা নেকড়ে নিয়ে যাবে।

٤٣٥٤- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّائِي بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصُهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَّاءَ هَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَالْأَفْهَى لَكَ -

৪৩৫৪. ইসহাক ইবন মানসূর (র).....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাবীআ (র) অধিক বর্ণনা করেছেন, “তিনি এতে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর গুদয় লাল হয়ে গেল”। তারপর... অবশিষ্ট হাদীস উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, তারপর যদি এর মালিক আসে এবং তার থলে এবং (মুদ্রার) সংখ্যা ও বন্ধন সঠিক ভাবে চিনতে পারে, (বর্ণনা দিতে পারে।) তবে তাকে তা দিয়ে দিবে। অন্যথায় তা তোমারই।

٤٣٥٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصُهَا وَوَكَّاءَ هَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ -

৪৩৫৫. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র).....যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, তা তুমি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করবে। এর মধ্যে যদি সেটি (মালিকের) সন্ধান না পাওয়া যায় তবে তুমি এর থলে ও বন্ধন চিনে রাখবে। তারপর তুমি তা খেতে পারবে। তারপর যদি তার মালিক আসে, তবে তা তাকে দিয়ে দিবে।

৪৩৫৬. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدَّهَا وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا وَعَدَدَهَا -

৪৩৫৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র).....যাহ্বাক ইবন উসমান (র) থেকে এই একই সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, যদি তা চিনা যায়, (সন্ধান পাওয়া যায়) তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। অন্যথায় তুমি তার থলে, তার বন্ধন, তার আবরণ ও (মুদ্রার) সংখ্যা চিনে রাখবে।

৪৩৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ لِي دَعُهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أَعْرِفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قَضَى لِي أَنِّي حَاجْتُ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَرَفْتُهَا حَوْلًا قَالَ فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتُهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاعَهَا وَوِكَاعَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتَعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ -

৪৩৫৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবু বাকর ইবন নাকি' (র).....সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং যায়দ ইবন সুহান ও সালমান ইবন রাবীআ যুদ্ধে বের হলাম। আমি একটি ছড়ি পেয়ে তা উঠিয়ে নিলাম। তখন আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন, তুমি তা রেখে দাও। আমি বললাম, না বরং আমি এটির ঘোষণা করব। যদি এটির মালিক আসে (তো ভাল), অন্যথায় আমি এটি নিয়ে ব্যবহার করব। তিনি বলেন, আমি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলাম। তারপর যখন আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম, তখন এক সময় আমার হজ্জে যাওয়ার সুযোগ এল। তখন আমি মদীনাতে গেলাম এবং উবায় ইবন কা'ব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি ছড়ির ঘটনা এবং সঙ্গীদ্বয়ের কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

যামানায় একটি থলে পেয়েছিলেন। তাতে একশ' দীনার ছিল। আমি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন : তুমি তা এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দেবে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি তার ঘোষণা দিলাম, কিন্তু তা চিনে নিতে পারে এমন কাউকে (মালিকের সন্ধান) পেলাম না। পরে আমি তাঁর কাছে এলাম, তখন তিনি বললেন : (আরো) এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা কর। তারপরও আমি তার কোন দাবীদার পেলাম না। তারপর আবার আমি তার কাছে এলাম। তখন তিনি বললেন : (আরো) এক বছর তার ঘোষণা দাও। তারপরও আমি কাউকে সেটির দাবীদার পেলাম না। তিনি বললেন : তুমি এটির সংখ্যা, থলেও তার বন্ধন (স্বরণে) সংরক্ষণ করে রাখবে। যদি এর মালিক আসে, (তবে ভাল) অন্যথা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর তা আমি ভোগ করলাম। তিনি বলেন, পরে আমি তাঁর (সালামা-র) সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার খেয়াল নেই যে, তিনি কি তিন বছরের কথা বলেছিলেন, না এক বছরের।

৪২৫৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ بِهِزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَفَهَا عَامًا وَاحِدًا -

৪৩৫৮. আবদুর রহমান ইব্ন বিশর আবদী (র)....সুওয়ায়দ ইব্ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি যায়দ ইব্ন সুহান এবং সালমান ইব্ন রাবীআ (র) এর সাথে বের হলাম। এবং আমি একটি ছড়ি পেলাম। তারপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ.....“(তা আমি ভোগ করলাম)” পর্যন্ত বর্ণনা করেন। শু'বা (রা) বলেন, পরে আমি তাঁকে দশ বছর পর বলতে শুনেছি যে, তিনি তা এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন।

৪৩৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رَوَايَةٍ وَكِيعٍ وَالْأَفْهَى كَسْبِئِلِ مَالِكٍ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَالْأَفْهَى فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا -

৪৩৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইবন নুমাইর মুহাম্মদ ইব্ন হাতেম ও আবদুর রাহমান ইব্ন বিশর (র) সকলেই সালমা ইব্ন কুহাইল (র) থেকে একই সূত্রে শু'বা (রা) এর হাদীসের অনুরূপ

বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা ব্যতীত উল্লিখিত সকলের বর্ণিত হাদীসেই ‘তিন বছর’ কথাটি উল্লেখ আছে। হাম্মাদের হাদীসে আছে, দুই বছর কিংবা তিন বছর। আর সুফিয়ান, যায়দ ইব্ন আবু উনায়সা ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর হাদীসে রয়েছে, “যদি কোন ব্যক্তি এরপর আসে এবং তার গণনা, থলে ও তার বন্ধনের বর্ণনা দিতে পারে, তবে তাকে তা দিয়ে দিবে।” আর সুফিয়ান (র) ওয়াকী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অন্যথা তা তোমার মালের মতই। আর ইব্ন নুমাইর (র)-এর বর্ণনায় “অন্যথা তুমি তা ব্যবহার করতে পারবে” বর্ণিত হয়েছে।

১. بَابُ فِي لُقْطَةِ الْحَاجِّ

১. পরিচ্ছেদ : হাজিগণের হারানো বস্তু প্রাপ্তি

৪৩৬০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ.

৪৩৬০. আবু তাহির ও ইউনু ইব্ন আবদুল আ'লা (র).....আব্দুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজীদের হারান বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন।

৪৩৬১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا.

৪৩৬১. আবু তাহির ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র).....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি হারানো বস্তু উঠিয়ে রাখল সে যদি তা প্রচার না করে তবে সেও পথহারা।

২. بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

২. পরিচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন পশুর দুধ দোহন করা হারাম

৪৩৬২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يَحْلُبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِيَ مَشْرِبَتَهُ فَتُكْسَرَ خِرَازِنَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

৪৩৬২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তায়মী (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন কোন ব্যক্তির পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা

পছন্দ করবে যে, কেউ তার প্রকোষ্ঠে (চিলে কোঠায়) ঢুকে পড়বে, তারপর তার ভাগুর ভেঙ্গে খাদ্য সামগ্রী বের করে নিয়ে যাবে ? (এমনিভাবে) তাদের পশুগুলোর স্তন তো তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে। সুতরাং কেউ যেন কারো পশুর দুগ্ধ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে।

৪৩৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ) جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَيُنْتَكَلُ إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْتَكَلُ طَعَامَهُ كَرَوَايَةِ مَالِكٍ -

৪৩৬৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমাইর, আবু রাবী, আবু কামিল, যুহায়র ইবন হার্ব, ইবন আবু উমর ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) সকলেই ইবন উমর (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (রা) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু লাইস ইবন সা'দ (র) ব্যতীত সকলের রিওয়াযাতে (ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা হবে) রয়েছে-আর লায়ছের বর্ণনায় এবং “তার খাদ্য সামগ্রী স্থানান্তর করে নিয়ে যায়” অংশটি মালিক (রা) এর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

২. بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

৩. পরিচ্ছেদ : মেহমানদারী এবং অনুরূপ বিষয়

৪৩৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَدْنَاهُ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَاهُ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتُ -

৪৩৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু শুরাইহ্ আদবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' কান শুনেছে এবং দু'চোখ দেখেছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তমরূপে তার মেহমানের উত্তম সমাদর করে। তখন সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উত্তম সমাদর মানে কী? তখন তিনি বললেন, তার একদিন ও এক রাত (বিশেষ

মেহমানদারী)। আর (সাধারণভাবে) মেহমানদারীর সময়কাল তিন দিন। এর চাইতে বেশি দিন মেহমানদারী করা, তার জন্য সাদাকা স্বরূপ। তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

৪৩৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يُقْرِئُهُ بِهِ۔

৪৩৬৫. আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র).....আবু শুরাইহ খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মেহমানদারী তিন দিন এবং উত্তমরূপে মেহমানদারী একদিন ও একরাত্রি। কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাই এর নিকট অবস্থান করে তাকে পাপে নিপতিত করবে। তখন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! কিভাবে সে তাকে পাপে নিপতিত করবে? তিনি বললেন, সে (মেহমান) তার নিকট (এমন দীর্ঘ সময়) অবস্থান করবে, অথচ তার (মেহমানের) নিকট এমন কিছু নেই, যদ্বারা সে তার মেহমানদারী করবে।

৪৩৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ (يَعْنِي الْحَنْفِيَّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَاهُ وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ۔

৪৩৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র).....আবু শুরাইহ খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান শুনেছে, আমার দু' চোখ দেখেছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি লাইস এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কারো জন্যে বৈধ নয় তার ভাই এর নিকট ততদিন অবস্থান করা, যা'তে সে তাকে পাপে নিপতিত করে। বাকী অংশ ওয়াকী (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৪৩৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ۔

৪৩৬৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের (বিভিন্ন স্থানে) প্রেরণ করেন। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে উপনীত হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : যদি তোমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে উপনীত হও, আর তারা তোমাদের জন্য এমন কিছু প্রদান করার হুকুম করে যা মেহমানদের জন্য সমীচীন, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নেবে, যা তাদের করণীয়।

৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

৪. পরিচ্ছেদ : নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা অন্যের সহায়তা করা মুস্তাহাব

৪৩৬৮. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَاهُ لَأَحَقَّ لِأَحَدٍ مِنْنَا فِي فَضْلٍ -

৪৩৬৮. শায়বান ইব্ন ফারুখ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাঁর কাছে এলো এবং ডানে-বামে তাকাতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার কাছে (পরিভ্রমণের) অতিরিক্ত যানবাহন থাকে, সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার কোন যানবাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় (খাদ্য সামগ্রী) থাকে; সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে যার পাথেয় (খাদ্য সামগ্রী) নেই। তারপর তিনি বিভিন্ন প্রকার সম্পদের এরূপ বর্ণনা দিলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল যে, অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কারো কোন অধিকার নেই।

৫- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَاجِ إِذَا قُلْتُ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهِمَا

৫. পরিচ্ছেদ : যখন খাদ্য সামগ্রী (পাথেয়) অল্প থাকে তখন সমস্ত পাথেয় একত্রে মিলিয়ে ফেলা এবং তদ্বারা পরস্পর সহমর্মিতা করা মুস্তাহাব।

৪৩৬৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ) حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضُ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَاهُ نِطْعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطْعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لَأَحْزَرُهُ كَمْ هُوَ فَحَزْرَتُهُ كَرِيضَةٍ

الْعَنَزِ وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرْبُنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدْغِفُفُهُ دَغْفِقَةً أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَّغَ الْوَضُوءُ -

৪৩৬৯. আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী (র).....ইয়াস ইব্ন সালামা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। অবশেষে আমাদের কিছু সাওয়ারী যবাহু করতে মনস্থ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ-এর নির্দেশে আমরা আমাদের খাদ্য সামগ্রী একত্রিত করলাম। আমরা একটি চামড়া বিছালাম এবং এতে লোকদের খাদ্য সামগ্রী জমা করা হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেটির পরিমাণ অনুমান করার জন্য উঁচু হলাম এবং আমি আন্দাজ করলাম সেটি একটি ছাগল বসার স্থানের সমান। আর আমরা ছিলাম চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, আমরা সকলেই তৃপ্তির সাথে খেলাম। তারপর আমরা আমাদের নিজ নিজ খাদ্য রাখার থলেগুলো পূর্ণ করে নিলাম। এরপর নবী ﷺ বললেন : উযূর জন্য কি পানি আছে? বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি তার পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে এগিয়ে এল। তিনি তা একটি বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। এরপর আমরা চৌদ্দশ' লোক সকলেই তার থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে ঢেলে উযূ করলাম। তারপর আরো আটজন লোক এসে বললো, উযূর জন্য কি পানি আছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উযূ শেষে হয়ে গেছে।

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

অধ্যায় : জিহাদ ও এর নীতিমালা

۱- بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَفَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

১. পরিচ্ছেদ : যে সকল বিধর্মীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা বৈধ।

৪৩৭০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَمَهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ (قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ) جُوَيْرِيَةَ (أَوْ قَالَ الْبَثَّةَ) ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ-

৪৩৭০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র).....ইব্ন আউন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নافع (র)-কে এই কথা জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে বিধর্মীদের প্রতি দীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না? তিনি বলেন, তখন তিনি আমাকে লিখলেন যে, এ (নিয়ম) ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুসতালিকের উপর আক্রমণ করলেন এমতাবস্থায় যে, তারা অপ্রস্তুত ছিল (তা জানতে পারেনি)। তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল। তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) হত্যা করলেন এবং অবশিষ্টদের (নারী-শিশুদের) বন্দী করলেন। আর সেই দিনেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। (ইয়াহইয়া বলেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি বলেছেন) হযরত জুওয়ায়রিয়া অথবা তিনি নিশ্চিতরূপে ইবনাতুল হারিছ (হারিছ-কন্যা) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীস আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি সেই সেনাদলে ছিলেন।

৪৩৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْكُ-

৪৩৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....ইব্ন আউন (র) থেকে এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ‘জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিছ’ বলেছেন এবং সন্দেহযুক্ত বর্ণনা করেননি।

২- بَابُ تَأْمِيرِ الْأَمَامِ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتُهُ أَيَّامَهُمْ بِأَدَابِ الْغَزْوِثِ وَغَيْرِهَا

২. পরিচ্ছেদ : খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন ও যুদ্ধের আচরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের উপদেশ প্রদান।

৪৩৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ) فَإِيتُّهُمْ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمُ الْجَزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عُلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ) فَقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَيْصَمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مِقْرَنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ-

৪৩৭২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষ করে তাঁকে আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বনের এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের প্রতি কল্যাণজনক

আচরণ করার উপদেশ দিতেন। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহ রাস্তায়। লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে (গনীমতের মালের) খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। এরপর তুমি তাদের আবাসস্থল ত্যাগ করে মুহাজিরদের আবাস এলাকায় চলে আসার আহ্বান জানাবে এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যে সব লাভ-লোকসান ও দায়দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকরী হবে। আর যদি তারা তাদের আবাস ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলমানদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহর সেই বিধান কার্যকরী হবে, যা সাধারণ মুসলমানদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গনীমত ও 'ফায়' থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলমানের সঙ্গে शामिल হয়ে যুদ্ধ করলে (তার অংশীদার হবে)। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে 'জিযিয়া' প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের তরফ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবী না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। আর যদি তোমরা কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 'যিম্মা' চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা মেনে নিবে না। বরং তাদেরকে তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারীতে রাখবে। কেননা যদি তোমাদের ও তোমাদের সাথীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গের চাইতে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক অবতরণ করতে (আত্মসমর্পণ করতে) চায় তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর আত্মসমর্পণ করতে দিবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর আত্মসমর্পণ করতে দেবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি না?

আবদুর রহমান (র) এই হাদীস কিংবা এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসহাক (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে ইয়াহুইয়া ইবন আদম (র) সূত্রে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীসটি মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র)-এর কাছে বর্ণনা করেছি। তখন তিনি ইয়াহুইয়া (র) অর্থাৎ আলকামা (র)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন ইবন হাইয়ানের উদ্দেশ্যে। অতএব তিনি বলেন যে, মুসলিম ইবন হায়সাম (র), নু'মান ইবন মুকাররিন (র) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٧٣- وَحَدَّثَنِي جَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ-

৪৩৭৩. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সেনাপতিকে অথবা সেনাদলকে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে দিতেন।.....অতঃপর তিনি সুফিয়ান (র)-এর বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ অনুসারে অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৩৭৪. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا -

৪৩৭৪. ইব্রাহীম (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩. بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّنْظِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

৩. পরিচ্ছেদ : সহজ পন্থা অবলম্বন ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না করার নির্দেশ

৪৩৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بِشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا -

৪৩৭৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে বলে দিতেন, তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; বিরক্তি, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা পরিহার করবে (সহজরূপে উপস্থাপন করবে, কঠিন করে উপস্থাপন করবে না)।

৪৩৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا بِشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا -

৪৩৭৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র), সাঈদ ইব্ন আবু বুরদা (র) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং মুআয (রা)-কে যখন ইয়ামানে পাঠান তখন উপদেশ দিলেন তোমরা উভয়েই (সেখানে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা আরোপ করবে না, সুসংবাদ দেবে, বিতৃষ্ণা-ঘৃণা সৃষ্টি করবে না, সমঝোতার সাথে কাজ করবে এবং মতবিরোধ করবে না।

৪৩৭৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا -

৪৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) উভয়েই.....সাইদ ইব্ন আবু বুরদাহ (র) এর দাদার সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে উল্লিখিত শু'বা (র) এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু যাহিদ ইব্ন আবু উনায়সা (র) এর হাদীসে “এবং সমঝোতার সাথে কাজ করবে, মতবিরোধ করবে না” এ কথার উল্লেখ নেই।

৪৩৭৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِرُّوا وَلَا تَعْسِرُوا وَسَكِنُوا وَلَا تَنْفِرُوا -

৪৩৭৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আনবারী, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সহজ (-ভাবে কাজ) করবে, কঠিনতা আরোপ করবে না, প্রশান্তি-স্থিরতা সৃষ্টি করবে, অশান্তি-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবে না।

৪. بابُ تَحْرِيمِ الْفَدْرِ

৪. পরিচ্ছেদ : চুক্তিভঙ্গ করা হারাম

৪৩৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (يَعْنِي أَبَا قَدَامَةَ السَّرْحُسِيَّ) قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) كُلُّهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بَنِ فُلَانٍ -

৪৩৭৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পৃথক পতাকা উড্ডীন করা হবে এবং বলা হবে যে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতীক (পতাকা)।

৪৩৮০. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ -



বাংলা হাদিস

৪৩৮০. আবু রাবী' আতাকী ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র).....ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৩৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔

৪৩৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা উড্ডীন করবেন। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

৪৩৮২. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

৪৩৮২. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা থাকবে।

৪৩৮৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔

৪৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও বিশ্র ইব্ন খালিদ (র)আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (-র পতাকা)।

৪৩৮৪. وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔

৪৩৮৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)..... শু'বা (রা) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান (রা)-এর হাদীসে বলা হবে যে, “এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক” কথাটির উল্লেখ নেই।

৪৩৮৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ۔

৪৩৮৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটি পতাকা থাকবে, যদ্বারা তাকে চেনা যাবে। তখন বলা হবে যে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (-র প্রতীক)।

৪৩৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ۔

৪৩৮৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে, যদ্বারা তাকে চেনা যাবে।

৪৩৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ عِنْدَ أُسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

৪৩৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাছার পাশে একটি পতাকা থাকবে।

৪৩৮৮. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ إِلَّا وَلَا غَادِرَ أَكْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَةٍ۔

৪৩৮৮. যুহায়র ইবন হার্ব (র).....আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে আর তা তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু করা হবে। সাবধান! জনগণের শাসক হয়েও যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই।

৫. بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

৫. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে শত্রুকে প্রতারণার শিকার করা বৈধ

৪৩৮৯. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ وَزُهَيْرٍ) قَالَ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْخُرَّانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ۔

৪৩৮৯. আলী ইবন হুজর সাঈদী, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কূট-কৌশলের নামই যুদ্ধ।

৪৩৯০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

৪৩৯০. মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন সাহ্ম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৌশলই হল যুদ্ধ।

৬. بابُ كَرَامَةِ تَمَنَّى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْلِقَاءِ

৬. পরিচ্ছেদ : দূশমনের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা মাকরুহ; আর সম্মুখীন হয়ে গেলে সবরের নির্দেশ।

৪৩৯১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيِّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

৪৩৯১. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, আর যখন মুখোমুখি হয়ে পড় তখন ধৈর্যধারণ করবে।

৪৩৯২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ وَأَهْزِمْنَا عَلَيْهِمْ.

৪৩৯২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু নায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা, তাঁর লেখা (চিঠি) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন, উমর ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর নিকট, যখন তিনি (খারিজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত) হারুরিয়া অভিযানে যাচ্ছিলেন। এতে তিনি তাঁকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক অভিযানে যখন দূশমনের সম্মুখীন হলেন তখন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন তিনি সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোকজন! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসামনি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। আর জেনে রেখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন, ইয়া

আল্লাহ! তুমি কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাভূতকারী। তুমি তাদের পরাজিত কর এবং তাদের উপর আমাদের সাহায্য কর।

৭. بابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنُّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

৭. পরিচ্ছেদ : শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার সময় আল্লাহর কাছে বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

৪৩৯৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔

৪৩৯৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এভাবে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তুমি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরাস্ত করে দাও এবং তাদের প্রকম্পিত (উৎখাত) করে দাও।

৪৩৯৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاجِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هَازِمِ الْأَحْزَابَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ۔

৪৩৯৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দু'আ করলেন,.....পরবর্তী অংশ উল্লিখিত খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এ হাদীস অহমম এর পরিবর্তে الاحزاب হাযম শত্রু সৈন্যদের পরাস্তকারী বর্ণনা করেছেন। আর তিনি 'اللَّهُم' শব্দটির উল্লেখ করেননি।

৪৩৯৫. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جُمُعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ مُجْرَى السُّحَابِ۔

৪৩৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র).....ইসমাঈল (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন আবু উমর (র) তাঁর বর্ণনায়...“মেঘমালা পরিচালনাকারী” বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন।

৪৩৯৬. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِّقِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاءُ لَا تَغْبِطُ فِي الْأَرْضِ۔

৪৩৯৬. হাজ্জাজ ইব্ন শাহী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও (এ সেনাদল ধ্বংস হোক) তা হলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হবে না।

৮. بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ

৮. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম

৪৩৯৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ -

৪৩৯৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

৪৩৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجِدَتْ أَمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَزَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ -

৪৩৯৮. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক নারীকে কোন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

৯. بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

৯. পরিচ্ছেদ : রাতের অতর্কিত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই

৪৩৯৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ -

৪৩৯৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসুর ও আমর আন-নাকিদ (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুশরিকদের নারী ও শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যখন রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, তখন তাদের নারী ও শিশুও আক্রান্ত হয়। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তারাও তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত।

৪৪০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَنُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ -

৪৪০০. আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণে মুশরিকদের নারী ও শিশুদের উপরও আঘাত করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারাও তাদের (মুশরিকদের) অন্তর্গত।

৪৪০১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا اغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ -

৪৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি অশ্বারোহীদল রাতের আঁধারে আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের আক্রান্ত করে (তবে কি হবে)? তিনি বললেন : তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত।

১০. بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكَفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

১০. পরিচ্ছেদ : (যুদ্ধ পরিস্থিতিতে) কাফিরদের বৃক্ষাদি কাটা ও জ্বালান বৈধ

৪৪০২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ * زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ -

৪৪০২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ ও কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে দিয়েছিলেন। সে (বাগানের নাম) ছিল 'বুওয়ায়ারা'। কুতায়বা এবং ইব্ন রুমহ্ (র) উভয়েই তাঁদের হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান মহিয়ান আল্লাহ (এই আয়াত) নাযিল করেন : “তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো কিংবা তার মূলের উপর খাড়া রেখেছো, সবই ছিল আল্লাহর নির্দেশে, যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্চিত করেন।”

৪৪০৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ لِيُؤَيَّ * حَرِيقُ الْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا الْآيَةُ -

৪৪০৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর.....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান কেটেছিলেন এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে (কবি) হাসসান (রা) বলেন, “বনী লুওয়াই (অর্থাৎ

কুরায়শ)-এর সর্দারদের কাছে বুওয়ায়রায় আগুনের লেলিহান শিখা খুব সহজ (সহনীয়) হয়ে গিয়েছে।” আর এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এই আয়াত : (অর্থ) তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটেছো অথবা তা কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছো.... শেষ পর্যন্ত।

৬৬০৬. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ-

৪৪০৪. সাহল ইবন উসমান (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

১১. بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

১১. পরিচ্ছেদ : ‘বিশেষভাবে এই উম্মাত’ এর জন্য গনীমত হালাল

৬৬০৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ وَلَا آخِرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقْفَهَا وَلَا آخِرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ وَلِأَدَهَا قَالَ فَغَزَا فَادْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ أَحْبِسْهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فَيَكُمُ غُلُولٌ، فَلْيُبَا يَعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ : فَيَكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَا يَعْنِي قَبِيلَتُكَ فَبَايَعْتَهُ قَالَ فَلَصِقَ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فَيَكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَّيْتُمْ قَالَ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا-

৪৪০৫. আবু হুরাইব মুহাম্মদ ইবন আ'লা ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে সকল হাদীস আমাদের বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে এটি অন্যতম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে রওনা করলেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি যেন আমার সাথে অভিযানে না আসে, যে ব্যক্তি সদ্য বিবাহ করেছে এবং বাসর যাপনে ইচ্ছুক; কিন্তু এখনো তা সম্পন্ন হয়নি এবং সেই ব্যক্তি যে ঘর নির্মাণ করেছে এবং তখনও তার ছাদ দেয়নি এবং সে ব্যক্তি যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী খরিদ করেছে এবং সেগুলোর বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে।

রাবী বলেন, তারপর তিনি জিহাদে গমন করেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত গ্রামের কাছে পৌঁছেন। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! তুমি একে আমার জন্য কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখুন। সূর্য থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিজয় প্রদান করলেন। রাবী বলেন, তারা গনীমতের মাল একত্রিত করলো। তখন তা খাওয়ার জন্য আগুন এগিয়ে এল। কিন্তু আগুন তা খেতে অস্বীকার করল। তখন সে নবী (আ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে আমার কাছে বায়আত করবে। তখন তারা তাঁর কাছে বায়আত করলো। এতে এক ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সাথে লেগে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের গোত্রের লোকেরা আমার কাছে বায়আত করুক। অতঃপর তার ঐ গোত্রের লোকেরা বায়আত করলো। রাবী বলেন, তখন নবী (আ) এর হাত দুই বা তিন ব্যক্তির হাতের সাথে লেগে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। তোমরা আত্মসাৎ করেছ। রাবী বলেন, তারপর তারা নবীর কাছে একটি গাভীর মাথার অনুরূপ স্বর্ণখণ্ড বের করে দিল। তখন তারা সেটিও ঐ সম্পদের সাথে রাখল। তারপর আগুন এগিয়ে এসে তা খেয়ে ফেলল। আমাদের পূর্বে কারো জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন।

১২. - بَابُ الْأَنْفَالِ

১২. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল

৬৪০৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْئًا فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الْآيَةُ -

৪৪০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হতে কিছু বস্তু নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, এটি আমাকে দান করুন। তিনি অস্বীকার করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : “তারা আপনার কাছে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার আল্লাহর জন্য ও রাসূলের.... শেষ পর্যন্ত।

৬৪০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ أَصَبَتْ سَيْفًا فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفْلِنِيهِ فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفْلِنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفْلِنِيهِ أَجْعَلْ كَمَنْ لَأَغْنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الْآيَةُ -

৪৪০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্বন্ধে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। আমি একটি তলোয়ার পেলাম। এরপর তিনি সেটি নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি আমাকে দিয়ে দিন। তখনও তিনি বললেন, এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি কি সে ব্যক্তির স্থলে আমি কি সে ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হব যার (যুদ্ধে) কোন অবদান নেই? নবী ﷺ বললেন : তুমি এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) 'তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য'.....।

৪৪০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَ سُهُمَانُهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا۔

৪৪০৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি সেনাদল নাজদের দিকে পাঠান। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা সেখানে অনেক উট গনীমত হিসাবে লাভ করল। প্রত্যেকের অংশে বারটি করে অথবা এগারটি করে উট পড়ল এবং প্রত্যেককেই একটি করে অতিরিক্ত উট ('নফল' রূপে) দেয়া হল।

৪৪০৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سُهُمَانَهُمْ بَلَّغَتْ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفِلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

৪৪০৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদের মধ্যে ইব্ন উমর (রা)ও ছিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনে তাদের ভাগে পড়ল বারটি করে উট। আর তা ছাড়া অতিরিক্তও ('নফল' রূপে) একটি উট করে দেয়া হল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিবর্তন করেননি।

৪৪১০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصْبْنَا إِبِلًا وَغَنِمْنَا فَبَلَّغَتْ سُهُمَانُنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفِلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا۔

৪৪১০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। আর আমিও এতে গিয়েছিলাম। আমরা বহু উট এবং ছাগল পেলাম। আমাদের প্রত্যেকের অংশে বারটি করে উট পড়ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের (প্রত্যেককে) আরো একটি করে অতিরিক্ত উট ('নফল' রূপে) প্রদান করলেন।

৪৪১১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৪১১. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে (উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

৪৪১২. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৪৪১২. আবু রাবী', আবু কামিল ও ইব্ন মুসান্না (র).....ইব্ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'নফল' সম্পর্কে জানতে চেয়ে নারি (রা) এর কাছে লিখলাম। তিনি আমাকে লিখলেন যে, ইব্ন উমর (রা) একটি সেনাদলে ছিলেন। ইব্ন রাফি ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) তারা সকলেই নারির (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৪১৩. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ (وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْلًا سِوَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي الشَّارِفُ (وَالشَّارِفُ الْمُسِنَّ الْكَبِيرُ) -

৪৪১৩. সুরাইজ ইব্ন ইউনুস ও আমর আন-নাকিদ (র).....সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অতিরিক্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে 'নফল' দান করেন। অতএব, আমাদের ভাগে একটি 'শারিফ' মিললো। 'শারিফ' মানে বড় ধরনের বয়স্ক উট।

৪৪১৪. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ -

৪৪১৪. হান্নাদ ইব্ন সারী, হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষুদ্র সেনাদলের মাঝে যুদ্ধলব্ধ মালামাল 'নফল' (বিশেষ পুরস্কার) বণ্টন করেন। অতঃপর ইব্ন রাজা এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৪১৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ -

৪৪১৫. আবদুল মালিক ইব্ন শূআয়ব ইব্ন লাইস (র)আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্ষুদ্র সেনাদলে যে সব সৈনিককে প্রেরণ করতেন, তাদের কোন কোন সময় সাধারণ সৈনিকদের অংশের চেয়েও কিছু অতিরিক্ত বিশেষভাবে ('নফল') প্রদান করতেন। আর সকল অর্জিত গনীমতের মালি হতেই এক-পঞ্চমাংশ বের করা ওয়াজিব।

১২. بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلْبِ الْقَتِيلِ

১৩. পরিচ্ছেদ : নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সম্পদ ('সালাব') হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য

৪৪১৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ النَّائِلَةُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِكُ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلْبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنْ حَقِّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَاهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَغْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِي قَالَ فَبِغْتُ الدَّرْعَ فَاثْبَغْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلَّتْهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُضَيِّبُ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ -

৪৪১৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামিমী, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু তাহির (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুদের

মুখামুখি হলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ হল। এ সময় আমি একজন মুশরিককে দেখতে পেলাম যে, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। তখন আমি একটু ঘুরে এসে তার পিছন দিক দিয়ে তার কাঁধের সন্ধির উপর আঘাত করলাম। তখন সে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে, আমি এতে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। এপর সে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনি বললেন, লোকদের কী হয়েছে? আমি বললাম, (এ) আল্লাহর কাজ (ইচ্ছা)। তারপর (পলায়নপর) লোকেরা ফিরে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) বসেছিলেন। তিনি বললেন, যে (মুসলিম সৈন্য) কোন নিহতকে (শত্রু সৈন্যকে) হত্যা করেছে এবং এতে তার প্রমাণ আছে, তবে তার 'সালাব' (পরিত্যক্ত সম্পদ) তারই (হত্যাকারী মুজাহিদেই প্রাপ্য)। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, আমার জন্যে কে সাক্ষ্য দেবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। তারপর তিনি আবার সেরূপ কথা বললেন, আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম কে আমার জন্যে সাক্ষ্য দেবে? এবং আমি বসে পড়লাম। তিনি তৃতীয়বারও ঐরূপ বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, তা শুনে আমি (আবার) দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন তাঁর কাছে ঘটনা খুলে বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি (আবু কাতাদা) সত্য বলেছেন। ঐ নিহত ব্যক্তির 'সালাব' (পরিত্যক্ত সম্পদ) আমার কাছে রক্ষিত আছে। আপনি তার হক (আমাকে দেওয়া)-এর ব্যাপারে তাঁকে রাজি করিয়ে দেন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, না, আল্লাহর কসম! তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহসমূহের মধ্য হতে কোন এক সিংহ (যোদ্ধা) যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রাপ্য সম্পদ যেন তোমাকে প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মনস্থ না করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (আবু বকর) ঠিকই বলেছেন। সুতরাং (তিনি বললেন তাকে (আবু কাতাদাকে) দিয়ে দাও। তখন সে তা দিয়ে দিল। আমাকে দিয়েছিল। আবু কাতাদা (রা) বললেন, আমি (তা থেকে) লৌহ বর্মটি বিক্রি করলাম এবং তা দিয়ে বনী সালামা মহল্লায় একটি ফলের বাগান খরিদ করলাম। এই ছিল আমার ইসলামী জীবনের প্রথম অর্জিত সম্পদ। লাইস (র)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবু বকর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন আল্লাহর সিংহসমূহের মধ্য থেকে কোন এক সিংহকে বাদ দিয়ে তা কুরায়শের কোন শৃগালকে (কাপুরুষকে) প্রদান না করেন।

৬৬১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَقِفُ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُهُ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمَّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجْتُكَ إِلَيْهِ يَا بَنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يَفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرِيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ (وَالرَّجُلَانِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءٍ) -

৪৪১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী (র).....আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদরের দিন যুদ্ধ সারিতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় আমি আমার ডান দিকে ও আমার বাম দিকে তাকিয়ে দেখি যে, আমি দু'জন আনসারী তরুণের মাঝে আছি। আমি তখন আশা করেছিলাম, যদি আমি তাদের চেয়ে দু'জন অধিক শক্তিশালী যুবকের মাঝে থাকতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে ইঙ্গিতে বলল, হে চাচা! আপনি কি আবু জাহ্লকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র? সে বলল, আমি জেনেছি যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালাগালি করে। সেই আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তবে অবশ্যই আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না-যতক্ষণ না আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে হওয়া অবধারিত তার মৃত্যু হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তরুণের এই কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। তারপর অপর তরুণ আমার দিকে ইঙ্গিত করে অনুরূপ কথা বলল। পরে বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি, হঠাৎ আমি দেখলাম, আবু জাহ্ল লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আমি তখন তরুণ দু'জনকে বললাম, এই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ। তখন উভয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করলো এবং হত্যা করে ফেললো। অতঃপর উভয়েই ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই ঘটনার সংবাদ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্য থেকে কে তাকে হত্যা করেছে? তাঁদের প্রত্যেকেই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের তলোয়ার কি মুছে ফেলেছ? তাঁরা তখন বললো, না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) উভয়ের তলোয়ার (পরীক্ষা করে) দেখলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ (রা)-কে 'সালাব' প্রদানের আদেশ দেন। (আর সেই দুই ব্যক্তি হলেন, মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ (রা) এবং মুআয ইব্ন আফরা (রা)।)

৪৪১৮. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ سُرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حَمِيرٍ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ قَارَادَ سَلْبِهِ فَمَنْعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَمَدَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّبَرْدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْضَبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي إِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُهُمْ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَرْعَى إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَبَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوُهُ وَتَرَكْتُ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ۔

৪৪১৮. আবু তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র).....আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ (সালাব) নিতে চাইলো। কিন্তু খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে নিষেধ করলেন। তিনি ছিলেন তারপর তাদের

সেনাপতি আউফ ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং ঐ ঘটনার সংবাদ দিলেন। তখন তিনি খালিদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (নিহত ব্যক্তির) সম্পদ তাকে দিলে না কেন? খালিদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি তাকে প্রচুর সম্পদ বিবেচনা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তা দিয়ে দাও। তারপর খালিদ (রা) আউফ (রা)-এর কাছে দিয়ে গেলেন এবং তিনি (আউফ রা) তাঁর (খালিদের) চাদর ধরে টান দিয়ে বললেন, আমি তোমার নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নালিশ করার কথা বলেছিলাম তা পূর্ণ করেছি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনতে পেলেন। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে খালিদ! তুমি তাকে তা দেবে না। হে খালিদ! তুমি তাকে তা দেবে না। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার (সেনাপতি)-দের (একটু) ছাড় দিবে না? নিশ্চয় তোমাদের এবং তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি উট কিংবা ছাগল চরাবার জন্য রাখাল রাখলো। রাখাল মাঠে তা নিয়ে চরালো। তারপর পিপাসার সময় পানি পান করানোর জন্য জলাশয়ে নিয়ে গেল। পরিষ্কার পানি পান করতে শুরু করল এবং ঘোলাটে পানি পরিত্যাগ করলো। অর্থাৎ তার পরিষ্কার অংশ তোমাদের জন্য এবং অপরিষ্কার অংশ (জবাবদিহীতার জন্য) তোমাদের নেতাদের উপর।

৬৬১৭- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ وَرَأَفَقَنِي مَدْيِيُّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ-

৪৪১৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আউফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর সঙ্গে যারা মৃত্যুর যুদ্ধে গমন করেছিলেন, আমিও ছিলাম। ইয়ামানের একজন 'সহযোগ্য' (সৈনিক) আমার সাথী হল। এরপর তিনি নবী ﷺ থেকে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে বলেছেন যে, আউফ (রা) বলেন, অতঃপর আমি বললাম, হে খালিদ! তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর সম্পদ (সালাব) হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ, কিন্তু এই সম্পদ আমার কাছে অধিক মনে হয়েছিল। (তাই আমি নিষেধ করেছিলাম।)

৬৬২০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي أَيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاعَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلْقًا مِنْ جَقْبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاءُ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَاتَى جَمْلَهُ فَاطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَاتَّارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرِقَاءَ قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ

تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَانْدَرَتْ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ-

৪৪২০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে ছিলাম। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সকালের খাওয়ায় সামিল ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি লাল রঙের উটে চড়ে এসে তাকে বসাল এবং তার কোমর থেকে একটি চামড়ার রশি বের করে তা দ্বারা সে তার উটকে বাঁধলো। এরপর সে এসে লোকদের সাথে খানা খেতে লাগল এবং এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো (গুপ্তচর)। আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও নম্রতা ছিল। সাওয়ারীও কম ছিল। আমাদের কেউ কেউ পায়ে হেঁটে চলত (পদাতিক ছিল)। এমন সময় সে ব্যক্তি দ্রুত গতিতে নিজের উটের কাছে এসে এর রশি খুললো। এরপর একে বসিয়ে এর উপর সাওয়ার হল তারপর উট দাবড়ালো এবং উট তাকে নিয়ে ছুটল। তখন এক ব্যক্তি একটি ধূসর বর্ণের উটনীর উপর আরোহণ করে তার পশাদ্বাবন করলো। সালামা (রা) বলেন, আমি বের হয়ে দৌড় দিলাম। প্রথমত আমি উটনীর পিছনে গিয়ে পৌঁছলাম। এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে উটের পশ্চাতে পৌঁছলাম। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে আমি উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং আমি একে বসালাম। যখন উটটি তার হাঁটু মাটিতে রাখল, তখন আমি তলোয়ার বের করে লোকটির মাথায় আঘাত করলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর আমি উটটি টেনে নিয়ে এলাম। এর উপর ঐ ব্যক্তির আসবাব পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনসহ আমাকে এগিয়ে নিলেন। তিনি বললেন : কে এই লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, ইব্ন আকওয়া। তিনি বললেন : তার সালাব (নিহত ব্যক্তির থেকে ছিনিয়ে আনা সমুদয় সম্পদ) তার (আকওয়ার পুত্র সালামার) জন্য।

۱۴- بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِذَاءِ الْمَسْلَمِينَ بِالْأَسَارِ

১৪. পরিচ্ছেদ : 'নফল' (বিশেষ পুরস্কার ও অনুদান) হিসাবে কিছু দেওয়া এবং বন্দীদের বিনিময়ে (আটকে পড়া) মুসলমানদের মুক্ত করা

۴۴۲۱- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَرَازَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَانْظُرُ إِلَى عُنُقِ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسْوَقَهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَرَازَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمَ (قَالَ الْقَشْعُ النَّطْعُ) مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَفْنَا أَبُو بَكْرٍ ابْتَتَاهَا

فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفَتْ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أَعْجَبَنِي وَمَا كَشَفَتْ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفَتْ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسْرُوا بِمَكَّةَ -

৪৪২১. যুহায়র ইবন হার্ব (র).....ইয়াস ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন আবু বকর (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যখন আমাদের এবং (গোত্রের) পানির স্থানের মাঝে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল, তখন আবু বকর (রা) আমাদেরকে শেষ রাতের অবতরণের (বিশ্রামের) নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রাতের শেষাংশে সেখানে অবতরণ করলাম। এরপর তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন এবং পানি পর্যন্ত পৌঁছালেন। আর যাদের পেলেন হত্যা করলেন এবং বন্দী করলেন। আমি লোকদের একটি দলের দিকে দেখছিলাম যাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে। আমি আশংকা করছিলাম যে, তারা হয়তো আমার আগেই পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। অতএব, আমি তাদের ও পাহাড়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ করলাম। তারা যখন তীর দেখতে পেল তখন থেমে গেল। তখন আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তাদের মাঝে চামড়ার পোশাক পরিহিত বনী ফাযারার একজন মহিলাও ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল তার এক কন্যা। সে ছিল আরবের সব চাইতে সুন্দরী কন্যা। আমি সকলকেই হাঁকিয়ে আবু বকর (রা)-এর কাছে নিয়ে এলাম। আবু বকর (রা) কন্যাটিকে আমাকে 'নফল' হিসাবে প্রদান করলেন। এরপর আমি মদীনা ফিরে এলাম। আমি তখনও তার 'বস্ত্র উন্মোচন' করিনি। পরে বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার খবুই পছন্দ হয়েছে এবং এখনও আমি তার 'বস্ত্র উন্মোচন' করিনি। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন : হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও। “আল্লাহ তোমার পিতাকে কতই সুপুত্র দান করেছেন।” তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আপনার জন্যই। আল্লাহর কসম! আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ কন্যাটিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলমানের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন, যারা মক্কায় বন্দী ছিল।

১৫- بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

১৫. পরিচ্ছেদ : 'ফায়'-এর হুকুম

٤٤٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا قَرْيَةٍ اتَّيَمُّوْهَا وَأَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ -

৪৪২২. আহমাদ ইবন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা) যে সব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যে কোন জনপদে উপনীত হয়ে অবস্থান করবে, সেখানে (প্রাপ্ত ফায়-এর) অংশ পাবে। আর যে কোন জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, (অর্থাৎ যুদ্ধ করবে) তবে তার (সম্পদের) এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতঃপর তা (অবশিষ্ট সম্পদ) তোমাদের জন্য।

৪৪২৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪৪২৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়রা ও ইসহাক (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীর গোত্রের সম্পদ সে মালের অন্তর্গত যা আল্লাহ তা'আলা তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিনাযুদ্ধে প্রদান করেন। মুসলমানরা ঘোড়া এবং উট দাবড়িয়ে (যুদ্ধ করে) দখল করে নি। অতএব, এই সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি তা থেকে স্বীয় পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণের খরচ দিতেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ যুদ্ধের ঘোড়া এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় খাতে আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন।

৪৪২৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৪৪২৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)....যুহরী (র) থেকে এ সনদে (উল্লিখিত হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

৪৪২৫. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئَتْهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرِهِ مُفَضِّيًا إِلَى رَمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخِ فَخْذِهِ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتُ بِهَذَا غَيْرِي قَالَ خُذْ يَا مَالُ قَالَ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَأَنْزِلْ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَنْزِلْ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ لِأَتَمِّ الْغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرْحَهُمْ (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يَخِيلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدِّمُوهُمْ لِذَلِكَ) فَقَالَ عُمَرُ أَتَيْدُوا أَنْ تُشَدُّكُمْ

بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأُنُورَتْ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدْ كَمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأُنُورَتْ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ قَالَا نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ جَلُّ وَعَزُّ كَانَ خَصُّ رَسُولِهِ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ (مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الْآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا) قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا بُونُكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمُ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نُورَتْ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا إِثْمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا إِثْمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيْتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمْ وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ قَالَ أَكْذَلِكُ قَالَا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لَأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدُّاَهَا إِلَيَّ -

৪৪২৫. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা যুবায়ী (র)যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। মালিক ইবন আউস (রা) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবন খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। বেলা উঠে গেলে আমি তাঁর নিকট এলাম। তখন আমি তাঁকে তাঁর বাসস্থানে খাটের উপর বসা অবস্থায় পেলাম। তাতে চাটাই ছাড়া আর কোন বিছানা ছিলনা। তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মালু! (অর্থাৎ হে মালিক)! হঠাৎ তোমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারের লোকজন আমার কাছে এলো, আমি তাদেরকে কিছু দেওয়ার মনস্থ করেছি। তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, আপনি যদি এর নির্দেশ আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে দিতেন, (তা হলে ভালো হতো)। তখন তিনি বললেন, হে মালু (অর্থাৎ হে মালিক), তুমি তা গ্রহণ কর। এমন সময় ইয়ারফা' (র) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, যুবায়র এবং সা'দ। তখন উমর বললেন, হ্যাঁ-তাদেরকে আসার অনুমতি দিলেন। তখন সকলেই প্রবেশ করলেন। এরপর পুনরায় ইয়ারফা' আগমন করলো এবং বলল, আব্বাস এবং আলী (রা) আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন।

তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ - তাদেরকেও অনুমতি দিলেন। এরপর আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে এবং এই মিথ্যাবাদী, পাপী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।^১ তখন লোকেরা বললো, হ্যাঁ - হে আমীরুল মু'মিনীন! তাঁদের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিন এবং তাঁদের নিষ্কৃতি দিন। (মালিক ইবন আউস (রা) বললেন, আমার ধারণা হল যে, তাঁরা দু'জন অর্থাৎ আলী এবং আব্বাস (রা) তাদেরকে পূর্বাঙ্কে পাঠিয়ে ছিলেন এ ব্যাপারটির জন্যেই, যেন তাঁরা উমর (রা)-কে ব্যাপারটি বুঝিয়ে নিষ্পত্তি করে দেন)।

উমর বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের সে মহান আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার আদেশে আকাশ এবং পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনাদের কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : [আমরা (নবীগণ) কাউকে ওয়ারিস বানিয়ে যাই না], আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ-আমরা তা জানি। এবার তিনি আলী এবং আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কেই সে মহান আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার নির্দেশে আকাশ এবং পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনারা কি অবগত নন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা [নবী (সম্প্রদায়) উত্তরাধিকার রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই, তা হবে সাদাকা। তখন তাঁরা উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। আমরা তা জানি। তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রদান করেননি। তিনি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা প্রদান করেছেন-তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট।” আমার জানা নেই যে, তিনি এ পঠিত আয়াতের পূর্বেও কোন আয়াত পাঠ করেছিলেন কিনা? অতঃপর উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আপনাদের বনী নায়ীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি সম্পদকে নিজের জন্য সংরক্ষিত করে যাননি। আর তিনি এমনও করেননি যে, নিজে সম্পদ নিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তা দেননি। পরিশেষে যে সম্পদ রইল তা থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের ভরণ পোষণের খরচ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেন। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে সে মহান আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী যথাস্থানে অবস্থিত। আপনারা কি সে সব কথা অবগত আছেন। তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ-আমরা তা জানি। এরপর তিনি আব্বাস এবং আলী (রা) উভয়কে অনুরূপ শপথ প্রদান করলেন, যেসকল তিনি ইতিপূর্বে আগত লোকদেরকে শপথ প্রদান করেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা উভয়েই কি এসব কথা জানেন? তখন তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উমর (রা) বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হল তখন আবু বকর (রা) বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ালী। আর আপনারা উভয়েই এসেছিলেন, আপনি আপনার ভাতিজা থেকে মীরাস দাবী করতে। আর ইনি এসেছেন, তার স্ত্রী (ফাতেমার) পিতা থেকে মীরাস গ্রহণ করতে। এরপর আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (আমাদের নবীগণের) সম্পত্তিতে কোন মীরাস বণ্টন নেই। আমরা যা পরিত্যাগ করে যাই - তা হবে সাদাকা। আপনারা দু'জন তাঁকে মিথ্যাবাদী, অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক এবং খিয়ানতকারী মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ই তিনি (আবু বকর সিদ্দীক (রা)) সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্যপথ প্রদর্শক এবং সত্যের অনুসারী ছিলেন। এরপর আবু বকর (রা) ইত্তিকাল করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এবং আবু বকর (রা)-এর ওয়ালী হলাম। সুতরাং আপনারা উভয়েই আমাকেও তাঁর মত মিথ্যাবাদী, পাপী, বিশ্বাসঘাতক এবং খিয়ানতকারী মনে করছেন। আল্লাহ অবগত আছেন যে, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্য পথের অনুসারী এবং সত্যের অনুসারী। আমি সে সম্পদেরও ওয়ালী বা অভিভাবক। অতঃপর আপনি এবং ইনি এসেছেন। আপনারা উভয়েই এক ছিলেন এবং আপনাদের দাবীও এক ছিল। সুতরাং আপনারা বলছেন যে, এসব আমাদের কাছে দিয়ে দিন।

১. এখানে এ শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং রূপক অর্থে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা)-কে ধমক দেওয়ার জন্যই হযরত আব্বাস (রা) এ কথা বলেছেন। এ কথাগুলোকে ভাতিজা সম্পর্কে চাচার উক্তি রূপে বিবেচনা করতে হবে।

আমি বলি-যদি আপনারা চান, তবে আমি তা আপনাদেরকে দিয়ে দেব- এই শর্তে যে, আপনারা এই সম্পদ দ্বারা সে কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। তখন আপনারা এ শর্তে আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা) বললেন, আমার কথা কি যথার্থ? তখন উভয়েই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, তারপরও আপনারা দু'জন আমার কাছে এসেছেন, আপনাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য। আল্লাহর কসম। আমি আপনাদের উভয়ের মাঝে এ ব্যতীত আর কোন মীমাংসা করতে পারবো না কিয়ামত পর্যন্ত। আর যদি আপনারা এতে অপারগ হন, তবে তা আপনারা আমার কাছে ফেরৎ দিন।

৬৬২৬- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ ارْسَلَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ اَهْلُ اَيَّاتٍ مِنْ قَوْمِكَ يَنْحُو حَدِيثَ مَالِكٍ غَيْرَ اَنْ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرَبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَخْبِسُ قُوْتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৪৪২৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবু ইব্ন হুমায়দ (র) মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের কতিপয় পরিবারের লোক আমার কাছে উপস্থিত হল। তারপর মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, “তিনি তাঁর পরিবারের জন্য তা থেকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন। অনেক সময় মা'মার (র) বলেছেন যে, তাঁর পরিবারের জন্য তা থেকে এক বছরের খোরাকী রেখে দিতেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ মহান মহিয়ান আল্লাহর মালের ভাগারে (বায়তুল মালে) জমা দিতেন।

১৬- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَانُورَتْ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

১৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টন হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সাদাকা।

৬৬২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَتَّعِنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى اَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلَنَّهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَانُورَتْ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ-

৪৪২৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ এর ওফাত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ উসমান (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেন, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে তাদের মীরাস দাবী করেন। তখন আয়েশা (রা) তাদের বললেন, নবী ﷺ কি একথা বলে যাননি যে, আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই-তা সাদাকা।

৪৪২৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْتُمْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ أَنْمَایَاكُلُ أَلْ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَمَلَنُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرْتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمَهُ حَتَّى تُوَفِّيتُ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوَفِّيتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوَفِّيتُ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وَجْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالِحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِأَيِّعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ (كَرَاهِيَّةٌ مُحْضَرٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَبِينُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أَلْ فِيهَا عَنْ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَلَى لَأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا انْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسْرَبَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبَتْ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ-

৪৪২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এর নিকট লোক পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পদ থেকে তাঁর প্রাপ্য মীরাস এর দাবী করে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মদীনা ও ফাদাক-এর ফায় এবং খায়বারের অংশ এক-পঞ্চমাংশের থেকে প্রদান করেছিলেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন : আমাদের (নবীগণের) (পরিত্যক্ত

সম্পত্তিতে) মীরাস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ তা থেকে জীবিকা গ্রহণ করবেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়কালে সাদাকার যে অবস্থা চালু ছিল, তা আমি পরিবর্তন করব না। আর এতে আমি নিশ্চয়ই সে কাজ করবো, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করে গিয়েছেন। অতএব, আবু বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে তা থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। ফাতিমা (রা) এতে মনক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে (এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিকালের পর তিনি ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এরপর যখন তিনি ইত্তিকাল করলেন^১ তখন তাঁর স্বামী আলী ইবন আবু তালিব (রা) তাঁকে রাতে দাফন করলেন এবং তাঁর (মৃত্যু) সংবাদ পর্যন্ত আবু বকর (রা)-কে দেননি।^২ আলী (রা) তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। ফাতিমা (রা)-এর জীবিতকাল পর্যন্ত আলী (রা)-এর প্রতি জনগণের বিশেষ মর্যাদাবোধ ছিল। এরপর যখন তাঁর ইত্তিকাল হল তখন তিনি লোকের চেহারায়ে অন্যভাব দেখতে পেলেন। অতএব, তিনি আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে আপোষ রফা করে, তাঁর বায়আত গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কয়েক মাস তিনি তাঁর বায়আত করেননি। তারপর আলী (রা), আবু বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, আপনি একাকী আমাদের এখানে আসুন। আপনার সাথে অন্য কাউকে আনবেন না। (কেননা তিনি উমর (রা)-এর আগমনকে অপসন্দ করছিলেন)। উমর (রা) আবু বকরকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি একাকী তাঁদের কাছে যাবেন না। আবু বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে কীই বা করবেন। আল্লাহর কসম! আমি একাকীই যাব। পরিশেষে আবু বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। এরপর আলী ইবন আবু তালিব (রা) তাশাহুদ [তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য বাণী] পাঠ করলেন, তারপর বললেন, হে আবু বকর! আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সম্মান প্রদান করেছেন, তা আমরা জানি। আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে নিয়ামত প্রদান করেছেন, তাতে আমাদের কোন ঈর্ষা নেই। কিন্তু আপনি আমাদের উপর শাসন ক্ষমতায় (খিলাফতের) একচ্ছত্রতা দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়তার কারণে আমরা মনে করতাম যে, আমাদেরও অধিকার আছে। আবু বকরের সঙ্গে তিনি কথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আবু বকর (রা) এর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। এরপর যখন আবু বকর (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়তার সৌহার্দ্য-সংযোগ রক্ষা করা আমার আত্মীয়তার প্রতি সংযোগ রক্ষার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমার এবং আপনাদের মধ্যে এই সম্পদ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তাতে আমি সত্য পরিহার করি নি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতে যা করতে দেখেছি তা আমি পরিত্যাগ করি নি। এরপর আলী (রা), আবু বকর (রা)-কে বললেন যে, আমি বায়আতের জন্য আপনাকে আজ বিকেল বেলায় কথা দিলাম। যখন আবু বকর (রা) যুহরের সালাত শেষ করলেন তখন তিনি মিস্বারে আরোহণ করলেন এবং তাশাহুদ পাঠ করলেন। এরপর তিনি আলী (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর বায়আত গ্রহণে বিলম্ব ও এ বিষয়ে তাঁর ওয়র বর্ণনা করেন, যা আলী তার কাছে বর্ণনা করেছিল। এরপর তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর আলী ইবন আবু তালিব (রা) তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন। আর তিনি ব্যক্ত করলেন যে, তিনি যা করেছেন, তার কারণ আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিকালে তিনি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার কথা বলার সুযোগ হয়নি। অন্য রিওয়াযাতে আছে, এ সময়ের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিষয়টি বুঝিয়ে আপোষ করে নিয়েছিলেন। অথবা কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, তাই বলেননি।

২. প্রয়োজন ছিল না, তাই বিষয়টি হযরত আবু বকর (রা)-কে জানানো হয়নি। অথবা বিলম্ব না করে দাফন করা মুস্তাহাব হওয়ায় এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা) বিলম্ব হয়নি। অথবা বিলম্ব না করে দাফন-কাফন করার জন্য হযরত ফাতিমা (রা)-এর অসিয়ত থাকায় এক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়নি।

সম্মান দিয়েছেন তার প্রতি অস্বীকৃতি নয়; বরং আমরা মনে করতাম যে, শাসন ক্ষমতায় (খিলাফতের) আমাদেরও অংশ আছে। কিন্তু আবু বকর (রা) আমাদের বাদ দিয়ে একচ্ছত্ররূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এতে আমরা মনঃক্ষুব্ধ হয়েছি। এ কথা শুনে মুসলিমগণ আনন্দিত হলেন এবং তাঁরা বললেন যে, আপনি ঠিকই করেছেন। যখন তিনি সঙ্গত বিষয়ের দিকে ফিরে এলেন আবু বাকর (রা)-এর বায়আত গ্রহণ করলেন, তখন থেকে মুসলিমগণ আলী (রা)-এর সান্নিধ্যে আসতে লাগলেন।

৪৪২৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فِدْكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلَى فَعْظَمٍ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى أَبِي فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى أَبِي حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

৪৪২৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম মুহাম্মদ ইবন রাফি ও আব্দ ইবন হুমাইদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আব্বাস (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট আগমন করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের প্রাপ্য মীরাসের দাবী নিয়ে। তাঁরা তখন ফাদাকের ভূমি এবং খায়বারের অংশের দাবী জানালেন। তখন আবু বকর (রা) তাদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ... এরপর যুহরী (র) থেকে উকায়ল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। কিন্তু তিনি এতে বর্ণনা করলেন যে, এরপর আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং আবু বকর (রা)-এর বিশেষ অধিকার ও বিশাল মর্যাদা বর্ণনা করলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রবণতার কথা বললেন। এরপর তিনি আবু বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করলেন। তারপর জনগণ আলী-এর নিকট এসে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন, আপনি সুন্দর করেছেন। যখন আলী (রা) সঙ্গত বিষয়টার নিকটবর্তী হলেন, তখন লোকজনও তাঁর সংস্পর্শে আসতে লাগলো।

৪৪৩০. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَا لَا نُورِثُ مَا تَرَكَْنَا صَدَقَةٌ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفِدْكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ

إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَّتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسُ
فَقَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَقَدْكَ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لِحُقُوقِهِ
الَّتِي تُغْرَوُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ -

৪৪৩০. ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হার্ব ও হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য অংশ দাবী করেন। তখন আবু বকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের (নবীগণ) মীরাসে ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিকালের পর ফাতিমা (রা) ছয়মাস জীবিত ছিলেন। ফাতিমা (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট তাঁর সেই প্রাপ্য অংশ চেয়েছিলেন-যা রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার, ফিদাক এবং মদীনার (সাদাকা) দান থেকে রেখে গিয়েছেন। আবু বকর (রা) তাঁকে তা প্রদান করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি এমন কাজ পরিত্যাগ করব না যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। আমি ভয় করি যে, যদি তাঁর কোন কাজ পরিত্যাগ করি, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। তবে মদীনার (সাদাকার) দানের মাল উমর (রা) তাঁর সময়ে আলী এবং আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আলী (রা) একাকীই সে প্রভাবশালী হয়ে পড়েন। আর খায়বার এবং ফাদাকের সম্পদ উমর (রা) নিজের দায়িত্বে রাখলেন এবং বললেন, এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয়ের জন্য। এ দু'টো সম্পদের দায়িত্ব থাকে মুসলমানদের আমীরের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এই দুই সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তদ্রূপই আছে।

٤٤٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفْقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلٍ
فَهُوَ صَدَقَةٌ -

৪৪৩১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরিত্যক্ত সম্পদ এক দিনাররূপে বণ্টিত হবে না। আমি যা রেখে তা থেকে আমার স্ত্রীগণের ব্যয় নির্বাহ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতনভাতার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে সাদাকা বা দান।

٤٤٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৪৪৩২. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর (র) আবু যিনাদ (র) থেকে এই সনদে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٤٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ -

৪৪৩৩. ইব্ন আবু খালফ (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমরা উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকা বা দান।

১৭. بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

১৭. পরিচ্ছেদ : উপস্থিত মুজাহিদের মাঝে গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) বণ্টন পদ্ধতি

৪৪৩৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا -

৪৪৩৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (গণীমতের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে) ঘোড়ার (অশ্বারোহী সৈনিকের) জন্য দু'অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ বণ্টন করেন।

৪৪৩৫. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفْلِ -

৪৪৩৫. ইব্ন নুমায়র (র) এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি ফি النفل (গণীমতের সম্পদে) কথাটি উল্লেখ করেননি।

১৮. بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

১৮. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করা এবং গণীমত বৈধ হওয়া

৪৪৩৬. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ (هُوَ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا دَامَ يَدِيهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكَبِيهِ فَاتَّاهُ أَبُو بَكْرٍ فَآخَذَ رِدَاةَهُ فَالْقَاهُ عَلَى مَنْكَبِيهِ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اذْهَبْ فَيُفِيَنَّ رُبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ فَأَمَدَهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْرُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّلَاثَةَ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسْرَوْا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَسْرَوْا الْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بِيَّ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَاتَرُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمْكِنَ عَلَيَّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمْكِنَنِي مِنْ فُلَانٍ (نَسِيبًا لِعُمَرَ) فَاضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أُمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عَرَضَ عَلَى عَذَابِهِمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ) فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَاحْلَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ -

৪৪৩৬. হান্নাদ ইবন সারী ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকালেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার ছিল। আর তাঁর সাহাবী ছিলেন তিনশ' তের জন। তখন নবী ﷺ কিবলামুখী হলেন, এরপর দু'হাত উঁচু করে উচ্চৈঃস্বরে তার পালনকর্তার কাছে দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ আমার জন্য তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা প্রদান কর। হে আল্লাহ! যদি মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না। তিনি এমনিভাবে দু'হাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে তার পালনকর্তার কাছে অনর্গল উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করতেছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। এরপর আবু বকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদর খানা তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার পালককর্তার কাছে আপনার একমাত্র মিনতি যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন : اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّي مُُمِدُّكُمْ : بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ (স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করেছিল; তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো যারা একের পর এক আসবে)।

আবু যুমায়ল বর্ণনা করেন যে, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, সে দিন একজন মুসলমান সৈনিক তার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর উপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তার উপর দিকে অশ্বারোহীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি (অদৃশ্য অশ্বারোহী) বলছিলেন, হে হায়যুম, (ফেরেশতার ঘোড়ার নাম) সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি তার সামনের মুশরিক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এরপর দৃষ্টি করে দেখেন যে, তার নাক-ক্ষতযুক্ত এবং তার মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত। যেন কেউ তাকে বেত্রাঘাত করেছে। আহত স্থানগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ-তুমি ঠিকই বলেছ। এই সাহায্য তৃতীয় আকাশ থেকে এসেছে। পরিশেষে সেদিন মুসলিমগণ সত্তর জন কাফিরকে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করলেন।

আবু যুমায়ল বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবু বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর পরামর্শ চাইলেন। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! তারা তো (আমাদের) চাচাতো ভাই এবং স্বগোষ্ঠীয়। আমি মনে করি যে, তাদের নিকট থেকে আপনি মুক্তিপণ (فدية) গ্রহণ করুন। এতে কাফিরদের উপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! এ ব্যাপারে তোমার মত কি? উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর যা উচিত মনে করেন আমি তা উচিত মনে করি না। আমি মনে করি যে, আপনি তাদের ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা প্রদান করুন। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। আকিল-কে আলী-এর হাতে অর্পণ করুন। তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। আর (আমার বংশের) অমুককে আমার কাছে অর্পণ করুন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। কেননা তারা হল কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তখন আবু বকর (রা) যা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করেননি। পরের দিন যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা) উভয়েই বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদছেন? যদি আমার মধ্যে কান্নার ভাব জাগে তাহলে আমিও কাঁদবো। আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনাদের কাঁদার কারণে আমিও কান্নার ভান করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ফিদয়া গ্রহণের কারণে তোমার সাথীদের উপর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমার নিকট তাদের শাস্তি পেশ করা হল-এই গাছ থেকেও নিকটে। গাছটি ছিল নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী। (একটি গাছের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ গাছের চাইতেও কাছে তোমাদের উপর সমাগত আযাব আমাকে দেখানো হয়েছিল।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আযাত অবতীর্ণ করেন।

“পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বিবেচনায় তোমরা ভোগ কর”। (৮ : ৬৭-৬৯) এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য মালে গনীমত হালাল করে দেন।

১৯. بَابُ رَبِطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধবন্দীকে বেঁধে রাখা, আটক রাখা, এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া বৈধ

৪৪৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنِّي تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنِّي تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنِّي تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ ابْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ ابْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَاصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ ابْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدٍ فَاصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৪৪৩৭. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যকে 'নাজ্দ' এর দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর বনু হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাঁরা ধরে নিয়ে এল। তার নাম ছিল-ছুমামা ইবন উছাল। তিনি ইয়ামামাবাসীদের নেতা ছিলেন। তাঁরা মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এলেন এবং বললেন, হে ছুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। আপনি যদি (আমাকে) হত্যা করেন, তবে এক (মূল্যবান) রক্ত ধারাকেই হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনার অনুগ্রহ হবে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি সম্পদ চান, তবে আপনাকে তাই দেয়া হবে, যা আপনি

চাইবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পরের দিন পর্যন্ত সময় দিলেন। তারপর পরের দিনও তিনি বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? (কি ভাবছ?) তিনি বললেন, আমার নিকট তাই আছে যা আপনার কাছে বলে দিয়েছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনার অনুগ্রহ হবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি হত্যা করেন, তবে আপনি একজন সম্মানী ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন। আর যদি সম্পদ চান, তবে বলুন যা চাইবেন তা-ই আপনাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পরের দিন পর্যন্ত সময় দিলেন। (পরের দিন) আবার তিনি বললেন : হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? তিনি বললেন, আমার নিকট তাই আছে যা আমি আপনাকে ইতিপূর্বে বলেছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে আপনি অনুগ্রহ করবেন একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে হত্যার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন।

আর যদি আপনি সম্পদ চান, তবে বলুন তাই দেয়া হবে যা আপনি চাইবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। তারপর তিনি মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গমন করলেন। সেখানে তিনি গোসল করলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ! পৃথিবীতে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় (ঘৃণ্য) চেহারা আমার নিকট আর ছিল না। আর এখন সকল মানুষের চেহারা থেকে আপনার চেহারা আমার নিকট অধিক প্রিয়। আল্লাহর শপথ! আপনার ধর্ম থেকে অধিক ঘৃণ্য ধর্ম আমার কাছে আর ছিল না। আর এখন আপনার ধর্মই আমার নিকট সকল ধর্ম থেকে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আপনার জনপদ থেকে অধিক অসহনীয় জনপদ আমার কাছে ছিল না। আর এখন আপনার জনপদই আমার নিকট সকল জনপদের চাইতে অধিক প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকেরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ আমি তখন উমরা করার মনস্থ করেছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এরপর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরা করার নির্দেশ দিলেন। তথা যখন তিনি মক্কায় আগমন করলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো, তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ? তখন তিনি বললেন, না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছবে না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে সম্মতি দেন।

৪৪২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يَقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ الْحَنْفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَاكُمُ-

৪৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল অশ্বারোহী সৈনিক প্রেরণ করলেন ‘নাজ্দ’ প্রদেশের দিকে। তারা এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এল, যার নাম ছিল ছুমামা ইব্ন উছাল হানাফী। তিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের নেতা। এরপর তিনি লাইস (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, “إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَاكُمُ” (যদি আপনি ‘আমাকে’ হত্যা করেন, তবে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন)।

২০. بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ

২০. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদেরকে হিজাজ অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা

৪৪৩৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَامَعْشَرَ يَهُودَ اسْلَمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ أُرِيدُ اسْلَمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ اإِعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-

৪৪৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমরা ইয়াহুদীদের (বসতির) দিকে চল। সুতরাং আমরা তাঁর সংগে বের হলাম। পরিশেষে তাদের কাছে এলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং তাদেরকে (ধর্মের দিকে) আহ্বান করে বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহর নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন : আমি একথাই শুনতে চেয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহর নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তাই চেয়েছিলাম। এরপর তৃতীয়বার তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আমার ইচ্ছা যে, তোমাদেরকে আমি এই ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার (নির্বাসিত) করবো। অতএব, তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার মালের বিনিময়ে কিছু পেতে পারে তবে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। নতুবা জেনে রেখো যে, সমগ্র ভূ-মণ্ডল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

৪৪৪০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقْرَ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ بَغَضَهُمْ لِحِقْوِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاْمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ) وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ-

৪৪৪০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনু নাযীর এবং বনু কুরায়যা গোত্রদ্বয়ের ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযীরকে দেশান্তর করেন এবং বনু কুরায়যাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বনু কুরায়যাও যুদ্ধ করল। ফলে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক লোক যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। তখন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার সকল ইয়াহুদীকে দেশান্তর করেন। বনু কায়নুকা' গোত্রের ইয়াহুদী (আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের গোত্র), বনু হারিছার ইয়াহুদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইয়াহুদীকেই (দেশ থেকে বহিষ্কার করেন।)

৪৪৪১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ.

৪৪৪১. আবু তাহির (র)..... মূসা (র) থেকে এ সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর ইব্ন জুরাইজ (র) -এর হাদীসটি অনেক সূত্রে বর্ণিত এবং সেটিই পূর্ণাঙ্গ।

২১. بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

২১. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ও নাসারাদের আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিষ্কার

৪৪৪২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا.

৪৪৪২. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার কাছে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপ-দ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবো। পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না।

৪৪৪৩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيُنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৪৪৪৩. যুহায়র ইব্ন হারব ও সালামা ইব্ন শাবীব (র) আবু যুহায়র (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২২. بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

২২. পরিচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের হত্যা করা বৈধ হওয়া এবং দুর্গের অধিবাসীদের কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারকের ফায়সালা উপরে আত্মসমর্পণ বৈধ।

৬৬৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ حَنْظَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (أَوْخَيْرِكُمْ) ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ تُقْتَلُ مَقَاتِلَتُهُمْ وَتُسَبَّى ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبِّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرَبِّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ-

৪৪৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বনু কুরায়যার (অবরুদ্ধ) লোকেরা সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর ফায়সালা মেনে নিতে আত্মসমর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার উপর আরোহণ করে আগমন করলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদেরকে বললেন : তোমরা-তোমাদের নেতাকে অথবা বললেন, উত্তম ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা প্রদান করে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরা (সব অবরুদ্ধ দুর্গবাসীরা) তোমার ফায়সালায় আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাদের মধ্যকার যুদ্ধের উপযুক্ত (যুবক) লোকদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছো। কোন কোন সময় বলেছেন : “তুমি বাদশাহর (আল্লাহর) হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছ” বর্ণনাকারী ইবন মুসান্না (র) وَرَبِّمَا قَالَ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৬৬৬৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ-

৪৪৪৫. যুহায়র ইবন হার্ব (র) শু'বা (র)-এর থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এ কথাটুকু তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছ”। আর একবার বলেছেন, “তুমি বাদশাহর (আল্লাহর) হুকুম অনুযায়ী বিচার করেছ”।

৬৬৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ

قَرِيشُ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِيقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ فَاعْتَسَلَ فَاتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسَبَى الذَّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ -

৪৪৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন সা'দ (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হন। কুরায়শের ইবনুল আরিকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর (হাতের প্রধান) শিরায় তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ (রা)-এর জন্যে মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করে দিলেন, যেন নিকট থেকে তাঁকে দেখাশোনা করা যায়। যখন তিনি (রাসূল ﷺ) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন অস্ত্র রেখে (সবেমাত্র) গোসলের কাজ সমাপ্ত করলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) তার মাথা থেকে ধূলিবাণি ঝাড়তে ঝাড়তে আগমন করলেন। এরপর বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ! আমরা তো অস্ত্র রাখিনি। তাদের দিকে গমন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন্ দিকে? তখন তিনি বনু কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালা মেন নেয়ার শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিচারের বিষয়টি (তাদের নেতা) সা'দ (রা)-এর প্রতি প্রত্যাৰ্পণ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধের উপযুক্ত (যুবক) লোকদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করা হবে।

٤٤٤٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتُ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৪৪৪৭. আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তুমি তাদের ব্যাপারে মহান মহিয়ান আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করেছ।

٤٤٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلِمُهُ لِلْبُرِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَإِنْفَجَرْتُ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ (وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ) الْأَوَّلُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكَ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغْدُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا -

৪৪৪৮. আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) বলেছেন, তাঁর আঘাত শুকিয়ে যাচ্ছিল (এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন)। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার নিকট আপনার রাসূলকে যে সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনার পথে যুদ্ধ করার চাইতে অধিক পছন্দনীয় বিষয় আর নেই। হে আল্লাহ! যদি কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা এখনও বাকী থাকে তবে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, আমাদের এবং তাদের মধ্যে আপনি যুদ্ধ রহিত করেছেন। যদি তাই হয়, তবে আপনি আমার এই ক্ষতস্থান প্রবাহিত করে দিন এবং এতেই আমাকে মৃত্যু (শাহাদত) নসীব করুন। তখন তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনু গিফারের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তারা ঘাবড়ে গেল। তখন তারা বলল, হে তাঁবুবাসী! তোমাদের দিক থেকে এ কি আসছে? দেখা গেল যে, সা'দ (রা) এর ক্ষতস্থান থেকে তখন প্রবল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪৪৪৯. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَنْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ * فَمَا فَعَلْتَ قَرِيبَةً وَالنَّضِيرُ
لَعَمْرُكَ إِنْ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ * غَدَاةً تَحْمَلُوَالَهُوَ الصَّبُورُ
تَرَكْتُمْ قَدْرَكُمْ لِأَشْيٍ فِيهَا * وَقَدَرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ * أَقِيمُوا قَيْنُقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا
وَقَدْ كَانُوا بِبِلَدِهِمْ ثِقَالًا * كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانَ الصُّخُورُ

৪৪৪৯. আলী ইব্ন হাসান ইব্ন সুলায়মান কূফী হিশাম (র) থেকে একই সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এইটুকু ব্যতিক্রম বলেছেন যে, “সেই রাত থেকেই রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এভাবে অনবরত: রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে তিনি মারা যান। তিনি তাঁর হাদীসে আরো কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে (সা'দ (রা)-কে ভর্ৎসনা করে) একজন কবি বলেন :

“হে সা'দ, সা'দ ইব্ন মু'আয! বনু কুরায়যা
এবং বনু নাযীর এর খবর কি? তোমার জীবনের শপথ! সা'দ
ইব্ন মু'আযকে যে প্রভাতে বহন করে আনা হয়েছিল, তিনি
অবশ্যই অতি সহনশীল (হওয়ার পরিচয় দিয়েছেন)। (হে আউস সম্প্রদায়)
তোমরা তোমাদের ডেগগুলো (অর্থাৎ তোমাদের মিত্রদের) খালি রেখে দিয়েছ,
তাতে আজ কোন কিছু নেই। (অর্থাৎ তোমাদের মিত্ররা তোমাদের দ্বারা
কোন সহায়তা লাভ করেনি। অথচ তোমাদের বিপক্ষের (খাজরাজ সম্প্রদায়ের)
ডেগগুলো গরম, তা টগবগ করছে (অর্থাৎ তারা তাদের মিত্রদের উপকার করেছে।
সম্ভ্রান্ত আবু হুবাব (আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই) বলেছিলেন, তোমরা হে
বনু কায়নূকা গোত্র! অবস্থান করে চলে যেও না।
আর তারা তাদের শহরে ভারী পাথর”।
যে রূপে শয়তানে (পাহাড়ে) পাথরগুলো ভারী হয়েছে।

২৩. بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْفَزْوِ وَتَقْدِيمُ أَهْمِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ

২৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে প্রতিযোগিতামূল অগ্রগামিতা এবং দু'টি বিরোধপূর্ণ কাজের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণটিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

৪৪৫০. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوُتَ الْوَقْتُ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ -

৪৪৫০. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা যুবাইঈ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন-তখন তিনি আমাদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, যতক্ষণ না বনী কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে পৌঁছবে কেউ যেন যুহরের সালাত আদায় না করে। তখন কিছু সংখ্যক লোক যুহরের সালাতের সময় চলে যাওয়ার ভয় করলেন। এবং তারা বনু কুরায়যা গোত্রে পৌঁছার পূর্বেই সালাত আদায় করলেন। আর অন্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যে স্থানে সালাত আদায় করতে বলেছেন, সে স্থান ব্যতীত আমরা সালাত আদায় করব না, যদিও সময় চলে যায়। রাবী বলেন, (এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এ দু'দলের কারো প্রতি রুঢ় কথা বলেন নি।

২৪. بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالْثَمَرِ حِينَ اسْتَفْتَوْا عَنْهَا بِالْفَتْوَحِ

২৪. পরিচ্ছেদ : মুহাজিরগণ বিজয় সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়ায় আনসারদের দেয়া গাছপালা ও ফলের বাগানসমূহ তাদেরকে ফেরত প্রদান।

৪৪৫১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثَمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَوْؤَنَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سَلِيمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاتِهِ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ

حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَمِنَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا تُوْفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضِنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوْفِيَتْ بَعْدَ مَا تُوْفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ -

৪৪৫১. আবু তাহির ও হারমালা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনাতে আগমন করেন তখন তাদের হাতে কোন কিছুই ছিল না। (তারা ছিলেন তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব) আর আনসারগণ ছিলেন জমা-জমির মালিক। তখন আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের (খেজুর বাগানের অর্ধেক) এই শর্তে বন্টন করে দেন যে, প্রতি বছর বাগানে মুহাজিরগণ পরিশ্রম ও পরিচর্যা করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের দেবেন। আনাস ইবন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মু সুলাইম, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবু তালহার মাতা ছিলেন। আর আবদুল্লাহ ছিলেন আনাস (রা)-এর বৈপিত্র্যে ভাই। আনাসের মাতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর খেজুর গাছ দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আযাদকৃত বাদী উম্মু আয়মানকে দিলেন। যিনি উসামা ইবন যায়দের মাতা ছিলেন। ইবন শিহাব (রা) বলেন, আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের দানকৃত ফলের বাগানসমূহ প্রত্যর্পণ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমার মাতাকে তাঁর দানকৃত খেজুর গাছ ফেরত দেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু আয়মানকে তার পরিবর্তে নিজের বাগানের এক অংশ প্রদান করেন। ইবন শিহাব (রা) বলেন যে, উম্মু আয়মান যিনি উসামা ইবন যায়দের মাতা ছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন হাবশা (আবিসিনীয়) বংশোদ্ভূত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতার ইত্তিকালের পর যখন আমিনা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জন্ম দেন তখন উম্মু আয়মান তাঁকে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করেন। এরপর তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন। পরবর্তীতে যায়দ ইবন হারিছার সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিকালের পাঁচ মাস পর ইত্তিকাল করেন।

৪৪৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا (وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ) كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخْلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ قَالَ أَنَسٌ وَإِنْ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ أَتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمُّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثُّوبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْطِيَكُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَا أُمُّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، وَتَقُولُ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ -

৪৪৫২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, হামিদ ইবন উমর আল বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা কায়সী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমন করেন তখন) এক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ নিজ ভূমির কিছু খেজুর গাছ দান করেন। যখন বনু কুরায়যা এবং বনু নাযীর গোত্রদ্বয়ের উপর তাঁর বিজয় প্রতিষ্ঠিত হল তখন এসব গাছ, যা' তারা তাঁকে প্রদান করেছিলেন তিনি তাদের প্রত্যর্পণ করতে লাগলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দিয়েছিলেন তা অথবা তার অংশ বিশেষ তাঁর নিকট হতে চেয়ে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অথচ নবী ﷺ উম্মু আয়মান (রা)-কে তা দিয়ে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় আমি তাঁর কাছে এসে যখন তা চাইলাম, তখন তিনি তা আমাকে দিয়ে দিলেন। এ সময় উম্মু আয়মান (রা) সেখানে এলেন এবং আমার গলায় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে তা দেবো না। তখন নবী ﷺ বললেন : হে উম্মু আয়মান! আপনি তাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এই এই সম্পদ প্রদান করছি। তখন তিনি বললেন, কখনো না। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তখনও নবী ﷺ বলছিলেন, আপনাকে এই এই সম্পদ প্রদান করছি (আপনি তাকে ছেড়ে দিন)। পরিশেষে নবী ﷺ তাঁকে (উম্মু আয়মানকে) ঐ সম্পদের দশগুণ কিংবা দশগুণের কাছাকাছি প্রদান করেন।

২৫. بَابُ اخْذِ الطَّعَامِ مِنْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

২৫. পরিচ্ছেদ : 'দারুল হারবে' (বিধর্মী শত্রু রাজ্য) প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ (আহার) করা

৪৪৫৩. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطَى الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالتَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا.

৪৪৫৩. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার যুদ্ধের সময় চর্বিভর্তি একটি চামড়ার থলে পেলাম। আমি তা একান্তভাবে তুলে নিলাম এবং বললাম, এর থেকে আমি কাউকে কিছু দেবনা। তিনি বলেন, আমি হঠাৎ একদিকে দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম, (আমার কথা শুনে) তিনি মৃদু হাসছিলেন।

৪৪৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُبُنْ أَسَدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لَأَخْذِهِ قَالَ فَالتَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

৪৪৫৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার আবদী (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আমাদের দিকে কে যেন একটি থলে নিক্ষেপ করল, তাতে খাদ্য ও চর্বি ভর্তি ছিল। আমি তা তুলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একদিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে দেখে লজ্জিত হলাম।

৬৬৫৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ-

৪৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) শু'বা (র) থেকে একই সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "জِرَابٌ" (চর্বির থলে) কথাটি বলেন এবং "طَعَامٌ" (খাদ্যের) কথা উল্লেখ করেন নি।

২৬- بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

২৬. পরিচ্ছেদ : বাদশাহ হিরাক্ল (হিরোক্লেয়াস)-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নবী ﷺ-এর পত্র

৬৬৫৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ أَنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْجِي بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ بِحَيَّةِ الْكَلْبِيِّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمَ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَاجْلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَاجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ أَنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ لَامَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَى الْكَذِبِ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فَيَكُفُّمُ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا نُوْحَسِبُ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ

قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمَكَّنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِيَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسْبِهِ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرِّسْلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي أَبَاهِهِ مَلِكٌ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مَلِكٌ يَطْلُبُ مَلِكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ اتِّبَاعِهِ أَضْعَفَاوَهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاوَهُمْ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرِّسْلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخَطُهُ لَهُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرِّسْلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ أَتَيْتُمْ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَا مَرْئِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مَلَكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلِمًا وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْآرِيسِيِّنَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغْظُ وَآمَرَ بِنَافَاخِرِجِنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ لِيَخَافَهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ -

৪৪৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী, ইব্ন আবু উমর, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সুফিয়ান (রা) মুখোমুখি (সরাসরি) এ হাদীস অবহিত করেছেন। যখন আমার মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে (হুদায়বিয়ার) সন্ধির সময়কাল কার্যকর ছিল (ষষ্ঠ হিজরীতে) তখন আমি (সফরে) বের হলাম। যখন আমি শাম দেশে উপস্থিত হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত একটি পত্র হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) বাদশাহর নিকট পৌঁছল। দিহইয়া আল-কালবী (রা) (দূত) এই পত্র নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি সেই পত্র 'বুসরার' প্রধান শাসনকর্তাকে প্রদান করেন। এরপর বুসরার প্রধান, হিরাক্ল বাদশাহর নিকট পত্রটি হস্তান্তর করেন। তখন হিরাক্ল বাদশাহ বললেন, এখানে ঐ লোকটির (মুহাম্মদ ﷺ-এর) সম্প্রদায়ের কোন লোক আছে কি, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন কুরায়শের এক দল লোকের সঙ্গে আমাকেও ডাকা হল। এরপর আমরা হিরাক্ল বাদশাহর দরবারে প্রবেশ করলাম। আমাদেরকে তার সম্মুখেই বসান হল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি নবী দাবী করছেন তাঁর সাথে আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আমি। তখন তাঁরা আমাকে বাদশাহর সামনেই বসালেন এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পিছনে বসালেন। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে ডাকালেন এবং তাকে বললেন, "আমি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে বলে দাও যে, আমি তাঁকে (আবু সুফিয়ানকে) ঐ লোকটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। যদি তিনি (আবু সুফিয়ান) আমার নিকট মিথ্যা কথা বলেন, তবে আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দেবেন। তখন আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমার এই ভয় না হত যে, মিথ্যা বললে তা আমার নামে উদ্ধৃত হতে থাকবে তবে নিশ্চয়ই (তাঁর সম্পর্কে) মিথ্যা কথা বলতাম। অতঃপর বাদশাহ তাঁর দোভাষীকে বললেন, তুমি তাঁকে (আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসা কর, আপনাদের মাঝে ঐ লোকটির বংশ পরিচয় কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এরপর তিনি বললেন, তাঁর পিতৃ পুরুষদের মধ্যে কি কেউ কখনও বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি কখনও তাঁকে একথা বলার পূর্বে, যা তিনি বলেছেন, মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন, সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসরণ করে? সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালীরা, না দুর্বলেরা? আমি বললাম, (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নয়); বরং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা।

তিনি বললেন, তাঁর অনুগামীর সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমছে? আমি বললাম, (কমছে না), বরং (দিনদিন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর তিনি বললেন, যে সব লোক তাঁর ধর্মে প্রবেশ করছে তারা কি পরবর্তীতে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে? আমি বললাম, না। এরপর তিনি বললেন, আপনারা কি কখনও তাঁর সাথে কোন যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনাদের এবং তাঁর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের অবস্থা পালাবদল হচ্ছে। কখনও তিনি বিজয়ী হন এবং কখনও বা আমরা বিজয়ী হই। সম্রাট হিরাক্ল বললেন, তিনি কি (কখনও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে) বিশ্বাস ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। কিন্তু আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা (পর্যন্ত সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি)। আমরা জানি না যে, পরিশেষে তিনি তাতে কি করবেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর শপথ! (প্রশ্ন উত্তরে) আমার পক্ষ হতে একথাটি ছাড়া অন্য কোন দ্বিধামূলক কথা সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। এরপর সম্রাট হিরাক্ল বললেন, (আপনাদের দেশে) তাঁর (নবুওয়াত দাবীর) পূর্বে কি কোন ব্যক্তি কখনও এরূপ দাবী করেছেন? আমি বললাম, না। এরপর সম্রাট হিরাক্ল তাঁর দোভাষীকে বললেন, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) বলে দাও যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর (মুহাম্মদ ﷺ-এর) বংশ পরিচয় সম্পর্কে। আপনি তখন বলেছিলেন যে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এমনিভাবে রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের উত্তম বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এরপরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন? আপনি প্রীতি উত্তরে বলেছিলেন, না। আমি মনে মনে বললাম যে, যদি তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্য হতে কেউ বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি মনে করতাম যে, হয়তবা তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চান। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর অনুসারিগণ কি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক, না সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক? আপনি

বলেছিলেন, দুর্বল শ্রেণীর লোক (আমি বলছি,) তারাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে তিনি (নবুওয়াতের) যে কথা বলেছেন এর পূর্বে কি আপনারা তাঁকে কখনও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন? আপনি বলেছিলেন যে, না। এতে আমি বুঝতে পারলাম, যে ব্যক্তি (জাগতিক ব্যাপারে) মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি কি কারণে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করতে যাবেন? এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কোন ব্যক্তি কি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেছে? আপনি বলেছিলেন, না। ঈমানের প্রকৃত অবস্থা এটাই। যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার তা সংমিশ্রিত হয় (তখন সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে)। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে, না কমছে? আপনি বলেছিলেন, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাই হল ঈমানের প্রকৃত অবস্থা। তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে পূর্ণত্ব লাভ করে।

এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি তাঁর সঙ্গে কোন যুদ্ধ করেছেন? আপনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তবে আপনাদের মাঝে এবং তাঁর মাঝে-যুদ্ধের অবস্থা হল পালাবদলের মত। কখনও তিনি বিজয়ী হন, আবার কখনও আপনারা বিজয়ী হন। এভাবে রাসূলগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। পরিণামে তাঁরাই বিজয়ী হয়ে থাকেন। এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি কখনও (কোন সন্ধির) চুক্তি ভঙ্গ করেন? আপনি বলেছিলেন, তিনি কোন চুক্তিভঙ্গ করেন না, এভাবে রাসূলগণ কখনও কোন চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর এই কথা (নবুওয়াতের কথা) বলার পূর্বে কি কোন ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলেছেন? আপনি বলেছিলেন যে না। আমি তা এ কারণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, যদি তাঁর পূর্বে কেউ এরূপ দাবী করে থাকতো, তবে আমি মনে করতাম যে, সে ব্যক্তি তার পূর্বে যে কথা বলা হয়েছিল তার অনুকরণ করেছে। রাবী বলেন, এরপর হিরাক্ল জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আপনাদের কি করতে আদেশ করেন? আমি (আবু সুফিয়ান) বললাম, তিনি আমাদেরকে সালাত আদায় করতে, যাকাত দিতে, আত্মীয় সম্বন্ধ অটুট রাখতে (নিকট আত্মীয় ও হকদার ব্যক্তিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে) এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করতে (অবৈধ ও অসৌজন্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে) আদেশ করে থাকেন। তিনি (বাদশাহ হিরাক্ল) বললেন, আপনি তাঁর সম্পর্কে যা বললেন তাঁর অবস্থা যদি ঠিক তাই হয় তবে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, তিনি আপনাদের থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর নিকট নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারবো? তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর মুবারক পদদ্বয় ধুইয়ে দিতাম। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্ব আমার দু'পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌঁছবে। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিটি তলব করলেন এবং তা পাঠ (করার আদেশ) করলেন। এতে ছিল -

“দয়াবান দয়ালু আল্লাহর নামে! এটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান ব্যক্তি হিরাক্ল এর প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির উপর, যিনি (হিদায়াতের) সঠিক পথ অনুসরণ করেন। অতঃপর, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। আপনি মুসলমান হউন, আল্লাহ আপনাকে আপনার প্রতিদান দ্বিগুণ করে দান করবেন। আর যদি আপনি (ইসলাম থেকে) বিমুখ থাকেন, তবে নিশ্চয়ই প্রজাদের পাপ আপনার উপর আরোপিত হবে। “হে আহলে কিতাব! তোমরা এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যে আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করব না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অবাধ্য হয়) তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম” পর্যন্ত।

এরপর তিনি পত্র পাঠ শেষ করলে তাঁর নিকটে শোরগোল এবং হৈ চৈ হতে লাগল। এদিকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা বেরিয়ে এলাম। আবু সুফিয়ান বলেন, আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন

আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার পুত্রের ব্যাপারটি অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। বনী আসফার (লাল চামড়াদের) বাদশাহুও তাঁকে ভয় করছে। তিনি আরও বলেন, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, নিশ্চয়ই তিনি বিজয়ী হবেন। অবশেষে এক সময় আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

৪৪৫৭- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصَ إِلَى إِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ-

৪৪৫৭. হাসান হুলাওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে এই একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন, “যখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাট (কায়সার) দ্বারা পারস্যের সেনাদলকে পরাজিত করলেন, তখন তিনি এই বিজয়ের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ‘হেমস’ থেকে ‘ইলিয়া’ (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যান আর তিনি তাঁর হাদীসে “এই পত্র মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে” এবং “ইরিসীন” শব্দের পরিবর্তে “ইরিসীন” শব্দ বলেছেন। আর তিনি “দৈয়্যে ইসলাম” শব্দের পরিবর্তে শব্দ “دَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ” বর্ণনা করেছেন।

২৭- بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৭. পরিচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিধর্মী শাসকদের নিকট নবী ﷺ-এর পত্রাবলী।

৪৪৫৮- حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النُّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنُّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৫৮. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ আল মা'নী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ‘কিসরা’ (পারস্যের সম্রাট), ‘কায়সার’ (রোমের সম্রাট) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার সম্রাট) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শাসকগণের নিকট পত্র লিখেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। ইনি সে নাজ্জাশী নন, যার জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।

৪৪৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنُّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৫৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ রাযী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে, “তিনি সেই নাজ্জাশী নন, যার জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।”

৪৪৬০. حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا لَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৪৬০. নাসর ইবন আলী জাহ্‌যামী (র) আনাস (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একথা উল্লেখ করেন নি যে, “তিনি সেই নাজ্জাশী নন, যার জানাযার সালাত নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।”

২৮. بَابُ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

২৮. পরিচ্ছেদ : হুনায়নের যুদ্ধ

৪৪৬১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءُ أَهْدَاهَا لَهُ فَرَوْهُ بَنُ نُفَائَةَ الْجُدَامِيِّ فَلَمَّا اتَّقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكَفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بِبَغْلَتِهِ قَبْلَ الْكَفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا أَخِذْ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْفُهَا إِرَادَةً أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ أَخِذْ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ عَبَّاسٍ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ (وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَ اللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقْرِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا بَيْتُكَ يَا بَيْتُكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا الْكَفَّارَ وَالِدَعْوَةَ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قِصَرَتْ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا حِينَ حَمَى الْوُطَيْسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصِيَّاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوهَ الْكَفَّارِ ثُمَّ قَالَ انْهَزْمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبَتْ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصِيَّاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا -

৪৪৬১. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল

মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একেবারে সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন। সে খচ্চরটি ফারওয়া ইব্ন নুফাসা হুযামী তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। (উহাকে দুলদুল নামে ডাকা হতো।) যখন মুসলমান এবং কাফির পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হল তখন মুসলমানগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে তাঁর খচ্চরকে আঘাত করে কাফিরদের দিকে ধাবিত করছিলেন। আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখে ছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম যেন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে না পারে। আর আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের ‘রেকাব’ (পাদানি) ধরে রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আব্বাস! আসহাবে সামুরাকে (হুদায়বিয়ায় বাবলা গাছের তলায় বায়আতকারী দল) আহ্বান কর। আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আসহাবে সামুরা! (তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?) তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তা শোনামাত্র তাঁরা এমনভাবে মমতাপূর্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করলেন যেমনভাবে গাভী তার বাচ্চার আওয়াজ শুনে মমতাপূর্ণ হয়ে দ্রুত দৌড়ে আসে। এবং তারা বলতে লাগলো, আমরা আপনার নিকট হায়ির, আমরা আপনার নিকট হায়ির। রাবী বলেন, এরপর তারা কাফিরদের সাথে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। আর আনসারদের প্রতি আহ্বান ছিল যে, হে আনসারগণ! রাবী বলেন, এরপর আহ্বান সংক্ষিপ্ত করা হল বনী হারিস ইব্ন খায়রাযের মাধ্যমে। (তাঁরা আহ্বান করলেন, হে বনী হারিস ইব্নুল খায়রাজ।) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খচ্চরের উপর আরোহণ অবস্থায় তাঁর গর্দান উঁচু করে তাদের যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “এটাই হল তন্দুর উত্তপ্ত হওয়ার সময় (যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত)”। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কংকর হাতে নিলেন। এবং এগুলো তিনি কাফিরদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর রবের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে। আব্বাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থা পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম যে, যথারীতি যুদ্ধ চলছে। এমন সময় তিনি কংকরগুলো নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর শপথ! তখন হঠাৎ দেখি যে, কাফিরদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেল এবং তাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

৬৬৬২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرَوُهُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ انْهَزَمُوا وَرَبُّ الْكُفَّةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكُفَّةِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ -
قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ -

৪৪৬২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... যুহরী (র) থেকে একই সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ‘ফারওয়া ইব্ন নুআছা’ স্থলে নু‘আমা জুযামী’ বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, তাঁরা পরাজিত হয়েছে, কা‘বার রবের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে কা‘বার রবের কসম!” তিনি তাঁর হাদীসে একথাটিও অধিক বর্ণনা করেছেন যে, “অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন”। রাবী বলেন, আমি যেন নবী ﷺ-কে যে, তিনি তাঁর খচ্চরের উপর থেকে নিজ পায়ের গোড়ালী দিয়ে একে আঘাত তাদের পিছনে ধাবিত করছিলেন।

৬৬৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُّ-

৪৪৬৩. ইবন আবু উমর (র) আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুনায়েনের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর তিনি উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস এবং মা'মার (র) বর্ণিত হাদীস (বর্ণনার দিক দিয়ে) অধিক (বিস্তারিত) এবং পরিপূর্ণ।

৬৬৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَآخِفَاؤُهُمْ حُسْرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاءَ لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعُ هَوَازٍ وَبَنِي نَصْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا مَا يَكَادُونَ يَخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ صَفَّهُمْ-

৪৪৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা (রা)-কে বললেন, হে আবু উমারা! আপনারা কি হুনায়েনের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ হটে যান নি। বরং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একটি কম বয়সের অনভিজ্ঞ দল, যাদের কোন অস্ত্র কিংবা উল্লেখযোগ্য কোন হাতিয়ারও ছিলনা, (তাঁরা সরে পড়েন)। তাঁরা এমন একদল তীরান্দায়ের মুকাবিলা করছিলেন, যাদের তীরের লক্ষ্য ব্যর্থ হত না। তারা ছিল হাওয়াযিন ও নাসর গোত্রের লোক। তারা এমনভাবে প্রবল ধারায় তীর ছুড়ছিল যে, তারা লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে ব্যর্থ হচ্ছিল না। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় তাঁর সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন। আর আবু সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) একে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। রাবী বলেন, যেন তিনি বলেছিলেন : “আমি অবশ্যই নবী, একথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।” তারপর তিনি তাঁর সেনাদলকে সারিবদ্ধ করলেন।

৬৬৬৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيَصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مَا وَلِيَ وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ آخِفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسْرًا إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازٍ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاءَ فَرَمَوْهُمْ بِرَشَقٍ مِنْ نَبْلِ

كَانَهَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَأَنْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ
بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اللَّهُمَّ نَزَّلْ نَصْرَكَ * قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لِلَّذِي يُحَاذِي
بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -

৪৪৬৫. আহমাদ ইবন জানাব মিস্সিসী (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। জনৈক ব্যক্তি বারা (রা)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি হুনায়েনের দিনে পলায়ন করেছিলেন? তখন তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ সশব্দে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পলায়ন করেননি। কিন্তু কিছু সংখ্যক অতি ব্যস্ত ও বর্মবিহীন লোক ‘হাওয়াযিন’ গোত্রের দিকে গিয়েছিল। আর তারা ছিল তীরন্দায় সম্প্রদায়। তারা তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়লো, যেন সেগুলো পঙ্গপালের মত। তখন তারা পিছন দিকে হটে গেল। আর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলো। আবু সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) তাঁর খচ্চর টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দু’আ করলেন এবং তিনি বললেন : আমি অবশ্যই আল্লাহর নবী, একথা মিথ্যে নয়। আমি আবদুল মুত্তালিব এর পুত্র। “ইয়া আল্লাহ! আপনার সাহায্য নাযিল করুন”। বারা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! যুদ্ধের উত্তেজনা যখন ঘোরতর হয়ে উঠত, তখন আমরা তাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে বীরপুরুষ তিনিই যিনি যুদ্ধে তাঁর অর্থাৎ নবী ﷺ-এর বরাবরে দাঁড়াতে সাহসী হত।

٤٤٦٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرْ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاءً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

৪৪৬৬. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রা)-এর কাছে শুনেছি, বনী কায়সের এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, আপনারা কি হুনায়েনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পলায়ন করেছিলেন? তখন বারা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্য পলায়ন করেননি। (তবে ব্যাপার এ ছিল যে,) ‘হাওয়াযিন’ গোত্রের লোকেরা দক্ষ তীরন্দায় ছিল। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করলাম তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তখন আমরা গনীমতের মালের দিকে ছুটে গেলাম। তখন তারা আমাদের উপর (অতর্কিতে) পাল্টা আক্রমণ করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সাদা

বর্ণের খচ্চরের উপর দেখতে পেলাম। আর আবু সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) তার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর নবী ﷺ বলছিলেন : “আমি অবশ্যই নবী, একথা মিথ্যে নয়। আমি আবদুল মুত্তালিব” এর পুত্র।

৬৬৭- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهُؤُلَاءِ أَتَمُّ حَدِيثًا -

৪৪৬৭. যুহায়র ইবন হার্ব মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও আবু বাকর ইবন খাল্লাদ বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবু উমারা! তারপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। এই হাদীস ছিল তাঁদের বর্ণিত হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত। আর তাঁদের হাদীস ছিল পূর্ণ।

৬৬৮- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقَوْهُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَى بُرْدَتَانِ مُتَزَرًّا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًّا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطَلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فِرْعَا فَلَئِمَّا غَشَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبِضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ -

৪৪৬৮. যুহায়র ইবন হার্ব (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছি। যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হলাম, তখন এ পর্যায়ে আমি অগ্রসর হয়ে একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। তখন শত্রুদলের এক ব্যক্তি আমার মুকাবিলায় অগ্রসর হল। আমি একটি তীর নিক্ষেপ করলাম, তখন সে আমার থেকে আত্মগোপন করল। আমি তখন বুঝতে পারিনি তার ব্যাপারটি কী হয়েছে। তারপর যখন শত্রুদলের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, তারা অপর এক টিলায় আরোহণ করেছে। তারপর তারা এবং নবী ﷺ-এর সাথীরা সামনাসামনি হলো। তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ পিছনে সরে পড়তে লাগলো। আমি পরাজিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন আমার পরিধানে ছিল দু'টি চাদর। তার একটি চাদর ছিল লুঙ্গী (ইয়ার) রূপে এবং অপরটি চাদর রূপে পরেছিলাম। এক পর্যায়ে আমার লুঙ্গিটি খুলে গেল। তখন আমি সে দুটি একত্রিত করে ধরলাম। এবং পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ দিয়ে গমন করলাম। আর তিনি তখন তাঁর সাদা রং এর খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনুল আকওয়া ভীতিকর কিছু দেখেছে। এরপর তারা (শত্রুরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘিরে ফেললো।

তিনি তার খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলেন। এরপর তাদের মুখমণ্ডলে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হোক। এরপর তাদের সকলের দু'চোখ-ই সে এক মুষ্টি মাটির ধুলায় ভরে গেল। তারা পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করলো। মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা এ দ্বারাই তাদেরকে পরাস্ত করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

২৯. - بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

২৯. পরিচ্ছেদ : তায়েফের যুদ্ধ

৬৬৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنْزِلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُّوا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৪৪৬৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফবাসীদের অবরোধ করলেন এবং এতে তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু পেলেন না। এরপর তিনি বললেন, ইনশা-আল্লাহ আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। তখন তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, আমরা কি প্রত্যাবর্তন করবো, অথচ আমরা তায়েফ জয় করলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আগামীকাল সকালে তোমরা যুদ্ধ কর। সুতরাং তারা পরবর্তী দিন সকালে যুদ্ধ করল এবং অনেকেই আহত হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমরা আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করবো। রাবী বলেন, এতে তাঁরা খুশি হলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন।

৩০. - بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

৩০. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধ

৬৬৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيُّنَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخْضُنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَتَدَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبْنِي

الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمُ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرْبُوهُ فَقَالَ : نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرْبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرَكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ * قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪৪৭০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন আবু সুফিয়ানের (মদীনায়) অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি সাহাবীদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন। আবু বকর (রা) এ ব্যাপারে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁকে এড়িয়ে গেলেন। এরপর উমর (রা) কথা বললেন। তিনি তার কথাও এড়িয়ে গেলেন। পরিশেষে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের জবাব প্রত্যাশা করেন? সে আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাতে ঝাঁপ দিব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, সাওয়ারী হাঁকিয়ে 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তবে নিশ্চয়ই আমরা তাই করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আহ্বান (উদ্বুদ্ধ) করলেন। তখন তারা রওনা হলেন এবং বদর নামক স্থানে উপনীত হলেন। আর তাদের (সাহাবিগণের) সামনে সেখানে কুরায়শের পানিবাহী উটপালও (রাখালসহ) উপনীত হল। তাদের মধ্যে বনী হাজ্জাজের একজন কৃষ্ণকায় দাস ছিল। সাহাবিগণ তাকে পাকড়াও করলেন। তারপর তাকে আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে বলতে লাগলো, আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা নেই। তবে আবু জাহল, উত্বা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্ন খালফ (দলবল নিয়ে আসছে)। যখন সে একরূপ বললো তখন তাঁরা তাকে প্রহার করতে লাগলেন। তখন সে বলল, হ্যাঁ, আমি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে খবর দিচ্ছি। তখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর যখন তারা পুনরায় আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন সে বলল, আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই। তবে, এই যে, আবু জাহল, উত্বা, শায়বা, উমায়্যা ইব্ন খালফ লোকদের সঙ্গে নিয়ে (আসছে)। যখন সে পুনরায় এ একই কথা বলল, তখন তাঁরা আবার তাকে প্রহার করতে লাগলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। অতএব, যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন, তখন সালাত সমাপ্ত করার পর বললেন, সে আল্লাহর শপথ! যাঁরা হাতে আমার জীবন, যখন সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর এবং যখন মিথ্যা বলে তখন তাকে ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূমির উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, এ স্থান অমুকের (কাফির) ধরাশায়ী হওয়ার স্থান বা মৃত্যুস্থল। এ কথা বলার সময় তিনি মাটিতে এখানে ওখানে হাত রাখছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে যার নাম নিয়ে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।

২১. باب فتح مكة

৩১. পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়

৪৬৭১- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وَقُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يُصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثَرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ إِلَّا أَصْنَعُ طَعَامًا فَادْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَامَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَّا أَعْلَمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَأَنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَأْتِيَنِي إِلَّا أَنْصَارِي زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ اهْتَفِ لِي بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَاطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشُ أَوْبَاشًا لَهَا وَاتَّبَاعًا فَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سَأَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَاتَّبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ حَتَّى تُوَافُونِي بِالصِّفَاءِ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبَيِّحَتْ خَضِرَاءُ قُرَيْشٍ لِأَقْرَيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتْهُ رَغْبَةُ فِي قَرِيْبِهِ وَرَأْفَةُ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتْهُ رَغْبَةُ فِي قَرِيْبِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الْخُزْنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْدَقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَاقْبَلِ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَاتَى عَلَى صَنْعٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ وَهُوَ

أَخَذُ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصُّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

৪৪৭১ শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন আবু রাবাহ (র) বলেন, আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে (যার মধ্যে আবু হুরায়রা (রা) ও ছিলেন) মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। সেই সময়টা ছিল রমায়ান মাস। তখন তাঁরা একে অন্যের জন্য খানা তৈরী করতেন। আবু হুরায়রা (রা) অধিকাংশ সময় আমাদেরকে তাঁর বাসস্থানে দাওয়াত করতেন। সুতরাং আমি মনে মনে বললাম, আমিও খানা তৈরী করবো এবং তাঁদের আমার বাসস্থানে দাওয়াত করবো। আমি খানা তৈরীর নির্দেশ দিলাম। এরপর আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে আমি বিকালে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আজ রাতের দাওয়াত আমার বাসায়। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আপনি আজ আমার পূর্বেই (দাওয়াত) দিয়ে দিলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁদের দাওয়াত করলাম। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করবে না?

তারপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন এবং পরিশেষে তিনি তথায় উপনীত হলেন। এরপর যুবাইরকে বাহিনীর এক অংশ (ডান বা বাম) এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে অপর অংশের সেনাপতি মনোনীত করলেন। আর আবু উবায়দা (রা)-কে সেই সব লোকের নেতা বানিয়ে দিলেন যাদের কাছে বর্ম ছিল না। তাঁরা উপত্যকার নিম্নভূমির পথ ধরে করে চললেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একটি বড় সেনাদলের মধ্যে। তিনি তাকালেন এবং আমাকে দেখে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি উপস্থিত। এরপর তিনি বললেন : আমার নিকট আনসার ব্যতীত আর কেউ যেন না আসে। শায়বান ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী অধিক বর্ণনা করেছেন যে, তারপর তিনি বললেন : আনসারদেরকে আহ্বান কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আনসারগণ তাঁর চারপাশে জমায়েত হলেন। এদিকে কুরায়শগণও তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং অনুগতদেরকে একত্রিত করলো। এরপর তারা বলল, আমরা তাদেরকে আগে প্রেরণ করব। যদি তাদের ভাগে কিছু জুটে, তবে আমরাও তো তাদের সঙ্গেই আছি। আর যদি তারা বিপদের সম্মুখীন (আক্রান্ত) হয় তবে তারা (প্রতিপক্ষ) আমাদের কাছে যা চাইবে, তাই আমরা মেনে নিব। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং তাদের অনুগতদেরকে দেখতে পাচ্ছ? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একহাত অপর হাতের উপর রেখে ইঙ্গিত করলেন, (মক্কার পথে যারা তোমাদের বাধা দেয় তোমরা তাদের খতম করে দিবে।) এরপর বললেন, অবশেষে সাফা পাহাড়ে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের মধ্য হতে কেউ কাউকে হত্যা করতে চাইলেই তাকে হত্যা করতে পারছিল। তাই তাদের মধ্য হতে কেউই আমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আজ কুরায়শ সম্প্রদায়ের সমষ্টিকে (রক্ত) হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আজকের পরে আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। তখন আনসারগণ একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ এবং নিজ গোত্রের প্রতি মমতা পেয়ে বসেছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, তখনই ওহী

অবতীর্ণ হল। যখন ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তা আমাদের নিকট গোপন থাকত না। ঐ সময় কারো সাধ্য হতো না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে চোখ তোলে দেখে, যতক্ষণ না ওহী শেষ হতো। এরপর যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে উপস্থিত। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি বলেছ যে, “লোকটিকে স্বদেশের আকর্ষণ পেয়ে বসেছে”। তখন তারা বললেন, এ রকম কিছু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছি। (আমার) জীবন তোমাদের জীবন ও মরণ তোমাদের মরণ। তারা কাঁদতে কাঁদতে নবী (সা)-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যা বলেছিলাম, তা ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও ‘লোভ’ এর কারণে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্যায়ন করেন এবং তোমাদের ওয়র গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মক্কার জনগণ আবু সুফিয়ানের বাড়ির দিকে চলে গেল (জীবন রক্ষার জন্যে) আর অন্যান্য মানুষ আপন ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে রইল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জর ‘আসওয়াদ’ এর নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর পার্শ্বে রক্ষিত একটি মূর্তির নিকটবর্তী হলেন, যাকে তারা উপাসনা করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে তখন একটি ধনুক ছিল, তিনি এর এক প্রান্তে ধরে রেখেছিলেন। যখন তিনি মূর্তিটির নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি তা (ধনুক) দ্বারা এর চোখে খোঁচাতে লাগলেন এবং বললেন, “সত্য আগমন করেছে এবং বাতিল (মিথ্যা) চলে গিয়েছে।” এরপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে নজর করে দেখলেন এবং দু’হাত উঁচু করে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাঁর যা দু’আ করার ছিল সে বিষয়ে দু’আ করলেন।

৪৪৭২. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَخَصُّوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذَا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔

৪৪৭২. উবায়দুল্লাহ ইবন হাশিম (র) সুলায়মান ইবন মুগীরা (র) থেকে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসে একথা অধিক উল্লেখ রয়েছে যে, তারপর তিনি তার এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ইশারা করলেন (অর্থাৎ) তাদেরকে খতম করে দাও। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমরা এ রকম কিছু বলেছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমার নামের কী মর্যাদা থাকবে। সুতরাং এমনটি কখনো হবে না। আমি তো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

৪৪৭৩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ وَقَدْ نَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمَ نَوْبَتِي فَجَاؤُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الرَّبِيعُ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ

الْيُسْرَىٰ وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَازِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَاهُ رِيرَةَ أُدْعُ لِيَ الْآنصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يَهْرُولُونَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْآنصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْيَاشَ قُرَيْشٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَىٰ بِيَدِهِمِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصُّفَّا قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّفَا وَجَاءَتِ الْآنصَارُ فَاطَافُوا بِالصُّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبَيِّدْتُ خَضِرَاءُ قُرَيْشٍ لَأَقْرِيشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ أَمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ أَمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ أَمِنٌ فَقَالَتِ الْآنصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرِيَّتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرِيَّتِهِ إِلَّا فَمَا اسْمِي إِذَا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَكْمُ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْدَقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ -

৪৪৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিধি মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) এর নিকট গেলাম। আমাদের মধ্যে তখন আবু হুরায়রা (রা)ও ছিলেন। প্রত্যেকেই এক দিন তাঁর সাথীদের জন্য খানা তৈয়ার করতেন। একদিন আমার পালা আসল। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আজতো আমার পালা। অতএব, সকলেই আমার বাসস্থানে এলেন, তখনও খানা পাকানো শেষ হয় নি। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আপনি যদি আমাদেরকে খানা তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতেন! (তবে ভাল হতো) অতএব, তিনি বললেন, আমরা মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে বাহিনীর ডান অংশের এবং যুবায়র (রা)-কে বাহিনীর বাম অংশের সেনাপতিত্ব প্রদান করলেন। আবু উবায়দা (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর এবং উপত্যকার নিম্নভূমির অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আনসারদেরকে আমার কাছে আসার জন্য আহ্বান কর। অতএব আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম। এরপর তাঁরা দ্রুত আসলেন। তখন তিনি বললেন : হে আনসারগণ! তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন (বিচ্ছিন্ন) দলের লোক দেখতে পাচ্ছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আগামীকাল যখন তোমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাদের মুকাবিলা করবে তখন তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেবে। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ইঙ্গিতে বললেন (তাদেরকে সমূলে বিনষ্ট করে দেবে)। তারপর বললেন : আমার সাথে তোমাদের (খালিদ-বাহিনীর) একত্রিত হবার স্থান সাফা পাহাড়। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন যে কোন (বিধর্মী) তাদের (আনসারদের) লক্ষ্যস্থলে পড়েছে, তাকেই তারা (চিরতরে) ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তখন আনসারগণ তথায় উপনীত হয়ে সাফা পাহাড় ঘিরে ফেললো। তখন আবু সুফিয়ান এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কুরায়শজনগোষ্ঠী ধ্বংস করে দেওয়া হল। আজ থেকে আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে অস্ত্র ফেলে দিবে (আত্মসমর্পণ করবে) সেও নিরাপদ এবং যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপদ। তখন আনসারগণ বলাবলি করছিল যে, এ লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) তাঁর গোত্রের আকর্ষণ এবং স্বদেশের অনুরাগ পেয়ে বসেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাই কি বলেছিলে যে, “এ লোকটিকে (হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে) তাঁর গোত্রের আকর্ষণ এবং স্বদেশের অনুরাগ পেয়ে বসেছে।” শোন! তাহলে আমার নামের মর্যাদা (ও অর্থ) কী? একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আমি হলাম ‘মুহাম্মাদ’, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। সুতরাং (আমার) জীবন (প্রশংসিত) তোমাদের জীবন (এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। তখন তাঁরা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা একথা বলেছিলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশেষ ‘লোভ’ এর কারণে। (যেন তিনি আমাদেরকে ছেড়ে না যান।) তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের ওয়র কবুল করেছেন।

২২. بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

৩২. পরিচ্ছেদ : কা'বার চারপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ

৪৪৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نَصَبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ * زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ -

৪৪৭৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমার (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বার (অভ্যন্তরে), চারদিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল তিনি তা দিয়ে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিতে ছিলেন এবং বলছিলেন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবারই। (১৭:৮১) সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। (৩৪:৪৯) ইবন আবু ইমার (র) "يوم الفتح" (বিজয়ের দিন) কথাটি অধিক বর্ণনা করেছেন।

৪৪৭৫. وَحَدَّثَنَا هَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْآيَةَ الْآخِرَى وَقَالَ بَدَلٌ نَصَبًا صَنَمًا -

৪৪৭৫. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে এ সনদে উল্লিখিত হাদীস, আয়াতের শেষ "زَهُوقًا" (বিলুপ্ত হবারই) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি অপর আয়াতটি বর্ণনা করেন নি। আর তিনি "نصبًا" (মূর্তি, পূজার বেদী) শব্দের পরিবর্তে "صنما" (মূর্তি) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২৩. باب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : বিজয়ের পর কুরায়শদের খেফতার করে হত্যা করা হবে না

৪৪৭৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৪৭৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন মুতী' (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি যে, আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শগণকে (বঁধে রেখে) হত্যা করা হবে না।

৪৪৭৭. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْأَسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُطِيعًا -

৪৪৭৭. ইবন নুমাইর (র) যাকারিয়া (র) থেকে এ সূত্রে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শদের মধ্য থেকে কোন 'আসী' (নামের লোক) ইসলাম গ্রহণ করে নি, 'মুতী' ব্যতীত তার নাম ছিল 'আসী' (অবাধ্য)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন মুতী (অনুগত)।

২৪. بابُ صلح الحُدَيْبِيَّةِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে

৪৪৭৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصَّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَكَتَبَ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ امْحُهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي امْحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُونَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانِ السِّلَاحِ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ وَمَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ -

৪৪৭৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আন্বারী (র) ... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'হুদায়বিয়া দিবসে' আলী ইবন আবু তালিব (রা) নবী ﷺ এবং মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি পত্র লিপিবদ্ধ করলেন, তিনি লিখলেন— “এই (সন্ধিটি) চুক্তি করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তখন তারা বললো, 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি লেখবেন না। যদি আমরা বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে তো আপনার সাথে আমরা যুদ্ধ করতাম না। তখন নবী ﷺ, আলী (রা)-কে বললেন, এ অংশটি মুছে দাও। তখন আলী বললেন, আমি তা মুছবার লোক

নই। এরপর নবী ﷺ-ই নিজ হাতে তা মুছে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধির একটি শর্ত এ ছিল যে, তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে এবং তখন তারা কোন অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু খাপেবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞাসা করলাম, "جُلْبَانِ السِّلَاحِ" এর অর্থ কি? তখন তিনি বলেন, এর অর্থ খাপ এবং এর মধ্যে যা থাকে।

৬৬৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَى كِتَابَا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بَنَحُو حَدِيثٍ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ-

৪৪৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়াবাসীদের সাথে সন্ধি করলেন, আলী (রা) উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখলেন। তিনি বলেন, আলী (রা) লিখলেন, 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ', তারপর মুআয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার হাদীসে مَا كَاتَبَ (যা চুক্তি করেছেন-) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৬৬৮০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُخْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لَعَلِّي أَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعْنَاكَ وَلَكِنْ أَكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلَى لَوْ اللَّهِ لَا أَمْحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثُ قَالُوا لَعَلِّي هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأَمَرَهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابِعْنَاكَ بَابِعْنَاكَ-

৪৪৮০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী ও আহমাদ ইবন জানাব মিসসিসী (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (উমরাহর-র জন্য আগমন করে) বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট বাধাগ্রস্ত হলেন, তখন মক্কাবাসীরা এমর্মে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলো যে, (পরবর্তী বছর) তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করবেন এবং কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া আর কিছু নিয়ে সেখানে ঢুকবেন না এবং কোন অধিবাসীকে মক্কা থেকে তার সাথে নিয়ে যাবেন না। পক্ষান্তরে তাঁর সাথীদের কেউ যদি সেখানে থেকে যেতে চায়, তবে তাকে বারণ করবেন না। তখন তিনি আলী (রা) কে বললেন : আমাদের মধ্যকার শর্তগুলো এভাবে লিখে নাও :- বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম এ হচ্ছে সেই সন্ধি যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ চূড়ান্ত করেছেন।

তখন মুশরিকরা তাঁকে বললো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূলই জানতাম তবে আপনার অনুসরণই করতাম, বরং লিখুন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ। তখন তিনি আলী (রা)-কে তা মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তা মুছতে পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে আমাকেই তার স্থান দেখিয়ে দাও। তিনি সে স্থান দেখিয়ে দিলেন আর তিনি তা (স্বহস্তে) মুছে ফেললেন এবং (আলী রা) লিখলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ। তারপর (পরের বছর তিনি সাহাবাদের নিয়ে তাশরীফ আনলেন) সেখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করলেন। যখন তৃতীয় দিন সমাগত হলো, তখন তারা আলী (রা)-কে বললে। এটা হচ্ছে তোমার সাথীর (নেতার) শর্তের স্থিরীকৃত শেষ দিবস। তাঁকে বল, তিনি যেন বের হয়ে যান। তখন তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। ইবন জানাব তাঁর রিওয়াযাতে "بَايَعْنَاكَ" স্থলে "تَابَعْنَاكَ" বলে বর্ণনা করেছেন।

৪৪৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَيْلُ أَمَا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَذَرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّْا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْكُتُبْ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا -

৪৪৮১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শরা নবী ﷺ-এর সাথে সন্ধি করল। তাদের মধ্যে (কুরায়শ পক্ষ) সুহায়ল ইবন আমরও ছিল। তখন নবী ﷺ আলী (রা)-কে বললেন : লিখ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। সুহায়ল বললো, বিসমিল্লাহ? আমরা তো জানি না, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কী? তবে আমরা যা জানি 'বি ইস্মিকা আল্লাহুমা, (হে আল্লাহ! তোমার নামে) তাই লিখ। তারপর নবী ﷺ বললেন : লিখ, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এর পক্ষ থেকে। তখন তারা বলে উঠলো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূলই জানতাম, তাহলে তো আমরা আপনার অনুসরণই করতাম। বরং আপনি আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন।" তখন নবী ﷺ বললেন : লিখ, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে। তারা নবী ﷺ-এর উপর এ মর্মে শর্ত আরোপ করলো যে, যারা আপনাদের নিকট থেকে চলে আসবে, আমরা তাদের ফেরৎ পাঠাবো না, কিন্তু আমাদের কেউ যদি আপনাদের নিকট চলে যায়, তবে আপনারা তাকে অবশ্যই ফেরৎ পাঠাবেন। তখন সাহাবিগণ বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি এরূপ লিখবো? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায় তবে আল্লাহই তাকে (রহমত থেকে) সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের কাছে আসবে (তাকে ফেরত দিলেও) আল্লাহ অচিরেই তার কোন ব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।

৬৪৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حَنْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدِّيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَاَنْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَانَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدِّيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفَتْحُ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ-

৪৪৮২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) আবুল ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন হুনাযফ (রা) সফফীন দিবসে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের (মতামতকে) অধিক হওয়ার সম্ভাবনায়ুক্ত মনে করবে। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। “আর আমরা এটিকে (সফফীনের চলমান বিরোধকে যথার্থ) যুদ্ধ মনে করলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম।” আমি বলতে চাই, সেই সন্ধির কথা যা রাসূল ﷺ এবং মুশরিকদের মধ্যে হয়েছিল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি সত্যের উপর নই, আর তারা বাতিলের উপর নয়?” তিনি বললেন : “হ্যাঁ, তাই।” তিনি আবার বললেন, আমাদের নিহত (শহীদ)-রা কি জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়?” তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে কী কারণে আমরা দীনের ব্যাপারে যিলাতি মেনে নিয়ে ফিরে যাবো, অথচ এখনো এ ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহ কোন ফয়সালা করেন নি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে খাত্তাব পুত্র! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। আর তিনি অবশ্যই কখনো আমাকে বিনাশ করবেন না। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) চলে গেলেন। তিনি ক্রোধে ধৈর্যধারণ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি আবু বাকর (রা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আবু বাকর! আমরা কি হকের উপর এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। আবার তিনি বললেন, “আমাদের নিহতরা কি জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বললেন, “তা হলে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে যিলাতি নিয়ে ফিরে যাবো, অথচ এখনো এব্যাপারে আমাদের এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ কোন ফয়সালা দেননি? তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাব পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনও তাঁর বিনাশ করবেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হলো। তখন তিনি উমর (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সম্মুখে তা পাঠ করলে তখন তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কি বিজয়?” তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁর অন্তর শান্ত হল এবং তিনি ফিরে গেলেন।

৪৪৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْفٍ يَقُولُ بِصَفَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي اسْتَطَيْعْتُ أَنْ أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سِوْفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ قَطٍّ إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا * لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرِ قَطٍّ.

৪৪৮৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র) শকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফ্যীন দিবসে সাহল ইবন হুনাযফ (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! তোমাদের নিজেদের অভিমতকে (অধিক হওয়ার সম্ভাবনায়) অভিযুক্ত মনে করবে। আল্লাহর কসম! আমি আবু জান্দালের সে দিনটি (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন) প্রত্যক্ষ করেছি। যদি আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য থাকতো, তবে অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করতাম। আল্লাহর কসম! যখন আমরা কখনো কোন (ভীষণ) সমস্যার(যুদ্ধের) সমাধানের জন্য তরবারি কাঁধে তুলে তা (অবশেষে) এমন সমাধানের পর্যায়ে পৌছাও যা আমাদের জন্য বোধগম্য ছিল। কিন্তু তোমাদের এ ব্যাপারটি (তার বিপরীত)।

ইবন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় "إلى امرق" (কোন ব্যাপারে) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৪৪৮৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرِ يُفْظَعُنَا -

৪৪৮৪. উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ও আবু সাঈদ আশাজ্জ আ'মশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে "إلى أمر يُفْظَعُنَا" (এমন বিষয় যা আমাদের ঘাবড়িয়ে দেয়) উল্লেখ রয়েছে।

৪৪৮৫. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْفٍ بِصَفَيْنَ يَقُولُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي اسْتَطَيْعْتُ أَنْ أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَأْسَدَنَا (مَا فَتَحْنَا) مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلَّا أَنْفَجَرْنَا عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ -

৪৪৮৫. ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র) আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবন হুনাযফ (রা)-কে সফ্যীনে বলতে শুনেছি, "তোমরা তোমাদের নিজেদের মতকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করবে। কারণ, আমি আবু জান্দালের দিনটি প্রত্যক্ষ করেছি। যদি আমার সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ লংঘনের সামর্থ্য থাকতো (তবে তাই করতাম, এখন ব্যাপার এত সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,) আমরা এক দিকের ছিদ্রবন্ধ করলে অন্য দিকের ছিদ্র ফুটে উঠে।

৪৪৮৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ فَوْزًا

عَظِيمًا مَرَجِعُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَأَبُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَقَدْ
أُنْزِلَتْ عَلَى آيَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا -

৪৪৮৬. নসর ইব্ন আলী জাহ্যামী কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁদের বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন এ আয়াত নাযিল হলো : “নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ (তোমার ক্রটিসমূহ) মার্জনা করেন ... মহা সাফল্য” পর্যন্ত । (৪৮:১-৪) তখন তাঁদের মন দুঃখ বেদনা ক্ষোভে পূর্ণ ছিলো । আর তিনি (ﷺ) হুদায়বিয়াতেই (কুরবানীর) পশুগুলো কুরবানী করলেন । তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়া থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয় ।

৪৪৮৭. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ -

৪৪৮৭. আসিফ ইব্ন নাযর তায়মী ইব্ন মুসান্না , আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) (আনাস (রা)) ও ইব্ন আবু আরুবা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

৩৫. بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : ওয়াদা পূর্ণ করা

৪৪৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ
حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَآبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَآخَذَنَا كُفَّارٌ
قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَآخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ
لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَنُقَاتِلَ مَعَهُ فَاتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ إِنِّصَرِفْنَا نَفِي لَهُمْ
بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ -

৪৪৮৮. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাকে বদর যুদ্ধে যোগদান থেকে এছাড়া অন্য কিছু বিরত রাখেনি যে, আমি এবং আমার পিতা হুসায়ল ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম । এমন সময় কুরায়শ কাফিররা আমাদের ধরে ফেলে এবং বলে যে, তোমরা অবশ্যই মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে যেতে মনস্থ করেছো । জবাবে আমরা বললাম, আমরা তাঁর কাছে যেতে চাই না বরং আমরা মদীনায় যেতে চাই । তখন তারা আল্লাহর নামে আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদীনায় ফিরে যাবো এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবো না । তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলাম এবং সে সংবাদ তাঁকে জানালাম । তখন তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও । আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবো ।

৩৬. بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : আহযাবের (খন্দক ও পরিখার) যুদ্ধ

৪৪৮৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذْتُنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْارْجُلُ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ الْارْجُلُ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ : الْارْجُلُ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأَتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ أَذْهَبُ فَأَتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَى فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حِمَامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سَفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كِبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَى وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحِمَامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَعْتُ قُرْرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عِبَادَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نَوْمَانُ -

৪৪৮৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইবরাহীম তায়মীর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, “হায়, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে যথাসাধ্য করতাম (কোনরূপ পিছপা হতাম না)।” হুযায়ফা (রা) বললেন, তুমি তাই করতে? কিন্তু আমি তো আহযাবের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, “ওহে! এমন কেউ আছে কি” যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে; আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?” আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে আহবানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, “ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছে কি” যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?” এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা করলেন, ‘ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গে রাখবেন? এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। এবার তিনি বললেন : হে হুযায়ফা! ওঠো এবং তুমি শত্রু পক্ষের খবর আমাদের এনে দাও। রাসূল ﷺ যখন এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। এবার তিনি বললেন : “শত্রুপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও, কিন্তু সাবধান তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না।

তারপর আমি যখন তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন হাম্মামের (গরম পানি এ উষ্ণ আবহাওয়ার) মধ্য দিয়ে চলেছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকটে পৌঁছে গেলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আবু সুফিয়ান আগুনে তাঁর পিঠ ছোক দিচ্ছে। আমি তখন একটি তীর তুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে দিয়েছেন, “তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।” আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাৎ লক্ষ্যভেদ করতো। অগত্যা আমি ফিরে আসলাম এবং ফিরে আসার সময়ও উষ্ণ হাম্মামের মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা অনুভব করলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের খবর তাঁকে প্রদান করলাম। (আমার দায়িত্ব পালন করে) অবসর হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খোলা অতিরিক্ত জুব্বার অংশ দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন, যা তিনি সালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলাম। যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন : “হে ঘুমকাতুরে! এখন উঠে পড়ো।”

৩৭. بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

৩৭. পরিচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ

৪৪৯০. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَاحِبِيهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا۔

৪৪৯০. হাদ্দাব ইবন খালিদ আযদী আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উহুদ যুদ্ধের দিন কেবল সাতজন আনসার ও দু'জন কুরায়শ (মুহাজির) সাথীসহ (শত্রুবাহিনী কর্তৃক) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন তারা তাঁকে বেষ্টিত করে ফেললে তিনি বললেন : কে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিহত করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা বললেন : সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে? তখন আনসারীদের একব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল এবং পরিশেষে শহীদ হল। তারপর পুনরায় তারা তাঁকে বেষ্টিত করে ফেললো তখন তিনি বললেন : কে আমাদের পক্ষে তাদের প্রতিহত করবে। তার জন্য জান্নাত অথবা (বললেন :) সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। তখন আনসারীদের একজন অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করল এবং পরিশেষে শহীদ হল এবং অনুরূপভাবে (লড়াই করতে করতে তাঁদের) সাতজনই শহীদ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা সঙ্গীদের প্রতি সুবিচার করিনি। (আমরা বেঁচে রইলাম, অথচ তাঁরা শহীদ হলেন।)

৪৪৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسَالُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُسِرَتْ رِجْلُهُ وَهَشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ الصَّقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ -

৪৪৯১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ যুদ্ধের দিন আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (পবিত্র) মুখমণ্ডল যখম করা হয়, তাঁর 'রুবাঈ' ^১ দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে ঢুকে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ঢাল দিয়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, তাতে রক্ত আরো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একটি মাদুর খণ্ড পোড়ালেন এবং তা ছাই হয়ে গেলে তা যখমের উপর জড়িয়ে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

৪৪৯২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَيَمَازَا دُوبَى جُرْحَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: وَجُرْحُ وَجْهِهِ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ -

৪৪৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইব্ন সাঈদ (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি (আবু হাযিম) তাকে বলতে শুনলেন। আল্লাহর কসম! আমি সম্যকভাবে জানি, কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন, কে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং কিসের দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিল। তারপর তিনি আবদুল আযীযের মাধ্যমে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় এ পার্থক্য রয়েছে: “তাঁর মুখমণ্ডল যখম করা হয় এবং “هُشِمَتْ” এর স্থলে “كُسِرَتْ” শব্দ বর্ণনা করেছেন। (নবী ﷺ-এর আহত হওয়া সংক্রান্ত সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর এ বর্ণনাটি সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহ অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।)

৪৪৯৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ) كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرْحُ وَجْهِهِ -

৪৪৯৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইব্ন আবু উমার সকলেই ইব্ন উয়ায়না থেকে এবং আমর ইব্ন সাওয়াদ আমিরী, মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী সকলেই ইব্ন

১. সামনের দু'দাঁতের পাশ্ববর্তী ডান ও বামের দাঁত।

হাযিম সূত্রে সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন আবু হিলাল (র)-এর হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ -এর মুখমণ্ডলে আঘাত লেগে ছিল। আর মুতাররিফ (র)-এর হাদীসে আছে তাঁর মুখমণ্ডল যখম হয়েছিল।

৪৪৯৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رِبَاعِيَّتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

৪৪৯৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তার মাথায় আঘাত করা হয় এবং তিনি তার শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, সে জাতি কিভাবে সাফল্য অর্জন করবে, যারা তাদের নবীকে আহত করলো এবং তাঁর সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দিল অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন? তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : “হে রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছুই নেই।”-(আলে-ইমরান : ১২৮)

৪৪৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

৪৪৯৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিখতে পাচ্ছি যে, তিনি এমন একজন নবীর কথা (কাহিনীরূপে) বর্ণনা করছেন, যাকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন আঘাত করেছে। আর তিনি তাঁর নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, “পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, কেন না তারা বুঝে না।” (আ'মাশ (রা) থেকে সামান্য পার্থক্য সহ অন্য সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।)

৪৪৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ.

৪৪৯৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর ‘কপাল’ থেকে রক্ত মুছছিলেন।

৩৮. بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

৩৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকে হত্যা করেন তার উপর আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ।

৪৪৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا

هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَّتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

৪৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে । তিনি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে এটিও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “সে সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর রোষ প্রচণ্ড হয়, যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর প্রতি এরূপ আচরণ করে” । একথা বলার তিনি তাঁর সম্মুখের (দু'টি ভগ্ন) দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : মহামহিম আল্লাহর রোষ তার উপরও প্রচণ্ড হয়, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) হত্যা করেন ।

২৭. بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

৩৯. পরিচ্ছেদ : মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে নবী ﷺ-এর দুঃখ কষ্ট ভোগ

৪৪৮৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَاجَزُورِ بَنِي فَلَانٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفِي مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَأَنْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَاخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضَحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّبِيِّ ﷺ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاعَتْ وَهِيَ جُويرِيَّةٌ فَطَرَحْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضُّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ بَنِي هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَأُمِّيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ (وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ) فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَى صَرَغِي يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سَحَبُوا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ * قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ۔

৪৪৯৮. আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবান জু'ফী (র) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । একদিন নবী ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট সালাত আদায় করছিলেন । আবু জাহল ও তার কতক সাথী (অদূরে) উপবিষ্ট ছিল । আগের দিন সেখানে একটি উট যবাই করা হয়েছিলো । আবু জাহল বলল কে, অমুক গোত্রের উটের মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৪২

(নাড়িভুঁড়িসহ) জরায়ু নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ যখন সিজদায় যাবে; তখন তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে তা রেখে দেবে? তখন সম্প্রদায়ের সবচাইতে দুরাচার লোকটি উঠে দাঁড়ালো এবং তা নিয়ে আসলো এবং যখন নবী ﷺ সিজদায় গেলেন তখন তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তীস্থানে তা রেখে দিল। তখন তারা হাসাহাসি করতে লাগলো এবং একে অপরের গায়ের উপর ঢলে পড়তে লাগলো আর আমি তখন দাঁড়িয়ে তা দেখলাম। যদি আমার প্রতিরোধের সাধ্য থাকতো তবে আমি তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠ থেকে ফেলে দিতাম। নবী ﷺ সিজদায় রইলেন এবং তিনি মাথা উঠাচ্ছিলেন না। অবশেষে একব্যক্তি গিয়ে ফাতিমাকে খবর দিল। ফাতিমা তৎক্ষণাৎ আসলেন। তিনি তখন ছিলেন কিশোরী (বালিকা)। তিনি তা তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর তাদের দিকে মুখ করে তাদেরকে গালমন্দ দিতে থাকেন।

তারপর যখন নবী ﷺ সালাত সম্পন্ন করলেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তাদেরকে বদ দু'আ দিলেন আর তিনি যখন দু'আ করতেন (সাধারণতঃ) তিনবার করতেন এবং যখন কিছু প্রার্থনা করতেন তখন তিনি তিনবার করতেন। তারপর তিনি তিন তিনবার বললেন “ইয়া আল্লাহ! তোমার উপরেই কুরায়শদের (বিচারের ভার) ন্যস্ত করলাম।

যখন তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল তখন তাদের হাসি চলে গেল এবং তারা তাঁর বদ দু'আয় ভয় পেয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আবু জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, ওয়ালীদ ইব্ন উক্বা, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ ও উক্বা ইব্ন আবু মুআ'ইতের শাস্তির ভার তোমার উপর ন্যস্ত। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম জনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। মুহাম্মদ ﷺ-কে যে পবিত্র সত্তা সত্যসহ রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! তিনি যাদের নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন বদরের দিন তাদের পতিত লাশ আমি দেখেছি। তারপর তাদের হেঁচড়িয়ে বদরের একটি কাঁচা কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

আবু ইসহাক বলেন, ওলীদ ইব্ন উক্বার নাম এখানে ভুলে উক্ত হয়েছে।

৬৬৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَمِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعَتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ (شُعْبَةُ الشَّائِكُ) قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقَوْا فِي بَيْرٍ غَيْرِ أَنْ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيَّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يَلْقَ فِي الْبَيْرِ -

৪৪৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর আশেপাশে কুরায়শের কিছু লোকজন জড়ো ছিল। এমন সময় উক্বা ইব্ন আবু মুআ'ইত (উটনীর নাড়িভুঁড়িসহ) জরায়ু নিয়ে এল এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না। তারপর ফাতিমা আসলেন এবং তা তাঁর পিঠ থেকে সরিয়ে দিলেন

এবং যে ব্যক্তি তা করেছে, তাকে বদ দু'আ করলেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : ইয়া আল্লাহ! তোমার উপরই কুরায়শ সম্প্রদায়ের আবু জাহ্ল ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রাবীআ, শায়বা ইবন রাবীআ, উক্বা ইবন আবু মুআইত, উমাইয়া ইবন খালফ অথবা উবাই ইবন খালফ (এদের বিচারের ভার) ন্যস্ত। রাবী শু'বা (শেষের দুই নামের কোনটি নবী ﷺ বলেছিলেন, সে ব্যাপারে) সন্দেহ করেন। রাবী বলেন, এরপর আমি বদরের দিন তাদের দেখেছি যে, তারা সকলে নিহত হয়েছে এবং একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল উমাইয়া বা উবাই এর লাশ বাদ ছিল। কেননা তার লাশ জোড়ায় জোড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বিধায় কূপে নিক্ষেপ করা হয়নি।

৪৫০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَأُمِّيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَلَمْ يَشْكُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ۔

৪৫০০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সুফিয়ান (র) বাড়িয়ে বলেছেন, “এবং তিনি তিনবার (বলা) পছন্দ করতেন। তিনি বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! কুরায়শের (এদের) (বিচারের ভার) তোমার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! কুরায়শদের (বিচারের ভার) তোমার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! কুরায়শের (বিচারের ভার) তোমার উপরই ন্যস্ত। এভাবে তিনবার তিনি বলেন, এবং এদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবন উত্বা ও উমাইয়া ইবন খালফের কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং রাবী তাতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। রাবী আবু ইসহাক বলেন, আমি সপ্তম (অভিশপ্ত) ব্যক্তির নাম ভুলে গেছি।

৪৫০১. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَتَسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَعُوا عَلَى بَدْرٍ قَدْ غَيَّرَتْهُمْ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا۔

৪৫০১. সালামা ইবন শাবীব (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কুরায়শের ছয় ব্যক্তির জন্য বদ দু'আ করলেন। তাদের মধ্যে আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবন খালফ, উত্বা ইবন রাবীআ, শায়বা ইবন রাবীআ, উক্বা ইবন আবু মুআইত রয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি বদরে তাদের পতিত শবদেহগুলো দেখেছি। সূর্যতাপ তাদের বিকৃত করে ফেলেছিল। আর সেই দিনটি ছিল অত্যন্ত গরমের।

৪৫০২. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ (وَالْفَاضِلُ الْمُتَقَارِبَةُ) قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أَحَدٍ فَقَالَ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعُقْبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي

عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ
الْأَبْقَرْنَ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ
قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلِّمْ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ
وَقَدْ بَعَثْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ
أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

৪৫০২. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ, হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও আমর ইবন সাওয়াদ
আমিরী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন :
“ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জীবনে কি উজ্জ্বল দিবসের চাইতেও কঠিন কোন দিন এসেছে?” তিনি বললেন,
তোমার সম্প্রদায়ের হাতে ‘আকাবার’ দিন যে নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছি, তা এর চাইতেও কঠিন ছিল। যখন আমি
(আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে) ইবন আব্দ ইয়ালীল ইবন আব্দ কিলালের কাছে নিজেকে পেশ
করছিলাম। কিন্তু সে আমার ডাকে (আশানুরূপ) সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় সম্মুখের
দিকে চলতে লাগলাম এবং ‘কারনুস ছা’আলিব’ নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি (কেন কোথায় যাচ্ছি তার)
সম্বন্ধ ফিরে পাইনি। তারপর যখন আমি মাথা উঠালাম তখন দেখি, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াপাত করছে এবং
এর মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মহা-মহিমাম্বিত আল্লাহ
আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনাকে প্রদত্ত তাদের উত্তরও শুনেছেন এবং তিনি আপনার নিকট
পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের ব্যাপারে যেকোন ইচ্ছা সেরূপ
আদেশ তাকে করেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর
বললেন, “ইয়া মুহাম্মদ! আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের উক্তি আল্লাহ তা’আলা শুনেছেন। আর
আমি হলাম পাহাড়ের (তত্ত্বাবধানকারী) ফেরেশতা। আপনার রব আপনার কাছে আমাকে এজন্যে পাঠিয়েছেন যেন
আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ দেন। (আপনি বললে) আমি এ পাহাড় দু’টিকে তাদের উপর চাপা দিয়ে
দিব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি বরং আশা করছি যে, আল্লাহ তা’আলা হয়তো এদের ঔরস থেকেই
এমন বংশধরদের জন্ম দেবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুকে শরীক করবে না।

৪৫০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو
عَوَانَةَ عَنِ الْأَوْدِيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ
الْمَشَاهِدِ فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيتَ * وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالَقِيْتُ -

৪৫০৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জুন্দুব ইবন সুফিয়ান (রা) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি অঙ্গুল কোন একটি অভিযানে রক্তাক্ত (আহত) হয়। তখন তিনি
(উক্ত অঙ্গুলিকে লক্ষ্য করে) বললেন : তুমি তো একটি অঙ্গুল মাত্র, তুমি আহত হয়েছ এবং তুমি যে কষ্ট পেয়েছ,
তা আল্লাহর পথেই (গণ্য)।

৪৫০৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فَتُكِبَتْ إصْبَعُهُ.

৪৫০৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আসওয়াদ ইবন কায়েস (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রাবী আরও বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন এক গুহায় (বাহিনীতে) ছিলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলে যখম হয়।

৪৫০৫. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

৪৫০৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আসওয়াদ ইবন কায়েস থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুন্দুব (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একবার) জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতে বিলম্ব করেন। এতে মুশরিকরা বলতে লাগলো, মুহাম্মদ পরিত্যক্ত হয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “শপথ পূর্বাহের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।”

৪৫০৬. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مِنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

৪৫০৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) আসওয়াদ ইবন কায়িস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্দুব ইবন সুফিয়ান (র)-কে বলতে শুনেছি, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ পীড়িত হন বিধায় দুই বা তিন রাত জাগতে পারেন নি (তাহাজ্জুদের জন্য)। তখন এক মেয়ে লোক এসে বললো, “মুহাম্মাদ, আশা করি, এবার তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। কেননা, দুই বা তিন রাত যাবৎ তোমার নিকটে তার আগমন লক্ষ্য করছি না।” তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “শপথ পূর্বাহের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি।”

৪৫০৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَلَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

৪৫০৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র) শু'বা (র) থেকে এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) সুফিয়ান (র) থেকে উভয়ে উক্ত সনদে আসওয়াদ ইবন কায়িস (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪০. بَابُ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اللَّهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

৪০. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের অত্যাচারে আল্লাহর নিকট নবী ﷺ-এর দু'আ ও ধৈর্যধারণ

৪৫০৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَرَدِفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةٌ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ اخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَفَى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عُجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشِنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيُّ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ (يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي) قَالَ كَذًا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ أُصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يَتَوَجَّوْهُ فَيُعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৫০৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) উসামা ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি গাধায় আরোহণ করলেন যার উপর জীন (বসার গদি) ছিল এবং তার নীচে একটি ফাদাকী মখমল বিছানো ছিল। তিনি তার পশ্চাতে উসামা (রা)-কে বসালেন। বনী হারিস ইবন খায়রাজ গোত্রের এলাকায় তিনি সাঈদ ইবন উবাদা (রা) কে (তার অসুস্থ অবস্থায়) দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তিনি এমন একটি সমাবেশ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক পৌত্তলিক ও ইয়াহুদীরা একত্রে বসা ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উবাইও ছিল এবং মজলিসে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। যখন মজলিসটি বাহনের ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই

তার নাক চাদর দিয়ে ঢেকে নিল। এরপর বলল, আপনারা আমাদের উপর ধূলি উড়াবেন না। তখন নবী ﷺ তাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি সেখানে থামলেন এবং নামলেন। আর তাদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। এবং তাদের সম্মুখে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলে উঠলো, ওহে লোক! আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যই হয় তবে এর চাইতে উত্তম আর কিছুই নয়, যে আমাদের মজলিসে এসে আপনি আমাদের কষ্ট দিবেন না। আপনি আপনার বাসস্থানে ফিরে যান। সেখানে আমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি যায় তার কাছে আপনি এসব উপদেশ বিতরণ করবেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলে উঠলেন, “(ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমাদের মজলিসে (যতখুশি ইচ্ছা) আগমন করবেন। কেননা, আমরা তা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক, ইয়াহুদীরা পরস্পরে বাদানুবাদ ও গালাগালিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমন কি রীতিমত একটা দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হয়। নবী ﷺ তাদের নিবৃত্ত করতে লাগলেন। তারপর তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে সা’দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, সা’দ! তুমি কি শোননি আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই কী বলেছে? সে একরূপ একরূপ উক্তি করেছে। সা’দ (রা) বললেন, তাকে ক্ষমা করে দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এবং মার্জনা করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা তো দিয়েছেনই। (কিন্তু তার ব্যাপার?) এই জনপদের লোকজন স্থির করেছিল যে, তাকে রাজ মুকুট ও (সর্দারের) পাগড়ী পরাবে। (অর্থাৎ তাকে তাদের নেতা বানাবে) কিন্তু আল্লাহ তা’আলা আপনাকে যে সত্য দান করেছেন, তা দিয়ে যখন আল্লাহ তা’আলা তার আকাজক্ষা ঠুকরে (আঘাত) দিলেন, তাতে সে বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সে একরূপ আচরণ করেছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতে নবী ﷺ তাকে মার্জনা করে দিলেন।

৪৫০৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْأَسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ -

৪৫০৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ইব্ন শিহাব (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে এতটুকু বর্ধিত উল্লেখ করেছেন, এটা আবদুল্লাহর (বাহ্যতঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কথা।

৪৫১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ فَاطْلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضُ سَبَخَةَ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطِيبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ قَالَ فَبَلَعْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا -

৪৫১০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) যদি আপনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর কাছে যেতেন! তিনি তখন একটি গাধায় চড়ে তার কাছে রওনা হলেন। একদল মুসলমানও তাঁর সঙ্গে গেলেন। এলাকাটি ছিল একটি লোনা উষ্ণ ভূমি। নবী ﷺ যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সে বললো, দূরে

থাকেন। আল্লাহর কসম! আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। রাবী বলেন, তখন আনসারদের একজন উঠে (তৎক্ষণাৎ) জবাব দিলেন, “আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাধার গন্ধ তোমার দুর্গন্ধের চাইতে অনেক উত্তম।” রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহর সম্প্রদায়ের একব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাবী বলেন, তারপর উভয় পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাবী বলেন, তখন তাদের মধ্যে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি লেগে গেল। পরে আমরা জানতে পারলাম তাদের উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াত “যদি ঈমানদারদের দু’টি দল পরস্পরে হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।” নাযিল হয়েছে।

৪১. - بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

৪১. পরিচ্ছেদ : আবু জাহলের নিধন

৪৫১১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلِقْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَاءُ عَفْرَاءٍ حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَآخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكْأَرٍ قَتَلَنِي -

৪৫১১. আলী ইবন হুজর সা‘দী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদর যুদ্ধের দিন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবু জাহলের কী হলো, কে আমাদের জানাবে? তখন ইবন মাসউদ বেরিয়ে গেলেন এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) গিয়ে দেখলেন, আফরা (রা)-এর দুই পুত্র তাকে এমনি আঘাত করেছে যে, সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তখন ইবন মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, তুমিই তো আবু জাহল? সে বললো, একজন পুরুষের চাইতেও বড় কিছু তোমরা হত্যা করেছ কি? অথবা সে বললো, “যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে?” রাবী বলেন, আবু মিজলায (র) বলেছেন, আবু জাহল বলেছে হায়! চাষা ছাড়া অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করতো।

৪৫১২. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ وَقَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ -

৪৫১২. হামিদ ইবন উমর বাকরাবী (র) ... আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছিলেন : “আবু জাহল কি করলো, তা কে আমার জন্য জেনে আসবে?” অতঃপর তিনি ইবন উলায়্যা ও আবু মিজলায (র)-এর অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমন ইসমাঈল (র) বর্ণনা করেছেন।

৪২- بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

৪২. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী দুর্ধর্ষ নেতা কা'ব ইব্ন আশরাফের নিধন

৪৫১৩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذْنُ لِي فَلَا قُلْ قَالَ قُلْ فَاتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَآيُضًا وَاللَّهِ لَتَمْلُئَنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسَلِّفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنْ تَرْهَنَكَ نِسَاءً قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ قَالَ يَسِبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رَهْنٌ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَلَكِنْ تَرْهَنُكَ اللَّامَةُ (يَعْنِي السِّلَاحَ) قَالَ نَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسٍ بْنُ جَبْرِ وَعَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعُهُ أَبُونَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمْدِيْدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمَكَّتْ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيِّبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فَلَانَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّ فَتَنَاولَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُوْدَ قَالَ فَاسْتَمَكَّنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ-

৪৫১৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন মিসওয়্যার যুহরী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কা'ব ইব্ন আশরাফের (নিধনের) ব্যাপারে আমার জন্য কে আছে? কেননা, সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে আমাকে (প্রয়োজনমত কথা বানিয়ে) বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বলো। তারপর তিনি তার কাছে এলেন। তিনি (কথা প্রসঙ্গে তাদের পূর্বেকার) পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, “এ ব্যক্তি তো (অর্থাৎ নবী ﷺ) সাদাকা উসূল করতে চায় এবং সে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে।” সে যখন তা শুনতে পেলো, তখন বললো, আরো অপেক্ষা কর। আল্লাহর কসম, তোমরা তার কারণেই বিরক্ত হবেই। তখন তিনি বললেন, আমরা সবেমাত্র তাঁর অনুসারী হয়েছি। তাই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে গড়ায় তা না দেখে এ মুহূর্তেই তাকে ত্যাগ করাটাও সমীচীন মনে করছি না। এখন আমি চাই তুমি আমাকে কিছু ধার দাও। সে বললো, তুমি আমার কাছে কী বন্ধক রাখবে? তিনি বললেন, তুমি কি চাও?

সে বললো, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, “তুমি হলে আরবের সবচাইতে সুন্দর পুরুষ। এ অবস্থায় তোমার কাছে কি আমাদের নারীদের বন্ধক রাখতে পারি?” তখন সে বললো, “তা হলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখ।” তিনি বললেন, “আমাদের কারো সন্তানকে এ বলে গালি দেয়া হবে যে, তাকে মাত্র দুই ওয়াসক (প্রায় দশ মণ পরিমাণ) খেজুরের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আমরা বরং তোমার কাছে ‘লাসা’ যুদ্ধান্ত্র বন্ধক রাখবো। সে বললো, “ঠিক আছে।” তখন তার সাথে ওয়াদাবন্ধ হলেন যে, হারিস, আবু আব্‌স ইব্ন জাব্র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্রসহ তার কাছে আসবেন। তারপর রাতের বেলা তাঁরা তার কাছে আসলেন এবং তাকে ডাকলেন। সে তাদের কাছে নেমে এল। রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, রাবী আমার ব্যতীত অন্যরা বলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে বললো, আমি এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি তা যেন খুনের স্বর। সে বললো, এ হচ্ছে মুহাম্মদ আর তার দুধভাই আবু নাইলা। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি রাতের বেলা অস্ত্রঘাতের মুখে ডাকা হয় তবুও সে ডাকে সে সাড়া দেয়। মুহাম্মদ (তাঁর সঙ্গীদের) বললেন, সে যখন আসবে, তখন আমি তার মাথার দিকে আমার হাত বাড়াবো। যখন আমি তা ভালমতো ধরে নেবো, তখন তোমরা তোমাদের কাজ সেরে নেবে। তিনি বলেন, তারপর সে গায়ে চাদর জড়িয়ে নীচে নেমে এল। তাঁরা বললেন, আমরা তোমার নিকট থেকে অতি সুঘ্রাণ পাচ্ছি। সে বললো, হ্যাঁ আমার স্ত্রী অমুক হচ্ছেন আরবের সর্বাধিক সুঘ্রাণের মহিলা। তখন তিনি বললেন, “আমাকে তা থেকে একটু সুবাস নিতে অনুমতি দিবেন? তখন সে বললো, হ্যাঁ! ঘ্রাণ তাও। তখন (মাথা) কাছে টেনে শুকলেন। তারপর আবার শুকলেন। এরপর পুনরায় বললেন, আমাকে কি আবারও একটু ঘ্রাণ নিতে দেবেন? একথা বলে তিনি তার মাথা শক্ত করে ধরে সাথীদের বললেন, তোমরা সেরে ফেল। তিনি বলেন, তখন তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললো।

৪২. - بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

৪৩. পরিচ্ছেদ : খায়বর যুদ্ধ

৪৫১৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنْحَسَرَ الْأَزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسَ قَالَ وَاصْبَنَاهَا عَنْوَةً -

৪৫১৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের যুদ্ধে যাত্রা করেন। আমরা সেদিন তাঁর সঙ্গে সকালের সালাত (ফজর) অঙ্ককারে (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করি। তারপর আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং আবু তালহা (রা) ও তাঁর সাওয়ারীতে চড়লেন। আর

আমি (আরোহী) ছিলাম আবু তালহার পশ্চাতে। আল্লাহর নবী ﷺ খায়বরের গলিপথে চললেন। (আমরা এত পাশাপাশি পথ চলছিলাম যে) আমার হাঁটু আল্লাহর নবী ﷺ-এর উরু স্পর্শ করেছিলো। এমন সময় আল্লাহর নবী ﷺ-এর লুংগি তাঁর উরুদেশ থেকে সরে গেল। আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর উরুর শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি যখন খায়বরের জনপদে প্রবেশ করলেন, তখন বললেনঃ আল্লাহ্ আকবর, খায়বর ধ্বংস হলো। আমরা যখন কোন কাওমের আগিনায় পৌঁছি, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের সকাল অশুভ হয়ে যায়। তিনি একথা তিনবার বললেন। রাবী বলেন, লোকজন তাদের কাজকর্মে বেরিয়ে এলো। তারা বলে উঠলো, “মুহাম্মদ (এসে পড়েছেন দেখছি)।” রাবী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কোন কোন সঙ্গী বললেন, আর তাঁর পঞ্চবাহিনীসহ (এসে পড়েছে)। রাবী বলেন, আমরা শক্তি বলে (যুদ্ধ করে) তা জয় করে নিলাম।

৪৫১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ-

৪৫১৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমি আবু তালহার পিছনে (একই বাহনের পিঠে সাওয়ার) ছিলাম। আমার দু'পা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদদ্বয়কে স্পর্শ করছিল। রাবী বলেন, সূর্যোদয়ের সময় আমরা সেখানে এলাম। তখন লোকজন তাদের পশুগুলো সবেমাত্র ঘর থেকে বের করেছে এবং তারা তাদের কোদাল, কুড়াল, রশি-জাঞ্চিল নিয়ে (কাজের জন্য) বেরিয়ে পড়েছে। তখন তারা (সবিস্ময়ে) বললো, “মুহাম্মদ পঞ্চবাহিনীসহ!” রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : খায়বর ধ্বংস হলো। আমরা যখন কোন কাওমের আগিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃতদের সকাল অশুভ হয়ে যায়। রাবী বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

৪৫১৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ-

৪৫১৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বরে এলেন, তখন বললেন, আমরা যখন কোন কাওমের আগিনায় পৌঁছি, তখন সতর্ককৃতদের সকাল অশুভ হয়ে যায়।

৪৫১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ) قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسِيرُنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ الْآتِ سَمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْ لَأَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا * وَثَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا

وَالْقَيْنُ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا * إِنَّا إِذَا صَبَحَ بَنَّا أَتَيْنَا

وَبِالصَّبَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ أَيْ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يَهْرِيقُونَهَا وَيَغْسِلُونَهَا فَقَالَ أَوْ ذَكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعَ ذَبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةً عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمْ قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةٌ وَهُوَ أَخِذُ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاكِتًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتَ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَ قُلْتَ فَلَانَ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِنْصَبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ وَخَالَفَ قُتَيْبَةَ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَالْقَيْنَةُ عَلَيْنَا -

৪৫১৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র).... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বর অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা সফর করলাম। তখন এক ব্যক্তি (আমার ভাই) আমির ইবন আকওয়া' (রা)-কে বললো : “ওহে! তুমি কি তোমার থেকে আমাদেরকে কিছু কবিতা শুনাবে না?” আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সকলকে তাঁর ‘হুদী’ সঙ্গীত শোনাতে লাগলেন। (তাতে) তিনি বললেন, “ইয়া আল্লাহ! আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, আমরা সাদাকা ও সালাত আদায় করতাম না। আপনার জন্য আমাদের জান কুরবান, আমাদের পিছনের সকল অপরাধ আপনি মাফ করে দিন শত্রুর সম্মুখীন হলে আমাদের পা অটল রাখুন।

আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমাদের (জিহাদের জন্য) ডাকা হয় আমরা উপস্থিত হই। এবং তারা চীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক জমা করে।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এ চালকটি কে? (সাহাবিগণ) বললেন, ‘আমির’। তিনি বললেন, ‘আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত করুন।’ তখন দলের একব্যক্তি বলল, “তঁার জন্যে তো (শাহাদত) অবধারিত হয়ে গেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের যদি তঁার দ্বারা আরো উপকৃত করতেন। রাবী বলেন, তারপর আমরা খায়বরে আসলাম এবং তাদের অবরোধ করলাম। (অবরোধ দীর্ঘ হল) এমন কি আমাদের দারুন খাদ্যাভাব দেখা দিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেছেন। তারপর বিজয়ের দিন যখন লোকদের সন্ধ্যা হলো তখন তারা বহু স্থানে আগুন জ্বালালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ আগুন কিসের? কিসের উপর (কি রান্না করার জন্যে) লোকজন এ আগুন জ্বালাচ্ছে? তঁারা বললেন, গোশতের উপরে। তিনি বললেন : কিসের গোশত? তঁারা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এগুলো ফেলে দাও আর (রান্নাপাত্রগুলো) ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বলল, তারা কি এগুলো ফেলে দেবে এবং রান্নার পাত্রগুলো ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন : তা হতে পারে। রাবী বলেন, এরপর যখন লোকজন (যুদ্ধের জন্যে) সারিবদ্ধ হল, আমির (রা)-এর তরবারিখানা ছিল খাটো। তিনি জনৈক ইয়াহুদীর পায়ের নলা লক্ষ্য করে যেই আঘাত করলেন, অমনি তরবারির ধারাল দিক তার নিজ হাঁটুতে এসে লাগলো। এতে আমির (রা) শহীদ হলেন। রাবী বলেন, তারপর যখন লোকজন (খায়বর থেকে) ফিরে এলো, তখন সালামা আমার হাত ধরে বললেন, (রাবী বললেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে (সালামাকে) নির্বাক অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, “আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক! লোকজনের ধারণা আমির (আত্মহত্যা) করে তঁার (সারা জীবনের) আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কে বলেছে? আমি বললাম, অমুক অমুক এবং উসায়দ ইব্ন হুযায়র আনসারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে এরূপ বলেছে, সে যথার্থ বলেনি। অবশ্যই তার (আমিরের) জন্যে দু’টি পুরস্কার রয়েছে। তখন তিনি তঁার দু’টি আঙ্গুল একত্রিত করলেন (এবং বললেন), সে (আল্লাহ্র রাস্তায়) সত্যিকার সাধক মুজাহিদ। খুব কম আরবই যুদ্ধে তঁার মতো চলেছে (বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে)।

কুতায়বা এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদের সাথে দু’টি শব্দে দ্বিমত করেছেন। ইব্ন আব্বাদ (র)-এর রিওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে।

٤٥١٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُذَنِّ لِي أَنْ أَرْجُزَكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ :

وَاللَّهُ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقْتَ

وَأَنْزَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُهُ
اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَاسًا لِيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهُ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ إِسْلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ
ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنْ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا
مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ بِإصْبَعَيْهِ -

৪৫১৮. আবু তাহির (র).... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর তরবারি ফিরে এসে স্বয়ং তাঁকেই হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ তাঁর ব্যাপারে নানা মন্তব্য করতে থাকেন এবং তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ করেন। তাঁরা বলাবলি করেন যে, সে এমন লোক, যে তার নিজ অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছে। আর তাঁরা তাঁর কোন কোন ব্যাপারেও সন্দেহ করেন। সালামা বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রণ সংগীত শোনাই।” রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন বলেন উঠলেন, আমি জানি, তুমি কি বলবে (বুঝে শুনে বলবে)। রাবী বলেন, তারপর আমি আবৃত্তি করলাম : “ইয়া আল্লাহ! আপনি না হলে, আমরা হিদায়াত পেতাম না, আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো। তখন আমি আবৃত্তি করে চললাম : “আমাদের প্রশান্তি দান করুন এবং শত্রুর সম্মুখীন হলে আমাদের পা অটল রাখুন। মুশরিকরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হল। যখন আমি রণ সংগীত পড়িয়ে শেষ করলাম, তখন বললেন : এ কবিতাটি কে রচনা করেছে? আমি বললাম, আমার ভাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছু লোক তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত কামনায় দ্বিধাগ্রস্ত! তাঁরা বলেন, সে এমন লোক, যে তার নিজ অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জিহাদ করতে করতে মুজাহিদের মত মৃত্যুবরণ করেছে। রাবী ইবন শিহাব (র) বলেন, তারপর আমি সালামার এক পুত্রকে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে তাঁর পিতার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তিনি বলেন, আমি যখন বললাম, কোন কোন লোক তাঁর প্রতি রহমতের দু'আ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা মিথ্যা বলেছে। সে জিহাদ করতে করতে মুজাহিদের মত মারা গেছে। তার জন্য দু'টি পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে এবং তিনি তখন তাঁর দু'টি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন।

৬৬- بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

৪৪. পরিচ্ছেদ : খন্দকের যুদ্ধ

৬৫১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابَ بِيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ -

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا

فَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا * إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبَوَا عَلَيْنَا

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ -

إِنَّ الْمَلَاقِدَ أَبَوَا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

৪৫১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাদের সঙ্গে একত্রে মাটি বহন করেন। মাটি তাঁর পেটের গুত্রতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর তখন তিনি আবৃত্তি করছিলেন : “আল্লাহর কসম! আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সাদাকা দিতাম না এবং সালাতও আদায় করতাম না। আমাদের প্রশান্তি দান করুন, আর তারাতো (সত্য মেনে নিতে) অস্বীকৃত হল আমাদের বিরুদ্ধে।”

আবার কখনও কখনও বলছিলেন : “সর্দাররা আমাদের মানতে অস্বীকার করল, তারা যখন ফিতনা চাইল, তখন আমরা অস্বীকার করলাম।”

আর তা উচ্চারণের সময় তিনি তাঁর স্বর উচ্চ করছিলেন।

৬৫২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا -

৪৫২০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। তবে তিনি বলেন যে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ‘বিদ্রোহ’ করল।

৬৫২১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -

৪৫২১. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কানাবী (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, আমরা তখন পরিখা (খন্দক) খনন করছিলাম এবং কাঁধে করে মাটি স্থানান্তরিত করছিলাম। তিনি বললেন, “ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের সুখ ছাড়া সুখ নেই, মুহাজির ও আনসারদের আপনি ক্ষমা করুন।”

৪৫২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :
اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ * فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

৪৫২২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের জীবন ছাড়া জীবন নেই। আপনি ক্ষমা করে দিন আনসার ও মুহাজিরদের”।

৪৫২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ :

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ * فَاعْفِرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৪৫২৩. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আনাস (রা)-এর অন্য রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : “ইয়া আল্লাহ! (প্রকৃত) জীবন (কেবল) আখিরাতের জীবন। শু'বা (রা) বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের জীবন ছাড়া কোন জীবন নেই। আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি দয়া করুন”।

৪৫২৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ * فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانصُرْ فَاعْفِرْ -

৪৫২৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও শায়বান ইবন ফাররুখ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা (সেদিন) সমবেত সুরে গাইতে ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন : “ইয়া আল্লাহ! প্রকৃত মঙ্গল তো আখিরাতের মঙ্গল। আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন।” শায়বানের বর্ণনায় فَانصُرْهُ স্থলে فَانصُرْهُ বলেছেন।

৪৫২৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا

أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ -

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ * فَاغْفِرِ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

৪৫২৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবিগণ খন্দকের দিন বলছিলেন : “আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে বায়আত হয়েছি। আর ইসলামের উপরই আছি। রাবী মুহাম্মদ (রা) সন্দেহ করে বলেন, অথবা বলেছিল : জিহাদের উপরই আছি সর্বদা।

আর নবী ﷺ বলছিলেন : “ইয়া আল্লাহ! সকল মঙ্গল তো আখিরাতের মঙ্গল। আনসারদের এবং মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।”

৪৫. - بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرْدٍ وَ غَيْرِهَا

৪৫. পরিচ্ছেদ : যু-কারদ ও অন্যান্য যুদ্ধ

৪৫২৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ

سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَعَى بِذِي قَرْدٍ قَالَ فَلَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخَذْتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرْدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ -

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ

فَارْتَجَزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ

يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشُ فَأَبْعَثْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتُ فَاسْجِعْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ -

৪৫২৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সালামা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফজরের আযানের আগেই বের হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধেল উটনীগুলো তখন যু-কারদে (চারণ ভূমিতে) চরছিল। তখন আমার সাথে আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলে সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধেল উটনীগুলো নিয়ে গেছে। আমি বললাম, কে সেগুলো নিয়ে গেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। রাবী বলেন, তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম; আগমন! (ভোররাতে)! (সাহায্য চাই, সাহায্য)। রাবী (সালামা ইব্ন আকওয়া') বলেন, মদীনার দুই পাথরে ভূমির মধ্যবর্তী সবাইকে আমি মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৪৪

আমার সে হাঁক শুনলাম তারপর সোজা বেরিয়ে পড়লাম এবং যু-কারদের কাছে গিয়ে তাদের (লুটেরাদের) নাগাল পেলাম। তখন তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একজন (দক্ষ) তীরন্দাজ। আর তখন আমি (বীরত্বসূচক কবিতা) আবৃত্তি করছিলাম, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরদের ধ্বংসের দিন। (কিংবা আজ তার দিন, যে শৈশব থেকে যুদ্ধের স্তন্য পান করেছে)।

আমি (আমার তীর নিক্ষেপ ও) বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলাম। অবশেষে আমি উটনীগুলো মুক্ত করলাম। এমনকি আমি তাদের ত্রিশটি (বড়) চাদরও ছিনিয়ে নিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকজন এসে পড়লেন। তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাদের পানির পথ রুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তারা পিপাসার্ত। এবার আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করুন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : আকওয়া, যথেষ্ট (বীরত্ব) দেখিয়েছে। এবার দয়া দেখাও। রাবী বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁরই উটনির পিছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে আমরা মদীনা পৌঁছলাম।

৪৫২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبِ الرُّكْبَةِ فَمَا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسْطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَايَعَ يَا سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَآيَضًا قَالَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَلًا (يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ) قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْدَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ وَآيَضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةُ آيَنَ حَجَفْتُكَ أَوْ دَرَقْتُكَ أَلْتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزَلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَأَسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَأَصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ أَسْقَى فَرَسَهُ وَأَحْسَهُ وَأَخْدِمَهُ وَأكُلُّ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَمْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا أَصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةَ

فَكَسَحَتْ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعَتْ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَاتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقْعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أَوْلَيْكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسْوَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مَكْرَزُ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْوُ الْفُجُورِ وَثَنَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ كُلُّهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةٌ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٍ طَلْحَةَ أُنْدِيَةَ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْفَقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَّاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرِحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِي أَثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَارْتَجِزُ أَقُولُ -

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ

فَالْحَقُّ رَجُلًا مِنْهُ فَاصْكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خَذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ

قَالَ فَوَ اللَّهُ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعُ إِلَى فَارِسٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَاقَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَاقِقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتَّبِعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا

خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى الْقَوَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهِ أَرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَائِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فَلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ (يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ) وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرَحِ وَاللَّهُ مَا فَارَقْنَا مِنْذُ غَلَسَ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةَ قَالَ فَصَعِدَ إِلَى مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا امْكُنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أُولَهُمُ الْآخِرُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَاخَذْتُ بِعِنانِ الْآخِرِ قَالَ فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا آخِرُ إِحْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَاخْلَيْتُهُ فَلْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلِي حَتَّى مَا أَرَى وَرَأَيْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ نُوقَرْدٌ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عَطَاشٌ قَالَ فَانْظَرُوا إِلَى أَعْدُو وَرَاءَ هُمْ فَحَلَيْتُهُمْ عَنْهُ (يَعْنِي أَجَلَيْتُهُمْ عَنْهُ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَسْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصْغُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ قَالَ يَأْكُلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكَرَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوْنَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكَرَةٌ قَالَ وَارْتَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا اسْوَأَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَحَقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْأَبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمَحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْأَبِلِ

الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَيْدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَلَّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَاتَّبِعِ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَعِلًا قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيُقْرُونَ فِي أَرْضٍ غُطْفَانٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غُطْفَانٍ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فَلَانَ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا دَاوَأَ غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَالِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الْفَارِسِ وَسَهْمِ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأَاهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبِقُ شِدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِلَّا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي فَلَا سَابِقَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ شِئْتُ قَالَ قُلْتُ إِذْهَبْ إِلَيْكَ وَتَنَيْتُ رَجُلًا فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرْفًا أَوْشَرَفَيْنِ اسْتَبَقِي نَفْسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي اثَرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرْفًا أَوْشَرَفَيْنِ ثُمَّ أَنِّي رَفَعْتُ حَتَّى الْحَقُّ قَالَ فَاصْكُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِئْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَلَّ عَمِي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ -

تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَفْنَيْنَا * فَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ يَخْصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ لَهُ يَأْنِبِي اللَّهُ لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مُرَحَّبٌ بِخَطَرٍ يَسْنِفُهُ وَيَقُولُ - قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرَ أَنِّي مُرَحَّبٌ * شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُجَرَّبٌ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ

قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ -

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ إِنِّي عَامِرٌ * شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلُ مَغَامِرُ

قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفٌ مُرْحَبٌ فِي تَرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ

عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بَطْلُ عَمَلٍ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالُوا كَذَبَ مَنْ قَالَ

ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ وَسَلَّمْ فَبَسَقَ فِي عَيْنِهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مُرْحَبٌ فَقَالَ

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ أَنِّي مُرْحَبٌ * شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلُ مُجَرَّبٌ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ -

أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ * كَلَيْتُ غَابَاتِ كَرِيهِ الْمَنْظَرَةِ

أَوْفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السُّنْدَرَةِ

قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مُرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ * قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوِيلِهِ -

৪৫২৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান দারিমী (র) ইয়াস ইবন সালামা (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলাম। তখন সংখ্যায় আমরা চৌদশ। তদুপরি সেখানে ছিল পঞ্চাশটি বকরী, যাদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুয়ার কিনারায় বসলেন এবং দু'আ করলেন অথবা তাতে থুথু দিলেন। রাবী বলেন, আর অমনি পানি উথলে উঠলো। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পানি পান করলাম। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বায়আতের জন্য গাছ তলায় ডাকলেন। রাবী বলেন, তারপর লোকদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম বায়আত হলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকেরাও বায়আত হলো। তিনি যখন বায়আত গ্রহণ করতে করতে লোকজনের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ অর্ধ পরিমাণে) পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে সালামা! তুমি বায়আত হও। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমি তো, লোকদের মধ্যে প্রথমেই বায়আত হয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : আবারও হও না? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি 'জাহাদ'

বা ‘দারাবা’ (ঢাল) দান করলেন। তিনি যখন বায়আত করতে করতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন এবং বললেন, তুমি কি আমার কাছে বায়আত হবে না, হে সালামা! রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দু’ দু’বার) আপনার কাছে বায়আত হয়েছি। তিনি বললেন : আবারও হও না। তখন আমি তৃতীয় বার বায়আত হলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তোমার সেই ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম? রাবী (সালামা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চাচা আমিরের আমার সাথে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় আমার দেখা হল আমি তাঁকে তা দিয়ে দিয়েছি। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন : তুমি দেখছি পূর্ববর্তীযুগের সেই লোকের মত, যে বলেছিল, “হে আল্লাহ! আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে।” এরপরে মুশরিকরা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠালো। আমাদের একপক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয় পক্ষ পরস্পরে সন্ধিবদ্ধ হলাম। রাবী (সালামা (রা) বলেন, আমি তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তার ঘোড়াকে পানি পান করাতাম এবং তার পিঠ মালিশ করতাম (আঁচড়ে দিতাম) এবং তাঁর অন্যান্য খিদমত করতাম। আমি তাঁর ওখানে খাওয়া দাওয়া করতাম। নিজের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের রাহে মুহাজির হয়েছিলাম। রাবী বলেন, তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হলাম এবং আমাদের একপক্ষ অপর পক্ষের সাথে মেলামেশা করতে লাগলাম তখন আমি একটি গাছ তলায় গিয়ে তার নীচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তার গোড়ায় একটু শুয়ে পড়ি। এমন সময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগলো। আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগলো এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে আর একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো।

এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চীৎকার করে বললো, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য! ইব্ন যুনায়েম নিহত হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ঐ চারজনের উপর আক্রমণ চালাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করলাম এবং তা আঁটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোলো, তবে তার সেই অঙ্গে আঘাত (করে বিচ্ছিন্ন) করব যেখানে তার চোখ দুটো রয়েছে (অর্থাৎ ঘাড়)। রাবী বলেন, তারপর তাদেরকে আমি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, এমন সময় আমার চাচা আমির ‘আবালাত’ গোত্রের একজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসেছেন। তাকে বলা হতো মিকরায়। সে ছিল আঘাত নিরোধক বস্ত্রাকৃত একটি ঘোড়ায় আসীন। আর তার সাথে সত্তর জন মুশরিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন : “ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে অপকর্মের সূচনা ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং পুনরাবৃত্তিও তারাই করে।” একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন : “সেই পবিত্র সত্তা যিনি মক্কাপ্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।”

রাবী বলেন, তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মনযিলে আমরা অবতরণ করলাম যেখানে আমাদের ও লিহয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু‘আ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে নবী

ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে খবরদারীর জন্য পাহাড়ের উপরে আরোহণ করবে। সালামা বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ঐ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদীনায এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোলাম রাবাহকে দিয়ে তাঁর উটগুলো পাঠালেন। আর আমিও তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাথে সাথে উটগুলো চারণ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম সেটাকে ঘাস পানি খাওয়ার জন্য। যখন আমাদের ভোর হলো, আবদুর রহমান ফাজারী চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বিচরণরত) সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করলো। আমি তখন রাবাহকে বললাম, হে রাবাহ! লও এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহকে পৌঁছে দিও আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা তাঁর চারণ ভূমির উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার হাঁক দিলাম, 'ইয়া সাবাহা'! (ভোরের আক্রমণ) তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম ও তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি মুখে এ চরণ উচ্চারণ করছিলাম, "আমি আকওয়ার পুত্র, আজ সেই দিন, আজ ইতরকে (শায়েস্তা করার) দিন। আজকে কেমন মায়ের দুধ (খেয়েছ তা স্মরণের দিন)।" তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তার উপর এরকমভাবে তীর নিক্ষেপ করেছি যে, তীরের অগ্রভাগ তার কাঁধের কোমল হাঁড় ছেদ করে বেরিয়েছে। তিনি বলেন, আমি বলতে লাগলাম, এ আঘাত নাও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরের দিন (দুধপান স্মরণের দিন)। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোন ঘোড়া সাওয়ার আমার দিকে ফিরত তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোড়ায় বসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম। আর তাকে যখন করে ফেলতাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসে এবং তারা সে সংকীর্ণ পথে ঢোকে আমি তখন পাহাড়ের উপর উঠে সেখান থেকে (অবিরাম) তাদের উপর পাথর গড়িয়ে দিতে থাকলাম। তিনি বলেন, এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম। যে পর্যন্ত না আল্লাহর সৃষ্ট উটগুলোর প্রতিটি উট যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভারবাহী রূপে ছিল তা আমার পেছনে রেখে না যাই। তারা এগুলো আমার আওতায় ফেলে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশি চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে গেল। তারা যে সব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তার প্রত্যেকটিকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে চিনতে পারেন। অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। এমন সময় বদর ফাজারীর অমুক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হলো। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসলো। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম। তখন সে ফাজারী বললো, ঐ যে লোকটাকে দেখছি সে কে? তারা বললো, লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহিয়েছি। আল্লাহর কসম! সেই রাতের আঁধার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটা আমাদের পিছন থেকে সরছে না, সে আমাদের প্রতি (অবিরাম) তীর নিক্ষেপ করছে, এমনকি আমাদের যথাসর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে। তখন সে বললো, তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তার উপর চড়াও হও। তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মত নিকবর্তী স্থানে এসে পৌঁছলো, তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন? তারা বললো, না। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি সালামা ইবন আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন। আমি তোমাদের যাকেই পেতে চাইব (লক্ষ্য বানাব) তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে ধরতে পারবে না। তখন তাদের একজন বললো, আমিও তাই মনে করি। তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সে স্থানেই বসে রইলাম। অবশেষে আমি গাছ-গাছালি মাঝ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহীদের অগ্রসর হতে দেখলাম।

তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আখরাম আসাদী। তাঁর পিছনে আবু কাতাদা আনসারী। তাঁর পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। তিনি বলেন, আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। তিনি বলেন, তখন তারা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে। আখরাম বললেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে কর তবে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো না। সালামা বলেন, তখন আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি আবদুর রহমানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন। আর আবদুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসলো।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোড়া সাওয়ার আবু কাতাদা (রা)এসে পৌঁছলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহম্মদ ﷺ -কে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আর পিছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মদ ﷺ এর কোন সাহাবীকেই দেখতে পেলাম না, এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধূলিও আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। এভাবে চলতে চলতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরি পথে উপনীত হল যেখানে যু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করলো। তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেলো। এক যায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগলো আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। আমি তাদের যে কোন একজনের নিকটবর্তী হতাম তার কাঁধের অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করে বললাম, “আমি আকওয়ার পুত্র, ইতরদের (বোঝাবার) দিন আজ (দুধ স্রবণের দিন)”। সে তখন বললো, তার মা (পুত্র হারা হয়ে) তার জন্য কাঁদুক-তুমি কি সে আকওয়া যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, তোমার জানের দূশমন, (আমি) সেই তোমার ভোরবেলার আকওয়াই। তিনি বলেন, অতঃপর তারা দু’টি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল। তিনি বলেন, তখন আমি ঐ দু’টোকে হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, সেখানে একটি অল্প দুধভর্তি ‘সাতীহা’ (চর্মপাত্র) এবং একটি পানিভর্তি সাতীহা নিয়ে এসে ‘আমির’ আমার সাথে মিলিত হলেন। আমি তখন উষু করলাম এবং (দুধ) পান করলাম। তারপর এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম, যখন তিনি ঐ পানির কাছে ছিলেন, যা থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা সব কিছু বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করেছেন। তখন বিলাল, লোকদের কাছ থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট যবাই করেছেন এবং তার কলিজা এবং কুঁজ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ভূনছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের লোকদের থেকে একশ’ জনকে বাছাই করে নিয়ে সেই দূশমনদের পিছু ধাওয়া করি যাতে তাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবেনা। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, চুলোর আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি তা-ই করবে? আমি বললাম হ্যাঁ, সে পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (নবী ﷺ) তখন বললেন : এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করছে। তিনি বলেন, পরে গাতফান গোত্রের একটি লোক এল। সে বললো, অমুক তাদের জন্য একটি উট যবাহু করেছে। তারা যখন তার চামড়া

খসাচ্ছিল তখন তাঁরা ধুলো রাশি উড়তে দেখতে পায়। তখন তারা বলে উঠলো ওরা (আকওয়া ও তাঁর বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। তখন তারা পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের ভোর হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবু কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসাবে গনীমতের দুই অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দুই অংশ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উটনী ‘আদবার’ পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আনসারের এমন এক ব্যক্তি, যাকে দৌড়ে কেউ পরাজিত করতে পারতো না। বলতে লাগলো-কেউ কি আছে যে, মদীনায় সর্বাত্মে পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে? এ কথাটি সে বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলো। তিনি বলেন, যখন আমি তার এ (চ্যালেঞ্জমূলক) কথাটি শুনলাম। তখন বললাম, তুমি কি কোন সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জান না বা কোন ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না? সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে নয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান, আপনি আমায় ঐ ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিন। তখন তিনি বললেন : তোমার ইচ্ছা হলে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, চল! ধর। তারপর আমি লাফ দিয়ে নিচে দৌড় মারলাম। তারপর এক বা দুই টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রইলাম তখন পর্যন্ত আমার দম নিয়ন্ত্রণে রেখে তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম। আরও দুই এক টিলা পর্যন্ত ধীরগতিতে চলার পর সজোরে দৌড় দিয়ে তার নিকট পৌঁছে গেলাম। এবং তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুঘি মেরে বললাম, ওহে! আল্লাহর কসম! তুমি হেরে গেছ। তখন সে বললো, আমিও তাই মনে করছি। তিনি বলেন, অতএব আমি তার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমরা তিনরাতের অধিক মদীনায় থাকতে পারিনি। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা খায়বারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, তখন আমার চাচা আমির (রা) প্রেরণামূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। “আল্লাহর কসম! আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। সাদাকাও দিতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনও বেপরওয়া হতে পারি না, তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।”

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি আমির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন।” রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দু’আ করতেন সেই শহীদ হতো। তিনি বলেন, তখন নিজ উটে বসা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দূর থেকে আওয়ায করে বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! আমিরকে দিয়ে যদি না আমাদের আরো উপকৃত করতেন? তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা খায়বারে উপস্থিত হলাম, তখন খায়বার অধিপতি মুরাহ্‌হাব (মারহাব) তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এল এবং বলল, “খায়বার জানে যে, আমি মুরাহ্‌হাব, পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীরপুরুষ। রাবী বলেন, আমার চাচা আমির (রা) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বললেন, “খায়বার জানে যে, আমি আমির অস্ত্রে সজ্জিত সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ, বীর বাহাদুর নির্ভিক ব্যক্তি।” রাবী বলেন, তারপর তাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো। আমির (রা) নীচে থেকে যখন তাকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের উপরই লাগল। আর তাতে তাঁর পায়ের গোছার সংযোগ শিরা কেটে গিয়ে মৃত্যু হল। (রাবী) সালামা (রা) বলেন, তখন আমি বেরোলাম। নবী করীম ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে বলাবলি করতে শুনলাম যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিরের আমলগুলো বরবাদ হয়ে গেল? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

(একথা)-কে বলেছে? রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনারই কয়েকজন সাহাবী। তিনি বললেন, যাঁরা এরূপ বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে এবং তার প্রতিদান সে দু'বার পাবে। তারপর তিনি আমাকে আলী (রা)-এর নিকটে পাঠালেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এমন এক ব্যক্তিকে (আজ) পতাকা সমর্পণ করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং (অথবা বললেন) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, তারপর আমি আলী (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তাঁর চোখ ব্যথাগ্রস্ত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে থুথু দিলেন। (তাতেই) তিনি সুস্থ হলেন। তখন তিনি তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। এবারো মুরাহ্‌হাব বেরিয়ে এল এবং কবিতা আওড়াতে লাগল “খায়বার জানে যে, আমি মুরাহ্‌হাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি। যখন যুদ্ধ তার লেলিহান শিখা নিয়ে অগ্রসর হয়। তখন আলী (রা) বললেন, “আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা ‘হায়দার’ (সিংহ) নাম রেখেছেন, যার দর্শন বন্য সিংহের মত ভয়ংকর। আমি তাদের (দুশমনদের) প্রতিদান দেই বড় বড় পাত্র দিয়ে (অর্থাৎ তাদের অবলীলায়) হত্যা করি”। এরপর তিনি মুরাহ্‌হাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরই হাতে (খায়বার) বিজয় হলো। ইবরাহীম ইক্রামা ইব্ন আম্মার সূত্রেও এ হাদীস সুদীর্ঘরূপে বর্ণনা করেছেন।

৪৫২৮. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا -

৪৫২৮. আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী সুলামী (র) ইক্রামা ইব্ন আম্মার (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الْآيَةِ

৪৬ . পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনি সেই সত্তা যিনি তাদের হাতকে তোমাদের উপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রেখেছেন।

৪৫২৯. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ -

৪৫২৯. আমর ইব্ন মুহাম্মদ নাকিদ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে সশস্ত্র আশি ব্যক্তি তান্দ্ঈম পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে অবতরণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অসতর্কতার সুযোগ নিবে। তিনি তাদের বিনা যুদ্ধে বন্দী করলেন, এরপর তাদের জীবিত ছেড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন : (অর্থ) তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মক্কা প্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে (আক্রমণ করা হতে) বিরত রেখেছেন- তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।

৴৛. ٲَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

৴৛. ٲরিচ্ছেদ : ٲুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যুদ্ধযাত্রা

৴৛৳. ٲَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٲَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَأَاهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا الْخَنْجَرُ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْتُلْ مَنْ بَعَدَنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ أَنْهَزَ مُوَابِكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنْ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ * وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ أُمَّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ -

৴৛৳৳. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তাঁর মা) উম্মু সুলাইম হুনাযনের যুদ্ধের দিন একটি খঞ্জর ধারণ করেছিলেন। আর সেটি তাঁর সঙ্গে ছিল। আবু তালহা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই উম্মু সুলাইম। আর তার সাথে একটা খঞ্জর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এ খঞ্জর কিসের জন্য? তিনি বললেন, এটা এজন্য নিয়েছি, যদি কোন মুশরিক আমার কাছাকাছি আসে, তবে এদিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসতে লাগলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলাইম) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (মক্কা বিজয়ের দিন) আমাদের ছাড়া ‘তুলামা’ যারা (সাধারণ ক্ষমার আওতায়) ছাড়া পেয়ে গিয়েছে এবং পরাজয় বরণ (করে ইসলাম গ্রহণ) করেছে, তাদের হত্যা করে ফেলুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে উম্মু সুলাইম! প্রবল প্রতাপাবিত ও মহামহিম আল্লাহ্ই (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট ও সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। (তিনি (আমাদের প্রতি) সদয় রয়েছেন।) মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত উম্মু সুলাইমের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে ٲূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৴৛৳৳. ٲَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنِ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنِ الْجَرْحَى -

৴৛৳৳. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু সুলাইমকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন আনসারের কতিপয় মহিলাকে তাঁর সাথে। তারা (আতর্দের) পানি পান করাতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করতেন।

৴৛৳৳. ٲَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ٲَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ) ٲَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ٲَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ أَنْهَزَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ مُجُوبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ

অধ্যায় : জিহাদ ও এর নীতিমালা

قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ لَا يَصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَأَنْهُمَا لَمْ شِمِرْتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقِرْبَ عَلَى مَتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنَهَا ثُمَّ تَجِيَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيَّ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النَّعَاسِ-

৪৫৩২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কতিপয় লোক নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবু তালহা (রা) তাঁর সামনে একটি ঢাল দিয়ে নবী ﷺ-কে আড়াল করে রেখেছিলেন। আবু তালহা (রা) ছিলেন একজন অতি দক্ষ তীরন্দাজ। সেদিন (যুদ্ধে) তিনি দুই বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। রাবী বলেন, যখনই কোন ব্যক্তি তীর ভর্তি তুনির নিয়ে পাশ দিয়ে যেতো, তখনই তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলতেন, এগুলো আবু তালহার জন্য রেখে যাও। রাবী বলেন, যখনই নবী ﷺ মাথা তুলে লোকজনের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবু তালহা (রা) বলে উঠতেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান! আপনি মাথা উঠাবেন না; এমন না হয় শত্রু পক্ষের তীর এসে আপনার গায়ে লাগে। আপনার সীনার জন্য রক্ষার্থে আমার সীনা নিবেদিত। আবু তালহা বলেন, আমি (সেদিন) আবু বকর তনয়া আয়েশা ও উম্মু সুলাইমকে এমন অবস্থায় দেখেছি, তাঁরা তাঁদের পিঠে পানির মশক বয়ে আনছিলেন। তখন তাঁরা এমনভাবে কাপড় গুছিয়ে চলছিলেন যে, আমি তাদের নলীর খাড়া দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা তাদের (আহতদের) মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন। আবু তালহার হাত থেকে সেদিন তন্দ্রার ঘোরে দুইবার বা তিনবার তলোয়ার পড়ে যায়।

৪৮- بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يَرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْنَهُمُ وَالنُّهْيُ عَنْ قَتْلِ صَبِيَّانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অনুদান রূপে কিছু দেয়া যাবে। তাদের জন্য গনীমতের নির্ধারিত অংশ নেই। শত্রুপক্ষের (অযোদ্ধা) শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ।

৪৫৩৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنِبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خُمْسٍ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانِ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتَمُّ الْيَتِيمِ وَ عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ

বালক সম্পর্কে জানতে পেয়েছিলেন, যাকে তিনি হত্যা করছিলেন, (তবে স্বতন্ত্র কথা) এ হাদীসের একজন রাবী ইসহাক (র) তাঁর বর্ণনায় হাদীসের এতটুকু বর্ধিত বলেছেন। আর যদি তুমি মু'মিনকে বাছাই করতে পারো মু'মিনকে, তবে তুমি কাফিরকে হত্যা করবে এবং মু'মিনকে ছেড়ে দেবে।

৪৫৩৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيَتَمُ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ اكْتُبْ إِلَيْهِ فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ اكْتُبْ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذِيََا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُوْتَسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّهُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا -

৪৫৩৫. ইবন আবু উমর (র) ইয়াযীদ ইবন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাজদা ইবন 'আমির হারুরী (খারিজী) ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইল, জিহাদে উপস্থিত গোলাম ও নারীদের গনীমতের অংশ দেওয়া হবে কি? আর (শত্রুপক্ষের) বালকদের হত্যা সম্পর্কে এবং ইয়াতীম সম্পর্কে যে, কখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটবে? এবং 'যাবিল কুরবা' বা (রাসূলের) নিকটাত্মীয় কারা? তখন তিনি ইয়াযীদকে বললেন, তুমি তাকে লিখ, তার নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাকে লিখাতাম না। লিখ, তুমি আমাকে লিখেছো এ প্রশ্ন করে যে, যারা জিহাদে যোগ দিয়েছে এমন নারী এবং গোলামকে কি গনীমতের কিছু দেওয়া হবে? তাদের (নির্ধারিত) কিছুই দেওয়া হবে না। তবে বখশীশরূপে (অনুদান) রূপে যেতে পারে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করে লিখেছ বালকদের হত্যা সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও তাদেরকে হত্যা করেননি এবং তুমিও তাদেরকে হত্যা করবে না। তবে, যদি তুমি তাদের ব্যাপারে তা জানতে পারো যা মূসা (আ)-এর সঙ্গী (খিযির আ) জানতে পেরেছিলেন, যে ছেলেটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে (তা স্বতন্ত্র কথা)। তার ইয়াতীম নাম ঘুচবে না যতক্ষণ না সে বালিগ হবে এবং তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হবে। আর তুমি আমাকে 'যাবিল কুরবা', সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লিখেছ যে, তারা কারা? আমরা মনে করতাম, আমরাই তাঁরা। কিন্তু আমাদের (ক্ষমতাশীল) লোকেরা তা অস্বীকার করেছে।

৪৫৩৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو اسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوْلِهِ -

৪৫৩৬. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র) ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নাজদা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পত্র লিখে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু ইসহাক বলেন, সুফিয়ান (র) অনুরূপ হাদীস বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

৪৫৩৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرَدَهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نِعْمَةٌ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَأَنَا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتُ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يَتَمُّهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشِدٌ وَدَفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ انْقَضَى يَتَمُّهُ وَسَأَلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عِلِمَ الْخَضِرِ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذِيَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ-

৪৫৩৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয (রা)-কে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইয়াযীদ ইব্ন হরমুয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্ন আমির ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পত্র লিখে। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যখন তাঁর পত্রখানি পাঠ করেন এবং যখন তিনি তার জবাব লিখেন তখন আমি তাঁর (ইব্ন আব্বাস) সামনেই উপস্থিত ছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি সে (অপকর্মের) দুর্গন্ধে পতিত হবে বলে আশংকা না করতাম তবে আমি তার কাছে জবাব লিখতাম না। তার চোখ (কোন দিন) না জুড়াক^১। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাকে লিখলেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, আল্লাহ্ (গনীমতের অংশ সংক্রান্ত আয়াতে) (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) সে ঘনিষ্ঠজন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তাহা কারা? আমরা মনে করতাম, আমরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু আমাদের গোত্রের লোকেরা তা অস্বীকার করে। আর তুমি ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ যে, কখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে? যখন সে বিবাহযোগ্য হয়, তার মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা পরিলক্ষিত হয় এবং তার সম্পদ তার কাছে প্রত্যর্পণ করা (সংঘত) হয়, তখন তার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটে। আর তুমি প্রশ্ন করেছ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মুশরিকদের কোন ছেলে সন্তানকে হত্যা করতেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনদিন তাদের ছেলে সন্তানদের কাউকে হত্যা করেন নি। সুতরাং তুমিও তাদের কাউকে হত্যা করবে না। অবশ্য যদি তুমি অবগত হও, যা অবগত হয়েছিলেন খিযির (আ) সে বালকটির সম্পর্কে যখন তিনি তাকে হত্যা করেন। আর তুমি

১. জানা যায় ঐ ব্যক্তি কুখ্যাত খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল বলেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এরূপ বলেছিলেন এবং পত্রের জবাব দানে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন করেছ, নারী ও গোলাম সম্পর্কে, যখন তারা যুদ্ধে উপস্থিত থাকে, তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ নেই। তবে লোকদের গণীমতের মাল থেকে তারা বখশীশ (অনুদান) পায়।

৪৫৩৮. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَتِمَّ الْقِصَّةَ كَاتِمًا مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ۔

৪৫৩৮. আবু কুরায়েব (র) ইয়াযিদ ইব্ন হরমুয (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে লিখেছিল, রাবী এ হাদীসের কিছু অংশ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসসমূহের মতো তিনি কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করেন নি।

৪৫৩৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَاصْنَعْ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومْ عَلَى الْمَرْضَى۔

৪৫৩৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) উম্মু আতিয়া আনসারীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের শিবিরের পশ্চাতে অবস্থান করতাম। তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা (দেখা শুনা) করতাম।

৪৫৪০. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ بِهَذَا الْأِسْنَارِ نُحْوَهُ۔

৪৫৪০. আমর আন নাকিদ (র) হিশাম ইব্ন হাসসান (র)-এর এই সূত্রেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৯. بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর যুদ্ধসমূহের সংখ্যা

৪৫৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزَوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُسَيْرِ۔

৪৫৪১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) লোকজনকে নিয়ে ইস্তিফার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায়

করলেন এরপর বৃষ্টির জন্যে দু'আ করলেন। রাবী বলেন, সেদিন আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বলেন, আমার এবং তাঁর মাঝখানে একজন ছাড়া কোন লোক ছিলনা। অথবা তিনি বলেছেন, আমার এবং তাঁর মাঝখানে কেবল একজন লোক ছিলেন, আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতগুলো যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। তখন আমি বললাম আপনি তাঁর সঙ্গে কতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরটি যুদ্ধে। রাবী বলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, সর্ব প্রথম তিনি কোন্ যুদ্ধটি করেছেন? তিনি বললেন, যাতুল-উসায়র বা (যাতুল) উশায়র।

৪৫৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَاتِ سَعِ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَا جَرَّ حَجَّةً لَمْ يَحْجْ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ-

৪৫৪২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশটি যুদ্ধ করেছেন। আর হিজরতের পর একটি মাত্র হজ্জ করেছিলেন, যেটি ছাড়া আর কোন হজ্জ করেননি-তা হল বিদায় হজ্জ।

৪৫৪৩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أَحَدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ-

৪৫৪৩ যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে উনিশটি যুদ্ধ করেছি। জাবির (রা) বলেন, আমি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমার পিতা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধে (আমার পিতা) আবদুল্লাহ নিহত হলেন, তারপর থেকে আমি আর কখনো কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পশ্চাৎপদ থাকিনি।

৪৫৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ-

৪৫৪৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ জারমী (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে আটটিতে তিনি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেন। রাবী আবু বাকর 'এর মধ্যে' (مِنْهُنَّ) শব্দটি বলেন নি এবং তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুয়ায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন' বলে উল্লেখ করেছেন।

৪৫৪৫- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثْمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً-

৪৫৪৫. আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৪৫৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْدَأُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ-

৪৫৪৬. মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি যতগুলি ক্ষুদ্র অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে নয়টি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। কখনো আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবু বাকর (রা) আর কখনো আমাদের সেনাপতি ছিলেন উসামা ইবন যায়দ (রা)।

৪৫৪৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِلْتاهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ-

৪৫৪৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হাতিম (র) এ হাদীসটি উল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় উভয় ধরনের সাতটি অভিযানের সংখ্যা বলেছেন।

৫০- بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

৫০. পরিচ্ছেদ : যাতুর-রিকা যুদ্ধ অভিযান

৪৫৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَاءٍ دِ الْأَشْعَرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَتَقَبَّضْتُ أَقْدَامُنَا فَتَقَبَّضْتُ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرْقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرْقِ قَالَ أَبُو بَرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ-

৪৫৪৮. আবু আমির আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশ্আরী ও মুহাম্মদ ইবন আ'লা হামদানী (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। আমাদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে ছিল একটি উট, যার উপর আমরা পালাক্রমে সাওয়ার হতাম। তিনি বলেন, এতে আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আমার দু'পা এতই বিক্ষত হয় যে, আমার পায়ের নখগুলো উপড়ে পড়ে যায়। তাই

আমরা আমাদের পায়ে পটী বেঁধেছিলাম। এ কারণে এ অভিযান ‘যাতুর-রিকা’ (رقعة কাপড়ের টুকরা, এর বহুবচন رقايع) নামে অভিহিত হয়। যেহেতু আমরা আমাদের পা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পেঁচিয়েছিলাম। আবু বুরদা (র) বলেন, আবু মূসা (রা) এ হাদীসটি একবার বর্ণনা করার পর পুনরায় বর্ণনা করা পছন্দ করেননি। রাবী বলেন, এ দ্বারা তাঁর আমলের প্রকাশ পায় বলে তিনি তা ব্যক্ত করা পছন্দ করেন নি। আবু উসামা বলেন, বুরায়দ ছাড়া এ হাদীসের অন্য রাবী একথা অধিক বলেছেন, “আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন”।

৫১. بَابُ كَرَاهَةِ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

৫১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ অভিযানে কোন কাফিরের সাহায্য গ্রহণ মাকরুহ

৪৫৪৯- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذَكِّرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً فَفَرَحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِئْتُ لَاتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلِقْ-

৪৫৪৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব, আবু তাহির (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর অভিযুখে রওনা হলেন। যখন তিনি ‘হাররাতুল ওবারা’ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এমন এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলো, যার শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে যখন সাক্ষাৎ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, আমি আপনার সঙ্গে যেতে এবং আপনার সঙ্গে (গনীমত) পেতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা’হলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। আয়েশা (রা) বলেন, তখন লোকটি চলে গেল। যখন আমরা ‘শাজারায়’ উপনীত হলাম, তখন সে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করলো এবং তার পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলো নবী ﷺ ও তাঁর পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এবারও সে চলে গেল। তারপর সে আবার ‘বায়দা’তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রথমবারের মত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ কর? সে বললো, জী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এখন (আমাদের সাথে) চল।

كِتَابُ الْإِمَارَةِ

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

১. بَابُ النَّاسِ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

১. পরিচ্ছেদ : জনগণ কুরায়শ-এর অনুগামী এবং খিলাফত কুরায়শ-এর জন্য।

৪৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ الْحِزَامِيِّ) ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرُو رَوَايَةَ النَّاسِ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ۔

৪৫০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হারব ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “জনগণ এর বিষয়ে (প্রশাসনিক ব্যাপারে) কুরায়শের অনুসারী। মুসলিমরা তাঁদের মুসলমানদের এবং কাফিররা তাঁদের কাফিরদের (অনুসারী)।

৪৫১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعَ لِكَافِرِهِمْ۔

৪৫১. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... হাম্মাম ইবন মুনায্জিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে যে সকল হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সেগুলোর মধ্যে একটি হল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকজন এই ব্যাপারে কুরায়শের অনুসারী মুসলিমরা মুসলিমদের অনুসারী এবং কাফিররা কাফিরদের অনুসারী।

৪৫৫২. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا جُرَيْجٌ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

৪৫৫২. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, নবী ﷺ বলেছেন : লোকজন ভাল-মন্দে (উভয় ব্যাপারেই) কুরায়শের অনুসারী।

৪৫৫৩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

৪৫৫৩. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ কর্তৃত্ব সর্বদা কুরায়শের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত (দুনিয়ার) দু'জন মানুষও বেঁচে থাকবে।

৪৫৫৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضِي حَتَّى يَنْقُضِيَ فِيهِمْ ائْتْنَا عَشَرَ خَلِيفَةٍ قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪৫৫৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও রিফা'আ ইবন হায়ছাম ওয়াসিতী (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, শাসন ক্ষমতার ব্যাপারটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা অতিবাহিত হবেন। তারপর তিনি কিছু বললেন, যা আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বললেন? তিনি বললেন যে, তিনি বলেছেন, তাদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশোদ্ভূত।

৪৫৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ ائْتْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪৫৫৫. ইবন আবু উমার (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের (শাসনের) বিষয়টি চলমান (মুসলিম শাসন) থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বারজন শাসক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জাবির (র) বলেন, এরপর নবী ﷺ একটি কথা বললেন, যা আমার কাছে অস্পষ্ট হল। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বললেন? তিনি বললেন, (বলেছেন,) সবাই কুরায়শ বংশোদ্ভূত হবে।

৪৫৫৬. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَيَزَالَ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا -

৪৫৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) জাবির ইব্ন সামুরা (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি তাতে “লোকদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা চলতে থাকবে” কথাটির উল্লেখ করেননি।

৪৫৫৭. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ -

৪৫৫৭. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আযদী (র).... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বারজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম (প্রবল পরাক্রান্ত অবস্থায়) চলতে থাকবে। তারপর তিনি একটি শব্দ কি বললেন যা আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছেন? তিনি বললেন, (বলেছেন,) তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশোদ্ভূত।

৪৫৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ -

৪৫৫৮. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এ বিষয়টি (ইসলামী রাষ্ট্র) পরাক্রমশালী থাকবে বারজন খলীফা পর্যন্ত। রাবী বলেন, তারপর তিনি কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার বললাম। তিনি কি বললেন? তিনি বললেন, (বলেছেন :) তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে।

৪৫৫৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْْنٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ الدُّؤْلَبِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِيَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً - فَقَالَ كَلِمَةً صَمِّينَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ ؟ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ -

৪৫৫৯. নসর ইব্ন আলী জাহযামী আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমার সাথে আমার পিতাও ছিলেন। আমি তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, এ দীন পরাক্রান্ত, সুরক্ষিত থাকবে বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। তারপর তিনি কোন কথা বললেন, লোকজনের কথাবার্তার দরুন আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, তিনি কি বললেন? (তিনি বললেন,) বলেছেন, তাঁদের সকলেই হবে কুরায়শ বংশের লোক।

৪৫৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى سَمِيعَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رَجِمَ الْأَسْلَمِيُّ يَقُولُ لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَنَّ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عُصَيْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ أَلِ كِسْرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ فَأَحْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ.

৪৫৬০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমির ইবন সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা) এর নিকট আমার গোলাম নারফি' মারফত পত্র পাঠালাম যে, আপনি আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে লিখলেন : জুমার দিন সন্ধ্যায় যে দিন (মা'ইজ) আসলামীকে রজম করা হয়, সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এ দীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ কিয়ামত কায়েম হয় অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, এঁদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, মুসলমানদের একটি ছোট্ট দল জয় করবে শ্বেতভবন যা কিসরা (কিংবা কিসরা বংশের) মহল। আমি আরও বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।” আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, “তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে।” আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, “হাওযে (কাউসারে) আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হবো।”

৪৫৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَّرْنَحُو حَدِيثَ حَاتِمٍ.

৪৫৬১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' আমির ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে তিনি ইবন সামুরা আদবীর নিকট চিঠি পাঠান যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি..... পরবর্তী অংশ হাতিমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২. بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

২. পরিচ্ছেদ : খলীফা মনোনয়ন করা এবং না করা

৪৫৬২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَتْنَوُا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا

اسْتَخْلَفَ فَقَالَ اتَّحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوِدِدْتُ أَنْ حَظَّيْتُ مِنْهَا الْكَفَافُ لَأَعْلَى وَلَا لِي فَاِنْ أَسْتَخْلَفَ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ) وَإِنْ أَتْرَكْتُكُمْ فَقَدْ تَرَكْتُكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ -

৪৫৬২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন আহত হলেন তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। লোকজন তাঁর প্রশংসা করল তারপর বললো, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! তিনি তখন বললেন, আমি আশাবাদী ও সন্ত্রস্ত। তখন লোকেরা বললো, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যান। তখন তিনি বললেন, আমি কি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই তোমাদের বোঝা বহন করব? আমার আকাজক্ষা খিলাফতের ব্যাপারে আমার সমান সমান হোক (শুধু নিষ্কৃতি জুটুক)। আমার উপর কোন অভিযোগও অর্পিত না হোক, আর আমি লাভবানও না হই। আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি তবে (তার দৃষ্টান্ত আছে কেননা,) আমার চাইতে যিনি উত্তম ছিলেন তিনি (অর্থাৎ আবু বকর (রা) খলীফা মনোনীত করে গিয়েছেন। আর যদি আমি তোমাদের (খলীফা মনোনীত না করেই) ছেড়ে যাই, তবে আমার চেয়ে উত্তম যিনি ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। রাবী আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) বলেন, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করলেন তখনই আমি বুঝে নিই যে, তিনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না।

৪৫৬৩. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَافِظُ هُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اسْحَقُ وَعَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعْلِمْتَ أَنَّ اِبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكْلِمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أَكْلِمْهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي اِبِلٍ اَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فِرْعَايَةَ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَنَنْ لَا أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلَفْ وَإِنْ أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ -

৪৫৬৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইব্ন আবু উমার, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' এবং আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান যে, তোমার পিতা কাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না? আমি বললাম, তিনি এমনটা করবেন না। তিনি বললেন, তিনি তা-ই করবেন। ইব্ন উমর (রা) বললেন, তখন আমি এ মর্মে শপথ করলাম যে, আমি মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৪৭

অবশ্যই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো। এরপর আমি নীরব থাকলাম। পরের দিন ভোর পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে তা আলাপ করিনি। রাবী বলেন, আমার মনে হলো যেন, আমি আমার শপথের কারণে একটি পাহাড় বহন করছি। অবশেষে আমি ফিরে এলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত উমার (রা)-এর) কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁকে তা অবহিত করলাম। তারপর আমি তাঁকে বললাম, আমি লোকজনকে একটি কথা বলাবলি করতে শুনে আমি তা আপনাকে বলবো বলে শপথ করেছি। লোকেরা বলছে যে, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না। অথচ আপনার যদি কোন উটের-রাখাল বা ছাগলের রাখাল থাকে আর সে (রাখাল বিহীন রূপে) তার পাল পরিত্যাগ করে আপনার কাছে চলে আসে, তা হলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, সে পশুপালের সর্বনাশ করেছে। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটি তার চাইতেও গুরুতর। আমার কথা তাঁর অন্তরে রেখাপাত করলো এবং তিনি কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, অবশ্যই মহিমাম্বিত মহান আল্লাহ তাঁর দীনের হিফায়ত করবেন। আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত না করি তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তো কাউকে খলীফা মনোনীত করে যাননি। আর যদি আমি কাউকে খলীফা মনোনীত করি তবে আবু বকর (রা) খলীফা মনোনীত করে গেছেন। তিনি (ইবন উমর) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর কথা উল্লেখ করলেন, তখনই আমি বুঝে ফেলি যে, তিনি কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমকক্ষ করবেন না এবং তিনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন না।

২. بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا.

৩. পরিচ্ছেদ : নেতৃত্ব প্রার্থনা ও ক্ষমতার প্রতি লোভে নিষেধাজ্ঞা

৪৫৬৪. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِّتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

৪৫৬৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবদুর রাহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে, আবদুর রাহমান! তুমি শাসন ক্ষমতা চাইবে না। কেননা, যদি তুমি তোমার চাওয়ার মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হও, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে। আর যদি তুমি চাওয়া ব্যতীত তা প্রাপ্ত হও, তবে এ ব্যাপারে তুমি (আল্লাহর তরফ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

৪৫৬৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحَمِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

৪৫৬৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আলী ইবন হুজর সাঈদী, আবু কাশিম আহদারী..... আবদুর রাহমান ইবন সামুরা (রা) নবী ﷺ থেকে জারীরের হাদীছের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৫৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

৪৫৬৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি এবং আমার দু'চাচাত ভাই নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। ঐ দুই ব্যক্তির একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সমস্ত রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তার কিছু অংশে আমাদেরকে 'আমীর' নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ বললো। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমরা এমন কাউকে নেতৃত্বে আসীন করি না, যে তার জন্য প্রার্থী হয় এবং যে তার জন্য লালায়িত হয়।

৪৫৬৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْذِنُكَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَ تَحْتَ شَفْتِهِ وَقَدْ قَلَصْتُ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ أَذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ أَنْزِلْ وَالْقَى لَهُ وَسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْتَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرِيهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ أَمَّا أَنَا فَأَنَا وَمُؤْتِي وَارْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

৪৫৬৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন (একদা) আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার সাথে আশ'আরী বংশের দু'জন লোক ছিল। তাদের একজন আমার ডানে অপর জন আমার বামে ছিল। তাদের দু'জনই (পদে) নিযুক্তি প্রার্থনা করলো। নবী ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! তুমি কি বল? তিনি বলেন, আমি বললাম, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! তাদের অন্তরে যে কি রয়েছে সে সম্পর্কে তারা আমাকে অবহিত করেনি, আর আমি টের পাইনি যে, তারা আপনার কাছে (পদে) নিযুক্তি প্রার্থনা করবে। রাবী বলেন, আমি যেন (স্পষ্টই) তাঁর

ওষ্ঠ মূবারকের নীচে মিসওয়াক দেখতে পাচ্ছি (তাঁর) মাড়ি গোশত মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন : আমরা আমাদের কোন কাজে কখনো এমন লোককে নিযুক্তি প্রদান করি না- যে তার জন্য লালায়িত। বরং তুমি যাও হে আবু মূসা অথবা তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস! এবং তিনি তাঁকে ইয়ামানের শাসক করে পাঠালেন। এরপর তিনি মু'আয ইব্ন জাবালকে তাঁর পরে পাঠালেন। তিনি (মুআয) যখন তাঁর (আবু মূসার) নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন : অবতরণ করুন এবং তিনি একটি আসন পেতে দিলেন। তখন তাঁর নিকট হাত বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এ লোকটি কে? জবাবে তিনি বললেন, লোকটি প্রথমে ইয়াহুদী ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে আবার তার বাতিল ধর্মে ফিরে যায় এবং ইয়াহুদী হয়ে যায়। মু'আয (রা) বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বসবো না। তিনি (আবু মূসা) বললেন, বসুন, তা-ই হবে। তিনি (মুআয) বললেন, বসলাম। যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা হয়। এরূপ তারা তিনবার বলাবলি করলেন। এরপর তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। তারপর তারা রাত্রি জাগরণ (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কে পরস্পর আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে মুআয (রা) বললেন-আমার অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি (রাত্রির কতক অংশে) নিদ্রাও যাই আবার (কতক অংশে ইবাদতে) জাগরণও করি, এবং আমার নিদ্রায়ও সেরূপ (সাওয়াবই) প্রত্যাশা করি যে রূপ (সাওয়াব) প্রত্যাশা করি আমার জাগরণে (ও ইবাদতে)।

৪. باب كرامة الامارة بغير ضرورة

৪. পরিচ্ছেদ : বিনা প্রয়োজন ক্ষমতা গ্রহণ করা অনভিপ্রেত

৪৫৬৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَرِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَفْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا -

৪৫৬৮. আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব ইব্ন লাইস (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে কোন কাজে (দায়িত্বে) নিযুক্ত করবেন না? রাবী বলেন, তিনি তখন তাঁর পবিত্র হাতে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন : হে আবু যার! তুমি দুর্বল অথচ এটা হচ্ছে একটা আমানত। আর কিয়ামতের দিন এ হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এটি যথাযথ রূপে গ্রহণ করবে এবং তার দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

৪৫৬৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

سَالِمِ الْجَيْشَا نِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ-

৪৫৬৯. যুহায়র ইব্ন হারব্ এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। কোন দুই ব্যক্তির উপরও কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করো না এবং ইয়াতীমের সম্পদের মুতাওয়াল্লীও (তত্ত্বাবধায়ক) হতে যেয়ো না !!

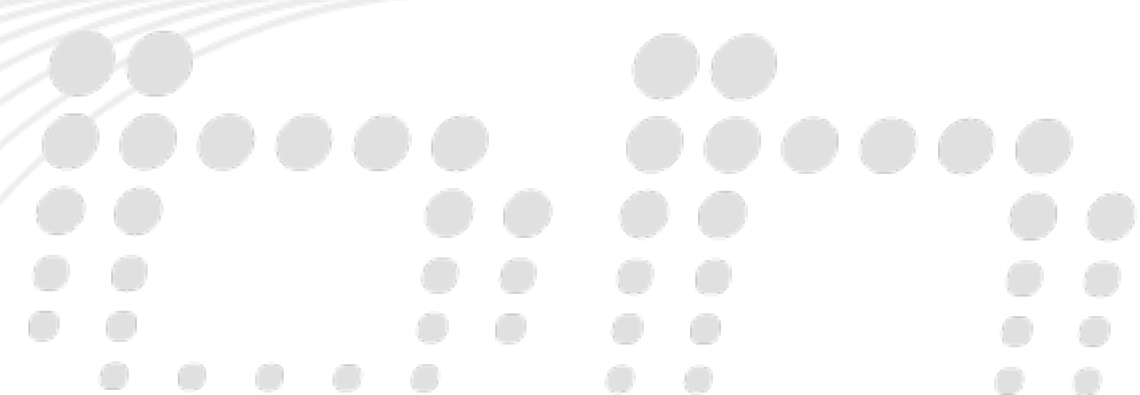
هـ- بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنُّهْيُ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

৫. পরিচ্ছেদ : ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফযীলত ও যালিম শাসকের শাস্তি। শাসিতদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা বর্জন।

٤٥٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو (يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَا بَرٍّ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا-

৪৫৬৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে নূরের মিশ্র সমূহে মহিমাম্বিত দয়ালু (আল্লাহর)-এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমাম্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐ সব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।

٤٥٧١- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرُ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدُ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أَخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ-



বাংলা হাদিস

৪৫৭১. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়িলী (র) আবদুর রহমান ইব্ন শুমাসাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট কোন এক ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য গেলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি কোথাকার লোক ? আমি বললাম, আমি একজন মিসরবাসী। তখন তিনি বললেন, তোমাদের নেতা (সেনাপতি) তোমাদের অভিযান পরিকল্পনায় কেমন লোক ছিলেন? রাবী বলেন, আমরা তো তার নিকট থেকে কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। যদি আমাদের কোন ব্যক্তির উট মারা যেতো তিনি তাকে উট দিতেন। গোলাম মারা গেলে গোলাম দিতেন, কারো জীবিকার প্রয়োজন হলে তিনি তাকে জীবিকা প্রদান করতেন। তখন তিনি বললেন : আমার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকরের সাথে যা (দুর্ব্যবহার) করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার এই ঘরে যা বলতে শুনেছি তা তোমাকে অবহিত করা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারছি না (তিনি বলেছিলেন) হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রুঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি কঠোর হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব ভার লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি (নম্র ও) সদয় হও।

৪৫৭২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

৪৫৭২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবদুর রহমান ইব্ন শুমাসাহ (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৫৭৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔

৪৫৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার (দায়িত্ব অর্পিত) অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্ববান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী (স্ত্রী) তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের উপর দায়িত্ববান- সে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের মাল সম্পদের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব-স্ব স্থানে) এক এক জন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৪৫৭৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي الْقَطَّانَ) كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي عُثْمَانَ) ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَبُو اسْحَقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ -

৪৫৭৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ সকলেই উবায়দুল্লাহ ইবন উমর থেকে অন্য সনদে আবু রাবী ও আবু কামিল, যুহায়র ইবন হার্ব মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও হারুন ইবন সাঈদ আইলী (র) সকলেই নাফি' (র)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে নাফি' (র) থেকে লায়স (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৫৭৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْتَوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

৪৫৭৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন হুজর ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, .রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, তারপর না'ফি (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করতে শুনেছি। যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমার মনে হয় নবী ﷺ বলেছেন, পুরুষ (পুত্র) তার পৈত্রিক সম্পদের উপর দায়িত্ববান এবং সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৪৫৭৬. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى -

৪৫৭৬. আহমদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ওয়াহ্ব (র) আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর সূত্রে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৫৭৭. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ فَقَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ الْمُرَزْنِيُّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلُ ابْنِي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

৪৫৭৭. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ মা'কিল ইব্ন ইয়াসার মুযানী (রা)-কে তাঁর মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যান। তখন মা'কিল তাঁকে বলেন : আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে আমার শ্রুত হাদীস বর্ণনা করবো। যদি আমি জানতাম যে, আমার আরও আয়ু আছে তবে আমি তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজাকূলের (জনতার) উপর দায়িত্বশীল করেছেন অথচ সে যখন মারা যায় তখনও সে তার প্রজাকূলের প্রতি প্রতারণাকারী থাকে তবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেন।

৪৫৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلَا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْلَمَ أَكُنْ لَأَحَدٍكَ -

৪৫৭৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যিয়াদ (র) মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (র)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি তখন (গুরুতর) পীড়ায় ভুগছেন। তারপর আবুল আশহাব (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী অধিক বলেছেন, আপনি আজকের আগে এ হাদীস আমার কাছে ব্যক্ত করেননি কেন? তিনি বলেন, আমি পূর্বে তোমার কাছে (ইচ্ছা করেই) ব্যক্ত করিনি, অথবা বলেছেন আমি তা (বিশেষ কারণে) তোমার কাছে ব্যক্ত করতে চাইনি।

৪৫৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ -

৪৫৭৯. আবু গাস্‌সান মিসমাসী, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আবু মালীহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ মা'কিল (রা) ইব্ন ইয়াসার (রা)-এর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে যান। তখন মা'কিল (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটা হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করবো যে, যদি আমি মৃত্যুর মুখোমুখি না হতাম তবে তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না হয় বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

৪৫৮০. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَاتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

৪৫৮০. উক্বা ইব্ন মুকাররাম আশ্বী আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) পীড়িত হলেন। তখন উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তাঁকে রোগ শয্যায় দেখতে যান। অবশিষ্ট অংশ মা'কিল থেকে হাসান (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৪৫৮১. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بُنَى إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْخُطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَ هُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ-

৪৫৮১. শায়বান ইব্ন ফাররুখ হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী আ'ইয ইব্ন আমর (রা) উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি “নিকৃষ্টতম রাখাল (দায়িত্বশীল ও প্রশাসক) হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।” তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। তখন সে বললো, বসে পড়! তুমি হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবিগণের ভূমি স্বরূপ। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যেও কি ভূমি রয়েছে? ভূমী তো তাদের পরবর্তীদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে।

৬. بَابُ غِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ .

৬. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাৎ হারাম হওয়ার কঠোরতা

৪৫৮২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَّاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ-

৪৫৮২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন এবং (আমানতের ও গনীমতের) মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বিষয়টিকে ভয়াবহ ও অতি ভয়ংকর রূপে উপস্থাপন করলেন। তারপর বললেন : আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামত দিবসে যেন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, আওয়াযকারী উট তার ঘাড়ের উপর সাওয়ার আর সে বলছে (ফরিয়াদ করছে,) ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন!! তখন আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি (এর পূর্বেও) তোমাকে (এ ব্যাপারে) জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন যেন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, চিহি চিহি ঘোড়া তার কাঁধের উপর সাওয়ার আর সে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, আমি তো (এর পূর্বে) তোমাকে (এ ব্যাপারে) জানিয়ে দিয়েছি। আমি যেন কিয়ামত দিবসে তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, ভঁা ভঁা কারী ছাগল তার ঘাড়ে রয়েছে। সে বলছে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলব আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি তো তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, কোন আত্নাদরতকে সে বয়ে নিয়ে আসছে আর ফরিয়াদ করবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আর আমি (ইতিপূর্বেই তা) তোমার নিকট প্রচার করেছি। আমি তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন উপস্থিত না পাই যে, তার ঘাড়ের উপর পতপত করে কাপড় উড়ছে আর সে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবো যে, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি তো (ইতি পূর্বেই তা) তোমাকে জানিয়ে রেখেছি। আর এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যকার কাউকে এ অবস্থায় পাই যে, তার ঘাড়ে স্বর্ণ, রৌপ্য নিয়ে আসবে আর ফরিয়াদ করবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলবো : আমার তোমাকে সাহায্য করার কোন সাধ্য নেই, আমি তো (পূর্বেই সে বিষয়ে) তোমাকে অবহিত করে এসেছি।

৪৫৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ -

৪৫৮৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইসমাইল (র)-এর সূত্রে আবু হাইয়ান (র) থেকে ইসমাইলের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৫৮৪. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثُ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ وَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ -

৪৫৮৪. আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন শাখর দারিমী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল 'আত্মসাত করণ' এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৫৮৫- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَوَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ-

৪৫৮৫. মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন খাওয়াশ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখিত রাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৭- بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৭. পরিচ্ছেদ : কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম

৪৫৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِيبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ اللَّفْظُ لَا بِيْ بَكَرٌ قَالُوا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَغْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ

هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ

عَامِلٍ أَبْعَثَهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى

إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ

عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ

قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ-

৪৫৮৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ (র) ও ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন- যাকে ইবনুল লুৎবিয়া নামে অভিহিত করা হতো। রাবী আমর ও ইবন আবু উমর বলেন, সাদাকাত উসূলের জন্য। যখন সে ব্যক্তি ফিরে এলো তখন সে বললো, এটা আপনাদের (অর্থাৎ বায়তুল মালের) এবং ওটা আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশরের উপরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন : সে কর্মচারীর কি হলো, যাকে আমি (তহশীলদার রূপে) প্রেরণ করি, আর সে বলে! ওটা আপনাদের আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে? সে তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন যে তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? মুহাম্মদের প্রাণ যে পবিত্র সত্তার হাতে তাঁর কসম! যে, কেউ এরূপ সম্পদের কিছুমাত্র হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন তাই সে তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে- (তার ঘাড়ের উপর) চিৎকার রত উট হবে অথবা হাম্বা-হাম্বারত গাভী হবে অথবা ম্যাঁ ম্যারত বকরী হবে। তারপর তিনি দু'হাত উর্ধ্ব দিকে উঠালেন, এমন কি তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন : “হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌছে দিয়েছি?” একথা তিনি দু'বার বললেন।

৪৫৮৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَغْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ

عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ هَدَيْتُ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمْكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرْنَحُو حَدِيثِ سُغْيَانَ -

৪৫৮৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইবনুল লুৎবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের উদ্দেশ্যে কর্মচারী নিয়োগ করেন। সে যখন (সাদাকার উসূলকৃত) মালামাল নিয়ে এসে নবী ﷺ-এর নিকট অর্পণ করলো, তখন সে বললো, এগুলো হচ্ছে আপনাদের, আর ওটা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসে থেকে দেখলে না কেন, তোমার জন্য উপঢৌকনাদি প্রেরিত হয় কিনা? তারপর নবী ﷺ খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর রাবী সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা দেন।

৪৫৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ هِشَامٌ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْأَثْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا نِيَّ اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ ابْطِينِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أذْنِي -

৪৫৮৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র)..... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে বনু সলাইম গোত্রের সাদাকা উসূল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকটিকে ইবন উৎবিয়া বলে ডাকা হতো। যখন সে (কাজ সম্পাদন করে) আসলো, তখন তিনি তার হিসাব-নিকাশ চাইলেন। সে বললো, এগুলো হচ্ছে আপনাদের মাল আর ওটা (আমাকে প্রদত্ত) উপঢৌকন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতামাতার ঘরে বসে থাকলেন না কেন? তোমার উপঢৌকন এসে পৌঁছে যেতো। যদি তুমি সত্যবাদী হও। তারপর তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুৎবা দিলেন। তাতে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন : “আমি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করি যার দায়িত্ব আল্লাহ আমার উপর অর্পণ করেছে। তারপর সে (কর্ম সম্পাদন করে) এসে বলে, এটা আপনাদের মাল আর এটা আমাকে হাদিয়া (উপঢৌকন) স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতামাতার ঘরে বসে রইলো না। দেখত তার উপঢৌকন সেখানে তার কাছে পৌঁছেছে কিনা? যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে? আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যকার যে কেউ তার প্রাপ্য ব্যতিরেকে সে সব সম্পদের অংশবিশেষও হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে, আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত হবে। তোমাদের মধ্যকার যে কেউ চিংকাররত উট, হাম্বারত গাভী বা ম্যা

ম্যারত বকরী বহন করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, আমি তাকে সম্যক চিনতে পারবো। তারপর তিনি দু'হাত এমনিভাবে উর্ধ্বে তুললেন যে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বলছিলেন : হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি? রাবী বলেন, (সে দৃশ্যটি) আমার চোখ দেখেছে এবং (সে বক্তব্য) আমার কান শুনেছে।

৪৫৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ تَعْلَمَنَّ وَاللَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْئًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ وَسَلُّوا زَيْدَيْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيَ۔

৪৫৮৯. আবু কুরায়ব, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ও ইবন আবু উমর (র) বলেন, সুফিয়ান (র) সূত্রে হিসাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। আবদা ও ইবন নুমায়ের (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আবু উসামা (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ আছে যে “সে যখন এলো তখন তার থেকে নবী ﷺ হিসাব নিলেন। ইবন নুমায়ের (র)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে “তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের মধ্যে কেউ এর কিছুই আত্মসাৎ করবে না আর সুফিয়ান (র)-এর হাদীসে “আমার দু'টি চোখ দেখেছে, আমার দুটি কান শুনেছে।” এরপরে আছে যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, কেননা তিনি তখন আমার সাথে উপস্থিত ছিলেন।

৪৫৯০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكْوَانَ (وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا أَهْدَى إِلَيَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ السَّعْدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أَذْنِي۔

৪৫৯০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... উরওয়া ইবন যুবায়ের (রা) সূত্রে আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সে প্রচুর মাল নিয়ে আসলো আর বলতে লাগলো এটা আপনাদের আর ওটা আমাকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছে। তারপর রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী উরওয়া (রা) বলেন, আমি আবু হুমায়দ সাদী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নিজে কি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন : তাঁর (পবিত্র) মুখ থেকে সরাসরি আমার কানে শুনেছি।

৪৫৯১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ

مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى-

৪৫৯১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আদী ইবন আমিরা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে (তহশীলদার) নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূচ পরিমাণ বা তার চাইতেও স্বল্প মাল আমাদের নিকট গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে। রাবী বলেন, তখন একজন কৃষ্ণকায় আনসারী (সাহাবী) তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দায়িত্বভার আপনি বুঝে নিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ (কঠিন কথা) বলতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন : আমি এখনও বলছি, তোমাদের মধ্যকার যাকেই আমি কর্মচারী নিযুক্ত করি সে যেন অল্প বিস্তর যা-ই উসূল করে তা এনে হাযির করে, তারপর তাকে যাই দেয়া হয় তা-ই গ্রহণ করে এবং যা থেকে বারণ করা হয় তা থেকে বিরত থাকে (তার জন্য এটাই উত্তম)।

৪৫৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ-

৪৫৯২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ইসমাইল (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪৫৯৩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৪৫৯৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র)..... আদী ইবন 'আমীরা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

۸. بَابُ وَجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَقْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَقْصِيَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। পাপের কাজে আনুগত্য হারাম।

৪৫৯৪. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ بْنِ

حُذَافَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السُّهْمِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -

৪৫৯৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন জুবায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহর বাণী) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূল এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদের আনুগত্য করবে”- আয়াতখানা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়েস ইব্ন আদী সাহমী- (রা)-এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন নবী ﷺ তাঁকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। ইয়া‘লা ইব্ন মুসলিম, সাঈদ ইব্ন জুবায়রের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসখানা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٤٥٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَا مِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي -

৪৫৯৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো। যে ব্যক্তি ‘আমীরের’ (শাসকের) আনুগত্য করে সে আমারই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।

٤٥٩٦- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي -

৪৫৯৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো” অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٤٥٩٧- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي -

৪৫৯৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার (নিযুক্ত) আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।

৪৫৯৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ

৪৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৫৯৯. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى قِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عُلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ۔

৪৫৯৯. আবু কামিল জাহদারী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৬০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ۔

৪৬০০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... হাম্মাদ ইব্ন মুনাবিহ-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৬০১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ وَقَالَ مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرِي وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

৪৬০১. আবু তাহির (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ হাদীসে ‘আমার আমীর’ শব্দ স্থলে “শুধু আমীর” শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাম্মাম (র)-এর হাদীছেও।

৪৬০২. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ۔

৪৬০২. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে (পূর্ণ আনুগত্য করবে) তোমার সংকট কালেও স্বচ্ছন্দ্যের সময়, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তখনও।

৬০৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ اِدرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ۔

৪৬০৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়রা ও আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশ‘আরী..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু (পাড়াপাশী) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন (আমীরের নির্দেশ) শুনি ও মানি, যদি আমীর হাত পা কাটা (বিকলাঙ্গ, অসুন্দর) গোলামও হয়।

৬০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرِيُّ شَمِيلٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ۔

৪৬০৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে “হাত-পা কাটা কাফ্রী গোলামও যদি আমীর হয়”।

৬০৫. حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ اِدرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ۔

৪৬০৫. উবাদুল্লাহ ইবন মুআয (র) আবু ইমরান সূত্রে উক্ত সনদে (যে রূপ ইবন ইদরীস বলেছেন।) বর্ণিত হাদীসে আছে “হাত পা কাটা গোলাম”।

৬০৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي تَحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ بَخْطُبٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا۔

৪৬০৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইয়াহইয়া ইবন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি নবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের ভাষণদানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন “যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে”।

৬০৭. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا۔

৪৬০৭. ইবন বাশ্শার (র)..... শু‘বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত রেওয়ায়েতে ‘কাফ্রী গোলাম’ শব্দটি আছে।

৬০৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا -

৪৬০৮. শু'বা (র) থেকে আবু বাকর ইবন আবু শায়বার বর্ণনায় আছে “হাত পা কাটা হাবশী গোলাম”।

৬০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى أَوْ بِعَرَفَاتٍ -

৪৬০৯. আবদুর রহমান ইবন বিশর (র) বর্ণিত রিওয়াযাতে “হাত-পা কাটা হাবশী” শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নেই। তাতে বর্ধিত বর্ণনা এতটুকু আছে। তিনি (বর্ণনাকারিণী ইয়াহইয়া ইবন হুসায়নের দাদী) মিনায় অথবা আরাফাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন।

৬১০. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحَصِينِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا -

৪৬১০. সালামা ইবন শাবীব (র) ইয়াহইয়া ইবন হুসাইন এর দাদী উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী (ইয়াহইয়া ইবন হুসাইন) বলেন যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি- আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ আদায় করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন অনেক কথাই বলেছিলেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদি তোমাদের উপর কোন হাত পা কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় (ইয়াহইয়া ইবন হুসাইন বলেন)- আমার মনে পড়ে তিনি (দাদী আরও) বলেছেন- কালো (অর্থাৎ কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম) আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মানবে। (অনুগত্য করবে।)

৬১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -

৪৬১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিটি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যাপারে অনুগত্য করা যাবৎ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয় তাতে অনুগত্য (করার বিধান) নেই।

৬১২. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৬১২. যুহায়র ইব্ন হার্ব, এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন নুমায়র (র) উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬১১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَطَاعَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

৪৬১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমীর নিযুক্ত করে দেন। সে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করলো এবং তাদেরকে তাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলেন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলো এবং অপর একদল বললো, আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগুন থেকেই আত্মরক্ষা করেছি। (সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না) (যথা সময়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা যদি (সত্যি সত্যি) তাতে ঝাঁপ দিতে তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে। অপরদলকে লক্ষ্য করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন : আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই সংগত (শরীআত সম্মত) কাজে।

৬১১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ (وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ) قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَ هُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَاغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطْبًا فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا نَارًا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالَ فَادْخُلُوهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

৪৬১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হার্ব এবং আবু সাঈদ আশাজু (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক অভিযানে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং এক আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাদেরকে তার কথা শুনতে ও আনুগত্য করতে আদেশ করলেন। তারপর কোন ব্যাপারে তারা তাকে রাগিয়ে তুলল। সে তখন বললো, আমার জন্য কাঠ (কুড়িয়ে এনে) একত্রিত করো। তারা তা করলো। এরপর সে বললো, আগুন প্রজ্বলিত কর। তখন তারা আগুন প্রজ্বলিত করল। তারপর সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে আমার কথা শুনতে এবং আমার আনুগত্য করার আদেশ

দেননি? তারা বললো, জী হ্যাঁ। তখন সে বললো, তাহলে তোমরা এ আগুনে ঢুকে পড়। তখন তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করলো। তারপর তারা জবাব দিলো- আমরা তো এ আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরণ নিয়েছি। তাঁরা এ অবস্থায়ই রইলেন। (আগুনে ঝাঁপ দিলেন না।) তার ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো। তারপর যখন তারা ফিরে এলো এবং নবী ﷺ-এর নিকট প্রসঙ্গটি বর্ণনা করলো তখন তিনি বললেন : যদি তারা তখন আগুনে প্রবেশ করত। তা হলে আর বেরোতে পারতো না। আনুগত্য কেবল সংগত (শরী'আত সম্মত) কাজে।

৬১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪৬১৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)...আ'মাশ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا تَنْزَاعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْمَانُكَ لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً-

৪৬১৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত হলাম এ মর্মে যে, সংকটের সময় ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, অনুরাগে ও বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রধান্য দিলেও আমরা আনুগত্য করব। আর এ মর্মে যে, আমরা যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব বরণ করে নিতে কোনরূপ কোন্দল করবো না। আর এ মর্মে যে, আমরা যেখানেই থাকবো হক কথা বলব। আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে ভয় করবো না।

৬১৭- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৬১৭. ইবন নুমায়র (র)..... উবাদা ইবন ওয়ালীদ সূত্রে এ সনদে হাদীসখানা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬১৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَّاءِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ-

৪৬১৮. ইবন আবু উমার (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত হই। এরপর ইবন ইদরীস-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬১৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبَادَةَ

بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدَّثَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهَ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ -

৪৬১৯. আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ওহাব ইবন মুসলিম (র) জুনাদা ইবন আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা উবাদা ইবন সামিত (রা) এর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি রোগগ্রস্ত। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য করুন। আমাদেরকে এমন কোন হাদীস বলুন- যদ্বারা আল্লাহ্ আমাদেরকে উপকৃত করবেন; যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা বায়আত হলাম। তিনি তখন আমাদেরকে যে শপথ (বায়আত) গ্রহণ করান তার মধ্যে ছিল- আমরা শুনবো ও মানবো, (আনুগত্য করবো)। আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রধান্য দিলেও এবং যোগ্যপাত্রের সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না। তিনি বলেন- যাবৎ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।

৯. بَابُ فِي الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

৯. পরিচ্ছেদ : শাসক যখন আল্লাহ্ ভীতি ও ন্যায়ের আদেশ দেন তখন তার জন্য প্রতিদান রয়েছে

৬১২০. حَرَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ -

৪৬২০. ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম (শাসক) ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং (দুশমনের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা পাওয়া যায় সে যদি মহান মহিয়ান তাকওয়া (বা আল্লাহ্ ভীতি) ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। আর যদি (শাসনকার্য)-এর অন্যথা করেন তবে তা তার উপর বর্তাবে।

১০. بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِنِعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

১০. পরিচ্ছেদ : বায়'আত গ্রহণকৃত খলীফা পরম্পরায় তাদের বায়আতের (আনুগত্যের) শপথ অবশ্য পালনীয়

৬১২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَانَّبِيٌّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ۔

৪৬২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হাসিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে পাঁচ বছর অবস্থান করেছি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলদের পরিচালনা (রাজত্ব) করতেন নবীগণ। তাঁদের মধ্যকার একজন নবী মৃত্যুবরণ করলে অপর একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে আর কোন নবী নেই বরং খলীফাগণ হবেন এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবেন। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন : তাহলে আপনি (এ ব্যাপারে) আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন : যার হাতে প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করবে, তাঁরই আনুগত্য করবে এবং তাঁদেরকে তাঁদের হক (অধিকার) প্রদান করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

৬২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৪৬২২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা এবং আবদুল্লাহ ইব্ন বাররাদ আশ'আরী (র)..... হাসান ইব্ন ফুরাতের পিতা (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي آثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا ذَلِكَ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ۔

৪৬২৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু সাঈদ আশাজ্জ, আবু কুরাইব, ইব্ন নুমায়র, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আলী ইব্ন খাশরাম ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরে স্বজনপ্রীতি ও তোমাদের কাছে আপত্তিকর অনেক ঘটনাই ঘটবে। তখন (সাহাবীগণ) তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যকার যারা তা পাবে তাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব তোমরা পালন করে যাবে, আর তোমাদের প্রাপ্যের (হকের) জন্য তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

৬২৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ

اللَّهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاتَّيَتْهُمْ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خَبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَظِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنْ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلِيَّهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُذَكِّرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرْقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ مِنْ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْخَرْ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلَتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيَطْعُهُ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ فَدَنُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدْكَ اللَّهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاهْوَى إِلَى أُذُنِيهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتَ أَذْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِيعُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَأَعَصُوا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ -

৪৬২৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবদু রাব্বিল কা'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। লোকজন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরেছিল। আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাঁর পাশেই বসে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, কেন সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম। আমাদের অধ্যকার কেউ তখন তার তাঁবু ঠিকঠাক করছিল, কেউ তীর ছুড়ছিল, কেউ তার পশুপাল দেখাশুনা করছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নকীব আওয়ায দিল সলাত (এর জামাতাত) প্রস্তুত! তখন আমরা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সমবেত হলাম। তিনি বললেন : আমার পূর্বে এমন কোন নবী অভিহিত হননি যার উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি উম্মতের জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে বাৎলে দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেননি। আর তোমাদের! এই উম্মাত (উম্মাতে মুহাম্মদ) এর প্রথম অংশে তার নিরাপত্তা নিহিত এবং এর শেষ অংশ অচিরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমন সব ব্যাপারে সম্মুখীন হবে, যা তোমাদের নিকট আপত্তিকর। এমন সব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে যে, একটি অপরটিকে লঘুতর প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে- এটাই আমার জন্য প্রাণ হরণকারী, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে (প্রাণান্তর তো হচ্ছে) এটা, এটা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে (রক্ষা পেতে) চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়- তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহর ও আখিরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমনি আচরণ করে যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পসন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমাম (বা নেতা)-এর হাতে বায়আত হয়- (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে) তার হাতে হাত দিয়ে এবং অন্তরে সে ইচ্ছাপোষণ করে তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) কোন্দলে প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়িয়ে দেবে। (রাবী বলেন) তখন আমি তাঁর নিকটে ঘেষলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি সত্যিই আপনি (নিজ কানে) কি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন? তখন তিনি তাঁর দু'কান ও অন্তঃকরণের দিকে দু'হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : আমার দু'কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তঃকরণ তা সংরক্ষণ করেছে। তখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, ঐ যে আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া (রা) (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি করি অথচ মহিমাম্বিত ও প্রতাপাম্বিত আল্লাহ বলেছেন : হে ঈমানদারগণ! ব্যবসা সূত্রে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তোমরা পরস্পরে হানাহানি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। রাবী বলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারসমূহে তুমি তার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারসমূহে তার অবাধ্যতা করবে।

৬২৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৪৬২৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়রা ইবন নুমায়র, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও আবু কুরাইব (র)..... আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬২৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَذَّرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرْنَا نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ-

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আবদুর রাহমান ইবন আবদি রাব্বিল কা'বা সাইদী (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোককে কা'বার নিকট দেখলাম। এর পরবর্তীতে আ'মাশ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১- بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوَلَاةِ وَاسْتِثْنَائِهِمْ

১১. পরিচ্ছেদ : শাসকের অত্যাচার অবিচার ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের সময় ধৈর্যধারণ

৬২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتُ فَلَانًا فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ -

৪৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলো এবং বললো আপনি অমুককে যেভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি কর্মচারী নিয়োগ করুন না! তখন তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা অনেক পক্ষপাতিত্ব দেখবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে যাবৎনা তোমরা হাওযে (কাউসারে) আমার সাথে মিলিত হও।

৬২৮. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ ابِحَارِثٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ - وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪৬২৮. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী (র)..... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাদীছখানা উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) শুবা (র) থেকেও উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একান্তে মিলিত হন” উল্লেখ করেননি।

১২. بَابُ فِي طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ .

১২. পরিচ্ছেদ : প্রাপ্য অধিকার না দিলেও শাসকদের অনুগত থাকা

৬২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ -

৪৬২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ওয়াইল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইব্ন ইয়াযীদ আল-জু‘ফী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকেরা ক্ষমতাবান হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয়না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আর তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও

একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশআস ইব্ন কায়স (রা) তাকে (সালামাকে) টান দিয়ে এনে বললেন, তোমরা শুনবে এবং মান্বে (আনুগত্য করবে)। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত কর্তব্যের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।

৬৩০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحِمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَاحِمِلْتُمْ-

৪৬৩০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সিমাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন। আশআছ ইব্ন কায়স তাকে টান দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আনুগত্য করবে।

১২- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

১৩. পরিচ্ছেদ : ফিৎনাকালে (দাংগা ও দুর্ব্যোগ অবস্থায়) মুসলমানদের জামাআত আঁকড়ে থাকা অপরিহার্য। আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ।

৬৩১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسَيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرَيْسَ الْخَوْلَا نِي يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنْوُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَتَكْرَهُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دَعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَّوْهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَرَأَ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنَنِاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

৪৬৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আবু ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করতো আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এই ভয়ে পাছে না তা আমাকে পেয়ে বসে। তাই আমি (একবার) প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে। তারপর আল্লাহ আমাদের

জন্য এই কল্যাণ প্রদান করলেন। এ মঙ্গলের পরও কি কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, ঐ অমঙ্গলের পর কি আবার মঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তাতে কলুষতা আছে। আমি বললাম, কি সে কলুষ? তিনি বললেন : তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে-যারা আমার প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্য হিদায়াত অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়টাই তুমি দেখবে। তখন আমি বললাম, এ মঙ্গলের পর কি কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য তাদের পরিচয় ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের বর্ণ (বা ধরন-ধারণ) হবে আমাদের মতো এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আমাদেরকে আপনি কি করতে বলেন? তিনি বললেন : তোমরা মুসলমানদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামাআত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন : তা হলে সে সব ফেকী থেকে তুমি আলাদা থাকবে-যদিও তুমি একটি গাছের গোড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকতে হয় এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার নাগাল পায়।

৬৩২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ حَسَّانٍ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَفَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاطِيعٌ -

৪৬৩২. য়হায্মদ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসকার তামীমী ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ছিলাম অমঙ্গলের মধ্যে; তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ মঙ্গলো পরে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম এ অমঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি বললাম, এ মঙ্গলের পিছনে কি আবার কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হিদায়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাহ ও তারা অনুসরণ করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে, যাদের অন্তঃকরণ হবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ। রাবী বলেন, আমি বললাম : তখন আমি কি করবো ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন : তুমি অপরের কথা শুনবে এবং মানবে (আনুগত্য করবে) যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি আনুগত্য করবে।

৬৩৩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ) حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بِرْهَا وَفَاجِرْهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِدَى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ -

৪৬৩৩. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকে না।) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে মু'মিনকেও পরোয়া করে না এবং যার সাথে সে চুক্তি হয় তার চুক্তি রক্ষা করে না, সে আমার (কেউ) নয়; আমিও তার (কেউ) নই।

৬৩৪- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا -

৪৬৩৪. উবায়দুল্লাহ উমার কাওয়ারীরী (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন : لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا

৬৩৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ وَيُقَاتِلُ لِعَصْبَةٍ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بِرْهَا وَفَاجِرْهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِدَى عَهْدٍ عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي -

৪৬৩৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল (বিদ্রোহী হল) এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহিলিয়াতে মৃত্যুবরণ করলো। এবং যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে গোত্রের টানে ক্রুদ্ধ হয় এবং গোত্র প্রীতির জন্যেই যুদ্ধ করে সে আমার উম্মাত নয়। আর আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করে আমার উম্মাতেরই নেককার ও বদকার সকলের গর্দান কাটে, আর মু'মিনকেও পরোয়া করে না এবং যার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তার অঙ্গীকারও রক্ষা করে না, সে আমার উম্মাত নয়।

৬৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَحُوا حَدِيثَهُمْ -

৪৬৩৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং ইবন বাশ্শার ও গায়লান ইবন জারীর (র) হতে উক্ত সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু ইবন মুসান্না তাঁর বর্ণনায় নবী করীম ﷺ-এর উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ইবন বাশ্শার তাঁর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বলে উল্লেখ করেছেন। যা উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৬৩৭. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

৪৬৩৭. হাসান ইবন রাবী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত (কিঞ্চিৎ পরিমাণ) সরে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল (তার মৃত্যু) জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

৬৩৮. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

৪৬৩৮. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কাজ অপছন্দ করে, তার উচিত ধৈর্যধারণ করা। কেননা এমন কেউই সুলতান থেকে (শাসকের আনুগত্য) থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিঘৎ পরিমাণ সরে যাবে এবং তারপর যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আর তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুই হবে।

৬৩৯. حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ -

৪৬৩৯. হুরায়ম ইবন আবদুল আ'লা (র) জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান জানায় এবং গোত্রপ্রীতির কারণেই সাহায্য করে তার (তার মৃত্যু) জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

৬৪০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ

الْحَرَّةَ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔

৪৬৪০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আস্বরী (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আবদুল্লাহ ইবন মুতী (রা)-এর নিকট এলেন যখন 'হাররা'-র দুঃখময় ঘটনা ঘটছিল। যুগটা ছিল ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়ার যুগ। তখন তিনি (ইবন মুতী)' বললেন, আবু আবদুর রহমানের জন্য বিছানা পেতে দাও। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে বসতে আসিনি, এসেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যে হাদীস শুনেছি তা তোমাকে শুনাতে। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিন দলিল বিহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন শিকল নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে।

৬৬৪১- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ۔

৪৬৪১. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে। তিনি ইবন মুতী'-এর কাছে গেলেন, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৬৪২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ۔

৪৬৪২. আমর ইবন আলী (র) ও মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন জাবালা (র) নাফি' (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

১৪- بَابُ حُكْمٍ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

১৪. পরিচ্ছেদ : মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী সম্পর্কে বিধান

৬৬৪৩- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَقَالَ ابْنُ بِشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَانِنًا مَنْ كَانَ۔

৪৬৪৩. আবু বাকর ইবন নাফি' ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা-ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যক্তি উম্মাতের এ সংঘবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাবে, তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, চাই সে যে কেউ হোক না কেন।

৬৬৪৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخُثْعِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَأَقْتُلُوهُ۔

৪৬৪৪. আহমাদ ইবন খিরাশ, কাসিম ইবন যাকারিয়া, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, হাজ্জাজ আরফাজা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে তাদের সকলের হাদীসে "فاضربوا" (বা গর্দান মারবে) স্থলে "فاقتلوا" (তাকে হত্যা করবে) রয়েছে।

৬৬৪৫. وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ۔

৪৬৪৫. উসমান ইবন আবু শায়বা (র) আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এক নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করবে।

১৫. بَابُ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

১৫. পরিচ্ছেদ : দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হলে

৬৬৪৬. وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا۔

৪৬৪৬. ওয়াহব ইবন বাকিয়া ওয়াসিতী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি দুই খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় তবে তোমরা তাদের শেষজনকে হত্যা করবে।

১৬. بَابُ وَجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمْرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكُ قِتَالِهِمْ مَا صَلُّوا وَنَحَوْ ذَلِكَ

১৬. পরিচ্ছেদ : শরীআত গর্হিত কাজে আমীরের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব, তবে যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না (ও অনুরূপ প্রসঙ্গ)

৬৬৬৭- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَتَكُونُ أُمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا -

৪৬৪৭. হাদাব ইবন খালিদ আযদী (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই এমন আমীদের (শাসক) উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের (কিছু কাজ পছন্দ করবে এবং (কিছু) অপছন্দ করবে। যেজন তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যেজন তাদের অপছন্দ (প্রতিবাদ) করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যেজন তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। লোকেরা জানতে চাইল আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।

৬৬৬৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ (وَاللَّفْعُ لِأَبِي غَسَّانَ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِي) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا (أَيُّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ) -

৪৬৪৮. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ... নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের উপর এরূপ অনেক আমীর কর্তৃত্ব করবে তোমরা তাদের (কিছু কাজ) পছন্দ করবে এবং তাদের কিছু কাজ অপছন্দ করবে। যেজন তাদের অপছন্দ করল সে দায়মুক্ত হল এবং যে প্রত্যাখ্যান করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যেজন তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। লোকেরা জানতে চাইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন : না-যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে। (অপছন্দ করল) অর্থাৎ যেজন অন্তর থেকে তাদের অপছন্দ করল এবং অন্তর থেকে প্রত্যাখ্যান করলো।

৬৬৬৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زَيْبَوٍ هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ -

৪৬৪৯. আবুর রাবী আতাকী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই হাদীসে "كَرِهَ" স্থলে "أَنْكَرَ" এবং "أَنْكَرَ" শব্দের স্থলে "كَرِهَ" রয়েছে।
 ৬৫০. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبْضَةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ الْأَقْوَلُ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرْهُ -

৪৬৫০. হাসান ইবন রাবী বাজালী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এরপর রাবী (ইবন মুবারক) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে যান। তবে তিনি ঐ হাদীসে উল্লেখিত "مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ" ব্যাক্যটি উল্লেখ করেননি।

১৭. بَابُ خِيَارِ الْأَيْمَةِ وَشِرَارِهِمْ

১৭. পরিচ্ছেদ : উত্তম শাসক ও অধম শাসক

৬৬৫১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَأَمَّا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ -

৪৬৫১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) আওফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে তোমরাও তাদের জন্য দু'আ কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা অপসারিত করবো না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ প্রত্যক্ষ করবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।

৬৬৫২. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ (وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرْظَةَ ابْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خِيَارُ

أَيَّمَّتْكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ الْأَمِنْ وَلِيَّ عَلَيْهِ وَالْإِفْرَاهُ يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةِ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ (يَعْنِي لِرُزْقٍ) حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُ يَا أَبَا الْمُقْدَامِ لِحَدَّثَكَ بِهَذَا أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمٍ بَنِي قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَثِي عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بَنِي قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

৪৬৫২. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) আওফ ইব্ন মালিক আশজাস্ট (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে। তাদের জন্য তোমরা দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করেন। এবং তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সময় আমরা কি তাদেরকে অপসারিত করবো না? তিনি বললেন : না যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে, (বললেন), না, যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। তবে যার উপর কোন শাসক নিয়োগ করা হবে আর সে তাকে আল্লাহর কোন নাফরমানী করতে দেখবে তখন ঐ শাসক যে বিষয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে থাকবে সে বিষয়েটিকে ঘৃণা করতে থাকবে, কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেবে না।

এ হাদীসের একজন রাবী ইব্ন জারির (র) বলেন, আমি আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনাকারী রুশায়ককে এ হাদীস বর্ণনাকালে বললাম, আল্লাহর কসম! হে আবু মিকদাম! সত্যিই কি আপনি মুসলিম ইব্ন কারযাকে আওফ ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছেন? রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাঁটুর উপর ভর করে কিবলামুখী হয়ে গেলেন এবং বললেন, সেই আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই আমি নিশ্চয়ই মুসলিম ইব্ন কারযাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আওফ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

৪৬৫৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ يَهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقُ مَوْلَى بَنِي فِزَارَةَ * قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمٍ بَنِي قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৪৬৫৩. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র) উক্ত সনদে আওফ ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮. بَابُ اسْتِخْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক যুদ্ধের অভিপ্রায়কালে সেনাদলের বায়আত গ্রহণ উত্তম এবং (বাবলা) বৃক্ষতলে বায়'আতে (হুদায়বিয়ার) রিয়ওয়ান প্রসঙ্গ

৬৫৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْفَا وَارْبَعُمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ أَخَذُ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا تَفِرَّ وَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

৪৬৫৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ', আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) হাতে বায়আত হলাম। আর উমর (রা) তাঁর হাত ধরে (বায়আত গ্রহণ করেছিলেন) সামুরা (বাবলা) নামক গাছের তলে এবং তিনি বলেছেন, আমরা এ মর্মে তাঁর হাতে বায়আত হলাম যে, আমরা পলায়ন করবো না। কিন্তু “আমরা মৃত্যু (মৃত্যুবরণ করবো)” এ শপথ গ্রহণ করিনি।

৬৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا تَفِرَّ.

৪৬৫৫. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ‘মৃত্যুর’ বায়আত গ্রহণ করিনি, আমরা তো তাঁর কাছে এ মর্মে বায়আত করি যে, আমরা পলায়ন করবো না।

৬৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ كُمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ أَخَذُ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدْبَنٍ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنٍ بَعِيرِهِ.

৪৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনতে পেলেন যে জাবির (রা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হল, হুদায়বিয়ার দিন সাহাবীদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) হাতে বায়আত হলাম, আর উমর (রা) তাঁর হাতে ধরে ছিলেন (বায়আত হয়েছিলেন) সামুরা (বাবলা) নামক গাছের তলে। জাদ ইব্ন কায়েস আনসারী ছাড়া আমরা (সকলেই সেদিন তাঁর হাতে) বায়আত হয়েছিলাম। সে তাঁর উটের পেটের নীচে আত্মগোপন করে বসেছিল।

৬৫৭. وَحَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمُورِيُّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ

صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَيْتِ الْحُدَيْبِيَةِ -

৪৬৫৭. ইবরাহীম ইব্ন দীনার (র) আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-এর নিকট গুনতে পেলেন, তাকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নবী ﷺ যুল-হুলাইফা নামক স্থানে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন কি? তিনি বললেন না, তবে সেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর হুদায়বিয়ার গাছের নিকট ব্যতীত অন্য কোন গাছের নিকট তিনি বায়আত গ্রহণ করেননি।

রাবী ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আবু যুবায়র (র) আমাকে বলেছেন, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার কূপের নিকট দু'আ করেছিলেন।

٤٦٥٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالَ سَعِيدٌ وَاسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَارْبَعَمِائَةً فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لَارَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ -

৪৬৫৮. সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমরা (সংখ্যায়) ছিলাম চৌদ্দশ'। তখন নবী ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকের দিন তোমরা গোটা বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বোত্তম। জাবির (রা) বলেন, যদি আমি দেখতে পেতাম তবে তোমাদেরকে অবশ্যই সেই গাছটির জায়গা দেখিয়ে দিতাম।

٤٦٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةً -

৪৬৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) সালিম ইব্ন আবু জাআদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে গাছ তলায় উপস্থিত লোকদের সাহাবীদের (সংখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা যদি (সেদিন) এক লাখও হতাম তবুও (হুদায়বিয়ার কূপের পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনের শ'।

٤٦٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) كِلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً -

৪৬৬০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমাইর ও রিফাআ' ইব্ন হায়ছাম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যদি সংখ্যায় এক লাখও হতাম তবুও অবশ্যই আমাদের জন্য (হুদায়বিয়ার কূপের সে বরকতময় পানি) যথেষ্ট হতো, আমরা সংখ্যায় ছিলাম পনের শ'।

৬৬১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ كَثِيرٍ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قُلُوبًا وَارْبَعَمِائَةٍ -

৪৬৬১. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) সালিম ইবন আবু জাআদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, চৌদ্দশ'।

৬৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو (يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثَمَنَ الْمُهَاجِرِينَ -

৪৬৬২. আবদুল্লাহ ইবন মুআয (রা) আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বৃক্ষতলে বায়'আত গ্রহণকারী (সাহাবী)-দের সংখ্যা ছিল তেরশ'। আসলাম গোত্রীয় লোকদের সংখ্যা ছিল মুহাজিরদের এক-অষ্টমাংশ।

৬৬৩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৬৬৩. ইবন মুসান্না ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعُ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ -

৪৬৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে (হৃদয়বিয়ার বায়আতের) বৃক্ষ দিবসে দেখেছি (আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম) নবী ﷺ তখন লোকদের বায়আত গ্রহণ করছিলেন আর আমি তাঁর মাথার উপর থেকে তার একটি ডাল উঁচু করে রেখেছিলাম। আমরা তখন সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, আমরা তাঁর কাছে মৃত্যুর বায়আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা পালাবো না সে শপথ গ্রহণ করেছিলাম।

৬৬৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৬৬৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইউনুস (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৬৬- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَانْتُمْ أَعْلَمُ -

৪৬৬৬. হামিদ ইবন উমার (র) ... সাঈদ ইবন মুসাইয়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলে আমার আব্বা সে বায়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, যারা সেদিন বৃক্ষতলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর যখন আমরা হজ্জ (উমরা) করতে এসে সেখানে গেলাম তখন সে স্থানটি আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেল। যদি তোমাদের কাছে সে স্থানটি স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে তোমরাই অধিক জান।

২৬৬৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسَوُهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ-

৪৬৬৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) সাঈদ ইবন মুসাইয়িব (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (হুদায়বিয়ার) গাছের ঘটনায় (হুদায়বিয়ার ঘটনায়) তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর তাঁরা সে স্থানটির অবস্থান ভুলে যান।

৪৬৬৮- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا-

৪৬৬৮. হাজ্জাজ ইবন শাঈর ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) সাঈদ ইবন মুসাইয়িব (র) তার পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সেই গাছটি দেখেছি, কিন্তু পরে যখন সেখানে গেলাম, তখন আর তা চিনতে পারলাম না।

৪৬৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ-

৪৬৬৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদাইবিয়ার দিন আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে কিসের (কি শর্তে) বায়আত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন মৃত্যুর (আমৃত্যু জিহাদের)।

৪৬৭০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ-

৪৬৭০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) সালামা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৬৭১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَاهُ اتِ فَقَالَ هَذَا ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ-

অধ্যায় : রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসন

৪৬৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) জনৈক আগন্তুক তাঁর কাছে আসলো এবং বললো এই যে, হানযালার পুত্র লোকের নিকট থেকে বায়আত নিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের বায়আত? বললেন, মৃত্যুর বায়আত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আমরা আর কারো হাতে এর (মৃত্যুর) বায়আত নেবো না।

১৭. بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : মুহাজিরের জন্য স্বদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিরে আসা হারাম

৬৭২. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا بْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقْبِكَ تَعْرِبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ -

৪৬৭২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সালামা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা হাজ্জাজের কাছে উপস্থিত হলেন। সে বললো, হে আকওয়ার পুত্র! তুমি কি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে মরুবাস শুরু করেছো? তিনি বললেন, না বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই আমাকে মরুবাসের (বেদুঈনের জীবন যাপনের) অনুমতি দিয়েছেন।

২০. بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَامِجْرَةٍ بَعْدَ الْفَتْحِ

২০. পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত এবং বিজয়ের পর হিজরত নেই কথাটির মর্ম।

৬৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَبَايَعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ إِنَّ الْهَجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لَاهِلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ -

৪৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ, আবু জা'ফর (র) মুজাশি' ইব্ন মাসউদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে (তাঁর নিকট) হিজরতের বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলাম। তখন তিনি বললেন, হিজরত, তার অধিকারীদের জন্য অতিক্রান্ত হয়েছে। (সে ফযীলত আর কেউ পাবার অবকাশ নেই) তবে ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের (উপর অটল থাকার) বায়আত হতে পারে।

৬৭৪. وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايَعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ قَالَ قَدْ مَضَتْ الْهَجْرَةُ بِأَهْلِهَا قُلْتُ فَبَايَ شَيْءٍ تَبَايَعُهُ قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ -

৪৬৭৪. সুয়াওদ ইব্ন সাঈদ (র) মুজাশি' ইব্ন মাসউদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মক্কা বিজয়ের পর) আমার ভাই আবু মা'বাদ (রা)-কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে হিজরতের বায়আত করান। তিনি তখন বললেন : হিজরত তার অধিবাসীদের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি বললাম, তা হলে এখন কিসের উপর বায়আত নিবেন? তিনি বললেন, ইসলাম, জিহাদ ও ভাল কাজের বায়আত হতে পারে।

আবু উসমান (র) বলেন, পরে আমি আবু মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে মুজাশি' (র)-এর কথা সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে।

৬৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ -

৪৬৭৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আসিম (র) থেকে এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, আমি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন, মুজাশি সত্য বলেছে। তিনি আবু মা'বাদের নাম রিওয়ায়েতে উল্লেখ করেননি।

৬৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَوَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا -

৪৬৭৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয় দিবসে মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর হিজরত নেই (হিজরতের অবকাশ নেই) বরং এখন আছে জিহাদ আর (নেক-কাজের ও প্রয়োজনে হিজরাতের এবং জিহাদের নিয়ত। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যাও।

৬৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ (يَعْنِي ابْنَ مُهْلَهْلٍ) ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৬৭৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইব্ন রাফি, আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي تَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا -

৪৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন : (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তোমরা বের হয়ে যাও।

৬৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهَجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ مَنْ يَتْرَكَ لَنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

৪৬৭৯. আবু বাকর ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে (একদা) জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : ওহে! তোমার কপাল! হিজরতের অবস্থা তো কঠিন। তোমার কাছে কি উট আছে? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তার যাকাত দিয়ে থাকো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি (পল্লী) জনপদের ওদিকে থেকেই আমল করে যাও, কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার কোন আমলই নিষ্ফল (বিনষ্ট) হতে দিবেন না।

৬৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مَنْ عَمَلَ شَيْئًا وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا قَالَ نَعَمْ -

৪৬৮০. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) আওয়াঈ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমার কোন আমলই নিষ্ফল (বিনষ্ট) হতে দিবেন না। তিনি এ হাদীসে আরও বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পানি পান করানোর দিন ওগুলোকে দোহন করে (গরীব-দুঃখীকে দান করে) থাকো? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

২১- بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

২১. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের বায়আত গ্রহণ পদ্ধতি

৬৮১- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَبْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْتَحَنَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ أَقْرَبُ بِهَذَا مِنْ

الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَرَّرَنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَا عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا -

৪৬৮১. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন মহিলাগণ যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (মদীনায়) আসতেন। তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী 'পরীক্ষা' করা হতো। (সে বাণী হচ্ছে) হে নবী, যখন মু'মিন মহিলাগণ আপনার কাছে এমর্মে বায়'আত হতে আসে যে তাঁরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবে না, (সূরা মুমতাহানা) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আয়েশা (রা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের যে কেউ এ সব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতো এতেই তারা বায়'আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন তারা মৌখিকভাবে এসব অঙ্গীকার করতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বলতেন : তোমরা চলে যাও, তোমাদেরকে বায়'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাত কোন দিন কোন (বেগানা) মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি-তবে তিনি মৌখিকভাবে বায়'আত গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর নির্দেশিত পস্থা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিন মহিলাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত কোন দিন কোন (বেগানা) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের পরই তিনি বলে দিতেন, তোমাদের মৌখিকভাবে বায়'আত গ্রহণ করলাম।

৬৮২- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَاعْطَتْهُ قَالَ أَذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ

৪৬৮২. হারুন ইবন সাঈদ আয়েলী ও আবু তাহির (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে মহিলাদের বায়'আত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিন তাঁর হাত দিয়ে কোন (বেগানা) নারীকে স্পর্শ করেননি। তিনি শুধু (মৌখিকভাবে) তাদের বায়'আত গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি তাদের (মৌখিক) অঙ্গীকার নিয়ে নিতেন তখন (মুখেই) বলে দিতেন, এবার চলে যেতে পার, আমি তোমাদের বায়'আত করে নিয়েছি।

২২. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ .

২২. পরিচ্ছেদ : সাধ্যানুসারে আনুগত্য করার শর্তে বায়'আত

৬৮৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ) قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ -

৪৬৮৩. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট 'তোমার সাধ্যানুসারে' (আনুগত্যের) বায়আত গ্রহণ করতাম। তিনি আমাদেরকে বলে দিতেন, যতদূর তোমাদের সাথে কুলাবে (তা করবে)।

২৩. بَابُ بَيَانِ سِنِ الْبُلُوغِ

২৩. পরিচ্ছেদ : বালিগ হওয়ার বয়স

৬৮৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ ثَوْنُ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ-

৪৬৮৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ দিবসে (যুদ্ধে) আমাকে (যোদ্ধাদের সারিতে) পর্যবেক্ষণ করলেন তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধের জন্যে) অনুমতি দিলেন না। খন্দকের দিন তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন আমার বয়স পনের বছর। তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দিলেন। নافع বলেন, আমি উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কের সীমারেখা। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট এ মর্মে ফরমান পাঠালেন, তাঁরা যেন পনের বছর বয়সের লোকদেরকে (পূর্ণ) ভাতা প্রদান করেন এবং তাঁর নীচের বয়সের যারা-তাদেরকে পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরূপে গণ্য করেন।

৬৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصَفَرَنِي-

৪৬৮৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে উক্ত সূত্রে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে আছে, আমি তখন চৌদ্দ বছরের। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) বলে গণ্য করলেন।

২৪. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالصُّنْحِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وَقُوْعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

২৪. পরিচ্ছেদ : কাফির জনপদে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, যদি তা তাদের হাতে পড়ার (এবং অমর্যাদা হওয়ার) আশংকা থাকে।

৬৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ-

৪৬৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শত্রু এলাকায় কুরআন শরীফ নিয়ে ভ্রমণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৬৮৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مُخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

৪৬৮৭. কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ শত্রু দেশে কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করতেন এই ভয়ে যে, পাছে তা শত্রুদের হাতে পড়ে যায়।

৬৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

৪৬৮৮. আবুর রাবী আতাকী ও আবু কামিল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন শরীফ নিয়ে ভ্রমণ করবে না, কেননা শত্রু তা পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিরাপদ মনে করি না। রাবী আইউব (রা) বলেন, শত্রুরা তা হস্তগত করেছে তোমাদের সাথে তা নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে।

৬৮৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةٍ وَالثَّقَفِيِّ فَإِنِّي أَخَافُ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مُخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

৪৬৮৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন আবু উমর ও ইব্ন রাফি (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী ইব্ন উলাইয়া ও সাকারী বর্ণনায় "فَأِنِّي أَخَافُ" এবং আমি আশংকা করি রয়েছে। আর সনদের অন্য সূত্রের মধ্যবর্তী রাবী সুফিয়ান ও যাহ্বাক ইব্ন উসমানের বর্ণনায় "مُخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ" 'দুশমন পেয়ে বসে এই আশংকায়' কথাটি রয়েছে।

২৫. بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

২৫. পরিচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়াকে (প্রশিক্ষণ দিয়ে) প্রস্তুত করা

৬৯০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيَمْنُ سَابِقَ بِهَا.

৪৬৯০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া সমূহের দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর যে ঘোড়াগুলোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি সেগুলোর দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করান সানিয়া থেকে মসজিদে বনু যুবায়ক পর্যন্ত। ইব্ন উমর (রা)ও ছিলেন সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম।

৬৭১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُقْبَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ -

৪৬৯১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, খাল্ফ ইব্ন হিশাম, আবুর রাবী, আবু কামিল, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আলী ইব্ন হুজর, আহমাদ ইব্ন আবদা, ইব্ন আবু উমার, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) সকলেই নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদ ও ইব্ন উলায়্যা সূত্রে আইউব (র) বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইব্ন উমর) বলেন, আমি সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হই এবং আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়ে লাফিয়ে মসজিদে উঠে যায়।

২৬- بَابُ الْخَيْلِ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত

৬৭২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৬৯২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে মঙ্গল কিয়ামত পর্যন্ত নিহিত থাকবে।

৬৯৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৪৬৯৩. কুতায়বা, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) নাফি' সূত্রে, তিনি ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে নাফি' (র) থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৯৪- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ -

৪৬৯৪. নাসর ইবন আলী জাহ্যামী ও সালিহ ইবন হাতিম, ইবন ওয়ারদান (র) জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটি ঘোড়ার ললাটের কেশ বিন্যাস করতে দেখলাম আর তিনি তখন বলছিলেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান (সাওয়াব) ও গনীমত।

৬৯৫- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৬৯৫. যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ -

৪৬৯৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) উরওয়া আল বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মঙ্গল নিহিত আছে। (আর তা হল) প্রতিদান ও গনীমত।

৬৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৬৯৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মঙ্গল গ্রথিত রাখা হয়েছে ঘোড়ার ললাটের সাথে। রাবী বলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিসের দ্বারা? তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সাওয়াব এবং গনীমত।

৪৬৯৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ -

৪৬৯৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) হুসাইন (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন, তবে তিনি 'উরওয়া ইবন জা'দ' বলেছেন।

৪৬৯৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ -

৪৬৯৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, খালাফ ইবন হিশাম ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র) উরওয়া আল বারিকী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (এ সনদের) রাবী (শাবীব ইবন গারকাদ) সাওয়াব ও গনীমতের কথা উল্লেখ করেননি। (বলে আবুল আহওয়াসের বর্ণনায় আছে।) আর আবু সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (শাবীব ইবন গারকাদ) উরওয়াহ বারিকী (রা) থেকে শুনেছেন তিনি শুনেছেন নবী ﷺ থেকে।

৪৬৭০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ -

৪৭০০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) উরওয়া ইবন জা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি 'সাওয়াব ও গনীমতের' উল্লেখ করেননি।

৪৭০১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَا حِي الْخَيْلِ -

৪৭০১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বরকত রয়েছে ঘোড়ার ললাটে।

৪৭০২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا (خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৪৭০২. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) আবুত তাইয়াহ (র) আনাস ইবন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন।

২৭. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কোন ধরনের ঘোড়া অপসন্দনীয়

৪৭০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ -

৪৭০৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু যুরআ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'শিকাল' ঘোড়া পছন্দ করতেন না।

৪৭০৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالَ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى -

৪৭০৪. মুহাম্মদ ইবন নুমায়র ও আবদুর রাহমান ইবন বিশর (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে বর্ধিত এতটুকু আছে এবং 'শিকাল' হচ্ছে ঘোড়ার (পিছনের) ডান পায়ে ও বাম হাতে (সামনের পা) (সামনের পায়ে) অথবা ডান হাত ও বাম পায়ে শ্বেত বর্ণ হওয়া।

৪৭০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيُّ -

৪৭০৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নাখঈ-কে উল্লেখ করেন নি।

২৮. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদে ও আল্লাহর রাহে বের হওয়ার ফযীলত

৬৭০. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانُ بِي وَتَصَدِيقُ بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَى ضَامِنٍ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَانَالٍ مِنْ أَجْرِ أَوْغَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَ لَوْنُهُ لَوْنٌ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ يَشُقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَغْزُوا فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَغْزُوا فَأَقْتُلُ.

৪৭০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যে তাঁরই রাস্তায় বের হয়, আমারই রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রাসূলগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে তখন আমারই যিম্মায় এ ব্যাপারে যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো, নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনীমতসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবো। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে যখমই হয় না কেন, কিয়ামতের দিন সে ঠিক যখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্ত বর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে গমন করে যে কোন দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন তাঁদের সকলকে বাহন প্রদান করবো, আর তাঁদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে। আর তাদের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে পিছনে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার একান্ত কামনা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই।

৬৭০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهَذَا

الْإِسْنَادِ.

৪৭০৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা এবং আবু কুরায়ব (র) উমারা (র)-এর সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৫৩

৪৭০৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكْفُلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بَأَن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَالٍ مِنْ آخِرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ۔

৪৭০৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন, যে তাঁরই রাস্তায় জিহাদ করে, তাকে ঘর থেকে বের করে কেবল তাঁরই রাস্তায় জিহাদ আর তাঁরই কালেমায় বিশ্বাস। (সে দায়িত্বটি হচ্ছে,) হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনীমতসহ সেই স্থানে ফিরিয়ে আনবেন-যেখান থেকে সে (জিহাদে) বেরিয়েছিল।

৪৭০৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَغَبُّ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ مِسْكِ۔

৪৭০৯. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে আল্লাহ্র রাস্তায় যখম হয় আর আল্লাহ্ই সম্যক জানেন, কে তাঁর রাস্তায় যখম হবে সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, তার যখম দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে, তার রং হবে রক্তের, কিন্তু সুবাস হবে কস্তুরীর সুবাস।

৪৭১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلِمٍ يُكَلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفْجَرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَةٍ تَفْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي۔

৪৭১০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর একটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমান যে যখমেই আহত হয়, কিয়ামতের দিন তা ঠিক যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল সে রূপ হবে; রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, যার রং রক্তেরই রং হবে, আর সুবাস হবে কস্তুরীর সুবাস। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে সেই পবিত্র সত্তার কসম! যদি মু'মিনদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কোন সেনাদলের যারা

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়, তাদের পিছনে বসে থাকতাম না। শকিত্তু আমার সে সামর্থ নেই যা দিয়ে আমি তাদের সকলকে বাহন দিতে পারি, আর না তাদেরই সে সামর্থ আছে যে, (নিজ থেকে বাহন নিয়ে যুদ্ধযাত্রাকালে) আমার অনুসরণ করবে, আর আমার যুদ্ধ অভিযানে বের হয়ে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকতেও তাদের মন চায় না।

৭১১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৪৭১১. ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি মু'মিনদের জন্যে কষ্টকর না হতো, তবে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি কোন সেনাদলের পিছনে বসে থাকতাম না। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ, আর এ সনদে বর্ণিত আছে যে, কসম সেই পবিত্র সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি মনেপ্রাণে কামনা করি আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, তারপর জীবন লাভ করি আবু যুর'আ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৭১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا حَبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خِلْفَ سَرِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৪৭১২. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি পছন্দ করতাম যেন কোন সেনাদলের পিছনে থেকে না যাই। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তীদের হাদীসের অনুরূপ।

৭১৩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّيْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى -

৪৭১৩. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন যে তাঁর রাস্তায় বের হয়ে যায়। এ উক্তি পর্যন্ত; কোন সেনাদলের, যে দল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে তার পিছনে থাকতাম না।

২৯. بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

২৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে শাহাদতের ফযীলত

৬৭১৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِمَّنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهَا أَنَّهَا تُرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ.

৪৭১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে মৃত্যুবরণ করেছে ও আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে, সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে প্রসন্নবোধ করে—যদিও গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু তারই হয় তবুও— শহীদ ছাড়া; সে কামনা করবে ফিরে আসতে, যেন আবার দুনিয়ায় শহীদ হতে পারে। তা এ জন্যে যে, সে শাহাদতের ফযীলত প্রত্যক্ষ করে।

৬৭১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الثَّنِيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِمَّنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ.

৪৭১৫. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এমন কেউ নেই যে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপরও দুনিয়ায় ফিরে আসাটা পছন্দ করবে-যদিও বা গোটা দুনিয়ার সবকিছু তারই হয়, কেবল শহীদ ছাড়া; কেননা সে কামনা করবে যেন ফিরে আসে এবং দশবার শহীদ হয় তা এ জন্যে যে, সে শাহাদাতের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছে।

৬৭১৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَ لَا تَسْتَطِيعُوهُ قَالَ فَأَعَابُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بَايَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

৪৭১৬. সাঈদ ইবন মানসুর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তুল্য আর কি আছে? তিনি বললেন : কেউ তা লাভ করতে পারবে না। রাবী বলেন, প্রশ্নকারীরা কথাটার দু'বার বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রত্যেকবারই তিনি বললেন : কেউ

তা পারবে না। তৃতীয়বার তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে অবিরাম সিয়াম পালনকারী, কিয়ামকারী, সালাতে দগায়মান, আল্লাহর আয়াতসমূহের পূর্ণ অনুগত, সিয়ামে বা কিয়ামে যে ক্লান্তিবোধ করে না। (এভাবেই ইবাদত করতে থাকে) যতক্ষণ না আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

৪৭১৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِينُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৪৭১৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সুহায়ল (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৭১৮. حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقَى الْحَاجَّ وَقَالَ آخِرُ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخِرُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ دَخَلْتَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

৪৭১৮. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বারের নিকটেই ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাতে আমার কোন পরওয়া নেই-তবে আমি হাজীদেরকে পানি পান করাব। (অর্থাৎ আমার মতে এটিই সর্বাধিক সাওয়াবের কাজ।) অপর একজন বলে উঠলো, মুসলমান হওয়ার পর আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাতে আমার কোন পরওয়া নেই, তবে আমি মসজিদুল হারামের সংস্কার (প্রভৃতি) করে যাবে। অপর একজন বলে উঠলো-আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তোমরা যা যা বলেছো তার চাইতে উত্তম। তখন উমর (রা) তাদেরকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারের সামনে তোমরা চেষ্টামেচি করো না। সেটা ছিল জুমু'আর দিন। বরং যখন জুমু'আর সালাত হয়ে যাবে, তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে তোমরা যে ব্যাপারে বাদানুবাদ করছো, তা জিজ্ঞাসা করে নেবো, তখন আল্লাহ তা'আলা (সেই প্রেক্ষিতে) নাযিল করলেন :

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) -

হাজীদের পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি ওদের (সমতুল্য) মনে কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে (৯:১৯)

৪৭১৭. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ -

৪৭১৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিন্বরের কাছে ছিলাম' বাকী হাদীস আবু তাওবা এর হাদীসের অনুরূপ।

৩. بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৩০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় সকাল সন্ধ্যায় বের হওয়া

৪৭২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنِبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

৪৭২০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাহে 'একটি সকাল' অথবা 'একটি বিকাল' অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবার চাইতে উত্তম।

৪৭২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالْغَدْوَةُ يَغْدُوَهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

৪৭২১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাহে যে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (ব্যয় করেই তা) দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সে সবার চাইতেও উত্তম।

৪৭২২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

৪৭২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাহে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (অতিবাহিত করা) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবার চাইতেও উত্তম।

৪৭২৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَكْوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَسَّاقَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

৪৭২৩. ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি না আমার উম্মাতের কতিপয় লোক হতো এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাহে একটি বিকাল অথবা একটি সকাল (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের চাইতেও উত্তম।

৪৭২৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّظُّ لَا بِي وَاسْحَقُ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقَرِّيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ الْمَعَاظِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.

৪৭২৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাহে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে) অতিবাহিত করা এসব বস্তুর চাইতে উত্তম যেগুলোর উপর সূর্য উদিত হয়ে থাকে এবং অস্তমিত হয়।

৪৭২৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحْيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায় (র) আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্পূর্ণ অনুরূপ।

২১. بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

৩১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে মুজাহিদদের জন্যে আল্লাহ যে মর্যাদার স্তর রেখেছেন

৪৭২৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعْدَهَا عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪৭২৬. সাঈদ ইবন মানসুর (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) রূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবীরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবু সাঈদ (রা) তাতে চমকিত হয়ে গেলেন এবং

বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন, তারপর বললেন : আর একটি (আমল এমন রয়েছে) যা দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশ'টি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দু'টো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের তুল্য। তখন তিনি বললেন : সেটি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ!!

২২. بَابُ مَنْ قُتِلَ سَبِيلَ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدِّينُ

৩২. পরিচ্ছেদ : ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল গুনাহ মাফ

৬৭২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَالِكُ۔

৪৭২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) (একদা) তাঁদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহর রাহে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহর রাহে নিহত (শহীদ) হই তা হলে আমার সকল পাপ মোচন হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি বললে হে! তখন সে ব্যক্তি (আবার) বললো : আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাহে নিহত হই তা হলে আমার সকল গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ তুমি যদি ধৈর্যধারণকারী, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্য ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরাঈল (আ) আমাকে একথা বলেছেন।

৬৭২৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى

(يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ۔

৪৭২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাহে নিহত হই লাইসের হাদীসের অনুরূপ।

৪৭২৯. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضُرِبْتُ بِسَيْفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْبَرِيِّ -

৪৭২৯. সাঈদ ইবন মানসূর ও মুহাম্মদ ইবন আজলান (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন প্রত্যেকের বর্ণনায় কিছু কম-বেশি আছে যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এলো, তিনি তখন মিম্বরের উপরে (উপবিষ্ট) ছিলেন। সে ব্যক্তি বললো : আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আমার তরবারি দ্বারা নিহত হই। বাকী অংশ মাকবুরীর হাদীসের অনুরূপ।

৪৭৩০. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ) عَنْ عَبَّاسٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِثْبَانِيُّ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ -

৪৭৩০. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন সালিহ মিসরী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঋণ ছাড়া শহীদদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে।

৪৭৩১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِثْبَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدِّينَ -

৪৭৩১. যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া (মিটিয়ে) ঋণ ছাড়া সব কিছু মাফ করিয়ে দেয়।

২২. بَابُ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءُ وَبِنَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

৩৩. পরিচ্ছেদ : শহীদদের রূহ জান্নাতে আর তাঁরা জীবিত, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত হন

৪৭৩২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَوَّاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَى شَيْءٍ نَشْتَهُى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرْكُوا -

৪৭৩২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :) “যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়”। (৩:১৬৯।) আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি বললেন : তাদের রুহসমূহ সবুজ পাখির উদরে (রক্ষিত থাকে)-যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সেই দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে। একবার তাদের পালনকর্তা তাদের দিকে দেখলেন এবং বললেন : তোমাদের কি কোন আকাংখা আছে ? জবাবে তারা বললো : আমাদের আর কি আকাংক্ষা থাকতে পারে, আমরা তো যথেষ্টভাবে জান্নাতে বিচরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে এরূপ তিনবার করলেন। যখন তারা দেখলো, কিছু প্রার্থনা না করে তারা রেহাই পাচ্ছে না তখন তারা বললো : “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আকাংক্ষা হয় যদি আমাদের রুহগুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর পুনরায় আমরা আপনারই পথে নিহত (শহীদ) হতে পারতাম। যখন (আল্লাহ) দেখলেন, তাদের আর কোন চাহিদাই অবশিষ্ট নাই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো (আর প্রশ্ন করা হলো না।)

২৪. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও রিবাত (শত্রুর মুকাবিলায় বিন্দ্রতা ও সীমান্ত প্রহরী)-এর ফযীলত

৪৭২৩- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُرَاجِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَى النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ -

৪৭৩৩. মানসূর ইব্ন আবু মুজাহীম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি বললেন : সে ব্যক্তি যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন : যে মু'মিন কোন পাহাড়ী উপত্যকায় নির্জনে অবস্থান করে, তার প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং তার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে বাঁচায় (কারো ক্ষতি করে না)।

৪৭৩৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ۔

৪৭৩৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন নিভৃত উপত্যকায় তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিবিষ্ট থাকে এবং লোকজনকে তার নিজ অনিষ্ট থেকে বাঁচায়।

৪৭৩৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ رَجُلٌ۔

৪৭৩৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উপত্যকায় অবস্থানকারী লোক', তারপর 'ঐ ব্যক্তি' তিনি বলেননি।

৪৭৩৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ۔

৪৭৩৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হল সে ব্যক্তির জীবন যে আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার আওয়ায শুনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে যথাস্থানে সে (শত্রু) নিধন ও শাহাদতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোক যে ক্ষুদ্রে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর (যথারীতি) সালাত কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে নিমগ্ন থাকে-মৃত্যু পর্যন্ত। লোকটি মঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।

৪৭৩৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبَ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ فِي شُعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى -

৪৭৩৭. কুতায়বা ইবন সাদিদ (র) আবু হাযিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (কুতায়বা) বলেছেন, বা'জা ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাদর এবং তিনি বলেছেন, فِي شُعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ, ইয়াহইয়ার বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকম বর্ণনা।

৪৭৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ فِي شُعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ -

৪৭৩৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে রয়েছে : "فِي شُعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ"

৩৫. بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

৩৫. পরিচ্ছেদ : হত্যাকারী ও নিহত দু' ব্যক্তি (এক সাথে) জান্নাতে প্রবেশ

৪৭৩৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهِدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهِدُ -

৪৭৩৯. মুহাম্মদ ইবন আর উমার মাক্কী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে অথচ উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, তা কেমন করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ? তিনি বললেন : এক ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহর রাহে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেও মহান মহিয়ান আল্লাহর রাহে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করে।

৪৭৪০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৭৪০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারর ও আবু কুরায়ব (র) আবু যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৭৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا فَيَلْجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْأُخْرَى فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ -

৪৭৪১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) হাম্মাদ ইবন মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে সব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেন সেগুলোর এটিও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এমন দু'ব্যক্তির জন্য বললেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে অথচ তাদের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, তা কেমন করে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : এক জন নিহত (শহীদ) হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে তারপর আল্লাহ অপরজনের প্রতিও সদয় হবেন এবং তাকেও ইসলামের হিদায়াত দান করবেন। তারপর সেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং শহীদ হয়ে যাবে।

২৬. بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

৩৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, তারপর সে নিজে সঠিক পথে চলেছে

৪৭৪২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا -

৪৭৪২. ইয়াহইয়া ইবন আবু আইউব, কুতায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফির এবং তার হত্যাকারী (মু'মিন) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হবে না।

৪৭৪৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى قِيلَ مَنْ هُم يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ -

৪৭৪৩. আবদুল্লাহ ইবন আওন হিলালী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন দু'ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হবে না যে একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন প্রশ্ন করা হলো : তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : সে মু'মিন ব্যক্তি যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে তারপর নিজে সঠিক পথে চলেছে।

২৭. بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَضْعِيفِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাহে দানের ফযীলত ও তা ক্রমবর্ধিত হওয়া

৬৭৪৪. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

৪৭৪৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক ব্যক্তি লাগামযুক্ত একটি উটনী নিয়ে এসে বললো, এটা আল্লাহর রাহে (দান করলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি সাতশ' উটনী লাভ করবে যার প্রত্যেকটি লাগামসহ হবে।

৬৭৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي خَالِدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৪৭৪৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও বিশ্র ইব্ন খালিদ (র) আ'মশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

২৮. بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْفَارِزِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

৩৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাহের মুজাহিদগণকে বাহন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গকে উত্তমরূপে দেখা-শুনা করার ফযীলত

৬৭৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَبْدِعُ بِي فَأَحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَأَعْلَهُ.

৪৭৪৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, “আমার বাহন হালাক হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন প্রদান করুন।” তিনি বললেন : আমার কাছে তো তা নেই। সে সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোন উত্তম বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে, তার জন্যে কর্ম-সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।

৬৭৪৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৭৪৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, বিশর ইবন খালিদ ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) আ'মশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

৬৭৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ لِي مَا تَجَهَّزُ قَالَ أَتَيْتَ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرِيكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكَ فِيهِ -

৪৭৪৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু বাকর ইবন নাফি' (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক যুবক বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, অথচ আমার কাছে যুদ্ধোপকরণ নেই। তখন তিনি বললেন : অমুকের কাছে যাও, সে যুদ্ধের জন্য আসবাবপত্র প্রস্তুত করেছিল, কিন্তু পরে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে ব্যক্তি তার কাছে গেল এবং বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন সে সব যুদ্ধ সামগ্রী আমাকে দিয়ে দেন যা আপনি নিজে প্রস্তুত করেছিলেন। তখন সে ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) বললো, হে অমুক! আমি যে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করেছিলাম তা একে দিয়ে দাও এবং তার মধ্য থেকে কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহর কসম! তার সামান্যতম অংশও তুমি রেখে দিলে আল্লাহ তাতে তোমাকে বরকত দান করবেন না।

৬৭৪৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ سَعِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

৪৭৪৯. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু তাহির (র) যাইদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন গাজীকে যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দিল, সেও জিহাদ করলো, যে ব্যক্তি কোন গাজীর (মুজাহিদের) অনুপস্থিতিতে উত্তমরূপে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করলো, সেও জিহাদই করলো। (অর্থাৎ সেও জিহাদকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে)।

৪৭৫০. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا -

৪৭৫০. আবু রাবী' যাহরানী (র) যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদকারী কোন গাজীকে যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দিল সেও জিহাদই করলো, আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতেই তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করলো, সেও জিহাদই করলো।

৪৭৫১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هَذِيلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا -

৪৭৫১. যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযায়ল বংশের অন্তর্ভুক্ত লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন : প্রতি দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন যেন বাহিনীতে যোগদান করে, এতে সাওয়াব তারা দু'জনেই লাভ করবে।

৪৭৫২. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا بِمِثْلِهِ -

৪৭৫২. ইসহাক ইবন মানসূর (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। (বাকী হাদীস) পূর্বানুরূপ।

৪৭৫৩. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ مُوسَى) عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৭৫৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ইয়াহইয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৭৫৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ -

৪৭৫৪. সাঈদ ইবন মানসূর (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন : প্রতি দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন অবশ্যই (যুদ্ধে) বেরিয়ে যাওয়া উচিত। তারপর তিনি বাড়িতে অবস্থানকারীদেরকে বললেন : তোমাদের মধ্যকার যে কেউ যুদ্ধে গমনকারীর পরিবার পরিজন ও তা সহায়-সম্পদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করবে সেও যুদ্ধে গমনকারীর অর্ধেক সাওয়াব লাভ করবে।

২৯. بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمُ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

৩৯. পরিচ্ছেদ : মুজাহিদদের পরিবারের মর্যাদা এবং তাদের ব্যাপারে খিয়ানতকারীদের গুনাহ

৪৭৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ-

৪৭৫৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদদের (পরিবারের) নারীদের মর্যাদা (জিহাদ গমন করে) পবিত্রতা বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্যে তাদের মায়েদের মর্যাদাতুল্য। বাড়িতে অবস্থানকারী যে ব্যক্তিই কোন মুজাহিদের পক্ষে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকে এবং তাতে সে কোনরূপ খিয়ানত (বা বিশ্বাসভঙ্গ) করে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং সে (মুজাহিদ) তার (খিয়ানতকারীর নেক) আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে যাবে। তোমাদের ধারণা কি? (অর্থাৎ সে কি আর কম নেবে? সমুদয় সাওয়াবই সে নিয়ে যাবে।)

৪৭৫৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ-

৪৭৫৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ নবী ﷺ) বলেছেন : বাকী অংশ সাওরী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৪৭৫৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ-

৪৭৫৭. সাঈদ ইবন মানসূর (র) আলকামা ইবন মারছাদ (র) থেকে এ সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তিনি রিওয়ায়াত করেন যে, (মুজাহিদকে বলা হবে) 'তুমি তার নেক আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা কর নিয়ে যাও।' এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন : তোমাদের কি ধারণা? (মুজাহিদ কি তখন তার কোন সাওয়াব আর বাকী রাখবে?)

৪০. بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْدُورِينَ

৪০. পরিচ্ছেদ : ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য জিহাদের ফরয রহিত

৪৭৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَ إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -

৪৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারা' (রা)-কে (কুরআন শরীফের) এ আয়াত : “মু’মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়।” সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ (রা)-কে তা লিখে রাখার জন্য একটি হাড় নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। তখন ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) তাঁর অন্ধত্বে (ওযর সম্পর্কে) অনুযোগ করলেন। এ প্রসঙ্গে নাযিল হলো : “মু’মিনদের মধ্যে যারা সমস্যাগ্রস্ত নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা সমান নয়।” শুবা (র) বলেন, আমার কাছে সা’দ ইব্ন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন জনৈক ব্যক্তি সূত্রে, তিনি যায়দ (রা) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে “যারা বসে থাকে তারা সমান নয়।” বাকী হাদীস বারা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। ইব্ন বাশ্শার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সা’দ ইব্ন ইবরাহীম (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে।

৪৭৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ -

৪৭৫৯. আবু কুরায়ব (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াত নাযিল হলো, তখন ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) সে ব্যাপারে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) সঙ্গে আলাপ করলেন। তখন নাযিল হলো “غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ” অর্থাৎ যাদের কোন ওযর নেই ...।

৪১. بَابُ ثَبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

৪১. পরিচ্ছেদ : শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার প্রমাণ

৪৭৬০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى ثَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ -

৪৭৬০. সাঈদ ইব্ন আমর আশআসী ও সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) আমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি (এসে) বললো, আমি যদি নিহত হই তবে কোথায় থাকবো ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : জান্নাতে। লোকটি তখন তার হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং অবশেষে শহীদ হলো। সুওয়ায়দ (র)-এর বর্ণনায় আছে : উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো।

৪৭৬১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصْنَعِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ قَبِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأَجَرَ كَثِيرًا -

৪৭৬১. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু নাবীতের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি বলেন..... অন্য রিওয়াযাতে আহমাদ ইব্ন জানাব মিস্বীসী (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একটি কবীলা-বনু নাবীতের এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর সে অগ্রসর হলো এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হলো। তখন নবী ﷺ বললেন, এ লোকটি কম কাজ করে ও অনেক সাওয়াব পেয়ে গেল।

৪৭৬২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَازِظُ مِتْقَارِبَةً قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَدْرِي مَا اسْتَيْثَنِي بَعْضُ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثُ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظَهْرِ أَنْهَمُ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْدَمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا بُونَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى أَكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ -

৪৭৬২. আবু বাকর ইবন নাযর ইবন আবু নাযর, হারুন ইবন আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুসায়সা (রা)-কে আবু সুফিয়ানের (বাণিজ্যিক) কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। তখন আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া ঘরে আর কেউই ছিল না। রাবী বলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, তিনি (আনাস) নবী ﷺ-এর কোন সহধর্মিণীর (না থাকার) কথাও বলেছেন কিনা। এরপর সে তার সঙ্গে কথা বলল, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং লোকা জনকে লক্ষ্য করে বললেন : আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজ আসে। যার সাওয়ারী মওজুদ আছে সে আমাদের সঙ্গে সাওয়ার হতে পারে। তখন কিছুলোক মদীনার উঁচু অনুকূল থেকে তাদের সাওয়ারী নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন : না, কেবল যাদের সাওয়ারী প্রস্তুত আছে তারাই যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণ রওনা করলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে গিয়ে উপনীত হলেন। এর পরপরই মুশরিকরা এসে পৌঁছলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ যেন কোন ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি। এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। রাবী বলেন, উমায়র ইবন হুমাম আনসারী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার ন্যায়? তিনি বললেন : হ্যাঁ। উমায়র বলে উঠলেন, বাহ, বাহ, (কি চমৎকার)! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বাহ বাহ বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো হে? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছু না! তবে আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরূপ বলছি। তখন তিনি বললেন : তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাঁর তীরদান থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে যাই তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তারপর যুদ্ধে নেমে পড়লেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন।

৬৭৬২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأْ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ -

৪৭৬৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। আর তিনি ছিলেন তখন শত্রুর মুখোমুখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই জান্নাত রয়েছে তরবারির ছায়ায়। তখন আলুথালু বেষের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আবু মূসা! আপনি কি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেলো। তারপর বললো, আমি তোমাদেরকে (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি। এরপর সে তার তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলে তা দূরে নিক্ষেপ করলো। তারপর নিজ তরবারিসহ শত্রুদের কাছে গিয়ে উপনীত হলো। এবং তা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।

৪৭৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارِسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَالْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا إِنَّا قَدْ لَقِينَا فَرَضَيْنَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَآتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمَحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ إِيَّانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا إِنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضَيْنَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا -

৪৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক দিন যারা আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ শিক্ষা দেবেন। তখন তিনি আনসারদের সত্তর ব্যক্তিকে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন তাদের 'কুররা' (কারী সমাজ) বলা হতো। এদের মধ্যে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন তিলওয়াত করতেন এবং রাতে (এর পাঠ অধ্যয়ন) শিক্ষা-চর্চায় অতিবাহিত করতেন, আর দিনের বেলায় (জলাশয়ে গিয়ে) পানি এনে মসজিদে রাখতেন এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে (বিক্রয়লব্ধ অর্থে) সুফ্যাবাসী এবং নিঃস্ব ফকীরদের জন্যে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতেন। এদেরেকেই নবী ﷺ তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। ওরা রাস্তায়ই তাঁদের উপর আক্রমণ করলো এবং তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁদেরকে হত্যা করলো। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে দিন যে আমরা আপনার সন্নিধানে পৌঁছে গিয়েছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-এর মামা হারাম (রা)-এর পিছন দিক দিয়ে এসে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে জান বের করে নিল। হারাম (র) বলে উঠলেন, কা'বার মালিকের কসম! আমি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের ভাইগণ নিহত হয়েছেন। আর তাঁরা বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন যে, আমরা আপনার সন্নিধানে পৌঁছে গিয়েছি এ অবস্থায় যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

৪৭৬৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ عَمِيَ الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ غِيبَتْ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِي اللَّهَ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسُ يَا أَبَا عَمْرٍ وَآيِنَ فَقَالَ وَأَهَّا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ نُونُ أَحَدٍ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعُ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِي الرَّبِيعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَانِهِ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ -

৪৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার যে চাচার নামানুসারে আমার নামকরণ করা হয়েছে, তিনি [আনাস ইব্ন নাযর (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাবী বলেন, এটা ছিল তাঁর জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি (প্রায়ই) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম যে যুদ্ধটি করেছিলেন, তাতে আমি শরীক হতে পারলাম না। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর কোন যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দান করেন তা হলে আমি কি করি তা আল্লাহ দেখবেন। রাবী বলেন, এর বেশি কিছু বলতে তিনি ভয় পেলেন। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সা'দ ইব্ন মুআয (রা) যখন সামনের দিক থেকে আগমন করলেন আনাস (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু আমর! কোথায় (যাচ্ছে)? তিনি বললেন, আহা, আমি উহুদ প্রান্ত থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। রাবী বলেন, তারপর তিনি তাদের (কাফিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শবদেহে আশিটিরও অধিক তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত পাওয়া যায়। রাবী আনাস (রা) বলেন, তাঁর বোন, আমার ফুফু রাবীআ বিন্ত নাযর (রা) বলেন, (শহীদের ক্ষত-বিক্ষত দেহের) কেবল তাঁর আঙ্গুলের জোড়া দেখেই তাঁকে আমি সনাক্ত করেছি। (অন্য কোন পরিচয়ই অবশিষ্ট ছিল না।) তখন আয়াত নাযিল হলো : “এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যায়ন করে দেখিয়েছে। তাদের কেউ তার (অঙ্গীকারকারী) ইতিমধ্যেই পূরণ করে ফেলেছে আর কেউ তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা মোটেই পরিবর্তিত হয়নি।” রাবী বলেন, সাহাবিগণ মনে করতেন যে এ আয়াতখানা তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।

৪২. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ مِنَ الْعَلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৪২. পরিচ্ছেদ : যে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাহে (-র যোদ্ধা)

৪৭৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৪৭৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি গনীমত লাভের জন্য যুদ্ধ করে, অন্য এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে স্মরণীয় হওয়ার জন্যে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর রাহে (বলে গণ্য হবে)? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে আল্লাহর রাহে (যুদ্ধ করে)।

৪৭৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ۔

৪৭৬৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থে যুদ্ধ করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর রাহে (যুদ্ধ বলে গণ্য হবে?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে, (কেবল) সেই আল্লাহর রাহে (বলে গণ্য হবে)।

৪৭৬৮. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ۔

৪৭৬৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে। তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৭৬৯. حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ۔

৪৭৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তখন সে ব্যক্তি বললো, এক ব্যক্তি ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে এবং গোত্রের টানে যুদ্ধ করে। তখন তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। তাঁর এ মাথা তোলা শুধু এজন্যেই ছিল যে সে লোকটি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এ জন্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে, কেবল সেই আল্লাহর রাহে (যুদ্ধ করে)।

৴৲. ٲَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

৲৳. ٲরিচ্ছেদ : লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়

৴৳৳. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَاتَلْتَ لَأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

৲৳৳৳. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা লোকজন যখন আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলো, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (র) বললেন, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদীস আমাদেরকে শুনান । তিনি বললেন, হ্যাঁ, (শুনাবো) । আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল । তাঁকে হাযির করা হবে এবং (আল্লাহ) তাঁর নিয়ামত-রাশির কথা তাঁকে বলবেন এবং সে তাঁর সবটাই চিনতে পারবে (তার স্বীকারোক্তিও করবে) । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এতে তুমি 'কি আমল করেছিলে ? সে বলবে, আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি । তখন (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো । তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে-যাতে লোকে তোমাকে বলে-তুমি বীর । তা তো বলা হয়েছে । এরপর আদেশ দেয়া হবে । সে মতে তাকে উপড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । তারপর এমন এক ব্যক্তির (বিচার করা হবে) যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করেছে । তখন তাকে হাযির করা হবে । (আল্লাহ তা'আলা) তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (তার স্বীকারোক্তি করবে) তখন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : এতে (বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে) তুমি কি আমল করলে ? সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি । তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছো । তুমি তো জ্ঞান অর্জন

করেছিলে এজন্যে-যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে-যাতে লোকে বলে-সে একজন কারী। তা তো বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির (বিচার হবে) যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বচ্ছলতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাযির করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তি করবে।) তখন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : 'এর বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছো? সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সে খাতে আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যে ব্যয় করিনি। তখন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে-যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪৭৭১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ-

৪৭৭১. আলী ইবন খাশরাম (র) সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় 'তাফাররাকা' এর স্থলে 'তাফাররাজা' এবং 'নাতিলু আহলিশ শাম' এর স্থলে 'নাতিল আশ-শামী' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট হাদীস খালিদ ইবন হারিস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৪- بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَفْنَمَ

৪৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ করে যারা গনীমত লাভ করেছেন আর যারা গনীমত লাভ করেননি তাঁদের সাওয়াবের পরিমাণ সম্পর্কে।

৪৭৭২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثِي أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ-

৪৭৭২. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে যোদ্ধা বাহিনী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো এবং তাতে গনীমত লাভ করলো তারা (এ দুনিয়াতেই) আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় অগ্রিম পেয়ে গেল। তাদের জন্য কেবল এক-তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রইলো। আর যদি তারা কোন গনীমত লাভ করলো না, তাদের বিনিময় পূর্ণ করে দেয়া হবে (পাওনা রয়ে গেল)।

১৭৭৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فَتَغْنُمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُوزِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُوزُهُمْ۔

৪৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই বাহিনী মাত্রই যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো এবং গনীমত লাভ করলো, তারপর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলো তাঁরা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময়ই নগদ (অগ্রিম) পেয়ে গেল। আর যারা খালি হাতে বা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো, তাদের পুরো বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেল।

৪৫. بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : নিয়্যাত অনুসারে আমলের সাওয়াব, জিহাদ প্রভৃ্ত আমলও এর অন্তর্ভুক্ত

৪৭৭৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَاهِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَانَوِي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

৪৭৭৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি আমল (ফলাফল) নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং কোন ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে, যা সে নিয়্যাত করেছে। যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত তো আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে (হিজরত বলে গণ্য হবে), আর যার হিজরত পার্থিব কোন লাভ বা কোন মহিলার পাণি গ্রহণের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যের হিজরত বলেই গণ্য হবে।

৪৭৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُطَهَّرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ غِيَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

৪৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ, আবু রাবী আতাকী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আলা হামদানী ও ইব্ন আবু উমর (র) সুফিয়ান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে মিন্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে বলতে শুনেছি।

৬১. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

৪৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাহে শাহাদাত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব

৬১৭৭. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ -

৪৭৭৬. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাজ্জা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন-যদিও সে (প্রত্যক্ষ) শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।

৬১৭৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ) قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَرِيحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حَنْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ -

৪৭৭৭. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন, যদিও সে তার শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।

৬২. بَابُ دَمٍ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

৪৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাহে জিহাদ না করে, এমন কি মনের মধ্যে জিহাদের বাসনাও পোষণ না করে যে মারা যায় তার পরিণাম অশুভ।

৬১৭৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَهَيْبِ الْمَكِّيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نَفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَتُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪৭৭৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন সাহম আন্তাকী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ (কোনদিন) জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো। আবদুল্লাহ ইবন মুরারক (র) বলেন, আমাদের মত হলো, এ হুকুম একান্তই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

৪৮. بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عَذْرٌ أُخْرُ

৪৮. পরিচ্ছেদ : অসুখ-বিসুখ বা ওজরের জন্যে যে জিহাদে যেতে পারলো না, তার সাওয়াব

৪৭৭৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَاسِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ.

৪৭৭৯. উসমান ইবন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : মদীনার এমন কিছু লোক রয়েছে-যারা তোমাদের প্রতিটি পথ চলার এবং প্রান্তর অতিক্রমকালে তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছে। (সওয়াব লাভের বেলায়)। রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আটকে রেখেছে।

৭৭৮০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ لَا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

৪৭৮০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী' (র)-এর বর্ণনায় আছে “তারা সাওয়াবে তোমাদের সঙ্গে শরীক হয়েছেন।”

৪৯. بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : সাগরের বুকে জিহাদের (নৌযুদ্ধের) ফযীলত

৪৭৮১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرُ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ (يَشْكُ أَيُّهَمَا قَالَ) قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي

مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَفِيِّ زَمَنٍ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ۔

৪৭৮১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। তিনি তাঁকে আপ্যায়িত করতেন। (পরবর্তী সময়ে) উম্মু হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তাঁর ঘরে গেলেন এবং তিনি তাঁকে (যথারীতি) আপ্যায়িত করলেন। তারপর তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) মাথা বানিয়ে দিতে লাগলেন এবং এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি যখন জাগলেন তখন তিনি হাসছিলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসবার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সম্মুখে পেশ করা হলো, যারা আল্লাহর রাহের যোদ্ধারূপে সাগরের বুকে আরোহণ করবে। তারা যেন সিংহাসনে আসীন রাজা-বাদশাহ। অথবা বলেছেন, রাজা-বাদশাহর মত সিংহাসনে আসীন হবেন। রাবী সন্দেহপোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ বাক্যটি বলেছেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের সঙ্গে শামিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন। এরপর তিনি মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। আবার জেগে হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে আমার সম্মুখে পেশ করা হয়, আল্লাহর রাহের যোদ্ধারূপে..... পূর্বের বাক্যের অনুরূপ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের সঙ্গে শামিল করেন। তিনি বললেন : তুমি হবে তাদের প্রথম দলের একজন। পরবর্তী সময়ে উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে সমুদ্রপৃষ্ঠে (সাইপ্রাসের যুদ্ধ উপলক্ষে) আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে নির্গমনকালে সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৭৮২- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ أَرَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهَرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكَ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَمَلَّهَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرَيْبَتْ لَهَا بَغْلَةً فَرَكِبَتْهَا فَصَرَ عَنْهَا فَأَنْدَقَتْ عَنْقُهَا۔

৪৭৮২. খালাফ ইব্ন হিশাম (রা) আনাস (রা)-এর খালা উম্মু হারাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের ঘরে এলেন এবং আমাদের এখানেই মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি যখন জাগলেন তখন তিনি হাসছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসবার কারণ কি? আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। তিনি বললেন : আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হলো যে, আমার উম্মাতের মধ্যকার একদল লোক (দেখলাম) সমুদ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করবে রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনে আরোহণের মতো। তখন আমি

আরয করলাম, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে शामिल রাখেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে शामिल থাকবে। তারপর তিনি শুয়ে পড়েন এবং পুনরায় জাগ্রত হয়ে আবারও হাসতে থাকেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে शामिल রাখেন। তিনি বললেন : তুমি হবে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, তারপর পরবর্তীকালে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি সমুদ্রযুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যখন তিনি ফিরে আসছিলেন তখন একটি খচ্চর তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন তখন খচ্চরটি তাঁকে নীচে ফেলে দেয়। তাতে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়। (এবং এভাবে তিনি শহীদ হন।)।

৬৭৮৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى يَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৪৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আনাস (রা)-এর খালা উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন এবং মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলেন তারপর মুচকি হাসতে হাসতে জাগলেন। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসবার কারণ কি? তিনি বললেন : আমার উম্মাতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো যারা ঐ সবুজ সাগরের বুকে আরোহণ করবে। তারপর হাম্মাদ ইব্ন যায়দের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৭৮৪- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالََةَ أَنَسِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ -

৪৭৮৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আনাস (রা)-এর খালা বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর ইসহাক ইব্ন আবু তালহা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হাব্বান (র)-এর হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

৫০. بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৫০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাহে গ্রহণের থাকার ফযীলত

৬৭৮৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطُّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ عَنْ

سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَبَّاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ الْفِتَانُ -

৪৭৮৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন বাহরাম দারেমী (র) সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস সিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চাইতেও উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সাওয়াব জারী থাকবে। এবং তার (শহীদসুলভ) রিযিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিৎনাবাজদের থেকে নিরাপদে থাকবে।

৪৭৮৬. আবুত তাহির (র) সালমান আল-খায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আযুব ইব্ন মুসা (র) থেকে লায়সের হাদীসের অনুরূপ অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫১. بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

৫১. পরিচ্ছেদ : শহীদের বর্ণনা

৪৭৮৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একব্যক্তি পথ চলাকালে একটি কাঁটায়ুক্ত গাছের ডাল রাস্তায় পেয়ে তা সরিয়ে দিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজের মূল্যায়ন করলেন এবং (প্রতিদানে) তাকে মার্জনা করে দিলেন। তিনি আরও বললেন : শহীদ পাঁচ প্রকার : ১. প্লেগগ্রস্ত ২. উদরাময়গ্রস্ত ৩. ডুবন্ত (ডুবে মৃত) ৪. কোন কিছু চাপা পড়ে মৃত এবং ৫. মহান মহিয়ান আল্লাহর রাহে (প্রাণদানকারী) শহীদ।

৪৭৮৮. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الشُّهَيْدَ فَيَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ شُهِدَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ -

৪৭৮৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? তাঁরা বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় সেই তো শহীদ।” তিনি বললেন : তবে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হবে। তখন তাঁরা বললেন, তা হলে তাঁরা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ! বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ রাহে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ যে ব্যক্তি উদরাময়ে মারা যায় সেও শহীদ। ইব্ন মিকসাম (র) বলেন, আমি তোমার পিতার উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং পানিতে ডুবে মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ।

৪৭৮৯. আবদুল হামীদ ইব্ন বয়ান ওয়াসিতী (র) সুহায়ল (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুহায়ল (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) বলেন, আমি তোমার ভাইয়ের উপর এ হাদীসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি তাতে এতটুকুও অধিক বলেছেন, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মরলো সেও শহীদ।

৪৭৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) এ সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বর্ধিত বলেছেন, যে ব্যক্তি ডুবে মরলো, সেও শহীদ।

৪৭৯১. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাকরাভী (র) হাফসা বিন্ত সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু ‘আমরা কিসে মারা গেলেন? আমি বললাম, প্লেগগ্রস্ত হয়ে। তিনি (হাফসা) বলেন, তখন তিনি (আনাস) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্লেগ হচ্ছে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তির জন্যে শাহাদত স্বরূপ।

৪৭৯২. ওয়ালীদ ইব্ন শুজা (র) আসিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫২. بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمُّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

৫২. পরিচ্ছেদ : তীরন্দাযীর ফযীলত এবং এতে উৎসাহ প্রদান এবং তা শিক্ষা করে ভুলে যাওয়ার নিন্দা

৪৭৯৩. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفْيٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ إِلَّا أَنْ الْقُوَّةَ الرَّمَى إِلَّا أَنْ الْقُوَّةَ الرَّمَى.

৪৭৯৩. হারুন ইব্ন মারুফ (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলার বাণী “এবং তোমরা তাদের মুকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।” জেনে রাখো, এ শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী।

৪৭৯৪. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمْ.

৪৭৯৪. হারুন ইব্ন মারুফ (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই অনেক ভূ-খণ্ড তোমাদের পদানত হবে। আর শত্রুদের মুকাবিলায় আল্লাহই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তীর দ্বারা খেলার (তীরন্দাযীর) অভ্যাস ত্যাগ না করে।

৪৭৯৫. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৭৯৫. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র) উকবা ইব্ন আমির (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৭৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّ فَقِيمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرُ يَشْقٍ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ لَوْلَا كَلَامُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أُعَانِيهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمَى ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

৪৭৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র) ফুকায়ম লাখমী (র) উকবা ইব্ন আমির (রা)-কে বললেন, এই দুই লক্ষ্যস্থলের মধ্যে বারবার আনাগোনা করা এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে মুসলিম ৪র্থ খণ্ড-৫৭

থাকবে। তিনি বললেন, আমি যদি একটি কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে না শুনতাম, তবে এ কষ্ট করতাম না। রাবী হারিছ বলেন, আমি ইব্ন শামাসাহ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সে কথাটি কি?’ তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখলো তারপর তার অভ্যাস ছেড়ে দিল সে আমাদের (উম্মতের দলভুক্ত) নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপ করলো।

৫৩. **بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ**

৫৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মতের একদল লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের বিরোধীরা তাঁদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না

৪৭৭৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الْعَتَكِيِّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادُ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ -

৪৭৯৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূর রাবী আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের একটি দল লোক সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত (অবিচল) থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে। কুতায়বা বর্ণিত হাদীসে “আর তারা তেমনি থাকবে” অংশটুকু নেই।

৪৭৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ -

৪৭৯৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইব্ন আবূ উমর (র) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদাই মানব জাতির উপর বিজয়ী (প্রভাব বিস্তারকারী) থাকবে। এমন কি এভাবে তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ এসে পড়বে, তাদের বিজয়ী থাকাবস্থায়ই।

৪৭৭৯. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً -

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। মারওয়ানের হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

৪৮০০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ দীন (ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল এর পক্ষে লড়তে থাকবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত।

৪৮০১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৮০১. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্নুশ শাইর (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি জামাআত সর্বদাই সত্যের সপক্ষে লড়তে থাকবে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিজয়ী (প্রভাবশালী) রূপে।

৪৮০২. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ -

৪৮০২. মানসূর ইব্ন আবু মুযাহিম (র) উমায়র ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে মিম্বরের উপর (আসীন অবস্থায়) বলতে শুনেছি “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি জামাআত আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ (সহায়তা) ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ (তথা কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে।”

৪৮০৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (وَهُوَ ابْنُ بَرْقَانَ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَنبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا

يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪৮০৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ইয়াযীদ ইব্ন আসাম্ম (র) বলেন, আমি মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা)-কে এমন একটি হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যা ছাড়া নবী ﷺ-এর বরাতে অন্য কোন হাদীস মিসরের উপর থেকে বলতে তাঁকে আমি শুনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি (সমঝ) দিয়ে থাকেন এবং মুসলমানদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করবে। যারা তাদের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করবে অথবা তাদের বিরুদ্ধে থাকবে তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে।

৪৮০৪. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَّاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرُّ مَنْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ عِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلٌ ثُمَّ بَيَعْتُ اللَّهَ رِيحًا كَرِيحٍ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ -

৪৮০৪. আহমাদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন ওয়াহ্ব (র) আবদুর রাহমান ইব্ন শুমাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কিয়ামত কেবল তখনই কায়েম হবে যখন সৃষ্টির নিকৃষ্টতম লোকরা থাকবে, ওরা জাহিলিয়াত সম্প্রদায়ের লোকদের চাইতেও নিকৃষ্ট হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দু'আ করবে তিনি তা প্রত্যাখান করবেন। তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকবা ইব্ন আমির (রা) সেখানে এলেন। তখন মাসলামা (রা) বললেন, হে উকবা, শুনুন, আবদুল্লাহ কি বলছেন? তখন উকবা (রা) বললেন, তিনিই তা অধিক জানেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়ে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট কিয়ামত এসে যাবে আর তাঁর এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের ন্যায়। এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নেবে। তারপর কেবল নিকৃষ্ট লোকগুলোই বাকী থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

৪৮০৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَحْيٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -

৪৮০৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'পশ্চিম দেশীয়রা' (আরববাসীরা) বরাবর হকের উপর বিজয়ী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

৫৪. بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّغْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

৫৪. পরিচ্ছেদ : ভ্রমণকালে বাহনের সুবিধাদির প্রতি খেয়াল রাখা এবং রাস্তার উপর রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ হওয়া।

৪৮০৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

৪৮০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার অংশ আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ততার মধ্যে ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত্রি যাপনের জন্যে অবতরণ করবে তখন রাস্তা থেকে (নিরাপদ) দূরত্বে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং কীট পতঙ্গের রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল।

৪৮০৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

৪৮০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন উর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা দাও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বা অনুর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি তাদের মগজ (চলার শক্তি) বাকী থাকতে তা অতিক্রম করে যাও। আর যখন রাত্রি যাপনের জন্যে কোথাও অবতরণ কর তখন পথ থেকে সরে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ও সাপ-বিছা ইত্যাদির রাত্রিবেলার আশ্রয়স্থল।

৫৫. بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ وَأَسْتَحْبَابُ تَفْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُفْلِهِ

৫৫. পরিচ্ছেদ : সফর ক্রেশের অংশ বিশেষ। প্রয়োজন সেরে মুসাফিরের তাড়াতাড়ি পরিজনদের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব।

৪৮০৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ نَعَمْ۔

৪৮০৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, ইসমাঈল ইব্ন আবু উয়ায়স, আবু মুসআব যুহরী, মানসূর ইব্ন আবু মুযাহিম, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামীমী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সফর ক্রেশের অংশ, তা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নিদ্রা ও পানাহারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের কেউ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলেই সে যেন তাড়াতাড়ি করে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যায়। রাবী ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামীমী (র) বলেন, আমি (রাবী) মালিককে বললাম, সুমাই (র) কি আপনাকে আবু সালিহ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসখানা সফর ক্রেশের অংশবর্ণনা করেছেন? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫৬. بَابُ كَرَاهَةِ الطَّرُوقِ وَهُوَ الدَّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

৫৬. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে রাতে অতর্কিতে ঘরে ফেরা মাকরুহ

৪৮০৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً۔

৪৮০৯. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো (গভীর) রাতে (সফর থেকে ঘরে) পরিবারবর্গের নিকট আসতেন না; বরং সকালে বা সন্ধ্যায় তাঁদের কাছে আসতেন।

৪৮১০. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ۔

৪৮১০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে এতে "لَا يَطْرُقُ" এর স্থলে "لَا يَدْخُلُ" বর্ণনা করেছেন।

৪৮১১. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ امْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَوْ عِشَاءً كَى تَمْتَشِطُ الشَّعْبَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ۔

৪৮১১. ইসমাইল ইব্ন সালিম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তারপর আমরা যখন মদীনায়ে আসলাম এবং ঘরে ফিরতে উদ্যত হলাম তখন তিনি বললেন : একটু অপেক্ষা কর, আমরা রাতে বা সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রবেশ করবো এতে যাদের (স্ত্রীদের) চুল অবিন্যস্ত তারা চুল বিন্যস্ত করে নিবে এবং যাদের স্বামী প্রবাসে ছিল তারা গুণ্ডাঙ্গের লোমরাশি পরিষ্কার করে নিবে।

৪৮১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْبَةَ۔

৪৮১২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে তখন সে যেন রাতের আগন্তুকের মতো অতর্কিতে পরিবারবর্গের কাছে গিয়ে উপস্থিত না হয়, যাতে (দীর্ঘকাল) অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী তার গুণ্ডাঙ্গের লোম পরিষ্কার করার এবং এলোকেশিনী তার কেশ বিন্যাস করার সুযোগ পায়।

৪৮১৩. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৪৮১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব (র)সাইয়ার (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪৮১৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا۔

৪৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের পর বাড়ি ফিরে তখন রাতের অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের মতো পরিবারের কাছে উপস্থিত হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৪৮১৫. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮১৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪৮১৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ -

৪৮১৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাতের বেলা অতর্কিতে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৪৮১৭. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لَا يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ -

৪৮১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সুফিয়ান (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত। আবদুর রাহমান (র) বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, “তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ ও দোষত্রুটি অনুসন্ধান প্রসংগটি” হাদীসে আছে কি না তা আমার জানা নেই।

৪৮১৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَرَاهَةِ الطَّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثْرَاتِهِمْ -

৪৮১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে অতর্কিতে রাত্রিতে ঘরে ফিরা মাকরুহ হওয়া সংক্রান্ত কথা রিওয়াত করেছেন। তবে তিনি “তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ ও দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান” বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে
সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

۱- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعْلَمَةِ

১. পরিচ্ছেদ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা

৪৮১৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعْلَمَةَ فَيُمْسِكُنَّ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنِ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنِ مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيبُ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ-

৪৮১৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে (লেলিয়ে) দেই এবং তারা শিকার করে আমার জন্য রেখে দেয়, আমি তখন আল্লাহর নাম (অর্থাৎ) ‘বিসমিল্লাহ’ বলি। (এ শিকারকৃত জন্তু আমি খেতে পারি কি?) তিনি বললেন : যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়লে এবং আল্লাহর নাম নিলে তখন তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম, যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন : যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে—যতক্ষণ তার সাথে অন্য কুকুর শামিল না হয়। আমি তাঁকে বললাম, আমি অনেক সময় শিকারের উদ্দেশ্যে ‘মি’রাদ’ (কাঠ বা পেরেকযুক্ত তীক্ষ্ণ ছড়ি ইত্যাদি) নিক্ষেপ করে থাকি, তাতে শিকার কুপোকাত করে ফেলে? তখন তিনি বললেন : যখন তুমি ‘মিরাদ’ নিক্ষেপ কর এবং তার সম্মুখভাগ প্রবিষ্ট হয়ে শিকার মারা যায় তবে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি পাশের ভাগ (আড়াআড়ি) লেগে শিকার মারা যায়, তবে তুমি তা খাবে না।

৪৮২০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَحْصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْتَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ.

৪৮২০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করলাম, আমরা এমন একটা সম্প্রদায় যারা ঐ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুর দ্বারা শিকারে অভ্যস্ত। তখন তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ছাড়বে, তখন তুমি তাদের শিকার করা পশু খেতে পারো, যদিও তারা তা হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তুমি তা অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, আমার তাতে সন্দেহ হয় যে, সে হয়তো তার নিজের জন্যেই এ শিকার ধরে থাকবে। আর যদি এ শিকারে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরাও যোগ দিয়ে থাকে তাহলে তুমি তা মোটেও খাবে না।

৪৮২১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بَعَرَضِهِ فَقَتْلُ فَإِنَّهُ وَقِيدُ فَلَا تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِنْهُ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخْذُهُ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ.

৪৮২১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আন্বারী (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'মিরাদ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন : যখন তার ধারালো অংশ দ্বারা শিকার নিহত হবে তখন তুমি তা খেতে পারবে, আর যখন তার পাশের অংশের (আড়াআড়ি) আঘাতে শিকার নিহত হবে, তখন তা (কুরআনে বর্ণিত) 'ওকীয' বা ভারী প্রস্তরাঘাতে মৃত পশু তুল্য হবে। সুতরাং তুমি তা খাবে না। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুকুর সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : যখন তুমি (শিকারের উদ্দেশ্যে) তোমার কুকুর ছেড়ে দেবে এবং আল্লাহর নাম নিবে তখন তুমি তা খেতে পারো। আর যদি কুকুর তার থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা সেটা সে তার নিজের জন্যেই ধরেছে। আমি বললাম, যদি আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই আর কোন্ কুকুরটি শিকার ধরেছে তা ঠিক করতে না পারি (তখন কি করবো)? তিনি বললেন : তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তেই আল্লাহর নাম নিয়েছ (বিসমিল্লাহ বলেছ) অন্যটির ব্যাপারে আল্লাহর নাম নাওনি।

৪৮২২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ وَآخِبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৪৮২২. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ূব (র) আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে 'মিরাদ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৮২৩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ -

৪৮২৩. আবু বাকর ইব্ন নাফি' আবদী (র) আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে 'মিরাদ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ... (বাকী অংশ) পূর্বরূপ।

৪৮২৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنْ ذَكَاتَهُ أَخَذَهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ -

৪৮২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'মিরাদ' দ্বারা শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : যদি তীক্ষ্ণ অংশ দ্বারা বিদ্ধ করে হয়, তা খেতে পারো। আর যদি তার পার্শ্ব ভাগ লেগে নিহত হয় তাহলে সেটা 'ওকীয' (চাপায় মৃত-) শ্রেণীভুক্ত। আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও প্রশ্ন করি। তিনি বললেন : যা সে তোমার জন্য শিকার করে রাখে এবং তা থেকে সে না খায়, তুমি তা খেতে পার। কেননা তার ধরাটাই (শিকার করাই) ছিল যবাহ। তবে যদি তুমি তার কাছে অন্য কুকুরও দেখতে পাও এবং তোমার আশঙ্কা হয় যে, শিকার ধরায় সেটাও शामिल ছিল এবং সে কুকুরই হয়তো শিকার হত্যা করেছে, তবে তুমি তা আহার করবে না। কেননা তুমি কেবল তোমার কুকুরের ব্যাপারেই আল্লাহর নাম নিয়েছ, (বিসমিল্লাহ বলেছ) অন্য কুকুরের ব্যাপারে নাওনি।

৪৮২৫. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮২৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) যাকারিয়া ইব্ন আবু যায়দাহ (র) থেকে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৮২৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَهُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ -

৪৮২৬. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল হামিদ (র)..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদী ইব্ন হাতিম (রা) 'নাহরাইন'-এ আমাদের প্রতিবেশী, (ব্যবসায়ের) শরীক এবং সহকর্মী ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি নবী ﷺ -কে এ মর্মে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আমার কুকুরকে (শিকার ধরার উদ্দেশ্যে) ছেড়ে দেই এবং পরে আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই, সেও শিকার ধরেছে। আসলে কোন কুকুরটি শিকার করেছে তা আমি ঠিক করতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (তাহলে) তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তেই আল্লাহর নাম নিয়েছ; অন্যটির ব্যাপারে আল্লাহর নাম নাওনি।

৪৮২৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -

৪৮২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪৮২৮. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْرِكْتَهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكَتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ -

৪৮২৮. ওয়ালীদ ইব্ন শুজা' আস্-সাকুনী (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : যখন তুমি তোমার কুকুর ছাড়বে তখন আল্লাহর নাম নেবে। তারপর সে যদি তোমার জন্য শিকার ধরে আর তুমি তা জীবিত অবস্থায় পাও, তবে তুমি তাকে যবাহু করবে। আর যদি নিহত অবস্থায় পাও অথচ সে তার কোন অংশ খায়নি, তাহলে তুমি তা খেতে পার। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাও আর শিকার মরে গেছে, তা হলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি শিকারকে হত্যা করেছে। আর যদি তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তবে আল্লাহর নাম নিয়েই নিক্ষেপ করবে। তারপর শিকার যদি একদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকে, (তারপর পাও আর) তাতে তোমার তীরের ক্ষত চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন দেখতে না পাও, তবে ইচ্ছে হলে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তবে তা খাবে না।

৪৮২৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ -

৪৮২৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ুব (র) .. আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করবে তখন আল্লাহর নাম নেবে। যদি তুমি শিকার মৃত অবস্থায় পাও, তবে কিন্তু তা খেতে পার। কিন্তু যদি তা পানিতে পাও তবে খাবে না। কেননা, তুমি তো (নিশ্চিতভাবে) জান না যে, পানিই তাকে হত্যা করলো, নাকি তোমার তীর।

৪৮৩০. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيِّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي أَنْيَتِهِمْ وَأَرْضٌ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بَارِضٌ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي أَنْيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَنْيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بَارِضٌ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ۔

৪৮৩০. হান্নাদ ইব্ন সারী (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস করি, আমরা তাদের বাসনপত্রে আহার করে থাকি এবং আমাদের এলাকা শিকারের এলাকা। আমি আমার ধনুক দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি আবার তার সঙ্গে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোন্টা হালাল হবে তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : তুমি যে বললে তোমরা কিতাবধারীদের এলাকায় বাস কর এবং তাদের বাসনপত্রে আহার কর; যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তবে তাদের পাত্রে আহার করবে না। আর যদি অন্য পাত্র না পাও, তবে তা ধুয়ে নিয়ে তারপর তাতে খাবে। তুমি যে বললে, তোমরা শিকারের এলাকায় বসবাস কর, (তার জবাব হচ্ছে) তোমার ধনুক দিয়ে যে শিকার হত্যা করবে তাতে আল্লাহর নাম নিবে, তারপরই তা খাবে। আর যা তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে তাতেও আল্লাহর নাম নিয়েই তবে খাবে। আর যা তোমার অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে এবং তা তুমি যবাহ করার সুযোগ পাবে, তবে তা খেতে পার।

৪৮৩১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ كِلَاهُمَا عَنْ حَيَّوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ

৪৮৩১. আবু তাহির ও যুহায়র ইব্ন হারর (র)..... হায়ওয়া (র) থেকে এ সনদে এ হাদীসখানা ইব্ন মুবারাক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ওয়াহব তার হাদীসে ধনুকের শিকারের কথা উল্লেখ করেননি।

২. بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

২. পরিচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া শিকার পাওয়া গেলে

৪৮৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتِنْ.

৪৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আর-রাযী (র)..... আবু সালাবা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা (শিকার) তোমার নিকট থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এরপর তুমি তা পাও, তবে যতক্ষণ তাতে দুর্গন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তা খেতে পারো।

৪৮৩৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتِنْ.

৪৮৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ (র)..... আসু সালাবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তার শিকার তিনদিন পরে পায় সে তা দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারবে।

৪৮৩৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُهُ فِي الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّاهِرِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نَتَوْتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ كُلُّهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَنْتِنَ فَدَعَاهُ.

৪৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আবু সালাবা খুশানী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তাতে তিনি দুর্গন্ধ বা পচার কথা উল্লেখ করেননি এবং কুকুর (এর শিকার) সম্পর্কে বলেছেন : তিন দিন পরেও তা খেতে পারো- হ্যাঁ যদি পচে যায় তবে তা ফেলে দাও।

৩. بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : হিংস্র পশু ও নখরওয়ালা পাখি খাওয়া হারাম

৪৮৩৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৬৩

أَكَلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ زَادَ اسْحَقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ-

৪৮৩৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... আবু সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁতেল (ধারাল দাঁত বিশিষ্ট) হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। ইসহাক এবং ইবন আবু উমর (র) তাঁদের হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী বলেছেন, আমরা সিরিয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত তা শুনিনি।

৪৮৩৬. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমরা হিজায়ে আমাদের আলিমদের কাছে তা কখনও শুনিনি। শেষ পর্যন্ত আবু ইদরীস (র) তা আমার কাছে বর্ণনা করেন। আর তিনি ছিলেন সিরিয়াবাসী ফিকাহবিদদের অন্যতম।

৪৮৩৭. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। আবু তাহির, মুহাম্মদ ইবন রাফি, ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, হুলাওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইউনুস ও আমর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই 'আহার করা' এর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সালিহ ও ইউসুফ-এর বর্ণনায় ('খাওয়ার' কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদের বর্ণনায়) আছে, 'হিংস্র পশু খেতে তিনি নিষেধ করেছেন।

৪৮৩৮. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন। আবু তাহির, মুহাম্মদ ইবন রাফি, ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, হুলাওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইউনুস ও আমর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই 'আহার করা' এর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সালিহ ও ইউসুফ-এর বর্ণনায় ('খাওয়ার' কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদের বর্ণনায়) আছে, 'হিংস্র পশু খেতে তিনি নিষেধ করেছেন।

৪৮৩৮. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبيدة بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأكَلُهُ حَرَامٌ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৮৩৮. যুহায়র ইবন হার্ব (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সকল হিংস্র পশুই খাওয়া হারাম। আবু তাহির (র) মালিক ইবন আনাস (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৩৯. وَحَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -

৪৮৩৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আন্বরী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং সকল প্রকার নখরধারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

৪৮৪০. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৮৪০. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... শু'বা (র) থেকে এ সনদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৪১. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بَشِيرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -

৪৮৪১. আহমাদ ইবন হাম্বল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং নখরধারী পাখি (খেতে) নিষেধ করেছেন।

৪৮৪২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ -

৪৮৪২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আহমাদ ইবন হাম্বল ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। বাকী অংশ শু'বা কর্তৃক হাকাম (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৬৫

৪. بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

৪. পরিচ্ছেদ : সাগরের মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল

৪৮৪৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَى عَيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى الْيَلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِينَا الْخَبْطَ ثُمَّ نَبْلُهُ قَالَ وَأَنْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكُثَيْبِ الضَّخْمِ فَاتَيْنَا فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطَرَرَّتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِينَا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَفْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنِ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدْرَكَ الثَّوْرَ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقَبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرًا مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَانِقٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقُ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَهَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

৪৮৪৩. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং আবু উবায়দাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। কুরায়শদের কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। তিনি পাথেয় স্বরূপ আমাদেরকে এক থলে খেজুর সাথে দেন। এছাড়া অন্য কিছু আমাদের জন্য তিনি পাননি। আবু উবায়দা (রা) আমাদেরকে দৈনিক একটা করে খেজুর দিতেন। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তা দিয়ে আপনারা কিভাবে কি করতেন? আমি বললাম, আমরা তা চুষতাম—যেভাবে শিশু চুষে থাকে। তারপর এর উপর পানি পান করে নিতাম এবং তা আমাদের দিনরাতের জন্য যথেষ্ট হতো। এছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে (বাবলা) গাছের পাতা পেড়ে পানিতে তা ভিজিয়ে (নিয়ে তারপর তা খেয়ে) নিতাম। রাবী বলেন, তারপর আমরা সাগর উপকূল দিয়ে চলতে লাগলাম। এমন সময় সমুদ্রোপকূলে উঁচু টিবির মতো কী যেন একটা আমাদের সম্মুখে উত্থিত হলো। আমরা যখন তার নিকটবর্তী হলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, উহা একটি জন্তু, যাকে ‘আম্বর’ (তিমি) বলা হয়। রাবী বলেন, আবু উবায়দা (রা) বললেন, এতো মৃত জন্তু। তারপর বললেন, না, বরং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত দূত এবং আমরা আল্লাহর রাহেই রয়েছি। আর এখন তোমরা প্রাণান্তকর অবস্থায়, মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৫৯

সুতরাং তোমরা তা খেতে পারো। রাবী বলেন, তারপর দীর্ঘ একমাস আমরা তিনশ' লোক তা খেয়েই কাটলাম এবং আমরা মোটাতাজা হয়ে উঠলাম। রাবী বলেন, আমি দেখেছি, কি ভাবে কলসীর পর কলসী (মটকা) ভরে তৈল (চর্বি) আমরা তার চক্ষুর কোটর থেকে বের করি এবং তার দেহ থেকে এক একটি ষাঁড় পরিমাণ মাংসখণ্ড খসিয়ে নেই। তারপর আবু উবায়দা (রা) আমাদের মধ্যকার তের জন লোককে ডেকে নিলেন এবং ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। তিনি জন্তুটির পাঁজরের একটি অস্থি তুলে দাঁড় করালেন। তারপর আমাদের সবচাইতে বড় উটটির উপর হাওদা চড়ালেন আর সেই উটটি দিব্যি তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তারপর অবশিষ্ট গোশত আমরা সিদ্ধ করে আমাদের পাথেয় রূপে নিয়ে আসলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে কথা তাঁর কাছে বললাম। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে এমন রিযিক যা আল্লাহ তোমাদের জন্যই বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে কি তার অবশিষ্ট কিছু গোশত আছে? তাহলে তোমরা আমাদেরও তা খেতে দাও। রাবী বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার কিছু অংশ প্রেরণ করি এবং তিনি তা আহার করেন।

৪৮৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ رَاكِبٍ وَآمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرُصِدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبْطَ فَسُمِّيَ جَيْشُ الْخَبْطِ فَالْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حِجَاكِ عَيْنِهِ نَفَرُ قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً وَدَكٍ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهَا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ-

৪৮৪৪. আবদুল জব্বার ইবন 'আলা (র)..... আমর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা ছিলাম তিনশ' জন আরোহী এবং আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আমরা কুরায়শের একটি কাফেলার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলাম। অর্ধমাস পর্যন্ত আমরা সমুদ্রোপকূলে অবস্থান করি। আমরা সে সময় দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হই এবং আমরা (ক্ষুধার জ্বালায়) গাছের পাতা খেতে বাধ্য হই। এ জন্য এ বাহিনীর নাম পড়ে যায় 'জাইশুল খাবাত' বা 'পাতার বাহিনী' (পাতাখোর বাহিনী)। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য একটি জন্তু নিক্ষেপ করলো-যাকে 'আম্বর' বলা হয়। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত তা খেতে থাকি এবং তার তৈল আমাদের গায়ে মালিশ করি, তাতে আমাদের দেহ বলিষ্ঠ হয়ে উঠে (পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা)। রাবী বলেন, আবু উবায়দা (রা) জন্তুটির পাঁচজরের একটি অস্থি তুলে দাঁড় করালেন, তারপর বাহিনীর সচাইতে দীর্ঘকায় লোকটি এবং সবচেয়ে বড় উটটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর ঐ ব্যক্তিকে ঐ উটের উপর চড়িয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি দিব্যি তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল।

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৬৭

ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে অনেকগুলো লোক একত্রে বসলেন। রাবী বলেন, আর আমরা তার চোখ থেকে এত এত কলস (মটকা) ভর্তি চর্বি বের করি। রাবী আরও বলেন, আর আমাদের কাছে ছিল এক বস্তা খেজুর। আবু উবায়দা (রা) তার থেকে আমাদের প্রত্যেককে এক মুষ্টি করে খেজুর দিলেন। তারপর (শেষদিকে) তিনি আমাদের জনপ্রতি একটি করে মাত্র খেজুর দিতেন। যখন তাও নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন আমরা তার অভাবটুকু (রীতিমতো) অনুভব করলাম।

৪৮৪৫. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوَ جَابِرًا يَقُولُ فِي جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ -

৪৮৪৫. আবদুল জব্বার ইবন আ'লা (র)..... আমর (র) কে 'জাইশুল খাবাত' সম্পর্কে বলতে শুনছেন : এক ব্যক্তি প্রথমে তিনটি উট যবাহ করে, তারপর আরও তিনটি, তারপর আরও তিনটি। তারপর আবু উবায়দা (রা) তাঁকে তা করতে বারণ করেন।

৪৮৪৬. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ أَرْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا -

৪৮৪৬. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা আমাদেরকে একটি বাহিনীতে প্রেরণ করেন আর সে বাহিনীতে আমরা ছিলাম তিনশ' জন। আমরা আমাদের পাথেয় আমাদের কাঁধে বহন করেছিলাম।

৪৮৪৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنَى زَادَهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِرْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلُّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ -

৪৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনশ' লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। এক পর্যায়ে তাঁদের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন আবু উবায়দা (রা) সকলের পাথেয় একই পাত্রে একত্রিত করে আমাদের নিত্যদিনকার খাদ্য সরবরাহ করতেন। শেষ পর্যন্ত এমন কি আমাদের ভাগে দৈনিক একট করে খেজুর পড়তো।

৪৮৪৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سَيْفِ

الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْةً -

৪৮৪৮. আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাহিনীকে সমুদ্রোপকূলের দিকে পাঠালেন, আমিও তাতে ছিলাম। হাদীসের বাকি অংশ আমার ইবন দিনার ও আবু যুবায়র (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ওয়াহব ইবন কায়সান (র)-এর হাদীসে আছে যে, ‘সেনাবাহিনী আঠার রাত দিন পর্যন্ত তা থেকে খেয়েছিল।’

৪৮৪৯. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَذَّرِ الْقَزَّازُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৪৮৪৯. হাজ্জাজ ইবন শাহী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাহিনীকে জুহায়না গোত্রের এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। বাকি অংশ পূর্ববর্তীদের হাদীসের অনুরূপ।

৫. بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

৫. পরিচ্ছেদ : গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম

৪৮৫০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৪৮৫০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের ‘মুত্’আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন।

৪৮৫১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالََا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالََا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৪৮৫১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হারব, অন্য এক সনদে এবং ইবন নুমায়র (র) ভিন্ন সূত্রে। আবু তাহির, হারমালা, ইসহাক ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৬৯

৪৮৫২. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوْا نِي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .

৪৮৫২. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন ।

৪৮৫৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .

৪৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন ।

৪৮৫৪. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ أَحْتَاجُوا إِلَيْهَا .

৪৮৫৪. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইব্ন আবু উমর (র)...উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন, অথচ সেদিন লোকদের জন্য (তার অভাব ছিল) খুবই খাদ্যাভাব ছিল ।

৪৮৫৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَا هَا فَإِنْ قُدُورُنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اكْفُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ .

৪৮৫৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, খায়বারের দিন আমাদের দারুণ ক্ষুধা পেয়েছিল । আমরা সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম । নগরের উপকণ্ঠে আমরা কিছু গৃহপালিত গাধা পেলাম । আমরা সেগুলো যবাহ করলাম । আমাদের ডেগ্‌চীসমূহ যখন টগবগ করছিল এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করল যে, ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দাও এবং গৃহপালিত গাধার গোশতের একটুও খেয়ো না । আমি বললাম, কোন ধরনের হারাম করলেন ? রাবী বলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম এবং বললাম, চিরতরেই হারাম করেছেন । (কিংবা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বাদ না রাখার কারণে তা হারাম করা হয়েছে ।

৪৮৫৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيْالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاَهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ اكْفُوا الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا قَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ الْآخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ.

৪৮৫৬. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র)..... সুলায়মান শায়বানী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, খায়বারের রাতগুলোতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। যখন খায়বারের বিজয়ের দিন হলো, আমরা গৃহপালিত গাধাগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং সেগুলো যবাহ করলাম। তারপর যখন ডেগ্‌চীতে তা টগবগ করছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করল যে, ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দাও এবং গৃহপালিত গাধাগুলোর কিছুই খেয়ো না। রাবী বলেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক বললো, যেহেতু গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আবার অন্যরা বললো, না, তা চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪৮৫৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ اكْفُوا الْقُدُورَ.

৪৮৫৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... আদী ইবন সাবিত (র) বলেন, আমি বারা' ইবন এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা কিছু সংখ্যক গৃহপালিত গাধা পেলাম। আমরা তা রান্না করছি; এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করলো, ওহে! তোমাদের ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দাও।

৪৮৫৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ اكْفُوا الْقُدُورَ.

৪৮৫৮. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... বারা' (রা) বলেন, খায়বার দিবসে আমরা কিছু সংখ্যক গৃহপালিত গাধা পেয়ে যাই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করলো, ডেগ্‌চীগুলো উল্টিয়ে দাও।

৪৮৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهَيْنَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

৪৮৫৯. আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... সাবিত ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, আমাদেরকে গৃহপালিত গাধা (খাওয়া) থেকে বারণ করা হয়েছে।

৪৮৬০. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৪৮৬০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত কাঁচা হোক বা রান্না করা হোক তা ফেলে দিতে নির্দেশ দেন। এরপর তা খেতে আদেশ করেননি। আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ..... আসিম (র) থেকে এ সনদে উক্ত হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৬১. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرِيُّ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَذْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فُكْرَهُ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

৪৮৬১. আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জন্যেই তা নিষেধ করলেন কিনা যে, এগুলো লোকের পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। তাই পরিবহন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা অপছন্দ করলেন। কিংবা খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশত তিনি (চিরতরে) হারাম করে দিলেন।

৪৮৬২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيْ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَلِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْنَهْرِيقُهَا وَنُفْسِلُهَا قَالَ أَوْذَاكَ.

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সালামা ইব্ন আকওয়া' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আল্লাহ তাদের জন্য বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন যখন সন্ধ্যা হলো, অনেক আগুন জ্বালানো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, আগুনের এ ছড়াছড়ি কিসের জন্য? লোকজন বললো, গোশত পাকানো হচ্ছে। তিনি বললেন, কিসের গোশত? তাঁরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এগুলো ফেলে দাও এবং ঐ (পাত্র)-গুলো ভেঙ্গে ফেল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমরা এগুলো ফেলে দেবো আর ঐ (পাত্র)-গুলো কি ধুয়ে নেবো? তিনি বললেন, তাও করতে পারো।

৪৮৬৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৪৮৬৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবু বাকর ইব্ন নাযর (র)..... ইয়াযীদ ইব্ন আবু উবায়দ (র) এ সনদে (হাদীসখানা) বর্ণনা করেছেন।

৪৮৬৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمْرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاكْفَيْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِمَا فِيهَا۔

৪৮৬৪. ইব্ন আবু উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করলেন তখন জনপদের বাইরে আমরা কতকগুলো গাধা পেয়ে গেলাম। আমরা তার কতকটা রান্না করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করলো : জেনে রাখো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা থেকে তোমাদেরকে বারণ করছেন। এগুলো হচ্ছে নাপাক- এগুলো শয়তানের কাজ। তখন ডেগ্‌চীগুলো উলটিয়ে দেয়া হলো তাতে যা আছে তা সহ। তখন ডেগ্‌চীগুলো তাতে যা ছিল তা (গোশত)-সহ টগবগ করছিল।

৪৮৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدَيْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلْتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْنَيْتِ الْحُمْرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طُلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ قَالَ فَاكْفَيْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا۔

৪৮৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল যারীর (র)..... আনাস (রা), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খায়বারের দিন হলো, তখন জনৈক আগন্তুক এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! গাধা সব খাওয়া হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর আর একজন এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! গাধাগুলো শেষ করে দেওয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন। কেননা তা হচ্ছে অপবিত্র। রাবী বলেন, তারপর ডেগ্‌চীগুলো সব তাতে যা আছে তার সবসহ উলটিয়ে দেওয়া হলো।

৬. بَابُ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ

৬. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশত আহার করা

৪৮৬৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي رَيْمٍ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحْمِ الْحُمْرِ إِلَّا هَلِيَّةً وَأَذِنَ فِي لَحْمِ الْخَيْلِ۔

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৮৬৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু রাবী' 'আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

৪৮৬৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَاَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ . وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খায়বার যুদ্ধকালে আমরা ঘোড়া এবং বন্য গাধার গোশত খেয়েছি। পক্ষান্তরে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বারণ করেছেন।

আবু তাহির, ইয়াকুব দাওরাকী ও আহমাদ ইব্ন উসমান নাওফলী (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৪৮৬৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ -

৪৮৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া যবাহ করেছি এবং তা খেয়েছি।

৪৮৬৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮৬৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭. بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ .

৭. পরিচ্ছেদ : গুঁই সাপ (শঙা) হালাল

৪৮৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِأَكْلِهِ وَلَا مُحَرَّمِهِ -

৪৮৭০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে গুঁইসাপ (অথবা পাহাড়ী 'শগা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : আমি নিজে তা খাইও না, এবং তা হারামও বলি না।

৪৮৭১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ۔

৪৮৭১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).. ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গুঁইসাপ (শগা) খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো; তখন তিনি বললেন : আমি তা খাই না এবং তা হারামও বলি না।

৪৮৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ۔

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারে বসা অবস্থায় গুঁইসাপ (শগা) খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। জবাবে তিনি বললেন, আমি খাইও না এবং হারামও বলি না।

৪৮৭৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ۔

৪৮৭৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৭৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّبِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ۔

৪৮৭৪. আবুর রাবী, কুতায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন নুমায়র, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... নাফি (র) সূত্রে ও ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে গুঁইসাপ সম্পর্কে লায়স কর্তৃক নাফি' থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে আইয়ুব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গুঁইসাপ (শগা) নিয়ে আসা হলো। তিনি তা আহার করেননি এবং হারামও বলেননি।' আর উসামা (রা)-এর হাদীসে আছে যে, 'এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়ালো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিম্বারে আসীন ছিলেন।'....।

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৮৭৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْهَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَآتَوْا بِلَحْمٍ ضَبَّ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي -

৪৮৭৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কতিপয় সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে সা'দ (রা) ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে গুঁইসাপের গোশত পরিবেশন করা হলো। তখন নবী ﷺ-এর একজন স্ত্রী আওয়ায দিয়ে বললেন, এটা কিন্তু গুঁইসাপের গোশত! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তা খেতে পারো, কেননা এটা হালাল, তবে এটা আমার (অভ্যস্ত) খাদ্য নয়।

৪৮৭৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ -

৪৮৭৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না তাওবা আশ্বরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী (র) আমাকে বলেছেন : তুমি কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাসান (রা) এর হাদীসটি শুনেছ? আমি তো প্রায় দু'বছর বা দেড় বছর ইবন উমর (রা)-এর সান্নিধ্যে বসেছি, কিন্তু তাঁকে এ হাদীসটি ছাড়া নবী ﷺ থেকে (এ বিষয়ে) অন্য কিছু রিওয়ায়াত করতে শুনিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী যাদের মধ্যে সা'দ (রা)ও ছিলেন, মুআয (রা) এর হাদীসের অনুরূপ।

৪৮৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْظَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَاتَى بِضَبٍّ مَحْنُودٍ فَاهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَاجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ -

৪৮৭৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে গেলাম। তখন ভূনা গুঁইসাপ আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুবারক হাত সেদিকে প্রসারিত করলেন। মায়মূনা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত মহিলাদের একজন বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা খেতে ইচ্ছে করছেন সে সম্বন্ধে তোমরা

তাকে অবহিত কর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক তুলে নিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। যেহেতু এটা আমাদের এলাকায় নেই, তাই আমার কাছে (অভ্যাস না থাকার কারণে) তা অপছন্দনীয়। খালিদ (রা) বলেন, তারপর আমি তা (পাত্রটি) টেনে নিয়ে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে থাকলেন।

৪৮৭৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ وَخَالَتُهُ وَخَالََةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَلَمًا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمِّيَ لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَدِمْتُنَّ لَهُ قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَى-

৪৮৭৮. আবু তাহির ও হারমালা (র).... খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)- যাকে সাযফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) বলা হয়, তার থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন তাঁর ও ইবন আব্বাস (রা)-এর খালা। তখন তিনি (মায়মূনার) তাঁর কাছে ভুনা গুঁইসাপ দেখতে পেলেন, যা তাঁর (মায়মূনার) বোন হুফায়দা বিন্ত হারিস নাজ্দ থেকে এনেছিল। তিনি গুঁইসাপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। নিয়ম ছিল কোন খাদ্যের বিবরণ ও তার নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত তা তার কাছে পরিবেশন করা হত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ গুঁইসাপের দিকে তাঁর হাত মুবারক প্রসারিত করলে উপস্থিত মহিলাদের একজন বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যা পেশ করছো সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কর। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ওটা গুঁইসাপ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক তুলে নিলেন। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ওটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে যেহেতু ওটা আমার জন্মভূমিতে নাই তাই আমার কাছে ওটা অপছন্দীয় (অরুচিকর)। খালিদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি সেটা টেনে নিয়ে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি তাকিয়ে রইলেন। তবে তিনি আমাকে নিষেধ করেন নি।

৪৮৭৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ

بُنْتُ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقَدِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ ضَبَّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حَفِيدِ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حِجْرِهَا -

৪৮৭৯. আবু বাকর ইবন নাযর ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে গুঁই সাপের গোশত পেশ করা হলো, যা উম্মু হুফায়দ বিন্ত হারিস নজ্দ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন জা'ফর গোত্রের এক লোকের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বস্তুর পরিচয় না জানা পর্যন্ত তা খেতেন না। পরবর্তী অংশ বর্ণনাকারী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে হাদীসের শেষাংশে তিনি অধিক বর্ণনা করেন যে, ইবন আসাম্ম মায়মূনা (রা) থেকে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবন আসাম্ম) তার (মায়মূনার) লালনপালনে ছিলেন।

৪৮৮০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْظَلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ -

৪৮৮০. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ -এর নিকট দুটি ভুনা গুঁইসাপ (শজা) আনা হলো। পরবর্তী অংশ অন্যদের হাদীসের অনুরূপ। তবে বর্ণনাকারী (মামার) “মায়মূনা (রা) থেকে ইয়াযীদ ইবন আসাম্ম (র)” উল্লেখ করেননি।

৪৮৮১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ -

৪৮৮১. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনা (রা)-এর ঘরে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে গুঁইসাপের এর গোশত আনা হলো। তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। ইবন মুন্কাদির পরবর্তী অংশ যুহরী (র)-এর বর্ণনার সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৮৮২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حَفِيدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقْذَرًا وَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪৮৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবু বাকর ইবন নাফি' (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা উম্মু হুফায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু ঘি, পনির এবং কয়েকটি গুঁইসাপ হাদিয়া প্রদান করেন। তিনি ঘি ও পনির থেকে কিছু খেলেন এবং অরুচিকর হওয়ার কারণে গুঁই খাওয়া বর্জন করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হয়। যদি হারাম হতো তা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না।

৪৮৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عُرُوسُ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَأَكَلْتُ وَتَارِكُ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ أَكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُّوا فَاكُلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا أَكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৪৮৮৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইয়াযীদ ইবন আসাম্ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার এক নববিবাহিত লোক আমাদের দাওয়াত করলো এবং আমাদের সামনে তেরটি গুঁইসাপ পেশ করা হলো। আমাদের কেউ তা খেলো আর কেউ বর্জন করলো। পরদিন আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তাঁর পার্শ্ববর্তী লোকেরা বহু ধরনের উক্তি করতে লাগলো, এমনকি তাদের একজন বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এটি খাই না, (এ থেকে) নিষেধও করি না আবার হারামও করি না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা বড়ই মন্দ উক্তি করেছ। নবী ﷺ-কে হালাল ও হারাম নির্ণয় করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। তাঁর সাথে ফযল ইবন আব্বাস, খালিদ ইবন ওয়ালীদ ও অন্য একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তাঁদের কাছে একটি খাঞ্চা (দস্তর খান) পেশ করা হলো, তাতে গোশত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন মায়মূনা (রা) তাঁকে বললেন, এটা গুঁইসাপ এর গোশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ গোশত আমি কখনোও খাইনি (তাই আমার রুচি হয় না)। তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা খাও। ফযল, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) এবং সে মহিলা তা থেকে খেলেন। মায়মূনা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আহার করেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি আহার করব না।

৪৮৮৪. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ -

৪৮০৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি গুঁইসাপ আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন জানি না, এটা সে সকল উম্মাত থেকে হতে পারে, যাদের বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল।

৪৮০৫. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذَرُهُ وَقَالَ قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعْمَتُهُ -

৪৮০৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে গুঁই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি তোমরা খেও না। তিনি এটি অপছন্দ করলেন। তিনি আরও বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এটিকে হারাম করেননি। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করছেন। কেননা, এটি প্রায় সকল রাখালের খাদ্য। আমার কাছে থাকলে আমিও খেতাম।

৪৮০৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بِأَرْضٍ مُضَبَّةٍ فَمَا تَفْتِينَا قَالَ ذُكِّرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعْمَتُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৪৮০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা এমন এলাকায় বাস করি, যেখানে প্রচুর গুঁইসাপ (শাভা) আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেন? অথবা বললেন, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কী ফাতওয়া দেন? তিনি বললেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল এর একটি গোত্রকে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি আদেশও দেন নি, নিষেধও করেন নি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, পরবর্তী সময়ে উমর (রা) বলেন, আল্লাহ এর দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করেন। এটা প্রায় সকল রাখালের খাদ্য। তা আমার কাছে থাকলে অবশ্যই আমি খেতাম। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অরুচির কারণে অপছন্দ করেছেন।

৪৮০৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الْتَوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مُضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدُهُ فَعَا وَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يَا أَعْرَابِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْغَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ نَوَابٍ يَدْبُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ أَكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا -

৪৮৮৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমি এমন নিম্ন ভূ-ভাগে বাস করি যেখানে প্রচুর গুঁইসাপ পাওয়া যায়। আর এই আমার পরিবারের সাধারণ (প্রধান) খাদ্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমরা তাঁকে বললাম, আবার জিজ্ঞেস কর। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু তিনি এবারও কোন উত্তর দিলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বারে তাকে ডেকে বললেন : হে বেদুঈন! আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন, কিংবা ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বিকৃত করে সরিস্প জাতীয় প্রাণীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। যা মাটিতে বিচরণ করতে থাকে জানি না, এটা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কিনা। কাজেই আমি এটি খাইওনা, আবার এ থেকে নিষেধও করি না।

৪. بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

৮. পরিচ্ছেদ : টিড্ডি খাওয়ার বৈধতা

৪৮৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

৪৮৮৮. আবু কামিল জাহদারী (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি, তখন আমরা টিড্ডি খেতাম।

৪৮৮৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَقَالَ إِسْحَقُ سِتٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ.

৪৮৮৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র) সকলেই ইবন উয়ায়না (র)-এর সূত্রে আবু ইয়াফুর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবু বাকর (র) তাঁর রিওয়ায়েতে সাতটি যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর ইসহাক বলেছেন, ছয়টির কথা এবং ইবন আবু উমর (র) বলেছেন ছয়টি অথবা সাতটি।

৪৮৯০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ جُفَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

৪৮৯০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু ইয়াফুর (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সাতটি যুদ্ধ।

৯. بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْتَبِ

৯. পরিচ্ছেদ : খরগোশ খাওয়ার বৈধতা

৪৮৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْتَبًا بِمَرِّ الظُّهْرِ أَنْ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُ فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذَيْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ # وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بِوَرِكَيْهَا أَوْفَخَذَيْتُهَا -

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চলার পথে আমরা 'মাবরুয যাহরান' নামক স্থানে পৌছার পর একটি খরগোশকে উত্তেজিত করলাম। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করলো এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তিনি বলেন, অবশেষে আমি ধাওয়া করে ওটা ধরে ফেললাম এবং আবু তালহার নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি এটাকে যবেহ করলেন এবং এর পেছনের অংশ ও দুই রান রাসূলুল্লাহ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এগুলো রাসূলুল্লাহ এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

মুহায়র ইবন হাব্ব, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইয়াহইয়া (র)-এর হাদীসে আছে এর পেছনের অংশ অথবা দুই রান।

১০. بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْإِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكِرَاهَةِ الْخَذْفِ

১০. পরিচ্ছেদ : যা দ্বারা শিকার করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সহায়তা লাভ করা যায় তার বৈধতা এবং কংকর (ও ঢেলা) নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া

৪৮৯২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَثْمَسُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ الْمُغْفَلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ أَوْقَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ أَوْيَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أَكَلِمَكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا -

৪৮৯২. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বরী (র) ইবন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুগাফাল (রা) তাঁর সঙ্গীদের একজনকে কংকর (ঢেলা) ছুড়তে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, কংকর (ঢেলা) নিক্ষেপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ কংকর ছোঁড়া পছন্দ করতেন না। অথবা বলেছেন, নিষেধ মুসলিম ৪র্থ খণ্ড ৬১

করতেন। কারণ এর দ্বারা না শিকার করা যায়, আর না শত্রুকে ঘায়েল করা যায়; বরং এটি দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখে আঘাত করে। পরে তিনি পুনরায় তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখে বললেন, আমি তোমাকে জানালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর ছোঁড়া পছন্দ করতেন না, অথবা তা নিষেধ করতেন। এরপরও তোমাকে পাথর ছুঁড়তে দেখছি? আমি তোমার সাথে এত এত দিন কথা বলব না।

৪৮৯৩. حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪৮৯৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন মা'বাদ (র)...কাহ্মাস (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪৮৯৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأَ الْعَيْنَ -

৪৮৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। ইবন জা'ফর (র) তাঁর রিওয়াযাতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরোও বলেছেন : এটা শত্রু ঘায়েল করে না, শিকারও মারতে পারে না বরং এটা দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখ ঘায়েল করে। ইবন মাহ্দী (র) উল্লেখ করেছেন, এটা শত্রুকে ঘায়েল করে না। তিনি “চোখ ঘায়েল করার কথা” উল্লেখ করেননি।

৪৮৯৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ خَذَفَ قَالَ فَتَنَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تُصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخَذَفَ لَا أَكَلِمَكَ أَبَدًا -

৪৮৯৫. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা)-এর কোন আত্মীয় সম্বন্ধীয় কংকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটা না শিকার করতে পারে আর না শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে; বরং এটি দাঁত ভাঙ্গে আর চোখে আঘাত করে। সাঈদ (র) বলেন, লোকটি পুনরায় এ কাজ করলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে হাদীস শোনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কংকর নিক্ষেপ করছো? তোমার সাথে আমি কখনো কথা বলবো না।

৪৮৯৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৪৮৯৬. ইবন আবু উমর (র) আইয়ুব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় : শিকার ও যবাহকৃত জন্তু এবং যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল

৪৮৩

১১. بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشُّفْرَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : যবাহ ও হত্যা উত্তম পন্থায় করা ও ছুরি ধার করার নির্দেশ

৪৮৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

৪৮৯৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) শাদ্দাদ ইবন আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহসান' (যথাসাধ্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করা) অত্যাৱশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থার সাথে হত্যা করবে; আর যখন যবাহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবাহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবাহকৃত জন্তুকে শান্তি প্রদান করে (অহেতুক কষ্ট না দেয়)।

৪৮৯৮. وَحَدَّثَنَا هُيَّاسُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

৪৮৯৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয় (র) ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আবু বাকর ইবন নাফি, আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) তাঁরা সকলে খালিদ হায্যা (র) থেকে ইবন উলায়্যা (র) বর্ণিত হাদীসের সনদ ও অর্থের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

১২. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

১২. পরিচ্ছেদ : কোন প্রাণী বেঁধে তাকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা

৪৮৯৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ ابْنَ أَنَسٍ بَنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسٍ بَنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৮৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন যায়দ ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক (র)-এর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে হাকাম ইব্ন আইয়ুব (র)-এর বাড়িতে গেলাম। সেখানে কিছু লোক একটি মুরগী বেঁধে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। তিনি বলেন, তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রাণী বেঁধে সেটিকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন।

যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব (র), আবু কুরায়ব (র), শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৯০০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا -

৪৯০০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কোন 'প্রাণধারী' কোন কিছুকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানাবে না।

৬৯০১. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَا مَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا -

৪৯০১. শায়বান ইব্ন ফাররুখ ও আবু কামিল (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) একটি দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিলো। তারা ইব্ন উমরকে দেখে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ইব্ন উমর (রা) বললেন, এ কাজ কে করলো? এমন কাজ যে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অভিসম্পাত করেছেন।

৬৯০২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفَتَيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لَصَاحِبِ لَطِيرٍ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا -

৪৯০২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) কিছু সংখ্যক কুরায়শ তরুণের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিলো। আর তারা পাখির মালিকের জন্য প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর নির্ধারণ করছিলো। তারা ইব্ন উমর (রা)-কে দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইব্ন উমর (রা) বললেন, কে এ কাজ করলো? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।

৪৯০৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا -

৪৯০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে, অন্য সনদে আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে, অপর একটি সনদে হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবু যুবায়র (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রাণীকে বেঁধে হত্যা করতে (তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাতে) নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْأَضَاحِي

অধ্যায় : কুরবানী

১. بَابُ وَقْتِهَا

১. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর নির্ধারিত সময়

৪৯০৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سَفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَغْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَا حٍ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (أَوْ نُصَلِّيَ) فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

৪৯০৪. আহমদ ইবন ইউনুস (র) ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জুন্দাব ইবন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি সব কিছুর আগে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে তিনি কুরবানীর গোশত দেখতে পেলেন, যা তাঁর সালাত সম্পন্ন করার পূর্বেই যবাহ করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার সালাত আদায়ের পূর্বে (অথবা বললেন, আমাদের সালাত আদায়ের পূর্বে) তার কুরবানীর পশু যবাহ করেছে, সে যেন এর স্থলে অন্য একটি পশু যবাহ করে। আর যে ব্যক্তি যবাহ করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে (বিস্মিল্লাহ বলে) যবাহ করে।

৪৯০৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ سَفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ.

৪৯০৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) জুন্দাব ইবন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের সাথে সালাত সম্পন্ন করে কিছু বকরী দেখতে পেলেন, যা পূর্বেই যবাহ করা হয়েছে। তখন বললেন : সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবাহ করেছে, সে

যেন এর স্থলে অন্য একটি বকরী যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি সে যেন এখন আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ্ করে।

৬৯০৬. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ كَحَدِيثِ أَبِي الْأَخْوَصِ -

৪৯০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ও ইবন আবু উমর (র) আসওয়াদ ইবন কায়স (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা আবুল আহওয়াস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ عَلَى اسْمِ اللَّهِ উল্লেখ করেছেন।

৬৯০৭. حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ -

৪৯০৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) জুন্দাব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি আযহার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি খুত্বা দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে সে যেন এর স্থলে পুনরায় যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহর নামে যবাহ্ করে।

৬৯০৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৪৯০৮. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ও ইবন বাশশার (র) শু'বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৬৯০৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ عِنْدِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ ضَحِ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ضَحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ -

৪৯০৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) সালাতের পূর্বে কুরবানী করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওটা গোশতের বকরী। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট ছয় মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তিনি বললেন : সেটি যবাহ্ কর। তুমি

ছাড়া অন্য কারো জন্য তা যথার্থ হবে না। এরপর তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবাহ করলো, সে কেবল নিজের জন্যই যবাহ করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতের পর যবাহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের তরীকা অনুযায়ী কাজ করলো।

৬৯১০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعِدْ نُسْكَأَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عِنْدِي عَنَّا قَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ وَلَا تَجْزِي جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ۔

৪৯১০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মামা আবু বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) নবী ﷺ-এর যবাহ এর আগে যবাহ করলেন (প্রশ্নের জবাবে) তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজকের দিনে গোশত তলব করা ভাল নয়। তাই আমি আমার পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বাড়ির লোকদেরকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কুরবানী করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি পুনরায় কুরবানী কর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট একটি ছোট বকরী আছে যা দুধের বয়স অতিক্রম করেছে, যেটি গোশতের দু'টি বকরীর চাইতেও উত্তম। তিনি বললেন : এটিই তোমার উত্তম কুরবানী হবে। আর তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জাযাআ (ছয় মাসের বকরী) যথেষ্ট হবে না।

৬৯১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَالَ خَالِي يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ۔

৪৯১১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন : সালাত আদায়ের পূর্বে কেউ কুরবানী করবে না। বারা' (রা) বলেন, এরপর আমার মামা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আজকের দিনে তো গোশত তলব করা ভাল নয়। এরপর বর্ণনাকারী হুশায়ম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৬৯১২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبَلَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَأَ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَالَ خَالِي يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَسَكْتُ عَنْ ابْنِ لِي فَقَالَ ذَاكَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ لِأَهْلِكَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ ضَحَّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ نَسِيكَةٍ۔

৪৯১২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং

অধ্যায় : কুরবানী

আমাদের ন্যায় কুরবানী করে, সে যেন সালাতের পূর্বে কুরবানী না করে। পরে আমার মামা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আমার ছেলের পক্ষ থেকে কুরবানী করে ফেলেছি? তিনি বললেন : সেটা তো এমন জিনিস, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে (যবাহ করে) ফেলেছ। তিনি বললেন, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে, যা দু'টি বকরীর চাইতেও উত্তম। তিনি বললেন : তুমি সেটা কুরবানী কর। কেননা, সেটাই উত্তম কুরবানী হবে।

৬৯১৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لَاهِلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ-

৪৯১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। এরপর আমরা ফিরে যাব এবং কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে করলো সে আমাদের সুন্নাত পালন করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে যবাহ করলো, সেটা কেবল গোশত হলো, যা সে তার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো। কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) আগেই যবাহ করে ফেলেছিলেন। তাই তিনি বললেন, আমার নিকট একটি ছয়মাসের বকরীর বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উৎকৃষ্ট হুটপুট। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি সেটি কুরবানী কর। তোমার পরে আর কারো জন্য এটা (বাচ্চা) যথেষ্ট হবে না।

৬৯১৪- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ سَمْعٍ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৪৯১৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৯১৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ-

৪৯১৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, হান্নাদ ইব্ন সারী, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। এরপর বর্ণনাকারী উপরোল্লিখিত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিম ৪র্থ খণ্ড—৬২

৬৯১৬- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ نَحَرٍ فَقَالَ لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ قَالَ فَضَحَّ بِهَا وَلَا تَجْزِيْ جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ-

৪৯১৬. আহমাদ ইব্ন সাঈদ আদ-দারিমী (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি এতে বললেন : সালাতের পূর্বে কেউ যেন কুরবানী না করে। এক ব্যক্তি বললো, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা অল্প দিন পূর্বে দুধ ছেড়েছে, যেটি গোশতের দু'টি বকরীর চাইতে উত্তম (হুষ্টিপুষ্টি)। তিনি বললেন, ওটা কুরবানী কর। তোমার পর অন্য কারো জন্য জাযা'আ (একরূপ ছ'মাসের বাচ্চা কুরবানী করা) যথেষ্ট হবে না।

৬৯১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذْعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ-

৪৯১৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা (রা) সালাতের পূর্বে যবাহু (কুরবানী) করলে নবী ﷺ বললেন : এর পরিবর্তে (আরেকটি কুরবানী) কর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার কাছে কেবল একটি ছ'মাসের বকরীর বাচ্চা আছে। শু'বা (র) বলেন, মনে হয় তিনি বলেছেন, সেটা এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সেটির স্থানে এ'টি কুরবানী কর। আর তোমার পর অন্য কারো জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।

৬৯১৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ-

৪৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন। তবে তিনি এটা 'এক বছরের বাচ্চার চাইতেও উত্তম' এ বাক্যের বর্ণনায় সন্দেহের উল্লেখ করেন নি।

৬৯১৯- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ عُليَّةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ

مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ قَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ أَفَاذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَبْلَغْتَ رُخْصَتُهُ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا قَالَ وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوها أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوها -

৪৯১৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ূব, আমর আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে, সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আজকের দিনে তো গোশতের প্রতি চাহিদার দিন? এ সময় সে তার প্রতিবেশীদের অভাবের কথাও উল্লেখ করে। রাসূলুল্লাহ যেন তার কথাকে সত্য মনে করলেন। সে আরো বললো, আমার নিকট একটি ছ'মাসের বকরীর বাচ্চা আছে, যেটি গোশতের দুটি বকরীর চাইতেও ভাল, আমি কি সেটি কুরবানী করব? আনাস (রা) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নাই, এ অনুমতি এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্যে ছিল কি না। আনাস (রা) আরো বলেন, (ভাষণের পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি দুয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সে দু'টি যবাহ করলেন। আর লোকজন বকরী পালের প্রতি এগিয়ে গেল এবং সেগুলো বণ্টন করল এবং অন্য বর্ণনায় ভাগ ভাগ (যবাহ) করলো।

৪৯২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهْشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةٍ -

৪৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন এবং যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে তাকে পুনরায় কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এরপর বর্ণনাকারী ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৪৯২১. وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَى فَلْيُعِدْ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا -

৪৯২১. যিয়াদ ইব্ন ইয়াহইয়া হাসসানী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। এরপর গোশতের ঘ্রাণ পেয়ে (সালাতের পূর্বে) কুরবানী করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সালাতের আগে যবাহ করেছে, সে যেন পুনরায় যবাহ করে। এরপর বর্ণনাকারী ইব্ন উলায়্যা ও হাম্মাদ (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

২. بَابُ سِنِ الْأُضْحِيَّةِ

২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর বয়স

২৯২২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا أَمْسِنَةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ -

৪৯২২. আহমদ ইবন ইউনুস (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কমপক্ষে এক বছরের পশু (বকরী) কুরবানী করবে। তবে এটা তোমাদের জন্য দুষ্কর হলে তোমারা ছ'মাসের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার।

৪৯২৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخِرٍ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৯২৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন মদীনাতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কিছু লোক এ মনে করে আগেই কুরবানী করে ফেললো যে, নবী ﷺ হয়ত কুরবানী করেছেন। নবী ﷺ যারা তাঁর আগে কুরবানী করেছেন তাদেরকে পুনরায় আর একটি কুরবানী করার আদেশ দেন। আর তিনি আদেশ দিলেন, কেউ যেন নবী ﷺ এর কুরবানী করার পূর্বে কুরবানী না করে।

৪৯২৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَابًا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ بِهٍ أَنْتَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَلَى صَحَابَتِهِ -

৪৯২৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মাঝে কুরবানীর পশুরূপে বণ্টন করার জন্য তাঁকে কিছু বকরী দিলেন। একটি বাচ্চা (এক বছরের) অবশিষ্ট থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তুমি এটা কুরবানী কর। কুতায়বা (র) "أَصْحَابِهِ" শব্দের স্থলে "صَحَابَتِهِ" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

৪৯২৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّهْستَوَائِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذْعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذْعٌ فَقَالَ ضَحَّ بِهٍ -

৪৯২৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করলে আমার ভাগে একটি ছ'মাসের ছাগল পড়ে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ছ'মাসের একটি বাচ্চা পেয়েছি? তিনি বললেন তা-ই তুমি কুরবানী কর।

৪৯২৬. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ) أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ۔

৪৯২৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র) উক্বা ইবন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করেন। এরপর রাবী উল্লেখিত অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشِرَةً بِلا تَوَكُّلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

৩. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পসন্দনীয় পশু, অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই যবাহ করা এবং ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলা মুস্তাহাব।

৪৯২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا۔

৪৯২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু’শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো চিত্রা (ছাই) রং এর দু’টি দুগ্ধা নিজ হাতে যবাহ করেন। তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ পড়েন, ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন এবং (যবাহকালে) তাঁর (মুবারক) পা দিয়ে সে দু’টির ঘাড় চেপে রাখেন।

৪৯২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَسَمَّى وَكَبَّرَ۔

৪৯২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’শিং ওয়ালা সাদা কালো বর্ণের দু’টি দুগ্ধা কুরবানী করেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁকে দুগ্ধা দু’টি নিজ হাতে যবাহ করতে দেখেছি। আরও দেখেছি, তিনি সে দু’টির কাঁধের পাশে তাঁর পা মুবারক দিয়ে চেপে রাখেন এবং ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন।

৪৯২৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ۔

৪৯২৯. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করেন। বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম, আপনি কি আনাস (রা) থেকে হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ (শুনেছি)।

৪৯৩০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'আমি তাঁকে بِاسْمِ اللَّهِ (৩) বলতেও শুনেছি।

৪৯৩১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ حَيُّوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعُهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ-

৪৯৩১. হারুন ইবন মা'রুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং বিশিষ্ট দুম্বাটি আনতে আদেশ দেন-যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিম্নাংশ কালো ছিল) এবং কালোর মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চতুর্দিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়েশা (রা)-কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। এরপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। এরপর সেটা যবাহ করলেন এবং বললেন-

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

(অর্থ : আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ, মুহাম্মদ-পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে এটা কবুল করে নাও।) এরপর এটা কুরবানী করেন।

৪. بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا انْهَرَ الدَّمُ إِلَّا السِّنَّ وَالْظُّفْرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

৪. পরিচ্ছেদ : যা রক্ত ঝরায় তা দিয়েই যবাহ করা বৈধ। তবে দাঁত ও সকল হাড়-এর বহির্ভূত

৪৯৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَأَقْوَا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى قَالَ ﷺ أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي مَا انْهَرَ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالْظُّفْرُ

وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمُ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدُّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا -

৪৯৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা আগামীকাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা করবো। অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নাই। তিনি বললেন, দ্রুত কর, রক্ত প্রবাহিত করে দাও অথবা (ভালভাবে দেখে বলিষ্ঠভাবে যবাহু করবে)। যা রক্ত প্রবাহিত করে, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা (দিয়ে যবাহুকৃত জন্তু) খাও। তবে তা যেন দাঁত ও নখ না হয়। আমি তোমাদের নিকট এর কারণ বর্ণনা করছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গনীমতের কিছু উট ও বকরী পেলাম। সেগুলোর মধ্য হতে অবাধ্য হয়ে একটি উট ছুটে গেলে জনৈক ব্যক্তি তীর মেরে সেটাকে আটকিয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব উটের মধ্যেও বন্য (জন্তুর মতো স্বভাব) আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি যদি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যায় তবে তার সাথে একরূপ আচরণই করবে।

৪৯৩৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مُسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّتَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ -

৪৯৩৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিহামার অন্তর্গত 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমরা বকরী ও উট পেলাম। কিছু লোক তাড়াতাড়ি করে ডেগের মধ্যে এগুলোর গোশত জোশ দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলে ডেগগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হলো। এরপর একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করলেন। বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৪৯৩৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّيَّةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مُسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَأَقْوَا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَنُذَكِّي بِاللَّيْطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَنَدُّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَمْنَاهُ * وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى أَفَنُذَبِّحُ بِالْقَصَبِ -

৪৯৩৭. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْبَعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَصَلَّيْنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا -

৪৯৩৭. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ঈদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী সময় আমি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি খুতবার পূর্বে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। (খুতবায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের পর কুরবানীর গোশত খাওয়া থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা তা খেয়ো না।

৪৯৩৮. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْطَّلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৪৯৩৮. যুহায়র ইবন হার্ব, হাসান হুলায়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ, যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৯৩৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

৪৯৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা) বলেছেন : কেউ যেন কুরবানীর গোশত তিনদিনের পরে না খায়।

৪৯৪০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৪৯৪০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৯৪১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لَحُومُ

الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ -

৪৯৪১. ইব্ন আবু উমর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। সালিম (র) বলেন, এ জন্য ইব্ন উমর (রা) তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্ন আবু উমর (তিন-এর উপরে) (بَعْدَ ثَلَاثٍ এর স্থলে) (فَوْقَ ثَلَاثٍ) এর স্থলে) ইব্ন আবু উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্ন আবু উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্ন আবু উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খেতেন না।

٤٩٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ يَتَخَنُّونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا أَدْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا -

৪৯৪২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর (র) বলেন, আমি বিষয়টি 'আমরা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তিনি (ইব্ন ওয়াকিদ) সত্যই বলেছেন। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে (ঈদুল) আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার (অনটনগ্রস্ত হয়ে) শহরে এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গোশতগুলো সাদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরী করছে এবং তার চর্বি গলাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা কি (এ প্রশ্ন কেন?) তারা বললো, আপনিই তো তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : আমি তো বেদুঈনদের আগত (অসহায়) দলটির কারণে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাবে, জমা করে রাখবে এবং সাদাকা করবে।

٤٩٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُّوا وَتَزَوَّدُوا وَادْخِرُوا -

৪৯৪৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) জাবির (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। আবার পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন, এখন তোমরা খেতে পার, পাথের হিসাবে ব্যবহার করতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।

৬৯৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بَدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مَنَى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرُ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ-

৪৯৪৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয়ূব ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় তিনদিনের অধিক উটের গোশত খেতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিয়ে বললেন : তোমরা খেতে পার এবং পাথের হিসাবে রাখতে পার। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আমি আতাকে বললাম, জাবির (রা) কি আমাদের ‘মদীনা’য় আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত’ কথাটি বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৬৯৬৫- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثِ) -

৪৯৪৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তিনদিনের বেশি) এ থেকে খাওয়ার এবং পাথের হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন।

৬৯৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৪৯৪৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের ﷺ যুগে তা (কুরবানীর গোশত) পাথেররূপে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

৬৯৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ

الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لَحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ
بَعْدَ ثَلَاثٍ -

৪৯৪১. ইব্ন আবু উমর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। সালিম (র) বলেন, এ জন্য ইব্ন উমর (রা) তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খেতেন না। ইব্ন আবু উমর (বَعْدَ ثَلَاثٍ এর স্থলে) (তিন-এর পরে বলেছেন।

৬৯৬২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ آبِيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ
الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ
ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لَحْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ
الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا ادْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا -

৪৯৪২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর (র) বলেন, আমি বিষয়টি 'আমরা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তিনি (ইব্ন ওয়াকিদ) সত্যই বলেছেন। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে (ঈদুল) আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার (অনটনগ্রস্ত হয়ে) শহরে এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গোশতগুলো সাদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরী করছে এবং তার চর্বি গলাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা কি (এ প্রশ্ন কেন?) তারা বললো, আপনিই তো তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : আমি তো বেদুঈনদের আগত (অসহায়) দলটির কারণে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাবে, জমা করে রাখবে এবং সাদাকা করবে।

৬৯৬৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُّوا وَتَزَوَّدُوا وَادْخِرُوا -

৪৯৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) জাবির (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিনদিনের উপর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। আবার পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন, এখন তোমরা খেতে পার, পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।

৪৯৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بَدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مَنْى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ۔

৪৯৪৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইয়াহইয়া ইব্ন আইয়ুব ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় তিনদিনের অধিক উটের গোশত খেতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিয়ে বললেন : তোমরা খেতে পার এবং পাথেয় হিসাবে রাখতে পার। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আমি আতাকে বললাম, জাবির (রা) কি আমাদের ‘মদীনায় আগমন করার পূর্ব পর্যন্ত’ কথাটি বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৪৯৪৫. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثِ)۔

৪৯৪৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তিনদিনের বেশি) এ থেকে খাওয়ার এবং পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন।

৪৯৪৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

৪৯৪৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের ﷺ যুগে তা (কুরবানীর গোশত) পাথেয়রূপে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

৪৯৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ

ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَشَكُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوْا أَوْ ادْخِرُوْا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكُّ عَبْدُ الْأَعْلَى -

৪৯৪৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে মদীনাবাসী! তোমরা তিনদিনের উপরে কুরবানীর গোশত খাবে না। ইবন মুসান্না (র) "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (তিনদিন) শব্দ উল্লেখ করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুযোগ (আপত্তি) করলো যে, তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও খাদিম রয়েছে। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ। ইবন মুসান্না (র) বলেন, আব্দুল আ'লা (র) সন্দেহ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ "احْبِسُوْا" শব্দ বলেছেন না "ادْخِرُوْا" শব্দ।

٤٩٤٨- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ شَيْئًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَارَدْتُ أَنْ يَفْشَوْ فِيهِمْ -

৪৯৪৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, সে যেন তৃতীয় রাতের পর তার ঘরে কুরবানীর কিছু সঞ্চয় না রাখে। আগামী বছর যখন সমাগত হলো, তখন লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা কি গত বছরের মত করবো? তিনি বললেন, না। সে বছর তো মানুষ খুব কষ্টে ছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম যাতে সকলের নিকট (গোশত) পৌঁছে যায়।

٤٩٤٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ أَصْلَحَ هَذِهِ فَلَمْ أَزَلْ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ -

৪৯৪৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কুরবানীর পশু যবাহ করলেন। এরপর বললেন, হে সাওবান! এর গোশত ভালভাবে সংরক্ষণ কর। এরপর থেকে তিনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তাঁকে উক্ত গোশত থেকে আহার করাতে থাকি।

٤٩٥٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৪৯৫০. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, ইবন রাফি, ইসহাক ইবন ইবরহীম-হানযালী (র) মুআবিয়া ইবন সালিহ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৯৫১. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْنَهْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي الرُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ قَالَ فَاصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৪৯৫১. ইসহাক ইবন মানসূর (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় আমাকে বললেন : এ গোশত ভাল করে রেখে দাও। আমি তা ভাল করে রেখে দিলাম। তিনি মদীনায় পৌছা পর্যন্ত এ গোশত খেতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র) ইয়াহইয়া ইবন হামযা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি 'বিদায় হজ্জের সময়' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৪৯৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُسْرَةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاْمْسِكُوا مَا بَدُ الْكُمِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا -

৪৯৫২. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কবর যিয়ারত থেকে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদের তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সঞ্চয় করে রাখতে পার। আমি আরো তোমাদের নিষেধ করেছিলাম চামড়া নির্মিত পাত্র ছাড়া অন্যান্য সকল পাত্রে তৈরি নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) থেকে, এখন তোমরা যে কোন পাত্রেই (নাবীয) পান করতে পারো। তবে যা নেশা সৃষ্টি করে তা পান করো না।

৪৯৫৩. حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ -

৪৯৫৩. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম । এরপর বর্ণনাকারী আবু সিনানের হাদীসের অনুরূপ অর্থে রিওয়ায়াত করেন ।

৬. بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

৬. পরিচ্ছেদ : ফারা'ও আতীরা

৪৯৫৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَافْرَعَ وَلَا عَتِيرَجَ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذَبْحُونَهُ -

৪৯৫৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফারা ও 'আতীরা (রজব মাসের প্রথম দশদিনে যবাহকৃত পশু) বলতে (ইসলামে) কিছু নাই । ইব্ন রাফি (র) তার রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, ফারা' হলো (উটের) প্রথম বাচ্চা, যা তারা যবাহ করতো ।

৭. بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التُّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে প্রবেশ করলো এবং কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করলো তার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ ।

৪৯৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَآرَدَا أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلَا يَمْسُ مِنْ شَعْرِهِ وَيَشْرَهُ شَيْئًا قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنْ بَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ -

৪৯৫৫. ইবন আবু উমর আল-মাক্কী (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ (কর্তন) না করে। সুফিয়ান (র)-কে বলা হলো, কেউ কেউ তো হাদীসটিকে মারফু' (সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে) বর্ণনা করে না। তিনি বললেন, আমি কিন্তু মারফু'-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই বর্ণনা করি।

৪৯৫৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে মারফু'রূপে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন প্রথম দশদিন উপস্থিত হয় আর কারো নিকট কুরবানীর পশু থাকে, যা সে যবাহ করার নিয়্যত রাখে, তবে সে যেন তার চুল না ছাঁটে এবং নখ না কাটে।

৪৯৫৭. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।

৪৯৫৮. আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকাম হাশিমী (র) উমর অথবা আমর ইবন মুসলিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৯৫৯. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।

৪৯৬০. আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকাম হাশিমী (র) উমর অথবা আমর ইবন মুসলিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৯৬১. আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকাম হাশিমী (র) উমর অথবা আমর ইবন মুসলিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৯৬২. আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাকাম হাশিমী (র) উমর অথবা আমর ইবন মুসলিম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৯৫৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আশ্বারী (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু আছে যা সে যবাহু করবে সে যেন যিলহাজ্জ এর নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে।

৪৯৬০. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتَرَكَ حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو-

৪৯৬০. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র) আমর ইবন মুসলিম ইবন আম্মার আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কুরবানীর ঈদের পূর্বক্ষেণে হাম্মামে (গোসলখানা) ছিলাম। কিছু লোক চুন ব্যবহার (দ্বারা নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার) করেছিল। হাম্মামে উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা) তা অপছন্দ করেন। পরে আমি সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীসটি তো মানুষ ভুলে গিয়েছে এবং ছেড়ে দিয়েছে। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ... বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন আমর (র) থেকে মুআয (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক শব্দাবলী বর্ণনা করেন।

৪৯৬১. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ الْجَنْدَعِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ-

৪৯৬১. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও আহমাদ ইবন আব্দুর রাহমান ইবন ওয়াহাব (র)-এর ভাতিজা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস।

۸. بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْعِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছুকে নামে যবাহু করা হারাম। যে এরূপ করে তার প্রতি লা'নত।

৪৯৬২. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسَرِيحُ بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ

أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ -

৪৯৬২. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) আবু তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াসিলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, নবী ﷺ আপনাকে গোপনে কি বলতেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, নবী ﷺ মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বললো- হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি কথা কি? তিনি বললেন ১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে লানত করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করে আল্লাহ তার উপর লানত করেন ৩. ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ লানত করেন, যে কোন বিদআতী (শরীআতে কোন বিষয় অনুপ্রবিষ্টকারী) আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি যমীনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহ লানত করেন।

৪৯৬৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু তুফায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে গোপনে যা বলেছেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছু অবহিত করুন। তিনি বললেন, মানুষের কাছে গোপন রেখেছেন এমন কিছুই তিনি আমার কাছে একান্তে বলেননি। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করে আল্লাহ তাকে লানত করেন; যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে লানত করেন; যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে লানত করে আল্লাহ তাকে লানত করেন এবং যে ব্যক্তি চিহ্নসমূহ (যমীনের) পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন।

৪৯৬৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু তুফায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে গোপনে যা বলেছেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছু অবহিত করুন। তিনি বললেন, মানুষের কাছে গোপন রেখেছেন এমন কিছুই তিনি আমার কাছে একান্তে বলেননি। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করে আল্লাহ তাকে লানত করেন; যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে লানত করেন; যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে লানত করে আল্লাহ তাকে লানত করেন এবং যে ব্যক্তি চিহ্নসমূহ (যমীনের) পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন।

৪৯৬৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللُّظُّ لَابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلَى أُخْصَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي

قَرَابٍ سَيَفِي هَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا -

৪৯৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে কিছু বলে গেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি এমন কোন বিষয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে বলে যাননি; তবে আমার তরবারির এ খাপটিতে যা আছে তা ছাড়া। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি সহীফা (খাতা) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল-‘আল্লাহ্ লা’নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করে, আল্লাহ্ লা’নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে যমীনের চিহ্নসমূহ চুরি করে, আল্লাহ্ লা’নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে তার পিতাকে লা’নত করে। আল্লাহ্ লা’নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়।’

ইফা — উন্নয়ন/২০০৯-২০১০/অঃ সঃ/ ৪৩৭৩ — ৩২৫০